# মনীষীদের সঙ্গে

# মনীষীদের সঙ্গে



হেনরী ব্রানডন

অনুবাদিকা

বান্তু ভৌমিক



গ্রন্থম্ ॥ ২২/. বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

প্রথম সংস্করণ
২৮ই বৈশাখ, ১৩৭২

প্রকাশক
প্রকাশচন্দ্র সাহা
গ্রন্থম্
২২।১ বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

মুদ্রক
শ্রীঅজিতকৃষ্ণ ভট্টাচার্য
এ. জি. প্রেস
৪, পার্শি বাগান লেন,
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদপট
শচীন বিশ্বাস

ব্লক ও মুদ্রণ
দি প্রসেস্ ইণ্ডিয়া
কলিকাতা-১৪

দাম: পাঁচ টাকা

# সূচীপত্র


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১। | ডাঃ মার্গারেট মীড | ... | আমেরিকাবাসী কারা | ১ |
| ২। | পিটার উষ্টিনোভ | ... | সংস্কৃতির অনুসন্ধানে আমেরিকা | ১৯ |
| ৩। | লিওনার্ড বার্ণষ্টাইন | ... | সেই ক্ষয়িত, সেই পরিত্যক্ত, সেই ক্রীড়ারত | ৩৮ |
| ৪। | বেন সাহান | ... | দুঃস্বপ্নঃ গোয়া পেলেন গুগেনহাইম | ৫০ |
| ৫। | এডমণ্ড উইলসন | ... | সমালোচক : সুদূর ও স্বতন্ত্র | ৭২ |
| ৬। | মেরিলিন মনরো ও আর্থার মিলার | ... | যৌবন : রঙ্গমঞ্চ : বুদ্ধিজীবী | ৯১ |
| ৭। | ফ্রাঙ্ক লয়েড রাইট | ... | সাম্প্রতিক স্থাপত্য অতিক্রমে | ১২৫ |
| ৮। | হারব্রুক | ... | শুধু নহে প্রমোদের তরে | ১৩০ |
| ৯। | ডাঃ রেণহোল্ড নিবার | ... | খৃষ্টধর্মীর চোখে ভবিষ্যৎ | ১৪৭ |
| ১০। | রিচার্ড. এম. নিকসন | ... | শক্তিমত্তার প্রতিষ্ঠা | ১৫০ |
| ১১। | ওয়াল্টার রিউটার | ... | শ্রম ও অন্তরতর ব্যক্তি | ১৭১ |
| ১২। | নোর্বার্ট ওয়েনার | ... | মানবিক যন্ত্র, অমানবিক খেলা | ১৯০ |
| ১৩। | জন. এফ. কেনেডি | ... | বিতর্কের ঝড়ে জন্ম | ২০৩ |
| ১৪। | ওয়াল্ট কেলী | ... | নিজের প্রতি পরিহাস | ২১৯ |
| ১৫। | ডাঃ ওয়ের্নার ভন ব্রন | ... | উড্ডীয়মান ঠাকুরমার যুগ | ২৩০ |
| ১৬। | ডাঃ ইসিডোর রাবি | ... | বিজ্ঞান কতটা এগিয়ে গেছে | ২৪৬ |
| ১৭। | জেমস থারবার | ... | রেশম ও চোলীর থাকে | ২৫৩ |

# আমেরিকাবাসী কারা

## নৃতত্ত্ববিদ শ্রীমতী মার্গারেট মীড

আমেরিকার প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিদ ডাঃ মার্গারেট মীডে'র সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পূর্বে আমাকে বুলেট-প্রুফ জামা পরে যেতে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল। শুনেছিলাম, যে কোন আলোচনায় তাঁর সুতীক্ষ্ণ শরাঘাত অব্যর্থ—বিশেষতঃ পুরুষের ওপরে। তাই আমি তাঁর মধ্যে হৃদয়ের উষ্ণতা, সহৃদয়তা ও সহজ ভাব দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিলাম—যদিও তাঁর ব্যক্তিত্ব অনন্যসাধারণ। বয়স প্রায় ষাট, কিন্তু স্পষ্টতঃই তাঁর উদ্যম চল্লিশের। মানুষটি খর্বাকৃতি। সত্য কথা বলতে কি, দাঁড়ালে খুবই ছোট দেখায়; কিন্তু তাঁর সামনে বসে কেউ তাঁর মুখ ছাড়া অন্য দিকে তাকাবে না। তিনি কথা এত দ্রুত বলেন এবং এমন একটা প্রত্যয়ের সঙ্গে, যা দম বন্ধ করে শুনতে হয়। তিনি সুশিক্ষিকের মতো হাতের ভঙ্গীমার দ্বারা চিন্তিত বিষয়কে রূপায়িত করে তোলেন। অপেক্ষাকৃত কম চিন্তাশীল যে কেউ আমার অনেক প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে ইতস্ততঃ করতো অথবা কথা আটকে যেতো; কিন্তু তিনি তা করেন নি। তাঁর আপাতদৃষ্ট অনায়াস মনসংযোগ ও বহু সমস্যার দ্রুত সমাধান ক্ষমতা খুবই প্রশংসনীয়।

আমাদের সাক্ষাৎকার শেষ হবার পরে তিনি যখন বললেন যে আমার প্রশ্নে তিনি রীতিমতো চকিত হয়ে উঠেছিলেন—আমি একটু অবাক হলাম। বুঝতে পারলাম না উনি আমাকে খুশী অথবা আশ্বস্ত করবার কি নিজের উত্তরের তীক্ষ্ণতা কমাবার জন্য এ কথা বললেন। কর্ণেল কাপা…যিনি শুধুমাত্র চমৎকার ছবি তোলেন না, লোকচরিত্র সম্বন্ধেও যথেষ্ট অভিজ্ঞ তিনি পরে বলেছিলেন—প্রথমে ওকে নাকি সত্য সত্যই নার্ভাস মনে হচ্ছিল। সামনে পায়ের ওপর পা তুলে একটা ফটোগ্রাফার বসে আছে, বাঁ দিকের টেবিলে টেপ রেকর্ডার, আর আমি সামনে বসে একটার পর একটা জটিল প্রশ্ন করে চলেছি, এতে আর কে না অস্বস্তি বোধ করে?

নিউইয়র্কের গ্রীণ উইচ গ্রামে ডাঃ মীডে'র ছোট ছন্নছাড়া ঘরে আমাদের কথোপকথন হয়েছিল। আসবাবপত্র সাধারণ, সংখ্যায়ও কম—এদিক ওদিক রাখা আছে। কার্পেট নেই—ঢাকাগুলি কোন রকমে আটকে আছে।

কিন্তু, চেয়ারে বসবার পরে পুরোণ জুতো পরে যেমনি আরাম হয় তেমনি বোধ হচ্ছিল।

ত্রিশ বৎসর আগে নৃতত্ত্ববিদরা যে অর্থে সংস্কৃতি ব্যবহার করেন সেভাবে' তা ব্যবহৃত হতো না—শুধুমাত্র ডাঃ মীড যেমনি বললেন, 'কয়েকজন নৃতত্ত্ববিদ ছাড়া'। কিন্তু বর্তমানে সংস্কৃতিক প্রভেদের একটা সাধারণ স্বীকৃতি রয়েছে। যে সব আচার ব্যবহার আমরা জন্মগত মনে করি তা যে শেখা এই স্বীকৃতি সবাই মেনে নিয়েছে' নৃতত্ত্ববিদদের 'অর্থানুসারে 'সংস্কৃতি' সার্বজনীন করতে ডাঃ মীডে'র বই অনেক সাহায্য করেছে। সোমা ও নিউগিনির আদিম অসভ্যজাত, রাশিয়া ও আমেরিকার মতো অপেক্ষাকৃত কম আদিম জাতি, এবং শিশু শিক্ষাও যৌনজীবন ও বর্তমান সমাজে তাদের সম্পর্কের মতো সার্বজনীন বিষয় নিয়ে তিনি বই লিখেছেন। কতগুলি বই সর্বাধিক বিক্রয়ের পর্যায়ে তিনি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা এবং আমেরিকাব মিউজিয়ামের প্রাকৃতিক ইতিহাস বিভাগে মানবজাতি তত্ত্ববিদ্যা বিভাগের সহকারী তত্ত্বাবধায়িকা। নিঃসন্দেহে তিনি আমেরিকার অন্যতমা মহীয়সী মহিলা!

ব্র্যাগুন—বোধ হয় নৃতত্ত্ববিদ হিসাবে আপনাকে আমি সর্বাপেক্ষা। প্রয়োজনীয় যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারি তা হচ্ছে, আমেরিকার সমাজ অথবা আমেরিকাবাসীরা জাতি হিসাবে পৃথিবীর নেতৃত্ব করতে সমর্থ কিনা? কিন্তু, ধীরে ধীরে এই প্রশ্নে উপস্থিত হবার আগে আমি একজন আমেরিকার লেখকের কথা উদ্ধৃত করতে চাই, যিনি অধুনা আমেরিকার আত্মসমালোচনার রীতি অনুযায়ী বলেছেন, কতগুলি 'বাদ' ( ism )-এর প্রতি আমেরিকার সভ্যতা মনে-প্রাণে উৎসর্গীকৃত; যেমন, বাস্তববাদ, সাদৃশ্যবাদ, আশাবাদ, পলায়নী মনোবৃত্তিবাদ এবং মা-বাদ। প্রথমতঃ বাস্তববাদী আমেরিকানের প্রকৃতি সম্বন্ধে কি বলবার আছে?

মীড—এর উত্তরে নিউগিনির আদিম অসভ্য অধিবাসীরা যে মন্তব্য করেছিল সে কথা দিয়েই আর করছি—১৯৫৩ সালে আমি আবার ওদের পর্যালোচনার জন্য গিয়েছিলাম। প্রথমবার ১৯২৮-এ। তখন ওরা প্রকৃতই প্রস্তরযুগের বর্বরতায় ছিল…এবং আমি যতগুলি অসভ্য জাতি জানি তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ক্ষমতালিপ্সু, উপার্জনেচ্ছু, প্রতিযোগী মনোভাবসম্পন্ন এবং জড়বাদী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে প্রায় লক্ষাধিক আমেরিকাবাসীর সঙ্গে

তাদের দেখা হয়। তারা বলেছিল, আমেরিকার নিকট থেকে আমরা জানতে পেরেছি, জড়জগতের পদার্থ অপ্রয়োজনীয়। পৃথিবীতে একমাত্র একটি কথাই খাঁটি—তা হচ্ছে একটি মানুষ। সেই একটি মানুষের জীবন রক্ষার জন্য তুমি যথেচ্ছ জড়জগতের পদার্থ খরচ করতে পারো…এই কথা জানবার পরে আমরা সম্পত্তি বা বস্তু নয়, মানুষকে ঘিরেই সমাজ গড়ে তুলতে চাই। যদি আমি কথাগুলি কোনো সাধারণ আমেরিকাবাসীর নিকটে বলি, তাহলে তারা বুঝবে আমি কি বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাইছি—কিন্তু পেশাদার বুদ্ধিজীবিদের বললে তারা হাঁ করে থাকবেন। আদিম অধিবাসীরা বলে, আমেরিকা বস্তুপ্রধান জিনিস বেশী মূল্য দেয় না—কারণ, তাদের অনেক আছে।' বস্তুপ্রধান জিনিস বেশি থাকা এবং বস্তুবাদী হবার মধ্যে তফাৎ আছে। ইয়োরোপের মতে বাগানের চেয়ে বাথটব পছন্দ করা জড়বাস্তবাদ। আমেরিকা বাথটব ও বাগানের মধ্যে তুলনা করে না—কারণ তাদের মতে বাথটব বিলাসের সামগ্রী নয় এটা প্রয়োজন। কাজেই, আমি যা করেছি এবং যে আলোচনা হয়েছে তাতে মনে হয় আমেরিকা ইয়োরোপ অপেক্ষা কম বাস্তবাদী—অনেক কম।

ব্র্যাগুন—তবুও একথা সত্য যে আমেরিকার অর্থনীতি লোককে অধিকতর আয়ে প্রলুব্ধ করে—কাজেই বস্তুপদার্থের অত্যন্ত বেশী একত্রীকরণ হয়…

মীড—আচ্ছা। আপনি কি করে অন্য দেশের অর্থনীতি বিশ্লেষণ করবেন। সে সব কিসের ওপরে দাঁড়িয়ে আছে? লোককে কিনতে বারণ করে?

ব্র্যাগুন—না, কিন্তু দেশবাসীর প্রত্যেকের একটি করে নিজস্ব কাপড় কাচার কল কেনার ওপরে সে অর্থনীতি নির্ভর করে না।

মীড—জানি, তা করে না। ফলে, অপরাপর দেশ কঠিন উৎপাদন সমস্যায় পীড়িত হয়, তাই না? আমাদের অর্থনীতি জীবনযাত্রার মান উন্নত করবার যত্নে বাঁধা। আমরা এরকম একটা ধারণার যন্ত্রচক্রে বাঁধা যে, বর্তমানের অপেক্ষা জীবনযাত্রার মান অনেক উন্নতর হতে পারে। কাজেই কেউ তাদের চলতি জীবনযাত্রায় সন্তুষ্ট হয় না—এবং নিশ্চিন্ত মনে সুস্থির হয়ে থাকতে পারে না। অপরপক্ষে, ইয়োরোপের অনেক স্থানেই শ্রেণীগত জীবনযাত্রার মান একটা বিশেষ পর্যায় পর্যন্ত উঠতে পারলেই মানুষ সুখী হয়, তার বেশী কিছু চায় না।

ব্র্যাগুন—আপনার কি মনে হয় সাদৃশ্যবাদ আমেরিকার জীবনযাত্রার একটি সুবিদিত বিশেষত্ব?

মীড—আমার মতে ইয়োরোপের দৃষ্টি দিয়ে দেখলে এটা আমেরিকার একটা চরিত্রগত বিশেষত্ব। বুঝতেই পারছেন, এত বড একটা বিশাল রাজ্য, এর এক অংশ অপর অংশের মতই দেখায়। এ রকম দেশ দেখতে তারা অভ্যস্ত নয়। এরূপ আয়তনের একটি দেশ—যা একই সরকার শাসিত, যেখানে যন্ত্রের সাহায্যে প্রচুর উৎপাদন হচ্ছে, সেখানে মদের দোকান আর মোটরগাড়ীর মত জিনিস আছে, সেখানে কি করে আপাতঃ সাদৃশ্যটা এড়ানো যাবে? আর একটা কথা, উপনিবেশকারী আগন্তুকেরা সাবালক হয়েই এখানে এসেছে। বাইরে থেকেই তারা আমেরিকাবাসী হবার শিক্ষা পেয়েছে। মতবাদ বদলাবার পূর্বেই তাদের পোষাক বদলাতে হয়েছে। অপরের মতো চিন্তা করা, অনুভব করা, অথবা কথা বলার পূর্বেই তারা প্রাণপণে চেষ্টা করে অপরের মতো হতে। বিশেসতঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে সাদৃশ্যবাদ অথবা সাদৃশ্য নিয়ে ভীষণ চীৎকার চেঁচামেচি হচ্ছে কারণ, (আমার মতে) মানুষ অত্যন্ত আত্ম-সচেতন হয়ে উঠেছে। যে যুবক সার্থক ব্যবসায়ী হবে সে সার্থক ব্যবসায়ীর মতই পোষাক পরবে; কিন্তু সে সম্বন্ধে সে সচেতন নয়। এ সম্বন্ধে 'লাইফ পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখা হয় না এবং মতামত ও অনুসন্ধান করা হয় না—কাজেই আমরা হঠাৎ নিজেদের অনেক কার্যকলাপ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছি। আমাদের বলা হয়েছে অপরে যা করছে তাই আমরা করছি এবং এতেই নিজেদের মধ্যে সাদৃশ্যের অনুভূতি জেগেছে।

ব্র্যাগুন—আপনি প্রধানতঃ বাইরের সাদৃশ্যবাদের কথা বললেন—আমার মনে হয় ইয়োরোপবাসীরা সাদৃশ্যবাদের কথায় বুদ্ধিবৃত্তিমূলক সাদৃশ্যবাদের কথাই ভাবে।

মীড—পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী বহুমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের দেশেই আছে। শত শত রীতির স্কুল রয়েছে, এদের একের জন্য অপরের মাথাব্যথা নেই। ইয়োরোপে, যদি আপনার সঙ্গে সমশ্রেণীর কোন শিক্ষিত ব্যক্তির দেখা হয় আপনি বুঝতে পারবেন তিনি কোন কবিতা পড়েছেন; কাজেই নিরাপদে তা থেকে আবৃত্তি করতে পারেন। কিন্তু, এদেশে কিছুই বোঝা যায় না, অতএব কলাসম্মতভাবে পরোক্ষভাবে উল্লেখ, ইয়োরোপের সভ্যজগতে যার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী, তা এখানে নেই।

ব্র্যাগুন—এবারে আশাবাদ ও পলায়নী মনোবৃত্তিবাদ সম্বন্ধে এক সঙ্গে প্রশ্ন করি। আপনার কি মনে হয় এটাও আমেরিকার চরিত্রগত বিশেষত্ব?

মীড—আমার মতে আমেরিকাবাসীরা আশাবাদী—যদিও মোটের ওপরে তারা 'খারাপ খবর'ও খুব ক্ষিপ্রতার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারে—সাধারণতঃ এটা হিটিরিয়া নামে অভিহিত হয়। অতএব আমরা যখন 'স্পুটনিক' সম্বন্ধে প্রচুর গোলমাল করলাম—যা ছিল নিরাশাবাদ-প্রসূত—স্বল্পকাল স্থায়ী হলো—যে মুহূর্তে কৃত্রিম গ্রহ আকাশে উঠলো। লোকেরা বলে উঠলো, তারা জিতেছে। আমার মনে হয় মূলতঃ আমরা আশাবাদীই।

বিশ দশকে আমরা যেমন দক্ষিণ সমুদ্রে পাড়ি দেবার কথা বলাবলি করতাম. পলায়নী মনোবৃত্তি বলতে আমার সেই ধরণের ব্যাপার বলেই মনে হয়। অবশ্য বলতে পারেন, অন্য এক নতুন ধরণের পলায়ন মনোবৃত্তি আছে। সেটা হচ্ছে ব্যক্তিগত জীবনের গণ্ডীতে পলায়ন। বর্তমান যুগে এই দেশ ও সোভিয়েট ইউনিয়নের এটা বিশেষত্ব। নিজের ছোট গৃহ, ছোট বাগান নিজের ছেলেমেয়ে সেই ছোট এক টুকরো জীবন, যাতে মানুষ নিজেকে সার্থক করে তুলতে পারে—তার প্রতি সমগ্র মন নিয়োজিত করা এবং বৃহত্তর জীবনবোধ থেকে দূরে থাকা।

ব্র্যাগুন—এর কি কারণ আপনার মনে হয়?

মীড-এর জন্য আংশিকভাবে দায়ী অর্থনৈতিক জগতে মন্দা এবং যুদ্ধ। তাছাড়া, গত বিশ বৎসরে একের পর এক যা ঘটেছে এবং তরুণদের প্রতি বয়স্ক ব্যক্তিদের চাপ ও উপদেশ—যা করবার করে, নাও ভবিষ্যতে কি হবে কেউ বলতে পারে না। এ ছাড়া আরো একটা মনোভাব দেখা দিয়েছিল যে, পৃথিবী বিশাল এবং নিয়ন্ত্রণের অসাধ্য হয়ে উঠেছে; কাজেই কোন ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে পৃথিবীর ওপরে প্রভাব বিস্তার করা অসম্ভব। তা ছাড়া, দুর্বিপাকের আশঙ্কা। কারণ এই দেশ (যদিও আমরা যতটা চাই ততটা সচেতন নয়) তবুও আণবিক যুদ্ধ ও পৃথিবী ধ্বংসের সম্ভাবনার আশঙ্কায় আশঙ্কিত। মনে হয়, যেন তারা দশ-পনের বৎসরের মধ্যে পঞ্চাশ বৎসরের জীবন উপভোগ করতে চাইছে।

ব্র্যাগুন—এ অবস্থায় কি আশা করা যায় না যে, তারা রাজনীতিতে ও শাসন-সংরক্ষণ ব্যাপারে অংশ গ্রহণ কববার জন্য উৎসুক হয়ে উঠবে?

মীড—যদি তারা ভাবে যে তাদের পক্ষে প্রভাব বিস্তার করা সম্ভবপর হবে, তাহলে নিশ্চয়ই উৎসুক হবে। কিন্তু' আমাদের বলা হয়েছে, আমরা যাই করি না কেন নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো না। আমেরিকার

পক্ষে এটি একটা নূতন অভিজ্ঞতা। যারা ভাবে তারা দুটি সমুদ্রবেষ্টিত হয়ে সুরক্ষিত আছে এবং সম্পূর্ণ নিরপত্তার জন্য যথার্থ পন্থা নির্ধারণ করাই একমাত্র কাজ তাদের পক্ষে ব্যাপারটা মোটেই উৎসাহজনক নয়।

ব্র্যাণ্ডন—আপনি উল্লেখ করেছিলেন যে রাশিয়ার অবস্থাও একই।

মীড—হ্যাঁ, রাশিয়াতেও—যেখানে সদাসর্বদা সবাইকে গুণগত উৎকর্ষ আহরণ করতে হয়—ব্যক্তি জীবনে পালিয়ে যাবার আকাঙ্ক্ষা আছে। স্ত্রীও সন্তানের সঙ্গে সম্পর্কই একমাত্র সম্পর্ক। যা সমালোচনা ও অপরাধের উর্ধে। সেইজন্য রাশিয়াতেও বাইরের অন্যান্য ব্যাপার থেকে সঙ্কুচিত হয়ে নিজের পারিবারিক সঙ্কীর্ণ দলে ব্যক্তিগত সম্পর্কের ওপরে জোর দেওয়া হয়েছে।

ব্র্যাণ্ডন—সোভিয়েট চরিত্রের ওপরে লেখা আপনার প্রবন্ধ আমি পড়েছি এবং ১৯৫১ সালে লিখিত অনেকগুলি মন্তব্য এখন আমার নিকট ভবিষ্যদ্বাণীর মতো মনে হচ্ছে। আপনি বলেছিলেন যদি শাসকগোষ্ঠীর পরিবর্তন হয় এবং পুলিসের ক্ষমতা কমে যায় তাহলে এদেশ আরও শক্তিশালী হবে।

প্রায়ই শুনি রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে বহুলাংশে মিল আছে।

মীড—আমার মনে হয় দুই দেশের কতকগুলি বিশেষত্ব এক। রাশিয়া ও আমেরিকা উভয় দেশের চাষীদের জীবন স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ। একটি বিরাট দেশ তথা ভবিষ্যৎ-সম্ভাবনাপূর্ণ দেশের নাগরিক হবার সৌভাগ্য লাভ করায় স্বভাবতঃই সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। সোভিয়েট ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্র এই উভয় দেশই প্রকৃতপক্ষে অনাগত বংশধরদের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রথমে নিজেদের সমাজেই কৃষক ও অপরাপর দলের ছেলেদের তৈরী করে নিয়েছিল; আমাদের দেশকে অন্য সমাজ থেকে আগতদের গ্রহণ করতে হয়েছে। কিন্তু, এতে সংস্কৃতির দাবী ক্ষীণ হয়ে যায় এবং এ যেন অতীতকে সরিয়ে দিয়ে ভবিষ্যতের নিকট স্বীকারোক্তির মতো শোনায়।

ব্র্যাণ্ডন—মা-নেওয়টা-বাদ সম্বন্ধে আপনার কি মত?

মীড—এটা হচ্ছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরের একটা উদ্ভূত ধারণা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে এমন অনেক ছেলেকে বাধ্যতামূলক সৈনিক তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল যারা তদানীন্তন আমেরিকার পারিপার্শ্বিকে অত তাড়াতাড়ি বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসতো না। এদের মধ্যে অনেকেরই খুব শোচনীয় অবস্থা হয়েছিল এবং মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা পরীক্ষা করবার পরে মাকেই সব কিছুর জন্য দায়ী করে। কথাটা সত্য, কারণ সে সময়ে মা'ই সর্বতোভাবে ছেলেদের মানুষ করে

তোলার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। সে যুগের পিতারা—ব্যবসায়ী বা বহিরাগত—যাই হোন না কেন সন্তানদের নিয়ে এতটা মাথা ঘামাতেন না। স্ত্রীদের ওপরে ছেলে মানুষ করবার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন। বহিরাগতরা জীবিকার্জনের চেষ্টায় সব সময়ে ব্যস্ত থাকতেন এবং ব্যবসায়ীদেরও ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ভার স্ত্রীদের ওপরে ছেড়ে দেবার প্রবণতা ছিল। অতএব ভালো, মন্দ, শিক্ষা-দীক্ষা সব কিছুর দায়িত্ব ছিল মায়েদেরই। এই কারণেই যত কিছু দোষ চাপানো হোতো মায়েদের ওপরেই।

বর্তমানে এদেশে এভাবে সন্তানদের গড়ে তোলা হচ্ছে না। আজকাল অবসর অনেক বেশী। তাই পিতারা ঘরোয়া ব্যাপারে অধিকতর অংশ গ্রহণ করেন, কিন্তু, মা-নেওটা-বাদ কথাটা এখনও রয়ে গেছে। আমরা বর্তমানে গৃহে মায়েদের কর্তৃত্বের সমস্যা নিয়ে চিন্তিত নই—এখন পিতারা ঘরকুণো। এ একটা নূতনতর সমস্যা, তিরিশ দশকের সমস্যার সঙ্গে এর পার্থক্যও সুস্পষ্ট।

ব্র্যাণ্ডন—জেমস থারবার সেদিন আমাকে বলছিলেন, তিনি আমেরিকাকে এখনও মাতৃতান্ত্রিক দেশ বলে মনে করেন।

মীড—এটা হচ্ছে এমন এক দলের বিশ্বাস যারা কখনও মাতৃতন্ত্র দেখেনি বা কথাটা খুব সাবধানে ব্যবহার করে না। মাতৃতন্ত্র এমন একটি সমাজ যেখানে মেয়েদের আইনগত অধিকার আছে। আমেরিকা কখনও মাতৃতান্ত্রিক নয়। কিন্তু, আমেরিকা এমন একটা সমাজ যেখানে যে সব কাজ ইয়োরোপে পুরুষেরা করে যে সব কাজ মেয়েদের দ্বারা সাধিত হয়। আবার ইয়োরোপে যে সব কাজ মেয়েরা করে এখানে সে-সবই পুরুষরা করে। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি এখানে মেয়েরা রাজনীতিতে ইংলণ্ডের মতো এতটা প্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণ করে না।

ব্র্যাণ্ডন—মনে পড়েছে আপনি কোথাও বলেছিলেন যে জীবনের সুকোমল দিকগুলো তাদের জন্য আছে।

মীড—সে কথা সত্য। নারীকে আদর্শের ধারক হিসেবে ধরা হয়; তারা পুরুষের অপেক্ষা শিল্পকলা ও সঙ্গীতে অধিকতর অনুরাগী হবে এইটাই তো স্বাভাবিক। এই ঐতিহ্যই এখনও আমাদের মধ্যে বিদ্যমান—একটু আধটু এদিক-ওদিক যে হয়নি তা নয় তবুও ঐতিহ্য এখনও অবিকৃতই আছে।

ব্র্যাণ্ডন—বর্তমান শতকের মেয়েদের কার্যকলাপে আপনি কি কিছু পরিবর্তন দেখতে পান?

মীড—গোটা পাশ্চাত্যের কথা বলছেন কি?

ব্র্যাগুন—শুধু যুক্তরাষ্ট্রের কথাই বলুন।

মীড—বলতে গেলে যুক্তরাষ্ট্রে খুব কম ঘটনা ঘটেছে যা পশ্চিম ইউরোপে অথবা ইউনাইটেড কিংডমে কিছুমাত্রায় না ঘটেছে—শিক্ষার প্রসার, নারী-শিক্ষার ধারাবাহিক প্রসার নারীদের অর্থনীতিতে অংশ গ্রহণের অবিরাম আকাঙ্ক্ষা, মেয়েদের কাজের প্রয়োজন সৃষ্টি করে সেই গতির চাকায় অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করা···কোথাও এর সুর উঁচু, কোথাও নীচু কিন্তু এটা সবজায়গাতেই করা হচ্ছে। কাজেই, অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, মেয়েরা—যারা দৈহিক গঠনানুযায়ী গৃহে থাকার অধিকতর উপযোগী তাদের বাইরের কাজের জন্য আসতে বলা এদিকে পুরুষকে প্রতিদিন ঘরে ফিরতে বাধ্য করা—শরীরতত্ত্বের দিক দিয়ে তারাও আমার মতে শিকারী, অনুসন্ধানকারী ইত্যাদি হিসেবে বাইরে থাকারই অধিকতর উপযোগী। তারা দৈনন্দিন নিয়মের নিগড়ে বাঁধা থাকতে চায় না—প্রাসঙ্গিক উত্তেজনামূলক ঘটনায় অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠে, কিন্তু আধুনিক জীবনযাত্রা তাদের তা ছাড়তে বাধ্য করেছে। এবং এই জন্যেই পুরুষ ও স্ত্রীর ভূমিকা প্রায় একই হয়ে যাচ্ছে।

ব্র্যাগুন—আপনার কি মনে হয় না আমরা নারীর সম-অধিকারের দাবী আন্দোলনের শীর্ষে পৌঁছেছি।

মীড—আমার মনে হয়, নারীর সম-অধিকার দাবীর এই আন্দোলন পশ্চিমে জন্ম নিয়েছিল এবং পশ্চিমের জীবন-যাত্রার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে গিয়ে সম্পূর্ণ নূতন রূপে পূর্বের দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আমার মনে হয় না এশিয়ার, মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের দেশে মেয়েরা পুরুষদের মতো হতে চায়—যে দাবী ইউরোপে এবং আমেরিকায় অত্যন্ত বেশী, পশ্চিমের নারীরা যে অধিকার বর্তমানে ভোগ করছে তারা শুধু সেইটুকুই চায়, কিন্তু, জীবনযাত্রার এক রকম রীতি প্রবর্তিত হয়েছে এবং তাই পৃথিবীতে চলছে। অতএব 'শীর্ষ বলতে কি বোঝায় তার ওপরে সব কিছু নির্ভর করছে—এখন সত্যসত্যই কোন একটা সাজ্যাতিক নারীত্ব কোথাও নেই। কিন্তু, পৃথিবীকে যা টানে সে দিকে যদি আমরা লক্ষ্য রাখি। তাই দেখতে পাই মেয়েদের অবস্থার অনেক পরিবর্তন এবং পশ্চিম ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে ক্রমাগতই তা বৃদ্ধি পাচ্ছে ও ছড়িয়ে পড়ছে।

ব্র্যাগুন—ইউরোপীয়রা অনেক সময়ে বলে যে, আমেরিকার মেয়েদের মধ্যে নারীত্বের ভাগ কম। আপনার কি মনে হয় এটা তার একটা কারণ।

মীড—আমার মতে নারীত্বের সংজ্ঞা অত্যন্ত বেশী স্থানিক ও সবিশেষ হয়ে উঠেছে। প্রতি দেশেই পুরুষরা এমনভাবে শিক্ষা পেয়ে বড় হয়ে ওঠে যে তারা এক এক ধরণের নারীত্বকে স্বীকার করতে চায়। অতএব, অনেক জিনিস যা আমেরিকার পুরুষরা মেয়েদের মধ্যে দেখতে চায় তা ইউরোপীয়দের চক্ষে 'নারীত্বের কমনীয়তাবিহীন' বলে মনে হয় এবং ঠিক উল্টোটাও সত্য এবং উভয় পক্ষের যে কেউ যদি জাপানী অথবা ভারতীয়দের নীতি লক্ষ্য করে তাহলে তাদের 'নারীত্বের' সংজ্ঞা অত্যন্ত বেশী যা থাবে এবং বুঝতে পারবে পশ্চিমের সব মেয়েরাই পুবদেশীয়দের নিকট অ-মেয়েলি এবং সবই হচ্ছে পরিমাণ ও সম্ভাব প্রশ্ন।

ব্র্যাণ্ডন—যুদ্ধের সময়ে আমেরিকার পুরুষদের সঙ্গে ইউরোপীয় মেয়েদের সম্পর্ক এতো বেশী সফল ও সার্থক হয়েছিল যা আশ্চর্যজনক মনে হয়েছিল—আমার মনে হয় না তার একমাত্র কারণ এই যে আমেরিকার মেয়েদের অনুপস্থিতি।

মীড—কার্যতঃ, তারা ছিল না।

ব্র্যাণ্ডন—কিছুদিন আগে এক বিখ্যাত ফরাসী সমালোচক আমেরিকার 'বক্ষ' সম্বন্ধে অত্যধিক মনোযোগে ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিলেন যে তাঁর মতে রাজনীতিতে এর অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হবে।

মীড—কদাচিৎ।

ব্র্যাণ্ডন—রেনেশাঁস বা নবজাগরণের সময়েও অবশ্য এ রকম একটা ঢেউ উঠেছিল।

মীড—এখানে বিভিন্ন রকম তর্ক আছে। ফ্যাশনের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, ফ্যাশন কালচক্রে ঘোরে এবং দেহের এক অংশ যদি দেখানো হয় তাহলে সব সময়ই পরবর্তী ফ্যাশনের জন্য অন্য অংশটা বাঁচিয়ে রাখতে হয়। যখন 'সাড়া' জাগানোই একমাত্র কাজ হয় জনগণের মনের প্রেম সংক্রান্ত সাড়া...যে জন্য সান্ধ্য পোষাক অথবা স্নানের পোষাক তৈরী হয়েছে—তখন তাদের পরিচিত অথচ নূতন জিনিস তৈরী করতে হয়। পৃথিবীতে এ বিষয় নিয়ে কাজ করবার সম্ভাবনা খুবই সীমায়িত—আমরা অল্পদিন হলো 'বক্ষ' নিয়ে মেতেছি। এ থেকে গভীর মনস্তাত্ত্বিক অর্থ আবিষ্কার করা যেতে পারে—যা হয়তো লোকেরা গ্রহণও করবে, কিন্তু আমার মনে হয় কয়েকটি দেশ তুল্য। করে তবে করলেই তা যথার্থ মূল্যবান হবে⋯এবং আমার মনে হয়

যে, এই প্রয়োজনীয় সত্যটাও জানা দরকার যে এদেশে পুরুষরা নারীর এমন সব উৎকর্ষ চায় যা খুব সহজেই অপরের চোখে পড়ে তাদের বিজয়িনী রূপ।

সান্ধ্যকালীন মিলন, অপরের চোখে তাদের স্ত্রী'দের দৈহিক সৌন্দর্য মুগ্ধকারিতার স্বীকৃতি ব্যাপারটা বিশিষ্ট। পক্ষান্তরে ইংলণ্ডে উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি তারা ঝিনুকের মধ্যে মুক্তো ডুবিয়ে রাখতে ভালোবাসে—যা তারা নিজেরাই আবিষ্কার করবে এবং যা প্রকাশ্য রাস্তায় বুক ফুলিয়ে চলবে না।

ব্র্যাগুন—ইউরোপবাসীরা প্রায়ই অবাক হয়ে ভাবে আমেরিকার জনগণ কি পরিমাণ আত্ম-সমালোক……

মীড—হ্যাঁ, আমাদের সর্বদাই আত্মসচেতন হতে হয়েছে—দেখতেই পাচ্ছেন যে আমাদের সংস্কৃতি সাবালকের সংস্কৃতি! কিন্তু আমেরিকা এমন একদল লোক দ্বারা আবিষ্কৃত হয়েছিল—যারা অন্য দেশীয় সমাজের রীতিনীতি ও জীবনযাত্রার মান সঙ্গে নিয়ে এসেছিল এবং যে মুহূর্তে তারা এখানে নামলো তখন থেকেই এ দেশকে পুরোণ দেশের সঙ্গে তুলনা করতে থাকে—কখনও স্বপক্ষে কখনও বিপক্ষে।

ইউরোপের কোন জ্ঞানী ব্যক্তি একদা মন্তব্য করেছিলেন যে, আমেরিকাবাসীরা ইতিহাসের পরিবর্তে নৃতত্ত্ব-নিয়েছে—সমসাময়িক ব্যক্তিদিগকে গভীর সময়ের পরিমাপে তুলনা করা—যার ওপরে ইউরোপ নিভর করে। বয়ঃসন্ধির ছেলেরা কি ভাবছে, বয়ঃসন্ধির ছেলেদের পিতামাতারা কি ভাবে, কে দীর্ঘতম আয়ুর অধিকারী—একেই আপনারা একদিকে বলেন আত্ম-সমালোচনা অপর দিকে সাদৃশ্যবাদ। কাজেই নৃতত্ত্ববিদ্যা আমেরিকার পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী বিজ্ঞান, কারণ এর দ্বারা তারা নিজেদের ব্যবহারকে অত্যন্ত উঁচু পর্দায় তুলতে পারে। এর ফলে এটা তীব্র জাতিগত বিষয়ের পর্যায় থেকে যাতে আমাদের ঐতিহাসিক গভীরতা না থাকায় ইউরোপবাসীদের অপেক্ষা বেশী জড়িত হবার সম্ভাবনা—তা ঢেকে তুলে ধরেছে।

বর্তমান যুগ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে ইউরোপবাসীরা এটাকে এজিন কোর্ট কিংবা 'র-নামেড'-এর সঙ্গে তুলনা করতে পারে…আমাদের এ রকম পশ্চাদপট নেই...কাজেই আমরা খানিকটা গভীরতা আনবার জন্য সমসাময়িক সমাজের সঙ্গেই তুলনা করি। এই জন্যই ইউরোপীরা এ দেশে সমাজ বিজ্ঞান—বিশেষতঃ নৃতত্ত্ববিদ্যা অথবা মনস্তত্ত্ববিদ্যার ভূমিকাতে অবাক হয়ে যায়। মনস্তাত্ত্বিকের কাজ হলো প্রত্যেককে নিজের কাজ সম্বন্ধে

নিয়মমাফিক সজাগ করে তোলা এবং এদেশে এই সচেতনতা অপরিহার্য পক্ষান্তরে ইউরোপে একটা ধারা গ্রহণ করে বেঁচে থাকাটাই সত্য। ইউরোপ-বাসীদের এতটা নানিয়ে চলতে হয় না। আমার মনে হয় তারা ঠিক বিপরীত প্রকৃতির লোককেই পুরস্কৃত করতে চায়—যিনি অত্যন্ত নিস্পৃহভাবে অন্যান্যদের সম্বন্ধে কোন খোঁজ-খবর রাখেন না এবং নিজের স্বপ্ন অথবা চিন্তাধারায় ডুবে থাকেন। আর-সচেতনতা ইংরেজদের মনে একটুও সাড়া জাগায় না—কারণ একসঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী জীবনের বিরোধ আছে…আর কারো যদি জীবন-ব্যাপী ঐতিহ্য না থাকে—আমেরিকার যা অবস্থা তাহলে তার অন্য কিছু প্রয়োজন হয়।

ব্র্যাগুন—আপনি কি মনে করেন যে, এখনও এ দেশ তা খুঁজে পায়নি?

মীড—না। এ দেশ গড়ে উঠেছে বয়স্ক অভিবাসনকারীর অভিজ্ঞতায় —যারা ঢেউয়ের পর ঢেউ-এর মতো এদেশে এসেছে এবং বই থেকে সব কিছু শিখেছে। আমরা সমস্ত বিষয়বস্তু নিয়েই বই লিখি। কি করে বিবাহিত জীবনে সুখী হতে হয়, কি করে লোককে প্রভাবিত করবে, কি করে বন্ধুত্ব করবে, কিভাবে দক্ষ কর্মচারী হওয়া যায়—অন্যান্য দেশে এটা খুব হাসির ব্যাপার মনে হয়। কিন্তু যে সমাজ বয়স্কদের দ্বারা গঠিত, যেখানে তারা কখনও ঠাকুরমার কোলে বসে রূপকথা শোনে নি—কিভাবে কি কাজ করতে হয় তা জানে নি, তারা শুধু একটা করে বই পেয়েছে। ঠিক যেন কেউ যদি একটা নূতন ভাষা শিখতে চায় তখন শিশুদের বুলি থেকে না শিখে বই থেকে শিখলো।

ব্র্যাগুন—আর একটা ব্যাপার, যা দুর্বোধ্য মনে হয়, তা হচ্ছে একদিকে প্রয়োগিক, ব্যবহারিক রীতি এবং অপর দিকে কতগুলি সাম্প্রদায়িক আচার-আচরণে প্রাণপণে আঁকড়ে থাকা।

মীড—আমার মনে হয়, আপনি যদি আমেরিকার সংস্কৃতিকে বৃটিশ সংস্কৃতি—ইংরেজ সংস্কৃতি বলাই বোধ হয় ভালো—তুলনা করেন, তাহলে দেখতে পাবেন ইংরেজ সংস্কৃতিতে আদর্শবাদ ও ব্যবহারিকতা এক বিশাল সংমিশ্রণ—যাকে এই ধরুন ফরাসী সমালোচকরা বলে 'ভণ্ডামী'। পক্ষান্তরে যুক্তরাষ্ট্রে এটাকে পৃথক করে দেখবার প্রবণতা রয়েছে। ব্যাখ্যামূলক আদর্শবাদ—যা অত্যন্ত তীব্র এবং বাঁদুরে ভাবাতিরেক অথবা সাম্প্রদায়িক আচার-আচরণ একদিকে এবং ব্যবহারিক কাজ—অন্যদিকে বিদ্রূপাত্মক।

ব্র্যাগুন—আমেরিকার শিশুদের শেখানো হয় সার্থকতার পুরস্কার প্রেম। আমার মনে হয়, এটাই বোধ হয় মূলগত ভ্রান্তি—যা পরে তাদের জীবনকে উত্যক্ত করে তোলে।

মৌড—আমেরিকায় শেখানো হয় যে, তোমরা সৎ হবে, স্কুলে উন্নতি করবে' সব সময়ে ভালোভাবে চলবে এবং পিতা-মাতাকে সার্থকতার গৌরবে ভূষিত করবে। এখানকার ছেলেরা পিতা-মাতাকে এই উপহারই দেয়। পক্ষান্তরে অপরাপর দেশের ছেলেরা হয়তো দেয় বশ্যতা, বাধ্যতা, সম্মান। এখন এই দেশে লোকদের শেখানো হয়েছে—আমার মনে হয়, তুমি যদি ভালোবাসো তাহলেই সার্থক হবে না—তোমাকে যদি ভালোবাসা হয়, তবে বোঝা যাবে তুমি সার্থক হয়েছ। দেখতেই পাচ্ছেন এটা একটা বৃত্ত। আপনাকে অন্যান্যদের কাছে ভালোবাসার মূল্যায়ন করতে এবং অন্যান্য লোকদের বিচারবুদ্ধি ও ভালোবাসার ওপরে নির্ভর করতে হয়।

ব্র্যাগুন—যে কথাটা এখানে প্রায়ই শোনা যায় তা এই যে, কেউ পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে ঠিকমতো মিলে গেছে কিনা? ইউরোপে এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। এটা কি মানসিক ডাক্তারদের প্রভাবের ফলে?

মৌড—না। এটা মানসিক চিকিৎসার চেয়েও গভীরতর। এই চিকিৎসা সুরু হবার পূর্বের যুগে চলে গেল আমরা দেখি এদেশে দলগতভাবে থাকবার শিক্ষার ওপরে চাপ ছিল। বর্তমান জগতের লোকরা ব্যক্তিগত আচার-আচরণ নিয়ে মাথা ঘামায় না—বাইরের জগৎ তাদের কাছে যা আশা করে তেমনি দলগতভাবে চলবার ও কাজ করবার জন্যই তারা ব্যস্ত। মানসিক চিকিৎসকরা এটাই ধরেছে।

ব্র্যাগুন—এখন আমেরিকার সমাজের কতকগুলি বিশেষত্ব আলোচনার পরে আপনি কি বলতে পারেন সেই সব গুণগত উৎকর্ষের জন্য এই দেশ সমগ্র জাতি ও পৃথিবীর নেতৃত্ব করতে সক্ষম?

মৌড—একদিক থেকে এটা সম্পূর্ণরূপে তত্ত্বমূলক প্রশ্ন। যদি আমরা জগতের নেতৃত্ব চাইতাম এবং বাকী পৃথিবীতে নেতৃত্ব করবার মতো আরও দেশ থাকতো, তাহলে একথা উঠতো এবং এদেশ অথবা অপরকে দেবার প্রশ্ন উঠতে পারতো। আমরা এমন একটা অবস্থায় আটকে আছি—যাতে পৃথিবীর নেতৃত্ব কিছুটা পরিমাণে যুক্তরাষ্ট্রের ওপর পড়তে বাধ্য। কাজেই আমার মনে হয়, এর চেয়ে প্রয়োজনীয় প্রশ্ন হচ্ছে, পৃথিবীর কি রকম নেতৃত্ব যুক্তরাষ্ট্র করতে সক্ষম?

ব্র্যাগুন—আপনি তাই বলুন।

মীড—আমার মনে হয়, আমরা নিয়মমাফিক অপেক্ষা অনিয়মিত নেতৃত্ব করতে অধিকতর সক্ষম। সরকারের প্রতি এ দেশের জনসাধারণের মনোভাব—আমাদের সরকার এবং স্বেচ্ছাকৃত কাজ ও সরকারী কাজের মধ্যের সহজ বিভাগ থেকে বোঝা যায় যে, আমরা সরকারের অপেক্ষা বেসরকারীভাবে অন্য দেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব, সহযোগিতা ও শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি।

বর্তমানে একটা অসুবিধে হলো সব দেশেই এমনভাবে সংগঠনিত যে সব কাজ জাতীয় সরকার দ্বারা করা হয় এবং আমাদেরও অভিজ্ঞতা অথবা ইচ্ছার অতিরিক্তে সবই সরকার দ্বারা পরিচালিত করবার চেষ্টা করতে বল্য হচ্ছে। যে সকল নূতন দেশ জাতীয়তার নিক্তিতে প্ল্যানিং করছে, তাদের পক্ষে এটি বিশেষভাবে সত্য! যখন আমরা সরকারী কাজ করি, তখন বলতে গেলে নিজেরা নিজের কাজ করি না, কারণ জাতীয় সরকার আমরা নই, আমাদের খুড়ো।

ব্রাগুন—আপনি তো রাশিয়ার সমাজের বিশেষত্ব নিয়ে ভেবেছেন। আপনার কি মনে হয়, শেষ পর্যন্ত রাশিয়ার অধিবাসীরা শ্বেতবর্ণ হিসেবে পীতজাতির সঙ্গে চরমতম যুদ্ধে পশ্চিমের সভ্যতার সঙ্গে যোগ দেবে।

মীড—বর্ণ ঐক্য সর্তটি সোভিয়েট ইউনিয়নে গভীরভাবে গ্রহণ করা হয়েছে এবং এটা রাশিয়ার সংস্কৃতির সঙ্গে খুবই মিশে গেছে। কারণ রাশিয়া কখনও অপরাপর ইউরোপবাসীর মতো এ বিষয়ে অতটা উদ্ধত ছিল না। তাদের নিজের সাম্রাজ্যের মধ্যেই মঙ্গোলিয়ানদের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্বের ইতিহাস আছে। আমার মনে হয়, যদি আফ্রিকার সাম্যবাদ অথবা এশিয়ার সাম্যবাদ—যেখানকার অধিবাসীরা ইউরোপীয়দের হাতে বহু লাঞ্ছনা সহ্য করেছে বর্ণভেদ নিজেদের সাম্প্রদায়িক সঙ্কেত বাক্য হিসেবে নেয়—তাহলেই এই রকম ঘটবার সম্ভাবনা আছে। চীনা সাম্যবাদীদের পক্ষে খুব সহজেই 'চিয়াং কাইশেকে'র 'সাদা কুকুর তাড়ানো' কথা বলা সহজ হয়েছে এবং এইভাবে তারা বর্ণভেদ-সমস্যাকে রাজনীতির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। এটা সহজেই মনে হয় যে, বিভিন্ন সাম্যবাদী দেশের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের সময়ে অন্যান্য দেশ 'বর্ণ'কে কাজে লাগাতে চেষ্টা করবে' কিন্তু রাশিয়াকে বর্তমানে যেমনি জানি, তাতে ওর পক্ষে তা সম্ভব নয়। রাশিয়া বিশ্বাস করে যে, সাম্যবাদীদের হয়তো মহৎ উদ্দেশ্য লাভের জন্য ঘৃণ্যতম উপায় অবলম্বন করতে হবে। অবশ্য রাশিয়ার সাম্যবাদের

তা একটা সাধারণ নীতি। সেই জন্য হয়তো কেউ অলীক কল্পনায় ভাবতে পারে যে, তারা গভীর অনুতাপের সঙ্গে এই বিরক্তিকর 'বর্ণ' নীতি গ্রহণ করেছে। কিন্তু আমার নিকট এটা মনে হয় না এবং আমার মনে হয়, কারো এর ওপরে নির্ভর করা উচিত নয়।

ব্র্যাগুন—ওদের বর্তমান সিদ্ধি, বিশেষতঃ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ওদের আত্মরতি বহুল পরিমাণে বাড়িয়ে দিয়েছে। আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম এর শেষ কোথায়?

মীড—রাশিয়া সে সময় কাটিয়ে এসেছে, যখন ওরা নিজেদের পশ্চিমের অনেক পেছনে মনে করতো। সত্যি কথা বলতে কি, রাশিয়া এখন নিজেদের প্রাধান্য সম্বন্ধে সচেতন। এর জন্য কিছুদিন অহঙ্কারে মাথা মোটা দলের আবির্ভাব হতে পারে—যার মধ্যে সব কিছুর প্রতিক্রিয়া থাকবে। এর ফলে উদ্যমে শৈথিল্য আসতে পারে, কিন্তু প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকা—এর অর্থ খুব বেশী মাত্রায় বিপদের ঝুঁকি নেওয়া। রাশিয়ার চিরন্তন সাহিত্যানুসারে অহঙ্কারী লোক হচ্ছে বিচারবুদ্ধিহীন লোক। এই টেকনিক্যাল হীনমন্যতা বোধ সরে গেলে হয়তো আমরা এমন রাশিয়াকে পাব—যা বর্তমান রাশিয়া অপেক্ষা পৃথিবীর কম স্থানের অধিকারী।

ব্র্যাগুন—আমরা এই শতাব্দীতে 'নিউক্লিয়ার ফিশন' এক ভীতিপ্রদ প্যাণ্ডোরার বাক্স খুলেছি। আপনার কি মনে হয় মানুষ এটাকে সংযত করতে পারবে?

মীড—যে কোন মন্তব্যে বিশ্বাস অথবা নৈরাশ্যবাদ প্রকাশ পাবে। আমি সেদিন কালিফোর্ণিয়াতে ( রেডিও-সাক্ষাৎকারকের সঙ্গে কথা বলছিলাম ) এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলাম, আমাদের সফলতা লাভের পক্ষে কতটা সম্ভাবনা আছে? পঞ্চাশ পঞ্চাশ। সংলাপকারী উত্তর দিলো, পঞ্চাশ পঞ্চাশ? ঠিক আছে। আমার বিশ্বাস এটা সাংঘাতিক বিপজ্জনক এবং আমরা এর হাত এড়াতে পারব না মোটের ওপর ইতিহাস বা নৃতত্ত্বের জ্ঞান আমাদের বিশ্বাস করতে দেয়নি যে, সমাজ আত্মরক্ষামূলক নিয়মে গড়ে উঠেছে এবং সেজন্য আমরা বলতে পারি না মানব এতটা বুদ্ধিমান হবে যে, নিজেকে ধ্বংস করবে না। নিজেকে ধ্বংস না করবার মতো বুদ্ধি তার কখনও হয়নি। তবে সে আগে ছোট ছোট দলে বাস করতো। কাজেই যখন নিজেদের ধ্বংস করতো, সব শেষ হয়ে যেত না—এটুকুই ছিল তফাৎ। অতএব আমার মনে হয় না যে

বিপদ বাড়িয়ে বলা হচ্ছে এবং জগতের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করবার চেষ্টায় নূতন আবিষ্কারের প্রয়োজনীয়তার বাড়াবাড়ি হচ্ছে।

ব্র্যাগুন—আপনি কি নিরস্ত্রীকরণ অথবা বিশ্ব পরিচালন অথবা…

মীড—আজ পর্যন্ত যে সব প্রস্তাব হয়েছে তার কোনটাই আমার মতে যথেষ্ট নয়। লোকের উদ্যম এমন সব গঠনমূলক দিকে চালিত করতে হবে, যাতে তাদের প্রকৃত বিশ্বাস ও আগ্রহ আছে। এটাই হচ্ছে ছবির একটা দিক—ভয় থেকে কর্মতৎপরতায় যাওয়া—বর্তমানে চাঁদে যাওয়ার প্রধান প্রয়োজনীয়তা তাই। চাঁদে যাত্রাকে লোক যতই সামরিক কর্মতৎপরতার মধ্যে ফেলুক, তা সামরিক নয়। কিন্তু তা এমন এক প্রকার কাজ, যা সব লোকের কৌতূহল, উদ্যম ও উত্তেজনা কেন্দ্রীভূত করতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশের মধ্যেও বিশেষ প্রকার রাজনৈতিক আবিষ্কার প্রয়োজন। দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক দায়িত্বের অভাবের জন্যই আমরা ভয় পাই যে, নেতারা যুদ্ধ আরম্ভ করবে? এটাই আমাদের দেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড কাজ এবং এটা পৃথিবীর সব লোকেরই কর্তব্য কর্ম। আমরা কেউ জানি না কি করে নগর পরিচালনা করতে হয়। কি করে বিরাট এক জন-সম্মেলন চালনা করতে হবে, তা আমরা জানি না। আমরা জানি না, কি করে এ দেশের অধিকাংশ লোককে দায়িত্ব নিতে শেখাতে হবে। আমরা তা জানি না এবং সোভিয়েট ইউনিয়নে গোপন পুলিস ব্যবস্থা এবং সর্বপ্রকার দমন নীতির ব্যবস্থা আছে; কারণ ওরা জনগণের অজ্ঞতা ও ভুল পথে চালিত উদ্যমকে ভয় পায়। যে নিয়মে আমরা এখানে চলি, তাকে নিয়ম না বলে নিয়মের ব্যতিরেকই বলা যায়—যাতে আমরা কর্তব্যবিমুখতা, অপরাধ, পানাসক্তি ও রাজনৈতিক অনাচার সৃষ্টি করেছি এবং মানুষ হিসেবে নিজেদের যোগ্যতা হারিয়েছি।

ব্র্যাগুন—আপনার কি মনে হয় এটা সরকারের না পারিবারিক দায়িত্ব?

মীড—আমার মনে হয় না পারিবারিক দায়িত্বের কথা বিন্দুমাত্রও বলার প্রয়োজন আছে। পরিবারের প্রশ্ন কোথা থেকে এলো? আমার মতে পরিবার যাতে তার নির্দিষ্ট কর্তব্য করতে পারে, সে দায়িত্ব সম্প্রদায় ও জাতীয় সরকারের। কিন্তু বসে বসে পরিবার সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়া এবং 'পরিবারকে' যথাযথ করতে উপদেশ দেওয়া, যা আমরা প্রায়ই শুনে থাকি, কতকটা বেরিয়ে গিয়ে মাছের নিকট ধর্মবক্তৃতা করবার মতো।

ব্র্যাগুন—চাঁদে যাবার এই চেষ্টা কি আর এক প্রকার পলায়নী মনোবৃত্তি নয়?

মীড—আমি একে বিন্দুমাত্র পলায়-বৃত্তি ভাবি না। এটাই এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে সকলের কল্পনা প্রবৃত্তিকে ধরে রাখা যায় এবং সকলেই অংশ গ্রহণ করতে পারে। এখানে অবশ্য আমিও আমেরিকীয় মতো কথা বলছি। মহাশূন্যে নূতন গ্রহ স্থাপনের পরিকল্পনা সকলের খুবই মনঃপুত। এরা সদা সর্বদা নূতন উপগ্রহ নিয়ে কি করবে তাই নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে। মহাশূন্য আমার মনে প্রশান্ত মহাসাগরের মতই সাড়া জাগায় এবং আমার মনে হয় আমরা হয়তো কালক্রমে ছোট ছোট উপনিবেশ গড়ে তুলতে পারবো, সেখানে অনেক রকম বৈচিত্র্যের সম্ভাবনা থাকবে।

ব্র্যাগুন—আধুনিক নৃতত্ত্ববিদদের মধ্যে কি খুব বেশী আলোচনা হয় যে, মহাশূন্যে যদি কোন নূতন জাতি আবিষ্কৃত হয় তবে বিজ্ঞানের কি অবস্থা হবে?

মীড—আমার মনে হয় নৃতত্ত্ববিদদের মধ্যে মহাশূন্যের উপনিবেশের সমস্যা এবং সেখানকার কৃত্রিম সৃষ্টি মানব সংস্কৃতি ও সম্ভবপর গতি-প্রকৃতি ও পরিবর্তন নিয়ে বেশী আলোচনা হয়। পৃথিবীর পরিচয়ের পরিধি সঙ্কীর্ণ হওয়ার ফলে আমাদের বৈচিত্র্যের স্বাদ কমে যাচ্ছে। কাজেই, মহাশূন্য সংস্কৃতির নূতন বৈচিত্র্য আনবার ইঙ্গিত দিচ্ছে। বুঝতেই পারছেন, যদি আপনি একদল লোককে পৃথক করে রাখেন তবে কিছুদিন পরে তাদের ভাষা বদলে যাবে—নূতন রীতির উদ্ভব হবে—একটা সম্পূর্ণ নবীন সংস্কৃতি গড়ে উঠবে। বর্তমানে নৃতত্ত্ব-বিদদের ব্যবসার মূলধন হচ্ছে এখনও যে সব আদিম অধিবাসী বনে অথবা কোন নির্জন দ্বীপে আছে এবং আমরা যা শিখেছি তা শেখেনি তাদের সংস্কৃতি পার্থক্য নিয়ে আলোচনা, কিন্তু শীঘ্রই আমরা কয়েকজন যা জানতাম তা সমগ্র পৃথিবী জেনে যাবে এবং এই প্রকার বৈচিত্র্যও অবশ্য হয়ে যাবে। মহাশূন্য ছাড়াও আমাদের হয়তো এমন দল গঠন করতে হবে যেখানে বিশেষ গুণ সমন্বিত কতকগুলি লোককে একাকী—বহির্জগতে কি ঘটছে তা না জানিয়ে রাখা হবে—যুদ্ধের সময়ে যা ঘটেছিল—এক দলের সঙ্গে অপর দলের দেখা হয়নি —এবং তারা একই সমস্যার বিভিন্ন সমাধান করেছে। তার পরে তারা এক সঙ্গে মিলিত হয়েছে এবং অগ্রগতির একটা সতেজ ধারা পাওয়া গেছে।

ব্র্যাগুন—আপনি বলতে চাইছেন উপগ্রহে লোক একাকী থাকিবে…

মীড—অথবা মহাশূন্যের উপনিবেশে। বর্তমানে প্রথম দিকে মহাশূন্যের প্রয়োজনীয়তা শুধুমাত্র এই যে এটা পৃথিবীর লোক ও তাদের কল্পনাকে কতটা প্রভাবিত করছে। অন্যান্য গ্রহে জীবনের অস্তিত্ব আছে এবং আমরা তাদের

খুঁজে বার করবো—এতে তাদের সেখানে অবস্থানের সম্ভাবনা বাড়ায় না কিন্তু আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী বদলে দেয়।

এমন কি দশ বৎসর আগেও যখন কেউ মানব জাতি সম্বন্ধে কথা বলতো সে নিজেকে সমগ্র জাতির সঙ্গে মিলিয়ে প্রশস্তমনা, উদার, গ্রহণোৎসুক এবং সংস্কারমুক্ত ভাবতো এবং এটাই খুব উদারভঙ্গী ছিল। আজ মানব জাতি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে নিজেকে প্রশস্ত নয় সঙ্কীর্ণ মনে হয়।

ব্র্যাগুন—ভবিষ্যতের কথা ভাবতে সব সময়ই খুব মজার মনে হয়—আপনি যদি মনকে ধরুন এই পাঁচশত বা হাজার বৎসরের ভবিষ্যতে প্রসারিত করেন তাহলে আবর্তনবাদের ইতিহাসে বিংশ শতাব্দীর লোককে কি অবস্থায় দেখতে পান?

মীড—এ কথা অনেক কিছুর ওপরেই নির্ভর করে—কি করছি তার ওপরে নয়—কি আসছে তার ওপরে। আগুন আবিষ্কারের পর থেকেই আমার মতে আমরা চূড়ান্ত অবস্থার মধ্যে আছি এবং কেউ যদি বিবেচনা করে যে, গোড়ার দিকে যে লোক আগুন আবিষ্কার করেছিল সে যদি এটা নিয়ে উত্তর দিকে যেতে আরম্ভ করতো—যদি আগুনটা নিভিয়ে ফেলতো তাহলে মানব জাতি হয়তো সেই সঙ্গে শেষ হয়ে যেতো। উন্নততর জাতি হিসেবে মানবের ভবিষ্যৎ হয়তো স্বল্প কয়েকটি লোক ও স্বল্পতম ঘটনার ওপর নির্ভর করে।

এখন আবার আমরা এমন একটা যুগে এসেছি যে যুগের ঘটনার ওপরে জীবজগতের সমগ্র ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। পাঁচশত বৎসর পরবর্তী লোকরা কি বুঝতে পারবে যে, তাদের অস্তিত্বের জন্য তারা এই যুগের কাছে কতটা ঋণী? তাদের কি বিচার করবার ক্ষমতা থাকবে যে, আমরা ঘটনাক্রমে সমাধানগুলি পেয়েছি, অথবা এতটা আত্ম-সচেতন হয়েছি যে, তা অনুসন্ধান করতে সক্ষম হয়েছি—যাতে বোঝা যায় যে সামাজিক আবিষ্কার প্রকৃতপক্ষে আরম্ভ হয়েছে (যেমন অনেক দিন আগে যান্ত্রিক আবিষ্কার আরম্ভ হয়েছিল)—এই সব প্রশ্ন আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, কিন্তু এর চেয়ে বিস্তৃতভাবে বলতে পারি না।

আমরা যদি এভাবে চলতে চলতে 'সৌরশক্তি'কে 'বিনা মূল্য শক্তি'তে কাজে লাগতে পারি তাহলে এমন একটি পরিবর্তন আসবে যার গুরুত্ব আমরা কল্পনাও করতে পারি না। কিন্তু, আমার মনে হয় আমরা স্থিতি স্থাপকতা,

স্বতঃস্ফূর্ত্ততার সম্ভাবনা এবং সর্বোপরি মানুষের মনের দায়িত্ববোধ বুঝতে পারিনি। এবং বিজ্ঞানভিত্তিক কল্পে যে ভয় দেখা যায় তার মূলে এই না বুঝতে পারার ব্যর্থতা যে মানুষ কতটা নিজের চেষ্টায় এগিয়ে গেছে এবং সামাজিক আবিষ্কারের ফলে মানব-চরিত্রের একটি পলও পরিবর্তন করা কতটা সম্ভব। যদি আমরা বেঁচে থাকি তাহলে পরবর্তী পঞ্চাশ বৎসরের অগ্রগতি যান্ত্রিক আবিষ্কার নয়—সামাজিক আবিষ্কার। আমার মনে হয় এই জ্ঞান কি করে লোক শিক্ষালাভ করে ও পরিবর্তিত হয়, কি করে বয়স্কদের পক্ষেও পরিবর্তন সম্ভব। বিশেষতঃ কি করে ষাট বৎসরের বৃদ্ধ বয়স্কদেরও পরিবর্তিত করা যায়—তা আহরণের ওপরই সমস্ত মনঃ সংযোগ করা উচিত—বুঝতেই পারছেন যে এই গণ্ডগোল থেকে বেরুবার জন্য শিশুদের শিক্ষার ওপরে নির্ভর করবার কোন সম্ভাবনা নেই কারণ, আমাদের শিশুরা বড় হয়ে ওঠবার আগেই এ থেকে মুক্তি পেতে হবে।

আমরা নূতন নূতন সর্ত শিখবো যার দ্বারা বয়স্করা শিক্ষালাভ করতে পারে—আমাদের গবেষণার সুরু ভালোই হয়েছে—এবং আমরা বয়স্কদের শিক্ষা দেবার উপায় শিখবো—সব-ই নূতন দৃষ্টিতে দেখা। নতুনভাবে করা এটাই বর্তমানে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ব্যাপার। অবশ্য আমরা জানি না কি করে এসব করতে হয়—অনুন্নত দেশগুলিতে নিস্ফল যান্ত্রিক সাহায্য নিয়ে হোঁচট খেয়ে বেড়াচ্ছি—আমরা জানি না, ইন্দোনেশিয়ার মত রাজ্য যে নূতন জাতি হতে চাইছে তাকে কি প্রকার সাহায্য করব। আমরা জানি না কি করে একদল লোকের সঙ্গে অপর দলের সংবাদ সরবরাহ যোগ রাখা যায়। আমরা জানি না কি করে জনগণের ঘোষণা ও জনগণের মতামতের মধ্যে সম্পর্ক রক্ষা করা যায়; নিউ ইয়র্ক সহরে যখন অসংযত তরুণ দলের মারামারি হয় তখন তা নিয়ে খবরের কাগজে লেখা উচিত কিনা? এই সমস্ত ব্যাপারগুলিই একীভূত একনিষ্ঠ চেষ্টার দ্বারা আমরা দ্রুত শিখতে চেষ্টা করব।

কাজেই, আমাদের এখন মনোবিজ্ঞান জানাই প্রয়োজন—লোককে শেখানো—এই নূতন জগতে কি করে বাস করতে হবে এবং কি করে আমাদের পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব তাই লোককে শেখাতে হবে এটা যান্ত্রিক সমস্যা নয়। যান্ত্রিক আবিষ্কার দিন দিন আরও বেশী প্রতিরোধ আনবে ও ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে।

# পিটার উষ্টিনোভ

## সংস্কৃতির অনুসন্ধানে আমেরিকা

পিটার উষ্টিনোভের কর্মজীবনের প্রারম্ভ। থাকতেন তিনি তখন পিকাডলীর নীচের তলায়। 'ভি' বোমার বিস্ফরণে ভুলে প্রেয়ারস্ থিয়েটারে দর্শকরা উপস্থিত হতেন তাঁর অভিনয় দেখতে। তারপর বহুদিন কেটে গেছে। ওয়াশিংটনে ওঁর সঙ্গে আবার দেখা হলো। ওখানে উনি ওঁর নাটক 'রোমানিফ ও জুলিয়েট' নিয়ে গিয়েছিলেন তখন ওঁর বয়স ছিল উনিশ—কিন্তু বর্তমানেও চেহারার দিক থেকে কোন পরিবর্তন হয় নি। বরাবরই ওঁকে দেখে একটা রাজকীয় আকৃতির আমুদে টেডী ভালুকের কথা মনে হয়েছে—এখনও ঠিক তাই মনে হয়। হয়তো ওঁর থাবা তীক্ষ্ণতর ও দাড়ি ফসফসে হয়েছে—কিন্তু এখনও ওর দাড়ির প্রধান কাজ ওঁর বালকোচিত মুখে বয়সের ছাপ ফেলা। এখনও ওঁর মধ্যে রয়েছে সেই ছোঁয়াচে হাসিখুশী, নিছক ভালোমানুষির উত্তাপ যে কোন সময়ে লোককে আনন্দ দানের ঔৎসুক্য, সেই দুলে দুলে চলা, সুষম স্থূলতা।

সে যুগের আশ্চর্য বালক পিটার উষ্টিনোভ বর্তমানে রিনেস্যান্স আগের যুগীয় ব্যক্তি। এই বিশেষজ্ঞেরদিনে এই ভার বহন খুব সহজ নয়। লিওনার্ড বার্ণষ্টিনের মতো অনেক দিক থেকেই ওঁর উভয় সঙ্কট। লিও'র প্রতিভাও বহুমুখী। এবং, কোনটাতে যে উনি শ্রেষ্ঠ তা নিজেরও অজ্ঞাত। কিন্তু আমার মনে হয় পিটারের সমস্যা অপেক্ষাকৃত হাল্কা। তিনি জানেন কোন শিল্প তাঁর প্রিয়। অভিনয় অপেক্ষা লেখাই তাঁর ভালো লাগে—কিন্তু প্রথমটিই তাঁকে জীবনধারণ করতে সাহায্য করে। তাছাড়া বার্ণষ্টিনের মতো তিনি অতি কঠোর নন; তিনি একই সময়ে বিভিন্ন মাধ্যমে প্রতিভা বিভাজিত করেন—নাটক লেখা, পরিচালনা, অভিনয় এবং তারই ফাঁকে ফাঁকে ছোট গল্প লেখার ও টেলিভিসন অথবা ফিল্মে নামবার সুযোগ খুঁজে নেন।

অনায়াসে এক বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে যেতে পারেন তিনি। তাঁর মধ্যে পরিবর্তন ও গ্রহণের ক্ষমতা অসীম। সত্য কথা বলতে কি তিনি চারিদিকের আবহাওয়ার সঙ্গে এমন খাপ খাইয়ে চলতে পারেন যাতে সব শ্রেণীর দর্শকরাই

সুখী হয়। এক সন্ধ্যায় তিনি টেলিভিশনে নাৎসি জেনারেলের অভিনয় করলেন যা প্রায় গালে চড় মারার মতো হলো আবার পরক্ষণেই দাঁস্তে অথবা ডাঃ জনসনে'র মতো গম্ভীর প্রতিভাময় চরিত্র ফুটিয়ে তোলেন। তাঁর নিজের নাটকে বুদ্ধিজীবি শ্রেণীর জন্য প্রচুর বাগবৈদগ্ধ ও সংস্কৃতি আছে কিন্তু স্থুল রুচিকে সন্তুষ্ট করবার মতো প্রচুর রং তামাশাও আছে। চেষ্টা করলে তাঁর পরিধি শুধুমাত্র এ্যাংলো-সাক্সোন শ্রোতাদের মধ্যে সীমায়িত হতো না—ফরাসী, জার্মানী, ইটালীয়, রুশ সব রকম দর্শকদের তিনি সমভাবে মনোরঞ্জন করতে পারেন। আমার টেপ রেকর্ডের সামনে তিনিই বোধহয় ক্ষিপ্রতম সহজ শিল্পী।

উনি যেন কতকটা উইল রোগার্সের মহানগরীর সংস্করণ। পর্যবেক্ষণ শক্তি, বিভিন্ন জাতিয় দুর্বলতা ও বিশেষত্ব বুঝবার অদ্ভুত ক্ষমতা তাঁকে সংবেদনশীল, পরিহাসপ্রিয় সমালোচক করে তুলেছে। কিন্তু তাঁর মন্তব্য অথবা অনুকৃত ব্যঙ্গকাব্য যতই সাংঘাতিক হোক না কেন অনুভূতিপূর্ণ স্নায়ুকে যতই শেষ করে দিক না কেন—তা কখনও নীচ আক্রমণাত্মক নয়। তাঁর চরমতম ব্যঙ্গ হচ্ছে শ্রদ্ধাহীনতা। তাঁর একটি বড় গুণ গ্রাহী কান—স্বরাঘাত, উপভাষা, অনুভূতি, বর্ণ প্রভৃতির সূক্ষ্ম পার্থক্যের সুরে বাঁধা। অবশ্য তাঁর নাগরিক শিক্ষা ও ছয়টি ভাষাজ্ঞান এ বিষয়ে সাহায্য করে। পিতা জার্মান রাষ্ট্রবিদ, মা ফরাসী মূলতঃ তাদের পরিবার রাশিয়া থেকে এসেছে এবং পিটারের জন্ম ও শিক্ষা ইংলণ্ডে।

লণ্ডনের ওয়েষ্ট ইণ্ডে যখন ওঁর নাটক অভিনীত হয় তখন ওঁর বয়স কুড়িও হয় নি। তখন থেকে তিনি প্রায় বারোটি নাটক লিখেছেন। দুটি নাটক 'চার কলোনেলে'র প্রেম' ও 'রোমানফ ও জুলিয়েট' যুক্তরাজ্যে প্রজোযিত হয়েছিল কিন্তু সম্ভবতঃ টেলিভিশনে সার্থকতা তাঁকে আমেরিকায় সুপরিচিত করে তুলেছিল। বহুমুখী প্রতিভার কথা বাদে তাঁর সার্থকতার মূলে অবিশ্রান্ত মানসিক ও দৈহিক স্বাস্থ্যপ্রাচুর্য। তা না হলে তিনি এভাবে রুদ্ধশ্বাসে দৌড়াতে পারতেন না।

ওয়াশিংটনে চব্বিশ ঘণ্টা আমি ওঁর সঙ্গে সঙ্গে ছিলাম এবং যা ঘটেছিল তার বিবরণ দিচ্ছি—সেদিন তিনি পূর্বাহ্নে ও অপরাহ্নে 'রোমানফ ও জুলিয়েট' অভিনয় করেন—নাটক শেষ হলে নৈশ ভোজের জন্য আমার গৃহে এলেন। অল্প খাদ্য ও স্বল্প মদ্যপানের পরে বিভিন্ন চরিত্র গল্পগুলি প্রায় বারোটি বিভিন্ন

স্বরাঘাতে বলতে থাকেন; রাত দুটোর পরে স্ত্রী সুজানিকে নিয়ে হোটেলে ফিরলেন—তখন তাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। পরদিন মধ্যাহ্নভোজে দেখা হলে আমি ওঁকে গতরাত্রে অতক্ষণ আটকে রাখবার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করতে উনি অল্প ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দে বললেন, হোটেলে ফিরে 'দি অ্যাটলান্টিক মানথিলির জন্য একটা ছোট গল্প লিখবার মতো সময়টুকু পেয়েছিলেন। নিজের আঁকা একটা স্কেচও আমাকে দিয়েছিলেন—আন্তর্জাতিক কুকুরের গ্যালারী কি রকম হবে সেই ধারণা নিয়ে ছবিটি আঁকা। ব্যঙ্গ চিত্রাঙ্কণ ওঁর আর একটি নেশা;

অল্প বয়সে প্রতিষ্ঠা লাভ তাঁকে নষ্ট করে দেয় নি। সানডে টাইমস'এর জেমস এজেট যিনি একদা ইংরেজী নাট্য-সমালোচনায় পণ্ডিত বলে বিবেচিত হতেন—উষ্টোনিভ সম্পর্কে লিখেছিলেন, 'মঞ্চশিল্প সম্পর্কে জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ—যিনি এখন এখানে লিখছেন।' ওঁর বয়স তখন বাইশ। সাফল্য, প্রশংসা এবং কয়েকটি ব্যর্থতা তাঁকে আরও সহৃদয়, বিজ্ঞতর, ভদ্র ও দাক্ষিণ্যে পূর্ণ করে দিয়েছিল। বিলম্বিত ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি তখনও যুবক—কিন্তু 'ক্রুদ্ধ যুবক' নন। তাঁর জগৎ স্বপ্ন ও আনন্দে পূর্ণ। এর অনুকরণে তিনি ব্যঙ্গকাব্য লিখতে ভালবাসেন কিন্তু কখনও ধরা ছোঁয়া দেন না। তাঁর রচনায় সর্বদাই একটা প্রত্যয়ের সুর ধ্বনিত হয়ে ওঠে—কিন্তু অভিনয়ক্ষেত্রে ব্যঙ্গাত্মক রচনা সহজেই নষ্ট হয়ে যায়—এমন কি বার্ণাডশ'র বেলাতেও তাই। এই জন্যই হয়তো তিনি অনেক লিখলেও সব ক্ষণস্থায়ী হয়েছে—কিন্তু, যাহোক সমগ্র জীবন তাঁর সামনে পড়ে আছে।

ব্র্যাগুন—রোমানফ ও জুলিয়েট যুক্তরাজ্যে এত বেশী জনপ্রিয় হয়েছে যে আমার মনে হয় কিপলিং'এর মন্তব্য 'যুক্তরাজ্যে যথেষ্ট রোমিও নেই—ব্যালকনি অত্যধিক' বর্তমানে খাটে না।

উষ্টিনোভ—আমার মনে হয় আমরা যা দেখছি তাঁর সময়ে যুক্তরাজ্যে সে রকম ছিল না। বর্তমানে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এখানে আসবার আগে আমেরিকার অনেক লোক আমাকে সাবধান করে বলেছিলেন ব্যক্তিগত আক্রমণাত্মক ব্যঙ্গ রচনা এখানে চলবে না। কিন্তু, ব্যাপারটা সে রকম নয় দেখে আনন্দিত হলাম। আমার মনে হয় এরা এখন অত্যধিক ব্যালকনি'র যুগ পার হয়ে এসেছে এখন রোমান্সের অভিসারে ব্যাকুল। এ-জন্যই প্যারিসে'র প্রতি এত গভীর আকর্ষণ এ কথা আমি আগেও ভেবেছি যে প্যারিসে'র ব্যাপারে তাদের প্রকৃত উচ্চাশা প্যারীকে ফরাসীদের কবল মুক্ত করা।

ব্র্যাগুন—কি! মানে শহরটা তুলে নিয়ে আসবে

উষ্টিনোভ—না। প্যারী তাদের নিকটে তুঁলে, লেত্রাক, রেঁনা যা তাদের দেওয়ালে আছে—তারা খুব বিরক্ত হয়, যখন দেখতে পায় যে প্যারিসে সবাই ফরাসী ভাষা বলে ও প্রকৃতপক্ষে ফরাসী।

ব্র্যাগুন—আপনার কি মনে হয় না যে আমেরিকাবাসীদের নিকট প্যারিসের একটা পৃথক আকর্ষণ আছে…মানে এখানে ঐ শহরের চপলচিত্তার একটা দুর্ণাম আছে!

উষ্টিনোভ—হ্যাঁ, কিন্তু ফরাসী ইম্প্রেশনবাদীদের ছবি ফ্রান্সের প্রতি বিরাট আকর্ষণ জাগিয়ে তুলেছে। চপলচিত্ততাও একটা কারণ। তাদের ফিল্ম সেন্সার না করেই নিয়ে নেওয়া হয়। অন্য কোন ভাষায় হলে তা হতো না। আমার এক বন্ধু 'মাই ফ্রেঞ্চ ওয়াইফ' নামে একটি টেলিভিশন ধারাবাহিক করেছেন—কিন্তু কতৃপক্ষ আপত্তি করে বললেন, এটা ঠিক নাম নয়—নাম হবে! মাই আমেরিকান হাজব্যাণ্ড।'

ব্র্যাগুন—আমেরিকা কি এখন রোমান্সের অভিলাষী?

উষ্টিনোভ—ইংলণ্ডে'র সঙ্গে আমেরিকার প্রভেদের কারণ এর বিশালতা। ইংলণ্ডে লণ্ডন থেকে লিভার পুল যেতে কামরয়ে যদি আটটি লোক থাকে তবু কেউ পরস্পরের সঙ্গে কথা বলবে না। দেশকে আয়তনের অপেক্ষা বড় ভাববার এই এক প্রকার অভিলাষ। এজন্য ইংরেজের গৃহ-ই দুর্গ, কারণ' ইংরেজের দুর্গ নেই।

উষ্টিনোভ—রাস্তায় দেখা হলে তারা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে কিন্তু রবিবারে খিড়কীর উঠোনে বসে চার ফিট দূরের প্রতিবেশীকেও না দেখার ভান করে। এ ভাবেই এমন একটা রক্ষণশীল মনোভাব গড়ে উঠেছে যা এক স্যুট পোষাকের মতো সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে। এদিকে আমেরিকা হচ্ছে—'দিলখোলা'। সামনের দরজা সর্বদাই খোলা—যে কেউ মাথা গলিয়ে বলতে পারে, বাড়ীতে কেউ আছে! আমি কি তোমার মিকপারটা কিছুক্ষণের জন্য নিতে পারি? আমার মনে হয় এই রীতি সেই প্রথম ঔপনিবেশিক আগমন থেকে চলে আসছে যখন প্রতিবেশীরা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠতো।

আমেরিকা বর্তমানে তার সমালোচনায় বেশ বুদ্ধিমানের মতো সাড়া দেয় বিশেষতঃ ব্যবসায়ীরা। এটা একটু আশ্চর্য ব্যাপার বলে আমার মনে হয়। এরা একটা বিশাল দেশের মালিক—যার অনেকটাই আজানা! কেউ বলতে

পারে না মাটির নীচে কি আছে। মাটি খুড়তে খুড়তে যে কোন সময়ে যা কিছু পাওয়া যেতে পারে। যে দেশে এ রকম ব্যাপার সেখানকার অধিবাসীদের ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি হওয়াই সম্ভব। যদি এ কথা জানা থাকে যে দুই মাইল দূরে জাতীয় খনি আছে তাহলে লোক আধ্যাত্মিক হয়ে যায়।

ইয়োরোপে'র ব্যঙ্গ রচনা, নাটক ও লেখায় যে সমালোচনা ফুটে ওঠে আমেরিকা তার বিরুদ্ধে প্রতিঘাত হেনেছে এবং সংস্কৃতির অনুসন্ধানে জাহাজ থেকে নেমেছে।

ব্র্যাগুন—আমেরিকা-সংস্কৃতি বলে কোন কিছু আছে বলে আপনার মনে হয় কি?

উইনোভ—নিশ্চয়ই আছে। এখনও ওরা সেই বিরাট মহৎ উপন্যাস, আমেরিকার সিম্পফনী, মহান দৃশ্যকাব্যের অন্বেষণে ব্যস্ত। খুব সম্ভবতঃ এ সব লেখা হয়ে গেছে-লোকে মূল্য দেয় নি। স্পষ্টতঃই এরা খুব চেষ্টা করছে এবং তা সচেতন ভাবে। এটা ঠিক পথ নয় কিন্তু তবুও এটা মানবিক। কিন্তু প্রায়ই এতে অবানের উচ্চগ্রামের জাঁকজমক যা আপনি ফুটে ওঠে। গতি প্রকৃতির দিক দিয়ে এ যেন রোমান গ্রীক নয়।

ব্র্যাগুন—আপনি বলেছিলেন যে বিভিন্ন দিকে অনেক বিরাট সৃষ্টি হয়তো হয়েছে—কেউ তার স্বীকৃতি দেয় নি, আপনার কি মনে হয় আর্থিক দিক থেকে স্থায়িত্ব নেই বলেই এসব স্বীকৃতি পায় নি!

উইনোভ—তা . ' কোন স্থানে হওয়া সম্ভব। আমরা হয়তো এই মুহূর্তে 'ডাঃ জিভাগো' কে বেশী মূল্য দিচ্ছি যেহেতু সোভিয়েট সরকার এর যথার্থ মূল্য দেয় নি। যাই হোক না কেন এটা শুভ সংকেত কারণ কোন শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি কখনই সম্পূর্ণরূপে পরিমাপ করা যায় না। তারা সর্বদাই যেন বুদ্ধিমত্তার ষ্টক এক্সচেঞ্জে থাকেন এবং প্রভাতে যেন এক নজরে সেই লাভ বা ক্ষতি'র দিকে তাকানো যায়।

এই মুহূর্তে 'ব্যাক' ভিভাল্ডি'র হাতে উল্টোরকম মার খাচ্ছে—একে যেন লোকে পাগলের মতো আবিস্কার করেছে···অসংখ্য ইতালীয় দল একের পর এক অজানা ঐকতান সৃষ্টি করে যাচ্ছে—গ্রামোফনের 'ভি' সেকসান ও 'বি' সেকসানের মতো দীর্ঘ হয়ে উঠেছে। এটা স্বাস্থ্যের চিহ্ন।

ব্র্যাগুন—আপনি বলতে চাইছেন আমেরিকার ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির শক্তিশালী প্রকাশ এখনও প্রকট হয় নি। কিন্তু, মোটের ওপরে সংস্কৃতির

প্রতি কৌতূহল জেগেছে।

উষ্টিনোভ—আমেরিকা সব দেশের ওপরে বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছে এবং তাই সকলে আমেরিকার সংস্কৃতি নিয়ে কথা বলে। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি ইংলণ্ডের তথাকথিত ক্রুদ্ধ যুবক দল মূলতঃ আমেরিকার জীবনীশক্তি ও চিন্তাধারার স্বাধীনতায় ঈর্ষান্বিত—যা অচলায়তনের দেশে হওয়া সম্ভব নয়। ব্রিটীশদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো খুব-ই শক্ত কারণ, সরকারী যন্ত্র অভিজ্ঞতার সেফটি ভালভে পূর্ণ। তাদের ক্রুদ্ধ করা যায় না। ক্রুদ্ধতম'কে ও তারা প্রধান শিক্ষক সুলভ দাক্ষিণ্যে গ্রহণ করে। ওদিকে এই সব ক্রুদ্ধ যুবক দল এই পরিভাষাটা আমার বিশ্রী লাগে এবং দলগত হিসেবে তাদের অস্তিত্বে আমি বিশ্বাস করি না—এখানে এসে স্বর্গ পেল এবং অধিকাংশ আমেরিকা সে সুরে অভিভূত হবার আগেই তাদের লম্ফ ঝম্প শুরু হয়ে যায়।

ব্র্যাণ্ডন—ইংলণ্ডের ক্রুদ্ধ যুবকদল ও এদেশে'র যুবকগণ ( কথা এই যে তারা খুব ক্রুদ্ধ নয় ) মধ্যে আশ্চর্য তফাৎ এই যে এখানের এরা সর্বোপরি নিরাপত্তা ও স্থায়িত্ব চায়। যুদ্ধোত্তর আমেরিকার দৃষ্টিভঙ্গীর এটাই মূলগত পরিবর্তন।

উষ্টিনোভ—হ্যাঁ, কিন্তু ইংলণ্ডে যারা খুব বেশী রকম নিভৃত জীবন যাপন করে তারা এটা বুঝতে পারে না। ইংলণ্ড সৃষ্টিধর্মী শিল্পে প্রকৃতপক্ষে খুব বেশী সহায়ক বলে আমার মনে হয় না—যদিও আরও নানা বিষয়ে এ অপূর্ব। আর, ইংলণ্ডের বিষয় বস্তুতেও ও দেশের মতো বৈচিত্র্য নেই। সাধারণ ইংরেজদের সম্পর্কে নাটক লিখতে গিয়ে এই অনুভূতি মনে আসে যে তারা খুব একটা খোলাখুলীভাবে মনের কথা প্রকাশ করে না। শব্দ সংখ্যার এক অসীম ভাণ্ডার তাদের অধীনে আছে—তার মধ্যে এক দশমাংশ যা চলিত আছে বলে জানে তাই তারা ব্যবহার করে। ও ভাষা বর্তমানে বহু ব্যবহারে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। সেই আবহাওয়া নিয়ে আজেবাজে কথা—যা প্রাতঃকালীন প্রথম সাক্ষাৎকালে অথবা তামাকের দোকানে দেখা হলে বলতে হবে। পারিবারিক নাটকে স্পষ্টভাবে বলে না—কেন স্ত্রী স্বামীদের অথবা স্বামী স্ত্রীদের ছেড়ে যাচ্ছে। এই সব কারণে এটা প্রকৃত নাটক অপেক্ষা এক ধরণের মিলনান্তক নাটকের উপযোগী হয়েছে। আর এখানে প্রচুর ভাষার মিশ্রণ এবং বিভিন্ন উপদল ভাষা ভিন্ন রকমে উচ্চারণ করে—কাজেই আমেরিকায় যা-ই লেখা যাক না কেন তাতে একটা নোনতা স্বাদ আনা যায়। আমেরিকার অনেক লেখক ঃ. খ্যালখুদের খুব বেশী পরিমাণে ব্যবহার করেন। টেনাসি উইলিয়মস

এ পোলিশ ট্রাক চালক আছে, নিউ অরলিয়নস ফরাসী রীতিয়। বিলফোর্ড ওজটস্ নিউইয়র্কের ইহুদী সম্প্রদায়কে প্রধানতঃ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু সব কিছুর ওপরে সেই ঠাকুমা আছেন যিনি বিশেষত্বপূর্ণ ইংরেজ। সব মিলে একটা চমৎকার আনন্দ।

ব্র্যাগুন—এখানকার পারিপার্শ্বিক কি শিল্পসৃষ্টির দিক দিয়ে আপনাকে অনুপ্রাণিত করেছে।

উষ্টিনোভ—হ্যাঁ, করেছে। চিরদিন-ই আমি বিশ্বাস করি যে ভ্রমণ শিক্ষার অঙ্গাঙ্গী। ইয়োরোপের বিশেষতঃ ইংলণ্ডে ঘুপসী জায়গায় যারা বড় হয়েছে তাদের পথে বেরিয়ে আসা অত্যন্ত প্রীতিকর। শুধু যুক্তরাজ্যে নয়—কানডাব যে স্থানটি আমার মতে যুক্তরাজ্য পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে যা ছিল তাই আছে তফাৎ এইটুকু যে আধুনিক সুযোগ সুবিধে পাচ্ছে। এটা এমন একটি দেশ যেখানে করণীয় সবই বাকী আছে আর এ যেন প্রতিদ্বন্দ্বীতায় আহ্বান করছে। মনের এই দিকটা ইংরেজরা হারিয়ে ফেলেছে বলে আমার মনে হয়; যখন তারা একটা সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিল তখন তারা তা করে নি করনীয় কাজ করবার জন্য ব্যস্ত থাকতো। বর্তমানে ইংলণ্ড যেন একটু অনুদার হয়ে উঠেছে যা খারাপ লক্ষণ।

ব্র্যাগুন—এখানকার উন্নতি এত দ্রুত তালে হচ্ছে বলেই তা এত চোখে পড়ে।

উষ্টিনোভ—হ্যাঁ, এ দেশের সংস্কৃতি চোরাবালির মতো। এ যে শুধু দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে তা নয়—এ এত বিভিন্ন পদার্থ সমন্বয়ে জন্ম নিচ্ছে। বিরাট জার্মান সম্প্রদায়, বিরাট পোলিশ সম্প্রদায়, ইয়োরোপে যাদের এখনও বহু ও বিচিত্র ভাবধারা রয়েছে তারা সব এখানে এসে সম্পূর্ণরূপে এবং সত্য সত্যই আমেরিকাবাসী হয়ে গেছে। আমি বলবো আমেরিকার সংস্কৃতি—আমেরিকার জীবনযাত্রার ধারা (অবশ্য আমি আমেরিকার জীবন যাত্রা যা বলতে বোঝায় তা বলতে চাইছি না) খুব দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ব্র্যাগুন—আমেরিকার জীবন যাত্রার ধারা বলতে কি বোঝাতে চাইছেন?

উষ্টিনোভ—আমেরিকাবাসীরা যে ভাবে খায়, ঘুমোয়, টেলিভিশন দেখে—স্কুলের ছুটিতে ছেলেদের কাগজের হকারের কাজ করতে পাঠায়—যা বয়-স্কাউট হয়ে ওইগুসরের বনের ভিজে পাতায় বসে ভারতীয় সঙ্কেত করার চেয়ে অনেক প্রয়োজনীয় শিক্ষা। পরবর্তীকালে জীবনের মুখোমুখি দাঁড়াবার পক্ষে

এটা অনেক বেশি ব্যবহারিক প্রস্তুতি। আমরা সকলেই আর কিছু বনের ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হতে পারব না—কাজেই উইণ্ডসর পার্কের বয়স্কাউট ট্রেনিং থেকে আর কি শিক্ষা লাভ হবে ?

ব্র্যাণ্ডন—আমার একজন আমেরিকাবাসী বন্ধু সম্প্রতি ইংলণ্ডে এক বৎসর কাটিয়ে ফিরে এসে বললেন যে তাঁর মতে ইংলণ্ড আমেরিকা সংস্কৃতির খারাপ দিকটা নিয়েছে এবং তা আরও খারাপ করে তুলেছে। আমেরিকার শিশুরা অতিরিক্ত টেলিভিশন দেখলে পিতামাতারা চিন্তিত হন কিন্তু ইংলণ্ডে তাদের ইচ্ছামতো টেলিভিশন দেখতে দেওয়া হয় কেউ মাথা ঘামায় না।

উষ্টিনোভ—হ্যাঁ। কিন্তু তাদের দেখবার মতো টেলিভিশনের সংখ্যা অনেক কম। ইংলণ্ডে নির্দিষ্ট কয়েক ঘণ্টা টেলিভিশন চলে—সারাদিন রাত্রির ব্যাপার নয়। অথচ এখানে শেষতম ছবির সঙ্গে প্রথমতম ছবির কয়েক মিনিটের ব্যবধান।

ব্র্যাণ্ডন—আপনি কি এখানকার শ্রোতাদের একই ব্যাপারে হাসতে দেখেন।

উষ্টিনোভ—হ্যাঁ, আশ্চর্যরকম সাদৃশ্য। ইংরেজ শ্রোতাদের চমৎকার ব্যঙ্গ-বিজ্ঞান এবং তার সুস্পষ্ট কারণও আছে—কিন্তু আমেরিকার শ্রোতারা উদ্ভট কল্পনায় আনন্দ পায়। নাটকের শেষে একটি লাইন আমি তরুণ প্রেমিকদের বলি—তোমরা সবই আবিষ্কার করেছ—এমন কি এই দেশটিও যা তোমাদের নিজের এ কথার রস কখনও আমেরিকার শ্রোতাদের কান এড়ায়না—কিন্তু ইংলণ্ডে সর্বদা শান্ত, নীরবতা।

ব্র্যাণ্ডন—কোন দেশের শ্রোতাদের উত্তর দান প্রবণতা বেশী—এখানকার না ইংলণ্ডে'র।

উষ্টিনোভ—আমার মতে কতগুলি শহরে খুব সাড়া পাওয়া যায়। আমি বলবো এডিনবরা হয়তো লণ্ডনের চেয়ে অধিকতর উত্তরদানপ্রবণ—নিউইয়র্ক অপেক্ষা টরোন্টো বেশী সাড়া দেয়। এবং নির্জন একাকীত্বের পশ্চাদপটে মধ্যপ্রাচ্যের সিনসিবাটি'র কোন কোন রাত্রির প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত উগ্র, উচ্ছল ও অসংযত। এবং যেহেতু তারা অভিনয় বেশী দেখে নি তাই ওদের মনে একটা নবীন ভাব থাকে—ঠিক নাটক—বুভুক্ষু সৈনিকদের মতো।...এবং এর একটা প্রতিক্রিয়া আছে...আমি মোটেই পিঠ চাপড়াচ্ছি না যখন আমি বলছি যে এটা খুব বেশীমাত্রায় সজীবতাভরা এবং এতে মহত্ত্বের রেশও আছে।

ব্রাওন—আটলান্টিকের দুই পার-ই তো আপনার দেখা হয়ে গেছে এখন বলুন আমেরিকা ও ইংলণ্ডের রসবোধের মধ্যে কি প্রভেদ আছে!

উষ্টিনোভ—আমি আগে ভাবতাম ইংরেজদের নিজেদের নিয়ে পরিহাস করবার বিশেষ ক্ষমতা আছে—তারা নিজেরাও তাই বলে। আমি নিশ্চিত যে এই ভাবটি অপরের পরিহাস পরিকল্পনা ফাঁসিয়ে দেবার জন্য—এতে যথেষ্ট কৌশল আছে এবং এটা ইংরেজদের এক প্রকার আত্মরক্ষামূলক যন্ত্র। এই রকম একটি ঘটনা আমি দেখেছিলাম। পশ্চিম আফ্রিকার ছাত্র সংঘের একটি সভ্য 'শ্বেত প্রস্তর তোরণ' এর (Massle Arah) নীচে কথা বলছিল এবং এক রবিবার সে ইংরেজদের সম্পর্কে যা তা বলছিল। তাকে ঘিরে যথেষ্ট লোক দাঁড়িয়েছিল,—পুলিশও ছিল কিন্তু তারা কিছুই শুনছিল না—ও ইংরেজদের সম্পর্কে খুবই খারাপ খারাপ কথা বলছিল। কারো মুখে টুঁ শব্দটি নেই কিন্তু শেষটা এক বৃদ্ধ কর্ণেল ধৈর্য হারিয়ে বলে ওঠেন, 'এই বিশাল পৃথিবীতে যেখানেই যাও না কেন—একজন সাধারণ ইংরেজের মতো সৎসাহসী কাউকে খুঁজে পাবে না।' তৎক্ষণাৎ জনতা বলতে থাকে, চুপ করুণ। ও যা বলতে চাইছে বলতে দিন। 'আমার মনে হয় জনতা তাঁর ওপরে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে যেহেতু তিনি নিজের মনোভাব প্রকাশ করেছেন। আমার মনে হয় ইংরেজরা চরিত্রগত ভাবে অত্যন্ত ভাবপ্রবণ, রোমান্টিক ও উদ্যমী কিন্তু নিজেদের অত্যন্ত সংযত করতে পারে—এবং এ জন্যেই ইতিহাসে ওদের নাম (Perfede Albion) বিশ্বাসঘাতক শ্বেতকায়। এরা সর্বদাই নিজেদের সংযত করবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এবং সদা সর্বদা বিপদের, জন্য এভাবে প্রস্তুত থাকে যে বিপদ এলে চকিত হয় না—বরঞ্চ সেই সময়টাই সর্বাপেক্ষা ভালো থাকে। এদিকে হয়তো অনেক পররাষ্ট্র ভাবে যে নিরাপত্তার সময়টা এরা অলস।

ব্রাওন—আর আমেরিকা?

উষ্টিনোভ—এদিকে আমেরিকার সংকল্পই হোল যে তারা খোলা মন নিয়ে চলবে। এজন্যেই এদের রাজনীতি মনে এতটা সাড়া জাগায়। যখন ব্যবসায়ীরা রাজদূত হয়ে যান এবং দূতাবাস অনেকটা ব্যবসার মতো চালানোর ইচ্ছায় বলেন, আসুন, আমরা এই সব আজেবাজে ভদ্রতা ঝেড়ে ফেলি—তাহলে কি একটা মীমংসায় আসতে পারব না? তখন ইংরেজ ও অপরাপর ইয়োরোপবাসীরা তাদের গ্রাম্য ভাবেন। আমেরিকার মনোভাব অতি উচ্ছ্বাস ও অসতর্ক আগ্রহে ভরা। তাদের আঘাত করলে তারা খুব বেশী

ক্রুদ্ধ হয় না—কারণ, সেই বক্তব্য যথার্থ কিনা না তা পরীক্ষা করে নিতে চায় —এবং যদিও তারা জাতিগতভাবে নিজেদের উপহাস করে না—কিন্তু পরস্পরের প্রতি মৃদু হাসি ঠাট্টা করে থাকে। এটী আমার মতে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক গুণ—কারণ নিয়মমাফিক চলা এখানে নেই—এবং এরা এমন একটী আত্মসমালোচনা মূলক প্রবৃত্তি থেকে পরিচালিত হয় যা সোভিয়েট রাশিয়ারও ঈর্ষার বিষয়। এদের অপরের মতবাদ গ্রহণ উৎসুক খোলামনের মূলে এই বিশ্বাস আছে যে এতে এমন কোন কিছু থাকতে পারে যার দ্বারা তারা নিজেদের উন্নত করতে পারবে। তারপরে তারা সমালোচনাগুলি কাজে লাগাতে চায়—অথচ সেই সব সমালোচনা হয়তো তেমন সাড়া পাবার আশা করে নি।

ব্রাগুন—আপনার নাটক যেমন 'চারটি কলোনোলের প্রেম' এবং 'রোমানফ ও জুলিয়েট বিশেষ ভাবে লিখিত…মানে…আমি বলতে চাইছি এই বইটার চরিত্র-চিত্রণ বহির্বিশ্বের আমেরিকানদের ধারণা থেকে উঁচু।

উষ্টিনোভ—হ্যাঁ। অপরিহার্যভাবে।

ব্রাগুন—এখানে এক বৎসর থাকবার পরে কি ধারণা বদলৈ যাচ্ছে।

উষ্টিনোভ—না। খুব বেশী নয়। হয়তো ভাগ্যক্রমে আমি এখন এদের সম্পর্কে এমন কিছু লি।তে পারবো যা আরও বেশী প্রগাঢ়। আমি আগে অন্য রকম নাটক লিখতাম—যেখানে ইচ্ছে করেই উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য ওদের ভাষায় পিঁচিয়ে দিয়েছিলাম—কারণ আমি অষ্টাদশ শতাব্দীর থিয়েটারকে আধুনিক চরিত্র সমন্বিত করে উপস্থিত করতে চেয়েছিলাম —এবং সেই চতুর্থ দেওয়াল—অভিনয়ে যার মূল্য নেই—তা ভাঙ্গবার জন্য দর্শকদের সঙ্গে একাত্ম হবার এবং যে কোন মুহূর্তে 'একান্তে' বলবার জন্যে সুযোগ খুঁজছিলাম। দুর্বোধ্য, বাগাড়ম্বর ও তালখারপূর্ণ অভিনয় ও লেখা বন্ধ করবার জন্য তখন ষ্টেজে চতুর্থ দেওয়াল আনার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু, সেজন্য সেই প্রবণতা তা ছায়াছবি ও টেলিভিশনের দ্বারা অনেক সুচারুরূপে সঠিক সচ্ছ—কারণ টেলিভেশন বা ছায়াছবিতে আমাদের কল্পনা করে নিতে হয় না যে এটা বাড়ী—প্রকৃত বাড়ী-ই দেখতে পাই। কাজেই, যথার্থ প্রতিরূপ চাইলে এই দুটির মাধ্যম-ই ভালো। রঙ্গমঞ্চকে বেঁচে থাকবার জন্য এমন কিছু করতে হবে যা আসর দুটির পথে করা অসম্ভব, রঙ্গমঞ্চের সুবিধে কি? এর সামনে সক্রিয় শ্রোতা—কাজেই কেউ সামনে নেই এ ভাণ করবার প্রয়োজন

নেই। বরঞ্চ তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা এবং নিজেদের উত্তেজনার স্বাদ কিছুটা দান করা—যা শুধুমাত্র রঙ্গমঞ্চে, ফুটবল খেলায় অথবা ষাঁড়ের লড়াইর রঙ্গভূমিতে পাওয়া যায়।

ব্রাওন—তাহলে রঙ্গমঞ্চের ভবিষ্যৎ কি ?

উষ্টিনোভ—সাধারণভাবে নাটকের কোন ভবিষ্যৎ আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না। দরজার ফুটো দিয়ে দেখতে দেখতে আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি—সেখান দিয়ে আমি আর দেখতে চাই না। আমি বরঞ্চ বলতে চাই যে এটা নাটক এবং আমাদের চারিপাশে দর্শকরা আছে। দিনদিনই টীকা-টীপ্পনী অথবা 'একান্ত' সহ নাটক বাড়ছে—এবং গোলাকার রঙ্গমঞ্চ যেখানে অভিনেতারা শ্রোতাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে অভিনয় করতে পারে। টেলিভিশনে দেখে এই উত্তেজনা পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ, হয়তো টেলিভিশন এলো এবং সেখানে কথা শেষ করে ফিরে আসতে আসতে কিছুটা হারিয়ে গেল। প্রেক্ষাগৃহে লোক আটকে থাকতে বাধ্য হয়।

ব্র্যাওন—তাহলে আপনি সত্যসত্যই মনে করেন যে আর্থার মিলার ও টেনেসি উইলিয়মের রঙ্গমঞ্চের জন্য নয় ছায়াছবির জন্যই লেখা উচিত।

উষ্টিনোভ—উঁহুঁ ব্যক্তিগত মতবাদ কারো ওপরে চাপাবার কথা আমি স্বপ্নেও ভাবব না—সেটা নির্বুদ্ধিতা। কিন্তু, আমার মনে হয় তাই ঘটবে। সঙ্গীতও যেদিকে ইঙ্গিত দিচ্ছে; এটা এক ধরণের নগ্ন উচ্চাঙ্গসঙ্গীত; অতীতের রঙ্গমঞ্চেরই পুনরাবৃত্তি। কিন্তু এসব নূতন এবং এতে পুনরাবৃত্তি আছে। কাজেই শ্রোতারা তা উপভোগ করে। এর অবদান ভালো হলে রঙ্গমঞ্চের ইন্দ্রজালমায়া কিছুটা ফিরিয়ে আনতে পারবে। বর্তমানে মঞ্চ নৈতিক দিক দিয়ে উন্নতি করলেও অত্যন্ত নীরস ও একঘেয়ে হয়েছে।

ব্র্যাওন—অল্পদিন আগে আর্থার মিলার লিখেছিলেন—আমেরিকার নাট্যকার কারণ নিয়ে নয় স্বতন্ত্রভাবে ফল নিয়ে লেখে—আমেরিকার নাটক ইঙ্গিত দেয় যেখানে পিতামাতা দাঁড়িয়েছে সেখানেই পৃথিবীর সমাপ্তি—এবং পুত্র থেকেই পৃথিবীর শুরু হওয়া উচিত। কিন্তু পুত্র তা করতে পারে না—কারণ, হয় সে অক্ষম অথবা সে বিপ্লব করে বা পালিয়ে যায়। উনি স্বীকার করেছেন—এসব খুব-ই উপযোগী সামাজিক নাটক কিন্তু ওর মতে এঁরা সামাজিক সমস্যা সম্পূর্ণরূপে ধরতে পারেন নি। একজন আমেরিকাবাসীর পক্ষে এটা খুবই উগ্র আত্মসমালোচনা।

উইনোভ—হ্যাঁ। কিন্তু মনে রাখবেন এতে শুধু এমন লোক সৃষ্টি হয় না যারা যা ভাবে তাই বলে—শুধু এমন নয় মিথ্যা ভয় দেখানোই যাদের স্বভাব—কিন্তু প্রচুর পরিমাণে শহীদ-ও সৃষ্টি করে। আমার একথা মনে হয়েছে ম্যাকআর্থার সময়ে অনেক শহীদ জোয়ান-অব-আর্ক হতে চাওয়ার ম্যাকআর্থারের সুবিধে হয়েছিল। তারা নিজেদের ব্যাপারে ও প্রয়োজনের অতিরিক্ত দুঃখ পেতে চাইতো। যদি প্রতি আক্রমণ আরও বেশী মজার হতো তাহলে খোঁজ খবর নেওয়াও চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠতো।

যে কোন ভাবে-ই হোক এক মহৎ আমেরিকার ঐতিহ্য গড়ে তোলবার চেষ্টা কতকটা ভিক্টোরিয়া যুগের অগানের উঁচু সুরে বাঁধ মানসিক ভাব—সময়েব আগেই মহিমা সৃষ্টির চেষ্টা। আমার মনে হয় আমেরিকার মদ প্রস্তুত হবার আগেই পানের জন্য এতো ব্যগ্র হওয়া উচিত নয়।

আমার মতে এখানে সেই পূর্ণতার অভাব—যা কালেব অমোঘচক্রে অপরিহার্যরূপে আসবে—যা হয়তো তত বেশী চেষ্টা না করলে এতদিনে আসতে পারতো। তাছাড়া, মিলারেব বক্তব্যে অনুভূতির অভাবও আছে। চেকভের সম্পর্কেও এ কথা বলা যায় যে দেউলিয়া হবার সীমায় উপস্থিত কয়েকটি ক্লান্ত, বদমেজাজী জমিদার তাঁব বিষয়বস্তু। কিন্তু বিপ্লব শুরু হবার পরে কিংবা বিপ্লবের ঠিক আগেই এর সামাজিক সমালোচনা স্থায়ী ইঙ্গিত বলে গৃহীত হলো। প্রকৃতপক্ষে, রচনার এত সব সূক্ষ্ম উৎকর্ষই দর্শকদের বাধায়।

এই সব ভাবধারাব প্রভাব থেকেই ধারণা করা হয় যে, হয়তো মোপাসাঁ গল্প না লিখে উপন্যাস লিখলে আরও শ্রেষ্ঠ লেখক হতেন—কিন্তু তা আমি স্বীকার করি না। মোঁপাসার গল্প আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে ভাবিয়ে তুলবে—একই বিষয়বস্তুর দীর্ঘ, অতি কষ্ট কল্পিত রচনা অপেক্ষা এটা আপনাকে অধিকতর সজীব করে তুলবে। বৃহত্তের মধ্যে মহত্বের যারা সন্ধান করবেন তারা সোনাটার চেয়ে সিমফনি কমেডির চেয়ে ট্রাজেডী বড় ভাবেন। এতেই বর্তমানে আমরা দিগভ্রান্ত হচ্ছি। ফরাসীরা এখনও ভাবে নাটকের স্থায়িত্ব কমেডি অপেক্ষা বেশী—এবং এটা নিয়তির পরিহাস মনে হয়—কারণ এখনও তাদের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার মলিয়ের। কিন্তু এই ঝোঁকটা অনুভূতির এমন এক স্তরে উঠে গেছে যে একটা খারাপ ট্র্যাজেডী নাটক খারাপ কমেডী অপেক্ষা অনেক সম্মানজনক বলে বিবেচিত হয়।

ব্র্যাগুন—আমেরিকার জাতিগত বৈশিষ্ট্য বোধহয় গীতিনাট্য।

উষ্টিনোভ—নিশ্চয়ই। যাই হোক না কেন লেখকের কাজ পাঠকের মন নাড়া দেওয়া—চিন্তাধারা ও প্রশ্ন জাগিয়ে তোলা। এখানেই শেক্সপীয়রের মহত্ত্ব। তিনি কখনও কোন প্রশ্নের উত্তর দেন নি। তিনি বলেছেন—'হওয়া অথবা না হওয়া'। তারপর আর কোন সমাধান দেন নি। চোখের সামনে যেন গোল বলের রাশি ঘুরতে থাকে—লোকরা তাই নিয়ে ভাবে। নিয়তি কর্তৃক মানবের ভাগ্য বননের এই ধর্মান্ধরূপ অবশ্য মনে বিক্ষুব্ধি ও বিরক্তি সৃষ্টি করে কিন্তু তাঁর প্রতিভার ছায়ায় এটা চোখে পড়ে না। ইংরেজদের রঙ্গমঞ্চে এই ব্যাপারটাই ঘটেছে যদিও কয়েকজন সমালোচক বলেছেন যদিও শেক্সপীয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক পিনেরো সম্ভবত সর্বোৎকৃষ্ট এবং ভেবে দেখতে গেলে এরা সমকক্ষ।

ব্র্যাগুন—মিলারের মতে এখানে জার্মানী প্রভাব আছে।

উষ্টিনোভ—এখানে জার্মানীদের প্রভাব প্রচুর। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি এই দু কেন্দ্রচ্যুত দেশের অদ্ভুত নাগরিকতা গর্বের মধ্যে আশ্চর্য সাদৃশ্য। সিনসিনাটি অনেকটা মেজ'এর মতো শহর—এখানকার অধিবাসীরা স্থানীয় অর্কেস্ট্রা নিয়ে ব্যগ্র। ওখানকার এক মহিলা সমিতি পাঁচ বৎসরের মধ্যে তাদের অর্কেষ্ট্রা বোষ্টন বা ফিলডেলফিয়ার মতো করবার প্রতিজ্ঞা করেছেন। তাঁরা জানেন না যে ডেট্রিয়েটের মহিলাদেরও তাদের মিউজিয়াম নিয়ে তেমনি সাংঘাতিক পরিকল্পনা আছে।

আমেরিকায় ভ্রমণ খুবই কৌতূহলদীপক কারণ যদিও স্থাপত্য শিল্পে আশ্চর্য ভাবে এই রকমের কিন্তু গ্রাম থেকে শহরে এলেই বোঝা যায় যে ভিন্ন গোষ্ঠীতে এসেছি এবং এরা সম্পূর্ণ অন্য রকম মতলব নিয়ে ঘুরছে। সাধারণতঃ ঠিক পেছনেই সেই লোকটি থাকবে এবং খুব সঙ্গোপনে বলবে, মানে···আমার স্ত্রী এই অর্কেস্ট্রাতে আছেন—আমার সঙ্গীত ভালো লাগে না—আমি গলফ খেলতে ভালোবাসি কিন্তু আমাকে এখানে আসতে হয়েছে কারণ মিসেস স্মিথ ও আমি পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত···। কথাগুলি মনে গভীর ভাবে দাগ কাটে।

ব্রাগুন—জার্মানদের মধ্যেও সমাধানের একটা আকাঙ্খা আছে।

উষ্টিনোভ—খুব বেশী মাত্রায়। আমি একবার বলেছিলাম—এবং একথা সম্পূর্ণ না হলেও কিছুটা সত্য যে পরম সত্যে পৌঁছতে ফরাসীরা বিয়োগ করে, জার্মানীরা যোগ করে এবং ইংরাজরা বিষয় বস্তু পরিবর্তন করে।

ব্র্যাণ্ডন—এ দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণী দিন দিনই প্রভাবশালী হচ্ছে। এবং প্রকৃতপক্ষে এদেরই আনন্দ প্রয়োজন। এ দেশের শিল্পকলা—বিশেষতঃ সৃষ্টিধর্মী শিল্পকলাকে কিভাবে তা প্রভাবিত করেছে সে সম্বন্ধে আপনার কি মত ?

উষ্টিনোভ—এ হচ্ছে এমন একটি দেশ যা প্রচার দ্বারা দোলায়মান। সেই একই 'টোকেন' দ্বারা তারা কোন বিষয়ে হয় সচেতন কোনটার জন্য হয় লজ্জিত। এই জন্যই আমি এ দেশকে হাল্কা রীতি ও অবিরত ফ্যাসন পরিবর্তনের দেশ বলে মনে করি। যে মুহূর্তে এরা সচেতন হয় যে লোকরা তাদের বিদেশী ভাবছে তৎক্ষণাৎ এত জোরের সঙ্গে শিল্পকলা চেপে ধরে যে হাস্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। অথবা যদি বুঝতে পারে যে ভিনিসিয় প্রাসাদ রীতি ডেট্রিয়টে আমদানী করবার জন্য লোকরা তাদের উপহাস করছে তাহলে আর তা করে না, তারা ভিনিসিয় প্রাসাদের সারমর্ম জেনে নেয় এবং তা ইয়োরোপের যে কোন যাদুকরের চেয়ে চমৎকার ভাবে বিন্যস্ত করে। এখানে এই গুজব চলতি যে সাদৃশ্যবাদ হচ্ছে জুজুবুড়ী—তা থেকে পালিয়ে বাঁচতে হবে যেমনি লোকে দুর্গন্ধ নিঃশ্বাস থেকে পালাতে চায়।

ক্রমশঃ আমেরিকা স্থির করবে যে আর নকল করা হবে না। ইয়োরোপে গাড়ীর হঠাৎ অসম্ভব বিক্রী থেকে এই প্রবণতা দেখা যায়। আমার মনে হয় না—কেনাকাটার সুবিধা অথবা গাড়ী রাখবার অসুবিধার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক আছে—পৃথিবীর দূরতম প্রান্ত থেকে হাতে তৈরী দ্রব্য পাবার।

উষ্টিনোভ—অকস্মাৎ ব্যাকুলতাই এর কারণ। নিউইয়র্ক ও অন্যান্য শহরে একটা নূতন ভাব দেখছি যেমন শ্যামদেশের চটী বা অন্যান্য আমদানী দ্রব্যের প্রতি প্রবণতা ; এগারো বৎসর আগে আমি যখন এসেছিলাম তখন এই ভাবটা ছিল না। আমার মনে আছে সে সময়ে স্ত্রীর জন্য দোকানে কিছু কিনতে গেলে তারা সাহায্য করতে চেষ্টা করতো কারণ, যতই হোক না কেন মেয়েরা কি পোষাক পরতে ভালোবাসে সে সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান কম। এখন বলতো, আমরা এগুলি অনেক বিক্রী করছি। কিন্তু বর্তমানে দিন দিনই এ কথা কম শুনছি। এখন তারা বলে, এসব ফ্লোরেন্স, ইটালী থেকে এসেছে এবং সর্বাধুনিক।' বিদেশী মালের প্রতি এই দরদ খুব চোখে পড়ে।

ব্র্যাণ্ডন—পনের বৎসর আগে এসে দেখেছিলাম যে এখানকার অনেক

রঙ্গমঞ্চ সিনেমাতে পরিণত হয়েছে। পাঁচবৎসর পরে অনেক মঞ্চ টেলিভিশন ষ্টুডিওতে পরিণত হয়েছিল। এখন দেখা যাচ্ছে ছায়াছবিগৃহগুলি আবার রঙ্গমঞ্চে পরিবর্তিত হচ্ছে।

উষ্টিনোভ—আপনার কি মনে হয় না যে এখানেও সেই একই চিহ্ন 'আমদানী', যেখানে সবাই যায় না কাজেই সেটা বিলাসের সামগ্রী—হঠাৎ ছায়াছবি খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল এবং একাদক থেকে টেলিভিশন থিয়েটারের পক্ষ থেকে ছায়াছবি'র ওপরে প্রতিশোধ নিয়েছে।

ব্র্যাণ্ডন—কিন্তু, 'ইউলিসিস ইন নাইট গাউন' এবং 'ওয়েটিং ফর গডেটে'র মতো নাটক ব্রডওয়ের বাইরে বহুদিন চলেছে।

উষ্টিনোভ—নিশ্চয়ই, আমার মনে হয় আমেরিকা এই সব অতি যান্ত্রিক ব্যাপারে ভয় পেয়ে গেছে। আমরা যে পথে যাত্রা করেছি তার শেষে এমন হবে যেন বাড়ী না ছেড়েই ছুটির ভ্রমণ সুখ উপভোগ করতে পারে, ট্রাভেল এজেন্সীকে ফোন করে দিলেই একটা বিশাল দৃশ্যের ছবি সামনে আনবে··· কৃত্রিম সূর্যে রৌদ্র স্নান করবে। এটা শুনতে অদ্ভুত লাগছে—কিন্তু ঘটনার গতি সেদিকেই। আমার মনে হয় অতি-যান্ত্রিক জীবনের ভয়ই 'নিজে সব কর' নীতির দিকে প্রত্যাবর্তন করিয়েছে সেই অভিযাত্রীর দিনে···নিজের উঠোনে নব্বুই-ফুট-পালের নৌকা তৈরীর দিনে ফিরে যেতে চায়। বুঝতেই পারছেন। এ সবই ইঙ্গিতপূর্ণ।

আমার মনে আছে আমি একবার নিউইয়র্কের প্রকাণ্ড ভোজে। বাৎসরিক রঙ্গমঞ্চে পিতা হতে চেয়েছিলাম এবং আমরা সকলেই পিতাদের করণীয় 'দশটি কমাণ্ডমেণ্টস' পড়েছিলাম, তার মধ্যে একটি 'তোমার পুত্রের বন্ধু হও উত্তেজনা-উপভোগের সঙ্গী হও।' এ হচ্ছে নবীনতার আমন্ত্রণ—এবং আমরা এখানে সব নিজের হাতে করছি তাই বোঝানো। আমরা যেন স্থাবর সম্পত্তি পরিচালনা ও ইঞ্জিনীয়ারদের ওপরে খুব বেশী আস্থা না রাখি। যদি আমরা না জেনে বিলাস, আলো অথবা উত্তাপের জন্য অনেক সুইচ জ্বালাতে থাকি তাহলে শেষ পর্যন্ত খারাপ ফল হবে।

ব্র্যাণ্ডন—আপনি কি সত্য সত্যই মনে করেন যে মনস্তত্ত্ববিদরা প্রকৃত পক্ষে এ দেশের বিপদ ত্রাতা কারণ, বিশ্লেষণ দ্বারাই এর অন্তর্নিহিত বিপদগুলি প্রকাশিত আলোচিত ও লিখিত হয়।

উষ্টিনোভ—কথাটা ব্যঙ্গের মতো শোনায় কারণ মনস্তত্ত্ববিদদের নিয়ে

অনেক মজা করা হয়েছে—কিন্তু তা সম্ভব। তারা নিজেদের কাজের বিপদ সম্পর্কে খুব-ই সচেতন।

ব্র্যাগুন—মিঃ ডালেস কি তাই ছিলেন বলে আপনার মনে হয় ?

উষ্টিনোভ—না, এটা একটা দুর্বলতা। ব্যবসা অথবা আইন-অফিস থেকে কর্মচারীদের টেনে আনা সবই আইন-অফিস বা ব্যবসার মতো চালানোর অননুকরণীয় ঝোঁক।

ব্র্যাগুন—আপনি কি বলতে চাইছেন যে মানবিক সত্তাকে উপেক্ষা করা হচ্ছে ?

উষ্টিনোভ—কি ভাবে কথাটা বলবো। আমি সম্ভবতঃ একজন আইন-জীবি অপেক্ষা বিচারকে'র সঙ্গে নিরাপদ বোধ করবো—কারণ, আইন-জীবিরা ওজর দেখায় বিকৃত করে। আইনজীবি ও রাজনীতিবিদরাই সত্যের আকর্ষণীয় রূপ প্রচার করে। এবং আমি বেশী জোর দিয়ে বলতে পারছি না। কিন্তু আমার মনে হয়েছে যে আইনজীবিদের জীবন-দর্শন পৃথিবীতে অনেক অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত করছে। তারাই সব বিপ্লবের নেতা। ফরাসী বিপ্লবের একজন ব্যতীত সবাই ছিল আইনজীবি এবং সেই একটিও ছিল অপদার্থ। কিন্তু, আমার মতে ফরাসী বিপ্লবের ফল অন্যায়ের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে।

ব্র্যাগুন—আপনার নিশ্চয়ই স্মরণ আছে যে হেলেন হে একদা ব্রিটীশ অভিনয়ের সমালোচনা করেছিলেন। আমেরিকার অভিনেতা অভিনেত্রী, সম্বন্ধে আপনার কি মত ?

উষ্টিনোভ—এরা সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবে শিক্ষা পেয়েছে। ছোট ছোট অংশ অভিনয়ে আমাদের লেখকদের অনেক সুযোগ আছে। তাদের বিভিন্ন চরিত্র অভিনয় করতে শিক্ষা দেওয়া হয়। আমেরিকার অভিনয় হয় বাস্তবঘেঁসা—নয় রঙ্গঘেঁসা, এতে এত প্রচুর পরিমাণ স্থূল রঙ্গ রস থাকে যাতে আমরা অভ্যস্ত নই—এবং এরা মধ্যপন্থায় চলতে পারে না। এদিকে এরা শেখবার জন্য ও নিজেদের……

উষ্টিনোভ—উৎকর্ষ করবার জন্য এত উৎসুক। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে এতে কুফল ঘটে—কারণ তারা অত্যন্ত বেশী নাটকীয় হয়ে ওঠে—এবং শেষ কথা এই যে চটী বই থেকে প্রেম শিখে এরা প্রেমের অভিনয় করতে চেষ্টা করে।

অভিনয়ের ব্যাপারে আপনাকে বিষয়টিকে সচেতন ভাবে সহজ প্রবৃত্তির

গোচরীভূত করে তবে প্রকাশ করতে হবে। এই ব্যাপারটা সর্বদাই অসুবিধেজনক—কারণ আপনি তখন এমন কিছু প্রকাশ করেন যা আপনাকে প্রচুর পরিমাণে সুখী করবে কিন্তু আর কেউ সুখী হবে না—কারণ তারা জানে না যে আপনি কি বলতে চাইছেন। আমার মতে অভিনয় কল্পনার অনুকরণ হওয়া উচিত। কিন্তু এদের বিশ্বাস সম্পূর্ণ অন্য রকম। এরা সচেতনভাবে করতে চায় এবং শেষে তাই অভ্যাসে দাঁড়ায়—এবং এটা সত্যই বিরক্তিপূর্ণ ও সর্বনেশে রীতি যা অনেক অভিনেতার সর্বনাশ করেছে।

সহজাত প্রবৃত্তিকে উদ্বুদ্ধ করাই অভিনয় ক্ষেত্রে সর্বপেক্ষা প্রয়োজন এবং অভ্যাস দ্বারাই এটা করা সম্ভব। স্পষ্ট ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না—কিন্তু ভাবগতরূপে এটুকু বলা যায় যে আপনি যেন অনুভব করতে পারেন যে সেই মুহূর্তে কি করা উচিত। কিন্তু, যে মুহূর্তে আপনি কথায় প্রকাশ করতে চাইলেন তখনই তা নষ্ট হয়ে গেল—এবং ঠিক এই ব্যাপারটিই ঘটে।

অভিনয় হচ্ছে দ্রুতগতিতে গাড়ী চালানোর মতো। প্রতিযোগিতায় যারা যোগ দেয় তারা বলে যে ষ্টীয়ারীং'এর চাকা তারা ধরে না। শুধু মাঝে মাঝে এটিকে ঠিক পথে সারিয়ে দেয়—চালায় না। অভিনয়েও সেই একই ব্যাপার; কারণ, এতে দ্রুত চিন্তাধারা প্রয়োজন। টেনিস খেলার মতো—ভীষণ জোরে চালনার পরে যখন আপনি বুঝেই উঠতে পারছেন না যে খেলোয়ারেরা কি করে বলটা ফিরে পাচ্ছে তখন তারা একজন বলটা নীচ থেকে মেরে ওপরে ছুড়ে দিল এবং অপরজন নেটে ফেললো।

উষ্টিনোভ—কারণ সে ভাববার সময় পেয়েছে। অভিনয় ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। এর সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই হচ্ছে যে বুদ্ধিবৃত্তি সতত প্রেরণার ভুল সংশোধন করবে। প্রেরণা পেছন থেকে বুদ্ধিকে তাড়না করা উল্টোরকম ব্যাপার এবং সত্যই বুদ্ধির সেই প্রতিক্রিয়া দর্শকদের মনে পীড়াদায়ক কর্কশ ফল সৃষ্টি করে।

ব্র্যাওন—এ দেশের টেলিভিশনের কাজ কি রকম লাগে?

উষ্টিনোভ—ওঃ। যে কোন স্থানের টেলিভিশন-ই এক রকম—সম্পূর্ণ এক রকম। এ একটা অদ্ভুত কলা কৌশল বিপদজনকও বটে। অবশ্য অনেক দিক দিয়েই সুবিধেজনক। এতে ক্লাসিক বা সেই প্রকার কোন বিষয় (যা আপনি করতে চাইছেন কিন্তু তা নিয়ে আটকে থাকতে চাইছেন না) তা এক রাত্রির জন্য করে সৃষ্টির গভীর আনন্দ পেতে পারেন এবং ভাগ্য ভালো

হলে। প্রসিদ্ধ অভিনেতাও পেতে পারেন কারণ, অনেকেই যথেষ্ট টাকা পেলে এক রাত্রির জন্ত অভিনয় করতে রাজী হবে কিন্তু দীর্ঘদিন আটকে থাকতে পারবে না—তাই বলছি যে, কলা কৌশলের দিক দিয়ে এটা একটা অদ্ভুত মাধ্যম।

রাজনৈতিক নেতারা কিন্তু এর বিপদ জানেন না তাঁরা একটু রংদার চোখে এর দিকে তাকান কারণ তাঁরা জানেন যে পনের লক্ষ লোক তাদের কথা শুনছে। কিন্তু, সেই সঙ্গে তাঁরা ভুলে যান যে পনের লক্ষ লোক সারির পর সারিতে বসে নেই—নিজেদের ঘরে এক, দুই, তিন করে বসে আছে। তাই টেলিভিশন খুলে যখন দেখি একটি লোক দু'গজ দূরে দাঁড়িয়ে জাতিকে লক্ষ্য করে কিছু বলছে—ঠিক তোমার চোখের দিকে তাকিয়ে এমন ভাবে কথা বলছে যেন তুমি একটি শিশু কারণ, তাঁর পনের লক্ষ লোকের মাপকাঠি অত্যন্ত নীচু তখন তার চেয়ে বিরক্তিকর আর কিছু মনে হয় না।

টেলিভিশনে কথায় ও আচরণে ভদ্র হওয়া উচিত। যে কোন কিছু ঘটতে পারে কিন্তু সাংঘাতিক কোন ব্যাপার ঘটবে না—এ কথা মনে রাখা উচিত। অনেকটা আড়ি পেতে শোনার মতো। এ হচ্ছে অপরাহ্নে আনন্দদান ও আধো আধো কথার সংমিশ্রণ।

ব্র্যাগন—টেলিভিশনে রাজনৈতিক কিছু কখনও চিন্তা করেছে না।

উষ্টিনোভ—এটা করা খুব সহজ। বাসের লাইন মোটর গাড়ীর প্রোগ্রাম চা-সমিতির পক্ষ থেকে 'মা, মা, একটু কফি দাও এর চেয়ে সহজ। এটা এক প্রকার দুর্বোধ বিস্ময়ে পূর্ণ।

ব্র্যাগন—টেলিভিশনে আপনি সফল এবং এ দেশে আপনি বিখ্যাত হয়ে গিয়েছেন। নাটক নয় টেলিভিশনের জন্যই আপনি তা হয়েছেন বলে কি আপনার মনে হয় না?

উষ্টিনোভ—সেজন্য, এদেশ কি করে এবং অন্যদেশ কি করে না তার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে হবে। আমার মনে হয় না ইংলণ্ডে বা ফ্রান্সে টেলিভিশনে ভালো অভিনয় করলে তার প্রথম প্রতিক্রিয়া হবে—ওঃ। উনি যদি আবার টেলিভিশন করতেন। কিন্তু, এখানে এরা অভিনয়ের সঙ্গে অভিনেতাকে মিলিয়ে দেয়—এবং বক্স-অফিসে এর নির্দিষ্ট মূল্য আছে।

ব্র্যাগন—এখানে রাজনৈতিক ব্যঙ্গ রচনা এত কম কেন?

উষ্টিনোভ—এক সময়ে ফ্রাঙ্ক ক্যাপড়ার যুগে 'মিঃ ডিডস্ গোজ টু টাউন'।

'মিঃ স্মিথ গোজ টু ওয়াশিংটন' খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। 'বর্ণ ইয়েষ্টার ডে'র মতো নাটকেও রাজনৈতিক ব্যঙ্গ আছে এতে একদল গুণ্ডা ওয়াশিংটনে কনট্রাক্ট অথবা এই প্রকার কিছুর জন্য গিয়েছিল। আর্থার মিলারের। অল মাইসন্' আবছাভাবে নয়—বেশ স্পষ্টতঃ-ই রাজনৈতিক।

ব্র্যাণ্ডন—উইল রোজার্সের কালে রাজনৈতিক ব্যাঙ্গ যেমন স্বাধীনতা ছিল এখন আর তা নেই বলে আমার মনে হয় যদিও মোর্ট সাল এর পুনরজ্জীবনের জন্য কিছুটা সফল চেষ্টা করেছেন!

উষ্টিনোভ—ইয়োরোপে রাজনৈতিক মতভেদ অত্যন্ত বেশী। এটাই স্বাভাবিক কারণ, আপনার ভ্রমণের স্যুটকেশটা যদি বড় হয় তাহলে আপনি যেমন তেমন ভাবে সব ভরতে পারেন—কিন্তু, আপনার স্যুট কেশ যদি ছোট হয় এবং জিনিসপত্র অত্যধিক তাহলে কি করে সব আটানো যাবে তা নিয়ে দশ, বারোটা মত হবে। সেজন্যই ছোট দেশে রাজনৈতিক মতদ্বৈধ বেশী হয়। এই দুই দেশের রাজনৈতিক দলের মধ্যেও অনেক তফাৎ আছে। এখানকার দলগত প্রভেদও খুব দুর্বোধ্য। তাছাড়া, একথাও মনে হয়েছে যে মূলতঃ এ দেশ অত্যন্ত বেশী ধন সম্পদশালী তাই যেটুকু অন্যায় সংঘটিত হয় তাতে কারো কোন ক্ষতি হয় না। কয়েকজন হয়তো ধনী হতে পারে কিন্তু সেজন্য অধিকাংশ লোক দরিদ্র হয় না।

ব্র্যাণ্ডন—আপনি কি মনে করেন যে এখানে কৌতুকরসের ভবিষ্যৎ আছে!

উষ্টিনোভ—আমি মনে করি কৌতুকরসের ভবিষ্যৎ সর্বস্থানেই আছে' এদেশে কৌতুকরসের বিরাট ভবিষ্যৎ এবং এই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়, সুন্দর ও প্রাণদ চিহ্ন—কারণ, যখন কোন জাতি বিপন্ন হয় তার প্রথম ইঙ্গিত পাওয়া যায় এই ব্যাপারে যে সে রসবোধ হারিয়ে ফেলে। যে মুহূর্তে জার্মানী নাইট ক্লাবে গোয়েরিং অথবা গোয়েবলের আকৃতি নিয়ে বিদ্রূপ করার জন্য রঙ্গ অভিনেতাদের আটক করেছিল সেদিন থেকেই স্পষ্ট বিশ্বাস হয়েছিল যে যুদ্ধ বাধবে। কৌতুকরস-ই একটি জাতির নিরাপত্তা ভালভে'র সর্বশ্রেষ্ঠ ইঙ্গিত।

# লিওনার্ড বার্ণষ্টাইন

## সেই ক্ষয়িত, সেই পরিত্যক্ত, সেই ক্রীড়ারত

নিউইয়র্কে ফিলহারমণিক অর্কেষ্ট্রাতে নিয়মিত পরিচালকরূপে নিযুক্ত হবার পর রঙ্গমঞ্চে প্রথম উপস্থিতির দিনে সমালোচকরা ছিলেন অত্যন্ত শীতল ও সাবধানী। পরবর্তী রাত্রে তাঁর দ্বিতীয় অনুষ্ঠানের পরে আমি 'লেনি'কে—( বন্ধুরা স্নেহভরে ওঁকে সেই নামেই ডাকেন ) এই সব মন্তব্য কি রকম লাগছে তাই জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি হতাশা বা বিন্দুমাত্র বিদ্বেষ না দেখিয়ে বললেন, সঙ্গীত সমালোচকরা স্বভাবতঃই সাবধানী—এবং আমার ব্যাপারে তারা আরও হতে বাধ্য হয়েছে। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে অন্ততঃ তিনটি অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য আমার বিরুদ্ধে আছে—আমার মাত্র চল্লিশ বৎসর বয়স—আমি ব্রডওয়ের জন্য সঙ্গীত লিখছি—যা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিচালকের পক্ষে মহাপাপ এবং আমিই প্রথম আমেরিকার মাটির সন্তান যে নিউইয়র্কের ফিলহারমণিকের—অধিনায়ক—পরিচালক।

এই সঙ্গীতের জগৎ যেখানে ইয়োরোপের ভাবধারা অন্তর্নিহিতভাবে মিলে গেছে সেখানে খাঁটী আমেরিকান হওয়া সহজ নয়। কিন্তু, লিওনার্ড বার্নষ্টাইন প্রকৃতই তাই। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি ইহুদী মেহুনেরও আমেরিকায় জন্ম—কিন্তু সেদিন যেমন ওঁর স্ত্রী আমাকে বলছিলেন—ওঁকে সবাই ইয়োরোপে ইয়োরোপীয়, সোভিয়েট রুশ, ইসারেলে ইহুদী ভাবে। বার্নষ্টিন সম্পূর্ণ অন্যরকম। অপরাপর সঙ্গীতশিল্পীর সঙ্গে তার এই তফাৎ যে তিনি সেই নবীন দলকে নিয়ে সঙ্গীত সৃষ্টি করেন যারা প্রেরণার জন্য ইয়োরোপের দিকে তাকিয়ে থাকে না—ইয়োরোপের জন্য নূতন বাণী আনে।

তাঁর জীবন যাত্রা শুরু হয়েছে। তখন জাজ উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত বলে বিবেচিত হোত—ছন্দজ্ঞান 'জাজ' থেকেই এসেছে। এ তাঁর দেহ মনকে অভিভূত করে আছে। তাই যথেষ্ট সঙ্গীত জ্ঞান সত্ত্বেও সস্টোকোভিচের

প্রতি যে প্রকার মনোভাব বীটোভোনের প্রতি অতটা নেই। আর একটি আমেরিকার গুণও তাঁর আছে—চমক বালক দেবার ক্ষমতা। ম্যাডিসন এভেনিউ'র মতো অবশ্য নয়। এটা পরিকল্পনা করে করা নয়—হাল্কা বা ব্যবসাগত নয়। খুব সহজেই এটা তাঁর কাছে এসেছে—এ তাঁর সহজাত প্রবৃত্তি।

বার্নষ্টাইন—বহুমুখী প্রতিভা ও অশেষ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি এবং বিচিত্র কর্মক্ষমতাবিশিষ্ট প্রতিভাবান ব্যক্তির মতো তিনি কোন বিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং কি করিতে চান সে বিষয়ে অনিশ্চিত। তিনি বিশিষ্ট সুরকার। দুটি সিমফনি সৃষ্টি করেছেন এবং সঙ্গীত প্রধান ওয়েষ্ট সাইড ষ্টোরি—যা খুবই সফল হয়েছিল—তার সুর দিয়েছেন। তাছাড়া একটি গীতিনাট্য 'ওয়াণ্ডার-ফুল টাউন' একটি প্রহসন 'ক্যানডাইড' একটি গীতিনাট্য 'ফ্যান্সি ফ্রী' লিখেছেন। আমি শুধু বিখ্যাতগুলির নাম করলাম। তিনি চমৎকার পিয়োনবাদক, প্রেরণাময় পরিচালক, দক্ষ উচ্চারণ শিক্ষক। ঐকতান হলে কিংবা টেলিভিশনে শ্রোতাদেব সঙ্গীতের সুরে পাগল করার ক্ষমতা তাঁর অন্যতম গুণ এবং সফলতার কারণ। সঙ্গীতে শিল্প সকলের বোধগম্য ভাষায় রূপান্তরিত করবার অপূর্ব উদাহরণ তাঁর এই টেলিভিশন বক্তৃতা সমূহ। পরিচালনা করবার শিল্পরীতি', 'জাজ কি', 'বাক' গীতিপ্রধান নাটক, গীতি-নাট্য সম্বন্ধে। তাঁর তীব্রতা, মখমল কোমল কণ্ঠ, তাঁর সুশ্রী দেহ সবই যেন তিান সকলকে যে পরম রমণীয় অনুভূতির অংশভাক করে তোলেন তাতে যাদুমায়া, আকর্ষণ ও উত্তেজনা বাড়িয়ে তোলে।

কার্ণেগী হলের উল্টোদিক ওঁর নিজস্ব কক্ষে আমাদের সাক্ষাৎকার ঘটেছিল। তখনই তিনি একটা কষ্টকর রেকর্ড করে এসেছেন—তাঁর বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল। বাদামী-সাটিনের ঢাকা দেওয়া নীচু চেয়ারে আমরা বসেছিলাম—তিনি নিরস্ত্রীকরণ নিয়ে প্রশ্ন করতে থাকেন। তিনি শুধু সঙ্গীতরসিক নন—সাময়িক সংবাদেও গভীর উৎসাহী। হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যে চৌকস শিক্ষা লাভ করেছিলেন তা তার মনে এখনও জাগরূক। আমাদের টেপ রেকর্ড একবার বাধা পেল। ওঁর ছোট মেয়ে দুটি ঘরে ঢোকে। ওরা টেপে পিতার কণ্ঠস্বর শুনতে চাইলো—কাজেই ওদের জন্য ছোট একটু আপ্যায় করতে হোল। তারপরে ওরা সন্তুষ্টচিত্তে খুশী হয়ে চলে যায়। এরপরে ওঁকে সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দচিত্ত মনে হচ্ছিল। কপাল থেকে ক্লান্তির রেখা

সরে গেছে এবং তিনি আমাকে একটু বসতে বলে পিয়ানো বাজিয়ে শোনাতে থাকেন।

সঙ্গীতের সেই চিরন্তন জগৎ ও আধুনিক এই দুইটি জগতের মধ্যে বাস করেন লিওনার্ড বার্নষ্টাইন। নিশ্চয়ই এতে উভয়সঙ্কট, ব্যর্থতা ও সীমারেখা রয়েছে—কিন্তু এ এক বিভবশালী পৃথিবীর দ্বার খুলে দেয়। এর জন্যই তিনি সংস্কৃতি স্রোতের পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে তুলতে পেরেছেন। তিনি এমন একজন আমেরিকান যাঁর ইয়োরোপ সম্পর্কে কোন হীনমন্যতাবোধ নেই। তিনি জানেন এই সঙ্গীতের নবযুগের আমেরিকান পুরাতন জগতকে কিছু একটা নূতন, প্রেরণাপূর্ণ ও খাঁটি আমেরিকার জিনিস দিচ্ছেন। এবং আমেরিকার অধিবাসীদের মধ্যেও তিনি যে কোন ব্যক্তির অপেক্ষা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রতি কৌতূহল জাগিয়ে তুলতে পারছেন।

ব্র্যাণ্ডন—'সানডে টাইমস'এর একটি পাঠক। ওয়েষ্ট সাইড ষ্টোরি'র অনুকূলে মন্তব্য পড়ে অভিযোগ করেছিল যে এতে পাপের ছবি, যুবগণের কর্তব্য অবহেলা চিত্তাকর্ষক করে দেখানো হয়েছে—কারণ এখানে হলিউডে'র নীতি সতের পুরস্কার ও অসতের শাস্তি দেখানো হয় নি।

বার্ণষ্টাইন—যুবগণের কর্তব্যাহেলার চিত্র চিত্তাকর্ষক করে দেখানো উদ্দেশ্য ছিল না। আমরা চেয়েছিলাম একটা মহৎ প্রেমের কাহিনী করতে; বয়ঃসন্ধিকালীন প্রেম—যার পশ্চাৎ ছিল উচ্ছৃঙ্খলতা, ভীতি, যুবজনোচিত কর্তব্য অবহেলা যা শেষ পর্যন্ত প্রেম শেষ করে দেয় এবং একটি প্রেমিককে শেষ করে দিয়েছিল। আমি একটা ঘৃণার গল্প লিখতে বসি নি—যার মধ্যে প্রেম একটা ঘটনা মাত্র।

ব্র্যাণ্ডন—ছবির পশ্চাদপটে দুর্বৃত্তদল কেন?

বার্নষ্টাইন—মূলতঃ আমাদের ধারণার সঙ্গে দুর্বৃত্তদের কোন সম্পর্ক ছিল না। ইচ্ছা ছিল একটা প্রেমের গল্প লিখবার—ঈর্ষা, কলহ, সমসাময়িক সমস্যার পশ্চাদপটে এক রোমিও জুলিয়েট কাহিনী; এখানে জুলিয়েট একটি ইহুদী মেয়ে—রোমিও ইতালীয় ছেলে—ঘটনা সংস্থান ইষ্টারের শেষে এক বস্তী—যেখানে তখন অনুভূতি ছিল উচ্চগ্রামে। শেষটায় এটা খুব বাজে লাগায়—বিশেষতঃ ঐ বস্তীজীবন পরিবর্তিত হয়ে যাবার দরুণ আমরা এই ধারণা ছেড়ে দিলাম।

তারপর ঘটনাক্রমে হলিউডে আর্থার লরেণ্টস'এর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

তখন নিউইয়র্কে পিউঁরো রিকানসের বিরাট অভিবাসন হয়েছিল এবং নিউইয়র্কবাসী হিসেবে শত্রুতা সবেমাত্র আমাদের মনে ঢুকেছে। আমরা হঠাৎ এই অদ্ভুত মতবাদে খু-ব বেশী মাত্রায় উত্তেজিত হয়ে উঠলাম কারণ ঠিক এই রকম জগতে আমরা বাস করছিলাম।

ব্র্যাগুন—কেন আমেরিকা সঙ্গীতের জন্য এত বাজে পশ্চাৎপট নেয়।

বার্নষ্টাইন—প্রকৃতপক্ষে তারা তা নেয় না।

ব্র্যাগুন—কারুসল, গাই এ্যাণ্ড ডলস্, দি পায়জামা গেম।

বার্নষ্টাইন—এ অভিযোগ যথার্থ নয়; কারুসল হাঙ্গেরিয়ার নাটক ঘটনা সংস্থান—মেইন উপকূল। কাজেই ওটার বিষয়বস্তু আমেরিকার নয়—গাই এ্যাণ্ড ডলস'এর নাট্য উৎসুক্য জাগিয়ে রেখেছে কাহিনীর ইতরতা নয়—ড্যামন রুয়েনের চরিত্র গৌরব। তাদের গৌরবান্বিত না করলে রঙ্গমঞ্চে ওদের আনতেই পারা যেতো না। গ ই ও ডলস আমেরিকার জীবন সম্বন্ধে সমাজতন্ত্রবাদে'র মত প্রচার করতে চায় না। পাজামা গেম সম্বন্ধে বলতে পারি এটা ইতর নয়—ছন্নছাড়া সামাজিক পরিবেশে মিড ওয়েষ্টে একটি পাজামার কারখানা।

ব্র্যাগুন—আমি বলতে চাইছি এ সব এমন বিষয়বস্তু যা সাধারণতঃ সঙ্গীতের আবহ হিসেবে ব্যবহৃত হয় না।

বার্নষ্টাইন—হাঁ। সত্যই এভাবে কখনও তা ব্যবহৃত হয় নি। সঙ্গীত ধর্মী নাটকে এমন একটা বিষয়বস্তু থাকবে যার দিকে কেউ কখনও লক্ষ্য করবে না। কিন্তু, আমেরিকার সঙ্গীতধর্মী অভিনয় খুব দ্রুত গড়ে উঠেছে। সত্য কথা বলতে কি এই সঙ্গীত-অভিনয়-ই আমেরিকার শিল্পের (ART) একটি বড় দিক—যদি অবশ্য আমি তিনটি অক্ষর ব্যবহার করতে পারি। এটা দ্রুততর গতিতে সামনে এগিয়ে চলছে এবং সেজন্যই এভাবে নূতন নূতন দিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

লণ্ডনে মোটামুটি চলে এমন সঙ্গীতধর্মী নাটকের বিষয়বস্তু খুব-ই সামান্য। লণ্ডনবাসের শেষ দিনে আমি একটি নাটক দেখেছিলাম—তা মোটেই আমেরিকার সঙ্গীতধর্মী নাটকের মতো নয়। জুলিয়ান শ্লেডে'র 'ফ্রী এ্যাজ এয়ার' বোতামের মতো স্বাধীন এর মতো বিষয়বস্তুতে গাম্ভীর্য নেই। কিন্তু, তবুও ওতে আমেরিকার সঙ্গীত-নাট্যে'র ছোঁয়াচ লেগেছে। সম্পূর্ণ গল্পটাই রঙ্গরসে আনন্দ ভরা—কিন্তু, মেয়েটার সভ্যতার সংস্পর্শ থেকে পালিয়ে

গিয়ে সমুদ্র দেখা ও উন্মুক্ত আকাশের নীচে বাসের মধ্যে আমেরিকার প্রভাব আছে। আমি জোর দিয়ে বলতে পারি কয়েক বৎসর আগের প্রচলিত ইংরেজী সঙ্গীত নাট্যে এ রকম বিষয় দেখা যায় না।

আপনি এমন কয়েকটা সঙ্গীত নাট্য নিয়ে আলোচনা করেছেন যা অদ্ভুত ও নীরস বিষয় নিয়ে লিখেছে। কিন্তু, আমাদের এই সঙ্গীতনাট্যের একশো ভাগের মধ্যে নব্বুই ভাগ অসার। এরা মাথায় যন্ত্রণা সৃষ্টি করে না বা হৃদয় ভেঙ্গে দিতে চায় না; এবং 'লি আব্‌নার' থেকে 'হ্যাপি হান্টিং' থেকে 'জ্যামাইকা' গেলেও মনের ওপরে কোন চাপ পড়বে না। 'ওয়েষ্ট সাইড ষ্টোরি' নিয়ম নয়—ব্যতিক্রম।

ব্র্যাগুন—সঙ্গীতনাট্যের জন্মস্থান ইংলণ্ডে। কিন্তু বর্তমানে ও দেশে তা স্রোতহীন পঙ্কিল। কিন্তু এখানে সঙ্গীতনাট্য প্রাণবান, সৃষ্টিধর্মী, শক্তিশালী —যেমন আপনি বললেন, আমেরিকায় শিল্পের নবীন প্রকাশ। কেন এরকম হয়েছে বলে আপনার মনে হয়।

বার্নষ্টাইন—আপনি ইতিহাসের নিমিত্তবাদে বিশ্বাস করেন কিনা সেই প্রশ্নের ওপরে এর উত্তর নির্ভর করছে। আপনি কি হেগেলবাদী। যদি তা হয় তাহলে নিশ্চয়ই স্বীকার করেন যে প্রতিটি ব্যাপারেই স্থান ও কাল আছে এবং প্রতিটি সংস্কৃতির ঢেউ বিরাট সমুদ্রের অন্যান্য ঢেউ দ্বারা প্রভাবিত হয়? গ্রীসে একটা বিশেষ মুহূর্তে স্থাপত্যশিল্পের বিরাটযুগ সৃষ্টি হয়েছিল কেন এবং এখনই বা কেন গ্রীসে স্থাপত্যচর্চা নেই?

এ কথা খুব-ই সত্য যে ইংলণ্ড থেকেই আমরা সঙ্গীতনাট্য নিয়েছি—এবং আমাদের গোড়ার দিকের সঙ্গীতনাট্যগুলি ইংরেজদের কলা-কৌশলের হৈ চৈ পূর্ণ অনুকরণ যা গিলবার্ট ও সুলিভানের সময়ে এক অনুপম উচ্চতায় উঠে গিয়েছিল। কিন্তু নিজেদের দেশ যখন আমরা তৈরী করতে আরম্ভ করেই নিজস্ব সংস্কৃতির ঢেউ সৃষ্টি করতে থাকি। ইংলণ্ডে এই সংস্কৃতির ঢেউ আগেই শিখরে আরোহণ করেছিল তারপরে ধীরে ধীরে এ অবরোহণ করেছে অবশ্য ছোট ছোট গৌরবসমূহ এখনও আছে—কিন্তু পতন হচ্ছেই।

ব্র্যাগুন—বোধহয় কিছুদিন আগে আপনি বলেছিলেন যে আমেরিকার সঙ্গীতনাট্য ধীরে ধীরে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে রূপান্তরিত হবে।

বার্ণষ্টাইন—হ্যাঁ, আমি এর প্রবল জীবনীশক্তি অনুভব করে আশা করছিলাম যে এ অনেক বড় হবে এবং আমেরিকার নিজস্ব এক প্রকার

সঙ্গীত-অভিনয় আকারে তাই হোক ; একে আমি গীতিনাট্য নামাকরণ করতে ইতঃস্ততঃ করছি কিন্তু এই মুহূর্তে অন্য কোন শব্দ খুঁজে পাচ্ছি না : এই গীতিনাট্য ইংরেজী ও আমেরিকার ভাষাকে সহজ রূপ দেবে যাতে সঙ্গীতের পথেই গুরু-গম্ভীর কাজ করা ও কথা বলা যায়—তা যেন আইডা ( Aida ) থেকে উদ্ধৃত মনে না হয়। সঙ্গীতনাট্য প্রদর্শনীতে আমরা তাই করছি।

এ ছাড়াও নৃত্যশিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ওয়েষ্ট সাইড ষ্টোরীতে গল্প ও ভাবাবেগপূর্ণ অধ্যায়ের কিছুটা অংশ নৃত্যের মাধ্যমে হয়েছে। আমেরিকার ছন্দপূর্ণ বক্তৃতার সঙ্গে নৃত্যের এই অদ্ভুত মিশ্রণ বহুকে পরিপাক করে এক করে তুলেছিল। বুঝিয়ে বলা কঠিন কিন্তু যারা আমেরিকার সঙ্গীত নাট্য দেখতে যায় তারা ঠিক অনুভব করতে পারে।

ব্র্যাগুন—আমেরিকায় বিচিত্র ভাষা ও সংস্কৃতি এসে মিশেছে বলেই এটা হচ্ছে, আমার মনে হয়।

বার্ণষ্টাইন—হ্যাঁ। এই তো ওয়েষ্ট সাইড ষ্টোরির অনেক ভাষাই 'জাজ' লোকদের কথা—জিভ লোকেদের ভাষা—যা মূলতঃ নিগ্রোভাষা—এবং পিওরটো রিকালস'এর কথা। ওদের ইংরেজী বলবার ধরণ বইটা কাব্যসুষমা মণ্ডিত করে তুলেছে—যা অন্যভাবে করা সম্ভব হোত না। যুবকদের কর্তব্য-চ্যুতির মতো বিষয় নিয়ে নাটক লিখতে বসে কেউ তাতে কাব্য ঢোকাতে পারে না।

ব্র্যাগুন—আপনি কি মনে করেন যে অন্যান্য দেশের আধুনিক সঙ্গীতের সঙ্গে আমেরিকার সঙ্গীতের মৌলিক কোন প্রভেদ আছে।

বার্ণষ্টাইন—হ্যাঁ, আছে বলে মনে করি, তথাকথিত আমেরিকার সঙ্গীত দুই প্রকার। একটা হচ্ছে…আমি ধরেই নিচ্ছি যে আপনি এখন উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতের কথা বলছেন।

ব্র্যাগুন—হ্যাঁ।

বার্ণষ্টাইন—আমেরিকার এক প্রকার সঙ্গীত চিন্তাশীল, আত্মসচেতন জাতীয়তাবাদী—এবং ফলে এতে কোন কাজ হয়না। গেরশউন এর ব্যতিক্রম। আর এক রকম হচ্ছে আত্মভোলা—এ সুরকারের প্রতিভার ওপরে নির্ভরশীল—কিন্তু এটা 'জ্যাজ' ও অন্যান্য প্রভাবে প্রভাবান্বিত। শেষটায় প্রভাবগুলিই অধিকতর কৌশলে উপস্থিত হয় যে জন্য সঙ্গীত চেঁচিয়ে বলতে পারে না,

আমাকে শোন, দেখ, আমি কতটা আমেরিকীয়। ঐ পথে আসার দরুণ যতটুকু ততটুকু এ আমেরিকার।

ব্র্যাণ্ডন—আপনি কি আধুনিক সঙ্গীত পরিচালনা করতে চান না উচ্চাঙ্গ।

ব্রার্ণষ্টাইন—না। সঙ্গীত সম্পর্কে আমি এলোমেলো। আমার কোন পক্ষাপাত নেই—আক্ষরিক অর্থে পক্ষপাত নেই। খুব খারাপ—তাই না!? আমি মন্দের চেয়ে ভালো সঙ্গীত পছন্দ করি—এবং তা যত ভালো হয় ততই ভালো লাগে—তা ভিভালডি বা ব্যারবখার যাই হোক না কেন।

ব্র্যাণ্ডন—আমার কাছে ছন্দ, মিলহীন কবিতার চেয়ে ছন্দ, মিল অনেক ভালো লাগে—হয়তো এটা আমার সঙ্গাতের রুচি প্রভাবান্বিত করছে।

ব্র্যার্ণষ্টাইন—কথা হচ্ছে যে কোন কবি স্বীকার করবে না যে তাদের কবিতার ছন্দ নেই। মিল না থাকতে পারে কিন্তু অন্য ধরণের ছন্দ ঠিকই আছে।

আধুনিক সঙ্গীত নিয়ে কেউ সহজ বোধ করে না। কারণ, এ একটা নূতন ধরণের ভাষা। আগে ভারসাম্য ও পুরোণ মূলনীতি অত্যন্ত বেশী মেনে চলা হোত—এখন অর্ধশতাব্দী হোল তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ হচ্ছে। এবং হয়তো সবই ভুল—আমাদের পরবর্তী যুগে সমে আসবে—'সি' প্রধান তেতার এবং বাকী সব-ই হবে। হয়তো, সঙ্গীতের রীতি-ই এই।

কিন্তু, এই মুহূর্তে আমরা এমন এক কালে বাস করছি—যখন স্বর-লিপিকাররা সঙ্গীতের নূতন পথ আবিষ্কারের নূতন কথা বলবার চেষ্টা করছে।

ব্র্যাণ্ডন—সেদিন 'এনকাউন্টারের' সঙ্গে সাক্ষাৎকার কালে ষ্ট্রাভেনস্কি বলেছেন, অধুনা ঐকতান সুরের সমাধি হয়েছে। সৃজনের ক্ষেত্রে ঐক্যতান আর কোনও নূতন সৃষ্টির ইঙ্গিত দিচ্ছে না এবং এ থেকে 'লাভ' হবে না। আপনি কি এ কথা স্বীকার করেন?

ব্রার্ণষ্টাইন: উনি অত্যন্ত যথার্থ কথা বলেছেন। যে শব্দটির সঙ্গে আমার বিরোধ তা হচ্ছে 'লাভ'। আমি এখনও বিশ্বাস করি—দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করি যে ষ্ট্রাভনস্কি 'লাভ' বলতে যা বোঝাচ্ছেন তা 'সি' প্রধান স্বরগ্রাম থেকে পেতে পারা যায়—অবশ্য যদি কিছু বক্তব্য থেকে থাকে। এক কথায়, ঐক্যতানকে পূর্ণ সঙ্গতিতেই উপস্থিত করা যেতে পারে—যদিও তাঁর এই মতটা

মেনে নিচ্ছি যে নূতন বিষয়বস্তু অন্বেষণের দিক দিয়ে এর সঙ্গতি শেষ হয়ে গেছে।

কিন্তু, আরও পথ আছে—আমি জানি আরও পথ আছে—যাতে এই বিষয়গুলি নূতনভাবে ব্যবহার করা যায়। কারণ, এটা ঠিক এইরকম বলা যে ভাষার শব্দ সম্ভার শেষ হয়ে গেছে। আর কোনও নূতন শব্দ আনতে পারি না। নূতন আবিষ্কারের টেকনিকাল নাম ছাড়া আমাদের প্রয়োজনীয় সব শব্দই আমরা পেয়ে গেছি। এবং সেজন্যই এই ভাষায় আর কোনও নূতন কথা বলা সম্ভব নয়। কিন্তু তা তো সত্য নয়। 'রুটি' অথবা 'আলো' এই রকম সাধারণ শব্দ নিয়ে হয়তো কেউ নূতন সৃষ্টি করতে পারেন।

ষ্ট্রাভনস্কি ঐ কথাতে যা বলতে চেয়েছেন তা হচ্ছে সঙ্গীত রচনা সম্পূর্ণ অন্য দিক থেকে দেখবার কথা। মোজার্ট থেকে মাহলার পর্যন্ত সঙ্গীতের ধারা সুর ও স্বরগ্রাম অনুসরণে চলেছে—একেই বলা হয় ঐকতান সুর। মাঝে মাঝে বিভিন্ন সুরের মিশ্রণ এক যুক্ত হয়—প্রধান সুরের সঙ্গে অধীনস্থ সুরের মিলন। এবং ঐক্যতান বাদ্যের সময়ে রং ও নানা প্রকার ধ্বনি সংযুক্তি মিলিত হয়। তাছাড়া আছে ছান্দিক উদ্ভাবনী দক্ষতা। কিন্তু মূলতঃ সঙ্গীতের ধারণা হচ্ছে একটি সুর ও তাহার সহকারী।

ষ্ট্রাভিনস্কি স্বরগ্রাম লেখেন নি। শুধু মাঝে মাঝে 'ব্যালে' জাতীয় লেখা ছাড়া। তাঁর প্রধান দান হচ্ছে 'প্রেরণাদায়ক' প্রধান কলা কৌশল। 'অনুক্রমিক' বস্তুগুলি পুনঃপুনঃ অনুষ্ঠিত সুরের ওপরে এই 'অনুক্রমিক' কলা কৌশল নির্ভর করে—যা প্রাচীন মতানুসারে একটি সুর ও তার সহকারী নাও হতে পারে—সেই অনুক্রমকে বিচিত্রভাবে পরিচালনা করে একটি সুসংবদ্ধ সৃষ্টি হয়।

দীর্ঘ বিষয় অথবা দীর্ঘ রোমান্টিক সুর নয়—উপাদানীয় অর্থে সঙ্গীত রচনার উপাদান। এবং এতে এক প্রকার সঙ্গীত সৃষ্ট হয় যা পুরাতন সঙ্গীতের মতো প্রত্যক্ষ নয় এবং অনুসরণ করাও সহজ নয়—এটা সম্পূর্ণ অন্যরকম। এত বিচিত্রধর্মী স্বরলিপিকাররা এ নিয়ে রচনা করেছেন যে মনে হয় এতে কিছু আছে। যদি ঘটনাক্রমে সবাই ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হল—তাহলে বোঝা যাবে তারা ভুল-ই করেছেন।

ব্র্যাওন—আপনি মোজার্ট থেকে মাহলার পর্যন্ত কথাটা বললেন এবং প্রগতির ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।

ব্রার্ণষ্টাইন—হ্যাঁ, মোজার্ট থেকে আরম্ভ করে মাহলার সোণ্টো ধীরে ধীরে এক বিরাটত্ব পরিণত হয়েছে। বোধহয় এর সর্বাপেক্ষা উচুগ্রাম ছিল বীটোভোন। অনেকের মতে বীটোভোনে'র অনুসরণকারী ব্রামস ও স্কুমান পতনের পথে। এটা অতীব কঠোর নীতিবাদীর মত। অনেকে অনুভব করেন যে বীটোভোন এই গতির পথে একটি পদক্ষেপ মাত্র ব্রুকনার ও মাহলার'এ শেষ প্রান্তে পৌছেছিল—তারপরেই ভেঙ্গে নষ্ট হয়ে শেষ হয়ে যায়। কিন্তু সিমফনি'র প্রগতির একটা নির্দিষ্ট গতিপথ আছে।

ব্র্যাণ্ডন—সোহনবার্গের স্বভাব স্বন-হীনতা ব্যাপারটা কি ?

ব্রার্ণষ্টাইন—সোহনবার্গ সেই যুগোচিত ছিলেন। মহীয়ান জার্মান সঙ্গীতের পতনের পরই স্বন-হীনতার জন্ম হলো। এর কারণ-ই হলো যে একদা রচনাসমূহ এত অভিব্যক্তিপূর্ণ, বৃহৎ সম্প্রসারিত ও জটিল হয়ে উঠেছিল যে নূতন কিছু খুঁজে বার করবার প্রয়োজন হয়েছিল। নূতন কিছু খুঁজে বার করবার একটা হতাশ চেষ্টাই হচ্ছে স্বন-হীনতা; এবং এটা সঙ্গত পর ঘটনা। কারণ ওয়েবনারের স্বন বিস্তৃত হতে হতে ভাঙ্গবার মুখে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। টিষ্টানের এমন অনেক জায়গা আছে যা প্রায় স্বন-হীন যদিও তিনি কখনই স্বনের কেন্দ্র ছেড়ে যান নি—এবং যুক্তিশাস্ত্রগতেই এর পরের পদক্ষেপে-ই হচ্ছে এটা সম্পূর্ণ ছেড়ে দেওয়া। আমরা এখনও সোহনবার্গ প্রদর্শিত শতাব্দীর প্রথম দিকের সংগ্রামশীল যুগপরিবর্তনকালে আছি। আমরা স্বনহীন কিন্তু অর্থপূর্ণ ও অভিব্যক্তময় সঙ্গীত আবিষ্কার করতে চাই। স্বন বজায় রেখে পূর্বসূরীদের অপেক্ষা বিশিষ্ট কিছু রচনা করা খুব কঠিন।

ব্র্যাণ্ডন—'সংগ্রামী' শব্দটি ব্যবহারে যদি আপনার আপত্তি না থাকে তবে আমি প্রশ্ন করি, এদের মধ্যে আপনার মতে পুরোভাগে

বার্ণষ্টাইন—ওঁদের মধ্যে আছেন আরণ কপল্যাণ্ড, রয় হ্যারিস, রোণার যেমন, উইলিয়ম স্কুমান এবং আরও অনেকে কিন্তু আমেরিকার অনেক বিখ্যাত স্বরলিপিকার বিশেষতঃ তরুণরা সোহনবার্গের নির্দেশিত পথে চলেন। এখন মনে হচ্ছে এই দুই শিবির যেন পরস্পরের কাছাকাছি এসেছে। এক শিবিরের অধিনায়ক ষ্ট্রাভেস্কি অপর শিবিরের অধিনায়ক সোহনবার্গ। বর্তমানে এরা পরস্পরের নিকটে দেওয়া নেওয়া করছে।

মোটের ওপরে স্বনহীন লিপিকাররা একটু নম্রভাবেই চলছে—আগের মতো অতটা পাগলের মতো নয়। এবং 'স্বন' স্বরলিপিকাররাও 'স্বন' এর

লাইন এবং অনুক্রম কলা-কৌশল যা তারা স্বন-হীন স্বরলিপিকারদের কাছ থেকে নিয়েছে তা ব্যবহার করছে। এবং হয়তো এই দুই শিবিরের মিলন থেকেই বেরিয়ে আসবে এই শতাব্দীর যথার্থ মূল সঙ্গীত।

ব্র্যাগুন—ইংলণ্ডের স্বরলিপিকারদের মধ্যেও কি আপনি এমনি সম্প্রসারণ দেখতে পান ?

বার্ণষ্টাইন—ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী সব জায়গার দুটি শিবিরেই ঠিক এমনি বিভেদ এবং এইভাবে পরস্পরের কাছে পুনঃ প্রত্যাবর্তন।

মাথা পিছু ইংলণ্ড আমাদের থেকে অনেক বেশী সিমফনী লেখে—কারণ তারা জার্মান ঐতিহ্যের নিকটতর এবং তারা এখনও জার্মান ঐতিহ্যের সিমফনী রচয়িতা এলগার ও ভন উইলিয়মের দেহ-সৌরভে আমোদিত। কিন্তু, বর্তমানে ইংলণ্ডের তরুণরা স্বন-মুক্ত অথবা স্বন-হীন সিমফনি অধিক থেকে অধিকতর লিখছে—তারা অনুক্রম কলা কৌশল ব্যবহার করছে।

ব্র্যাগুন—'দি আটলান্টিক মানথলি'তে আপনি সেদিন লিখেছিলেন যে সঙ্গীতের চারটি স্তর আছে—'টিল ইউলেসপিজন' এবং 'দি সরসার্স এপ্রেনটিস' এ বর্ণনামূলক সাহিত্যিক তমহিক ; 'লা মার' এবং 'পিকচার্স এ্যাট এ্যান এগজিবিসন' এ পরিবেশ ছবিগত অর্থ ; ফলপ্রসূ প্রতিক্রিয়াশীল যেমন জয়, ব্যথা, আকাঙ্খা, অনুতাপ, প্রফুল্লতা, বিষাদ······

বার্ণষ্টাইন—হায় ভগবান। আমি কি এসব লিখেছি।

ব্র্যানগুন— ······উনবিংশ শতাব্দীর যুগগত রোমানটিসিজম এবং খাঁটি সঙ্গীতের অর্থে। তারপর আপনি লিখেছেন যে এর মধ্যে শুধু চতুর্থটিই প্রয়োজনীয়। আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবছিলাম যে কেন আপনি বলছেন না যে কোন ভালো উপন্যাস, কবিতা বা নাটক কোনটি-ই প্রয়োজনীয় নয়। প্রয়োজনীয় শুধু ফাউলার কৃত 'ইংরেজী রীতিনীতি।

বার্ণষ্টাইন—যখন আপনি উপন্যাস, কবিতা অথবা নাটকের কথা বলছেন—কবিতা ঠিক নয়—কিন্তু সাধারণভাবে শব্দ দ্বারা গঠিত কোন কিছুর কথা বলা হলে এমন একটি আকারের কথা বলা হয় যা স্বচ্ছ। এক কথায় বলতে গেলে শব্দ যা বোঝায় সেই অর্থেই সে প্রয়োজনীয়। 'বাতিদান' অর্থ যা ঠিক তাই—এবং এটা নানা স্থানে ব্যবহৃত হলেও এর্থ একই থাকবে। কিন্তু এক সার্প সুরে ঠিক নিজস্ব রচনা প্রসঙ্গ ভিন্ন আর কোনও অর্থ নেই। কাজেই সঙ্গীতের অর্থ প্রায়ই ভাবমূলক। যেভাবে 'ই' ফ্লাট 'এক' সার্পের

সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে তাতে গভীর অর্থ নিহিত; এতে যাদু বা অন্য কিছু নেই। এটা 'ই' ফ্লাট এবং 'এক' সার্প এবং এ যেভাবে লোকের কাণ প্রভাবান্বিত করে তার ওপরে নির্ভর করে।

সঙ্গীতজ্ঞরা ভাবমূলক মাধ্যমে সৃষ্টি করেন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অতীন্দ্রায় চিত্রকরদের মধ্যে এইটুকু তফাৎ। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চিত্রকর বলবে, ছবি আঁকার মূল কথা কি? বস্তুকে যেভাবে দেখা যায় সেভাবে প্রতিফলিত করা। তার মতে রেখা, বৃত্ত, ফুটকি আঁকিয়েরা জালিয়াত।

আর, এই জালিয়াতরা উত্তর দেয়, না, আমরা আছি সঙ্গীতের কাছাকাছি। সঙ্গীতবিদদের অপেক্ষা আমরা আরও অগ্রসর হয়েছি—ওদের ভাবের ইঙ্গিতকে অর্থপূর্ণ করে তুলেছি। এই চিত্রকরদের ঘাটির একদিকে—বস্তুতান্ত্রিক দিকের শিখরে লেখক—যারা অর্থবোধক শব্দের কারবারী—কারণ তাদের মাধ্যম হচ্ছে অর্থ প্রতিনিধিত্বমূলক অর্থ এবং সম্পূর্ণ অন্যদিকে ভাবমূলক চিত্রকরের পরেই সঙ্গীতকার—কারণ সঙ্গীত জগতে সুর ভিন্ন আর কিছুই নেই।

অবশ্য অনেক রকম বৈচিত্র্য ও ক্রম আছে। অনেক সাহিত্যসেবী গারট্রুড, ষ্টেন, জয়েসি শব্দকে অতিন্দ্রীয়রূপে ব্যবহার করতে চেষ্টা করেছেন—এবং এটা আধুনিক কবিতা খুব বেশীমাত্রায় প্রভাবিত করেছে—যেমন অনুক্রমিক এবং এটা সেই সব সঙ্গীতকারদের ও প্রভাবিত করেছে যাঁরা সঙ্গীতের অর্থ লিখতে চেষ্টা করেছেন। বিটভোনের 'ভি' কে ভিক্টরি বলে ধরবার এই হচ্ছে মূল···এবং এই জন্যই 'সিমফনি' দ্বিগুণ লোকপ্রিয় হয়েছে—কারণ, প্রথম চারটি সুর ও 'ভি'।

কিন্তু, এ সব বাজে কথা। প্রথম চারটি সুরের সঙ্গে 'ভি'র কোন সম্পর্ক নেই—সেখানে শুধু তিনটে 'জি' এবং একটা 'ই' ফ্লাট এবং নির্দিষ্ঠ ছন্দ, সুনাদ ও লয়—এটা শ্রোতাদের কানে অত্যন্ত আশ্চয শোনায়। সঙ্গীত আপনার মনে যুদ্ধক্ষেত্রে একদল সৈন্য পরিচালনা বা প্রিয়তমার সঙ্গে রজনী-যাপনের স্মৃতির ছবি সামনে এনে দেবে কিন্তু এটা সব সময়েই তিনটে 'জি' এবং একটা 'ই' ফলাট যার অর্থ কিছু-ই না। কিন্তু দিয়ে যা খুশী তাই বলানো যায়। আপনি হয়তো বলবেন যে তিনটে জি এবং ই ফ্লাটের প্রবল ঝোঁক, শক্তি, ও বেগ আছে—কিন্তু সে সব বাজে কথা। এই সব সুরের প্রভাবের তুলনায় তার অর্থ কিছুই না। সুর-ই একমাত্র কথা সঙ্গীত অর্থ-ই তাই।

হয়তো এ আপনার মনে কোন প্রতিক্রিয়া আনবে না—কিন্তু, আপনি যতই এড়াতে চান না কেন এর অর্থ আপনার কানে বাজবেই। শব্দ অর্থ-বস্তু। তারা প্রতিরূপ এবং সেখানেই সমস্ত গোলমাল। তাই সাহিত্যিকরা কখনও বুঝতে পারে না যে কি করে সঙ্গীতকাররা সৃষ্টি করে এবং কেন মাঝে মাঝে তা আবোধ্য হয়ে ওঠে।

## বেন সাহান

### দুঃস্বপ্ন : গোয়া পেলেস গুগেনহাইম

প্রিন্সিটন জংশন রেল ষ্টেশনে বেন সাহানকে না চিনতে পারবার কারণ বোধ হয় এই যে আমি ওঁকে অন্যরকম ভেবেছিলাম। প্রথম দর্শনে সাহানকে একজন সমৃদ্ধিশালী কৃষক বলে মনে হবে। উনি দীর্ঘকায় এবং প্রশান্ত গঠন গোলগাল মুখ, এবং রং দেখে মনে হয় যেন তিনি অন্য কিছু—যেন হুইস্কি না খেয়ে দুধ খেতেই অভ্যস্ত। তাছাড়া, ধূসর ঝুলে পড়া গোঁফে তিনি যেন চিত্রকর নন এক বৃদ্ধ রুশ মুজিক। সত্য সত্যই, আমি যখন প্লাটফর্মে অনিসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে খুঁজছিলাম তখন তাঁকে দেখে অন্ততঃ মনে হয় নি যে তিনি নগ্ন, অস্বাস্থ্যকর বিষয়বস্তু পছন্দ করতে পারেন।

নিউ জারজির ছোট্ট রুজভেল্ট শহরের ঠিক বাইরে তাঁর বাড়ীতে পৌছতে প্রায় আধঘণ্টা লাগলো। এতদিন আমি-ই সর্বদা আমার শিকারকে টেপ-রেকর্ডের সামনে নেবার আগে একটু স্বাচ্ছন্দ্য দেবার চেষ্টা করতাম। কিন্তু, প্রিন্সটন জংশন থেকে গাড়ীতে আসতে আসতে সাহান-ই তাঁর করুণাঘন মনে আমাকে আরাম দেবার চেষ্টা করছিলেন। তিনি আমাকে তাঁর অধুনা-ঘটিত ইয়োরোপ ভ্রমণে—তাঁর লণ্ডনের অভিজ্ঞতা—তাঁর রুজভেল্টের জীবন সম্পর্কে বলছিলেন।

আমরা ওঁর বাড়ীটা ঘুরে—বাগানে যেখানে ওঁর ষ্টুডিও সেখানে গেলাম। আমি প্রথমে ওঁর স্কেচ ছবি এবং চিত্রের ফটো দেখলাম—কতগুলি বিক্রী হয়ে গেছে—কতগুলি ডীলারের কাছে আছে। উনি ওঁর পরিবারের সম্বন্ধে বললেন এবং শেষটায় আমরা ঠিক হয়ে বসলাম। আমাদের কথোপকথন—লঞ্চের জন্য ক্ষুদ্র বিরতি ব্যতীত অপরাহ্ন পর্যন্ত চলেছিল। আমি যা প্ল্যান করেছিলাম তদপেক্ষা অনেক বেশী সময় এটা চলেছিল,—ফলে আমার টেপ কম পড়ে গেল। যখন চোখের সামনে বিভীষিকা দেখতে পাচ্ছিলাম যে আমার কষ্টের ফল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তখন সাহানের মনে পড়লো যে তার বড় মেয়ে—যে গান গাইতে

শিখছে তাকে নিজের শোনবার জন্য একটা টেপ রেকর্ডার দেওয়া হয়েছে। সেটাই আমাকে বাঁচিয়ে দিল।

বেন সাহান আট বৎসর বয়সে রাশিয়া থেকে যুক্তরাজ্যে আসেন। তাঁর শিল্পজীবন খোদাই-কারের সহকারী হিসেবে আরম্ভ হয়েছিল। এতে তিনি যা উপার্জন করতেন তাতে তাঁর নৈশ-বিদ্যালয়ের খরচ চলে যেতো। এবং স্পষ্টতঃই এই শিক্ষাই চিরদিন তাঁর রীতিকে প্রভাবিত করেছে। মানবের আশা ও স্বপ্ন, ভয় ও বিষাদান্ত পরিণতি-ই তাঁর শিল্পসৃষ্টির প্রেরণা। এটা বেন সাহানের সামাজিক সচেতনতা—কিন্তু তিনি তা 'নৈতিক সচেতনতা' বলতেই ভালোবাসেন। সমসাময়িক পারিপার্শ্বিকের প্রতিঘাতে মনুষ্যচরিত্র সম্পর্কে সক্রিয় সমালোচনা তাঁকে আমেরিকার চিত্রজগতের তদানীন্তন ভাববাদী স্রোতে ভেসে যেতে দেয় নি। তাই তিনি যেন নিতান্ত একা। হোগার্থ ও ডমিয়ারের উত্তরসূরী। এঁদের বিদ্রূপাত্মক প্রথা উনি অনুসরণ করেছেন।

লিওনর্ড বার্ণষ্টিনের যেমন সঙ্গীত-আলোচনা সকলের বোধগম্য করবার ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা আছে সাহানের তেমনি চিত্র সম্বন্ধীয় চিন্তাধারা সব দিকে প্রকাশ করবার আশ্চর্য দক্ষতা। নির্দিষ্ট কোন ছবি আঁকবার প্রেরণাকে তিনি আবার মনে মনে বিবৃত করতে পারেন এবং সেই উৎস ধারণাকে বিশ্লেষণ করতে পারেন। কাজেই, হার্ভাড ইউনিভার্সিটি দ্বারা চার্লস ইলিয়ট নর্টন বক্তৃতার জন্য তিনি-ই যে প্রথম আমন্ত্রিত হয়েছিলেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এই বক্তৃতাগুলি পরে 'দি শেপ অব কন্টেন্ট' নামে পুস্তকাকরে প্রকাশিত হয়েছে।

অনেক প্রদর্শনশালায় ও ব্যক্তিগত সংগ্রহে তাঁর ছবি আছে এবং ভাবমূলক অঙ্কন-পদ্ধতির ভেড়ার পালে নাম না লিখিয়েও কিংবা হয়তো সেজন্যই তাঁর ছবি অত্যন্ত বেশী মূল্য ও উচ্চ প্রশংসা পাচ্ছে। ১৯৪৭ সালে আধুনিক শিল্পকলার প্রদর্শনশালায় তাঁর একক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং ১৯৫৪ সালে ডাঃ কুনিং-এর সঙ্গে তাঁর ছবি 'ভেনিস বায়ানেলে'র যুক্তরাজ্য প্যাভিলিয়নে দেখানো হয়। আমাদের সাক্ষাৎকারের বিবরণ থেকে বুঝতে পারা যায় যে তিনি শিল্পসম্বন্ধে শুধুমাত্র তীক্ষ্ণ, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন অকপট সদালাপী ব্যক্তি নন—আধুনিক জীবনের সমব্যথী ব্যাখ্যাকারও।

ব্র্যাওন—ইয়োরোপীয়রা তাঁদের জীবনধারায় এমন কি শিল্পকলার ক্ষেত্রেও

আমেরিকানদের প্রভাব সম্বন্ধে ক্রমাগতই সচেতন হয়ে উঠছে। অতীতে এটা ছিল একমুখী পথ। কিন্তু এখন এই প্রথম আমেরিকার প্রবণতা ইয়োরোপীয় চিত্রকরদের ওপর প্রভাব বিস্তার করছে। শিল্প প্রভাবের এই প্রকার পরিবর্তন সম্বন্ধে আপনার কি মত?

সাহান—জীবন-যাত্রায় যে সাধারণ প্রভাব কার্যকরী এটা তার-ই অংশ—সেই হট-ডগ-ষ্ট্যাণ্ড এবং মোটরগাড়ী এবং ইটালীর সেই ভূদৃশ্যসমূহ যা আমেরিকার নকলে গ্যাস ষ্টেশনে খুব বিশ্রীভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। এবং আমার মতে অন্যান্য সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পকলাও আসবে।

ব্র্যাণ্ডন—আপনার কি মনে হয় যে এদের বর্তমান যুগের ভাবমূলক আন্দোলনের শক্তি-ই শিল্পজগতের মনোযোগ আমেরিকার দিকে আকৃষ্ট করেছে?

সাহান—আমি তা ভাবি না। কিন্তু ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে সেই বিখ্যাত 'আরমরি প্রদর্শনী'র পরে অল্পসময়ের মধ্যে আমাদের দেশে ভাববাদের দুটি শক্তিশালী ঢেউ এসেছিল তারপরে এটা যেন উদ্ধারহীন পতিত আত্মার মতো নরকে পচছিল। কিন্তু এখন আমারা ভুলে যাওয়া নাম, বিখ্যাত ব্যক্তিদের আবার স্মরণ করছি। তারপরে প্রথম মহাযুদ্ধের পরে দ্বিতীয় ঢেউ এলো। আমার নিজের অনুভূতি এই, জানিনা আর কারো এই মত কিনা, যে প্রত্যেক শিল্পীই অপরের নিকট হতে জামিন-প্রতিশ্রুতি ও বাহবা চায়—অর্থকরী দিক দিয়ে না হলেও অন্ততঃ প্রশংসার দিক দিয়ে। এবং সে অর্থ না পেয়ে প্রশংসার দিকেই ঝুঁকেছে। এই ঢেউ সামলাতে প্রখর ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন। পল কিল এর এক আশ্চর্য উদাহরণ। তাঁর জীবনকালে ইয়োরোপের শিল্পকলায় যে অসংখ্য 'বাদ'এর ঢেউ বয়ে গিয়েছিল তা থেকে তিনি আত্মরক্ষা করেছেন এবং এক দিক দিয়ে চীনে'র মতো আক্রমণকারীদের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে তাদের হজম করে নিয়েছেন। ডবলু. পি. এ.-র. (অর্থাৎ কর্ম প্রগতি পরিচালনা সমিতি, মন্দা'র যুগে বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারী সংস্থা) সময়ে আমাদের এই দেশে বলতে গেলে জাতীয় জামিন-প্রতিশ্রুতি ছিল—যা ঐতিহাসিক দিক দিয়ে বিচার করলে মিশরীয় যুগের পরে আর দেখা যায় না। এবং আমরা যেসব শিল্পীকে জানি তারা এই জামিন-প্রতিশ্রুতিতে সন্তুষ্ট। অর্থনীতির দিক দিয়ে আমরা সকলেই একই ভঙ্গে আছি। পরস্পরকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে যাবার প্রচেষ্টা

এখন থেমে গেছে। কারণ, এখন নিজেদের দক্ষতা দেখাবার অনেক সুযোগ সুবিধে। সে সময়ে নিউ ইয়র্কে হয়তো দশটা গ্যালারী ছিল আর এখন ১৫০ থেকে ১৭৫টার মতো গ্যালারী চালু আছে। তারপরে যুদ্ধ এসে হঠাৎ সব শেষ করে দিয়েছিল।

যেখান থেকেই হোক শিল্পীদের 'বাহবা' চাই তাই সে ঘুরে বেড়ায়। এখন কে মুরুব্বী হবে? আধুনিক শিল্পকলার প্রদর্শনশালা অথবা হুইটনি প্রদর্শনশালা? বিগত মহাযুদ্ধের পরে সরকারের প্রতিনিধিস্বরূপ কোন সাধারণ লোক আর হয় নি। আমার পরিচিত অনেক চিত্রকর এত দ্রুত তালে ভঙ্গী পরিবর্তন করেছে যে ভাবতে গেলে শিউরে উঠতে হয়।

একজনের কথা আমার বিশেষভাবে মনে আছে। সে চমৎকার কাজ করছিল, প্রায় ফ্রা এ্যাঞ্জেলিকো'র মতো। আমি একে বলবো নৈতিক বাস্তববাদ—অথবা আমাদের এই যুগের সামাজিক বাস্তববাদ এবং হঠাৎ একদিন সে মনড্রিয়ানের মতো আঁকতে শুরু করলো। সে আমাকে বললো, হ্যাঁ, আমি এইভাবেই আঁকবো স্থির করেছি এবং কেউ আমাকে বাধা দিতে পারবে না। এখন কথা হচ্ছে সে কি চায়? সে কোন কোন মহল থেকে সমাদর চাইছে। আমার মনে হয় আমরা সকলেই তাই চাই, আমি চাই। আমাদের প্রত্যেকে-ই চায়। কিন্তু সময়ে সময়ে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি না আমরা কোথা থেকে সায় চাই। স্বীকার করে নিচ্ছি যে প্রত্যেক চিত্রকরই নিজেকে খুশী করবার জন্য আঁকে কিন্তু ছবি আঁকা হয়ে গেলেই অপরের কাছ থেকে বাহবা খোঁজে।

ব্রাওন—কিন্তু, ইয়োরোপীয়দের এখান থেকে সায় পাবার আকাঙ্ক্ষা কি আশ্চর্য নয়?

সাহান—কেন চাইবে না? ধনশালী ইতালীয়রা শুধু মিলাণ, টুরে ও আশেপাশের কয়েকটি সংগ্রাহক ছাড়া। তাদের সমসাময়িক চিত্রকরদের উপেক্ষা করেছে। সমসাময়িক চিত্রকররা জানে অথবা শুনেছে যে আমেরিকায় তাদের কথা শোনবার লোক আছে। চিত্র যদি আন্তর্জাতিক ভাষা হয়ে থাকে তাহলে আমরা আছি।

ব্রাওন—আপনার মতে যুক্তরাজ্যের শিল্পকলায় প্রধান প্রভাব অর্থাৎ দেশীয় প্রভাব কি?

সাহান—এটা অবশ্য দেশীয় নয়, কিন্তু আমার মনে হয় বর্তমানে সর্বাপেক্ষা

প্রভাবশালী হচ্ছেন পিকাসো। আমার এক বন্ধু একবার সমস্ত ব্যাপারটাকে তিনটি মোটা দাগে ভাগ করেছিলেন—গোলকধাঁধা, পোলক যে ভাবে দেখিয়েছেন, শৃঙ্খলা—মনড্রিয়ান যে ভাবে দেখিয়েছেন, আর বিরাট দৈত্যস্বরূপ যার ধারক পিকাসো গুয়েরনিকা যুগে যা দেখতে পাই। অবশ্য, এটা অতিরিক্তি সহজভাবে বলা—কিন্তু আমার মনে হয় আপনি আধুনিক কলাশিল্পকে এই তিনটি মোটা ভাগে ভাগ করতে পারেন।

ব্র্যাণ্ডন—আপনার সঙ্গে কি কখনও পিকাসোর সাক্ষাৎকার হয়েছে?

সাহান—না, হয় নি। এই সব প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের সামনে আমি ঐ কি বলে…একটু লাজুক—দেখা হওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল…এবং আমিই সত্য কথা বলতে কি কথা রাখি নি। বুঝতেই পারছেন, উনি হচ্ছেন বিরাট স্তম্ভবিশেষ। ফ্র্যাঙ্ক লয়েড রাইট সম্বন্ধেও আমার অনুরূপ মনোভাব। অবশ্য এর জন্য দায়ী তাঁর ছাত্ররা। তারা ওঁকে আমার কাছে 'প্রভু' বলে উল্লেখ করলো। আমার তা ভালো লাগে নি, এবং ওরা আমাকে প্রেক্ষাগৃহে উঁচু দুটো চেয়ার দেখালো যেখানে উনি আর সকলের চাইতে একটু উঁচুতে বসতেন………'প্রভু' বলাটা আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারি না।

ব্র্যাণ্ডন—আচ্ছা, আপনার নিজের কোথায় স্থান বলে আপনি মনে করেন?

সাহান—ঠিক বুঝতে পারি না যে কোথায় দাঁড়িয়ে আছি। তাই আমি সে বিচার অপরের ওপরে ছেড়ে দিই এবং তারা সে কথা নিয়ে তর্ক করে। '৫৪ সালের দু'বার ভেনিস প্রদর্শনীর সম্বন্ধে এত বেশী সমালোচনা পড়েছি যে আমি হতচকিত হয়ে গেছি। নিজের স্থান সম্বন্ধে যদি কোন ধারনা থেকেও থাকতো—তাহলে তাদের জন্যই সেটা কঠিন হয়ে উঠতো। আমাকে বলা হয়েছে অধিবাস্তববাদী। আমাকে বলা হয়েছে অভিব্যক্তিবাদী, আমাকে প্রায় কিউবিষ্ট বলা হয়, আমাকে বলা হয় আদিম। সামাজিক বাস্তববাদী, অসামাজিক বাস্তববাদী ইত্যাদি, ইত্যাদি। অতএব আমি জানি না কোথায় দাঁড়িয়ে আছি।

ব্র্যাণ্ডন—সেই বিশিষ্ট ব্যঙ্গাত্মক অঙ্কনধারা যা জর্জ গ্রথেজ ও ড'মিয়ারের' থেকে হোগর্থে পৌঁছেছে আপনাকে তারই উত্তরসূরী বলা হয়।

সাহান–এগুলি হচ্ছে তোষামুদে কথা। স্বীকার করছি যে, আমি এই সব ব্যক্তি দ্বারা প্রভাবিত কিন্তু জাপানীদের দ্বারাও আমি অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছি।

ব্র্যাগুন—কি ভাবে ?

সাহান—শিল্পনমুনার দৃষ্টিকোণের দিক থেকে, আকারের সমতায় এবং যে সব রং আমি ব্যবহার করি তাতে। এক সময়ে, আমি কঠিন পরিশ্রমে এ বিষয়ে অনুশীলন করেছিলাম।

ব্র্যাগুন—চার বৎসর আগে আমি জাপানে ছিলাম তখন দেখেছি যে জাপানীরাও আমেরিকার চিত্রশিল্প দ্বারা প্রভাববিত।

সাহান—হ্যাঁ, সম্পূর্ণভাবেই তাই। অল্পদিন আগে জাপানী চিত্রপত্রিকার সম্পাদক আমার কাছে এসেছিলেন। তিনি অনেকগুলি আলোক-চিত্র এনেছিলেন এবং সেগুলি প্রায় অবিশ্বাস্য। সেই পত্রিকা থেকে যে কোন ছবি নিয়ে ইংরেজী নাম দিয়ে ছাপিয়ে দিলে বিশেষজ্ঞ ভিন্ন কেউ তাদের জাতীয় উৎপত্তি বুঝতে পারবে না।

ব্র্যাগুন—আপনি কি সর্বদাই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে ছবি আঁকেন ?

সাহান—প্রকাশের উদ্দেশ্য, হ্যাঁ, সে বিষয়ে আমার কোন দ্বিধা নেই।

ব্র্যাগুন—আজকাল অনেক চিত্রকর এই উদ্দেশ্য অস্বীকার করেন, তাই না ?

সাহান—কিন্তু, তারাও প্রকাশ করতে চায় কিন্তু তাদের প্রকাশের মাপ অন্যরকম। এক কথায় তারা যত কম লোকের নিকটে প্রকাশ করে তারা ভাবে তাদের সৃষ্টির গুণ তত বেশী—সৃষ্টিশক্তি তত প্রগাঢ়। কথাটা এই, আপনি যে ভাষায় ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারেন। এবং এই মতবাদ থেকেই এক প্রকার দর্শন গড়ে উঠেছে যে, যদি দর্শক সংখ্যা কম হয় তাহলে উৎকর্ষের আধিক্য প্রমাণিত হচ্ছে আবার উল্টো দিক থেকেও তা সত্য। এ কথাটা আমার নির্বোধের ভাষণ বলেই মনে হয় যা অন্য মতবাদীরা বলে, দর্শক সংখ্যা বিরাট হলে বোঝা যাবে যে সৃষ্টিও বিরাট। এবং আমার মনে হয় তা প্রত্যেক ব্যাপারেই ঠিক এই। আপনি নিজেও সংবাদ-সাহিত্য ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই অনুভব করেছেন যে পাঠক সংখ্যা যদি পৃথিবীব্যাপী নাও হয় তা হলেও আপনি নিজে যে কাজ করেছেন তার একটা গভীরতা আছে—একটা নির্দিষ্ট নিগূঢ়তা আছে, আপনি পাঠকবর্গের আকার বিস্মৃত হয়ে নিজেই তাতে অভিস্মৃত।

ব্র্যাগুন—আপনার ছবিতে এক আশ্চর্য শৃঙ্খলা এবং ধারণা ও বিষয়বস্তুর

—পুনঃপুনঃ আবর্তন দেখা যায়। সমসাময়িক আমেরিকার চিত্রকদের মধ্যে এই শৃঙ্খলা নেই।

সাহান—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না যে আপনার এই কথাগুলি প্রশংসা-সূচক কি অবজ্ঞাসূচক।

ব্র্যাগুন—আমার দিক থেকে বলতে পারি—এটা প্রশংসাসূচক…

সাহান—মানে, আমি ঠিক এই কথাই অবজ্ঞাসূচকভাবে ব্যবহার করতে শুনেছি। শুনে হতাশভাবে হাত ছড়িয়ে তখনি বলে উঠেছি, এই হচ্ছি আমি এবং আমি এটুকু করতে পারি। আমি বলছি না যে এটা আমার বিশেষ গুণ, এই রকম হওয়াই আমার স্বভাব ও মেজাজ এই মাত্র। যা হোক না কেন, আমি বলছি না যে আমার মতটাই চরম এবং আশা করি অন্য লোকরাও তাদের মত চরম বলে না ভাবে। একবার আমি বক্তৃতা দেবার সময়ে অভিযুক্ত হয়ে……হায় ভগবান, কোন একটি ছাত্র বলেছিল, আমি ভেবেছিলাম শিল্পীরা আবেগপ্রবণ কিন্তু আপনার কথাগুলি বুদ্ধিদীপ্ত, আবার, আমি হাত ছড়িয়ে বলে উঠি, সে বিষয়ে আমার কিছু করবার নেই—দেখতেই পাচ্ছ আমি ঐ রকম।

ব্র্যাগুন—আপনি যদি মনড্রিয়ানে'র প্রথম ও শেষের দিকের ছবি তুলনা করেন তাহলে একটা আশ্চর্য প্রভেদ দেখতে পাবেন। পিকাসো নানা ধাপ পার হয়েছিলেন কিন্তু মনড্রিয়ানে যেন এই পরিবর্তন হঠাৎ হয়েছে।

সাহান—আমি আপনার কথায় সায় দিতে পারছি না। আমার মনে হয়, যে কেউ মনড্রিয়ানের চিত্রের ধাপগুলি খুঁজে বের করতে পারে। আমার মনে পড়ছে কিছুদিন আগে কতকগুলি গাছের অনুশীলন, একটি অঙ্কিত ছবি দেখেছিলাম, তাতে এই দিকটা (যদি কেউ জানে—তবেই) প্রকট—এইভাবে বলতে গেলে জয়েসে'র 'ইউলিসিস'ও তেমনি। 'পোর্ট্রেট অব দি আর্টিষ্ট'এ আছে। যদি এই দুটি গ্রন্থকে পৃথকভাবে নেওয়া হয় এবং জানা না থাকে যে দুটি'র একই লেখক তাহলে এ কথা অসম্ভব মনে হবে। কিন্তু, আপনি যদি জানেন যে দুটি'র একই লেখক তাহলে-ই যৌক্তিকতা বোঝা যাবে। এবং সত্য সত্যই প্রথম থেকে পরবর্তীতে যুক্তিসঙ্গত ধারা বর্তমান। আমার সর্বদাই মনে হয়েছে সকলেই মনড্রিয়ানের নিজের লেখা কিছু পড়তে চেষ্টা করবে। তিনি এমন একটি লোক যিনি সামাজিক

পারিপার্শ্বিকের অব্যবস্থায় উত্তেজিত হয়ে ওঠেন—এবং নিজের প্রকাশের মাধ্যমে তা বলতে চেষ্টা করেন।

ব্র্যাওন—মানে, তিনি কঠোর নিয়মানুবর্তিতা আরোপ করতে চেয়েছেন?

সাহান—সকলেই—যারা শৃঙ্খলা চায় তারা সকলেই কঠোর নিয়মানুবর্তিতা আরোপ করে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ব্র্যাওন—হ্যাঁ, কিন্তু, আপনিও একপ্রকার শৃঙ্খলা অন্বেষণ করছেন—

সাহান—ঠিক ও ধরণের নয়। বোধ হয় আমার শৃঙ্খলাকেই ফরাসীরা বলে, 'লে মোমেণ্ট এ্যাপরেস ডু'—অপ্রত্যাশিত ব্যাপার যা এগিয়ে আসে। আমার মনে হয় আমার শৃঙ্খলাবোধ হচ্ছে বিশৃঙ্খলা। সমালোচনা, প্রকৃতপক্ষে একটা শৃঙ্খলা নয়।

ব্র্যাওন—যুক্তরাজ্যে চিত্রকরদের জীবন কি রকম?

সাহান—হ্যাঁ, আমাদের এই দেশে এমন একটা ব্যাপার আছে যা পৃথিবীর আর কোথাও নেই। আমাদের নিজেদের কলেজ আছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও কলাশিল্পের উদ্বোধক ও পৃষ্ঠপোষক হয়ে উঠেছে। এই যুক্তরাজ্যে ১৯০০ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় আছে। তার প্রতিটিতে গড়ে দুজন করে কলাশিল্প শিক্ষক আছেন। কোন কোনটিতে কলাশিল্প বিভাগে কুড়িজন শিক্ষকও আছেন। এটা একরকম নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেয়—অবশ্যই অর্থনৈতিক নিরাপত্তা।

এই ব্যাপারটায় আমি ভয় পেয়ে যাচ্ছি কারণ খুব বেশী ভেবে এটা করা হয় নি, ঘটেছে এই মাত্র। এটা যেন একপ্রকার WPAএর নৈশভোজ কিন্তু ভিখারীর শপথবাক্য নেই এবং এখনও দেখতে হবে যে এটা বিশ্ববিদ্যালয় অথবা কলেজের পক্ষে যথাযোগ্য ব্যবস্থা কিনা। ব্যাপারটা এত ব্যাপক হয়ে উঠেছে যে যখন আমি কয়েক বৎসর আগে ওহায়ো ষ্টেটে ছিলাম—তাদের কলাশিল্প বিভাগে পঁচিশটির মতো লোক ছিল। তারা সকলেই একটু যেন ঈর্ষান্বিত ভাবেই একজনকে 'স্বাধীন চিত্রকর' বলে উল্লেখ করতো এবং এর অর্থ এই যে তিনি শিক্ষকতা করতেন না। জামিন-নিরাপত্তার বিরুদ্ধে আমার আপত্তি নেই কিন্তু, বিশ্ববিদ্যালয় বলতে যা বোঝায়—বাহির্জগৎ থেকে অদ্ভুত বিচ্ছিন্নতায় আমার আপত্তি। যখন মনে হয় যে গোয়া হয়তো গুগেনহাইম পেতে পারতেন এবং তাঁর প্রতিভার জন্য তা

আবার নূতন করে দেওয়া হোত তখন আমার রাত্রের নিদ্রা দুঃস্বপ্নে ভরে ওঠে। তাহলে কি গোয়ার কাছ থেকে যা পেয়েছি তা আমরা পেতাম? আমার সন্দেহ হয়।

এই নিরাপত্তা প্রতিশ্রুতি অনেককে সাময়িকভাবে তথাকথিত ব্যবসায়গত কলাশিল্পের দিকে ফিরিয়ে দেয়। এখানকার বিপদ এই যে তারা অত্যন্ত তাড়াতাড়ি খুব বেশী টাকা রোজগার করে এবং তারপরেই তাদের সৃষ্টিশক্তি দুবলতর হতে থাকে। সর্বোত্তম অবস্থাতেও এটি খুব দুর্বল শিখা কারণ পৃথিবী বা বহির্বিশ্বে শিল্পীকে আঁকবার জন্য বিরাট চাপ দিচ্ছে না। এবং যদি তরুণ, সৃষ্টিধর্মী দিনগুলিতে এই শিখা পরিশোধিত না হয় তাহলে শেষ পর্যন্ত এটা নিবে যাবে এবং কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

ব্র্যাণ্ডন—যুক্তরাজ্যে শিল্পকলা খুব দেরীতে এসেছে, তাই না?

সাহান—স্বভাবতঃই তাই। খুব বেশী দিন হয় নি যে আমাদের ভৌগোলিক সীমান্তগুলি নিঃশেষিত হয়েছে। এখন আমরা সামাজিক সীমান্ত দেখছি। কাজেই বিলম্ব হওয়া স্বাভাবিক। পণ্ডিতরা দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে উপনিবেশের দিন থেকেই আমাদের ঐতিহ্য বর্তমান—কিন্তু তা এত কম এবং এত অকস্মাৎ সংঘটিত যে এটা কোন প্রয়োজনীয় কথা নয়।

ব্র্যাণ্ডন—হয়তো, এর কারণ এই যে কলাশিল্প অপার্থিব সম্পদ—যার প্রতি রুচি এখানে ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে—

সাহান—হ্যাঁ, হ্যাঁ, পনের কুড়ি বৎসর আগে আমাদের দেশের একটি প্রখ্যাত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে ছাত্রদের শিল্পকলা শেখানো হয় কিনা প্রশ্ন করাতে তিনি বলেছিলেন, আমরা ও সব নিয়ে মাথা ঘামাই না। আমাদের গ্রাজুয়েটরা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে, তারপরে তারা থাকবে শাসন বিভাগে এবং ওদের স্ত্রীরাই এই সব ব্যাপার চালনা করতে পারবে।

কিন্তু, যুদ্ধের পরে কিছু একটা ঘটেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যেমন কোন ব্যক্তি পার্থিব সম্পদের অসারতা নিয়ে প্রশ্ন করে তেমনি কোন দেশ-ও তা করতে পারে। সত্য সত্যই বর্তমানে সর্বত্রই এই আত্ম-জিজ্ঞাসা। আপনি তো সবই জানেন।

ব্র্যাণ্ডন—আমেরিকার জীবন-গঠনে শিল্পকলার কি খুব বেশী প্রভাব আছে? আমি বলতে চাইছি যে অন্যান্য দেশে এটার···

সাহান—ওঃ, হ্যাঁ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অবশ্য, এমন একদিন

ছিল যখন শিল্পী রাজদূত পদে নিয়োজিত হতো। আজকাল সে রকম হয় না। কিন্তু, এটা কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে কিনা? যে কালের কথা আমি বলছিলাম—সেই তথাকথিত ডবিলু, পি, এ, (W. P. A.) সময়টায় এর এই রকম প্রভাব ছিল। গুণগত দিক দিয়ে নয় শুধুমাত্র সেই বিরাট আকারের দিক থেকে এ ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে, এবং তারই প্রতিধ্বনি এখনও রয়েছে—সমগ্র দেশময় ছোট ছোট কলা-কেন্দ্রে। যে কোন কারণেই হোক, লোকেরা একটু বয়স হলে, যখন তাদের বস্তুগত আকাঙ্ক্ষা পূরিত হয়ে যায় তখন শিল্পকলা ভালবাসে। আপনি হয়তো লর্ড ভাভিন সম্পর্কে বইটা পড়েছেন। কি ভাবে সেই বৃদ্ধরা অনুভব করলো যে যেজন্য তারা এত বেশী যুদ্ধ করেছে তা তাদের পরিতৃপ্তি দেয় নি—যা চারিশত শতাব্দী পূর্বের একটি শিল্পকলা তাদের দিয়ে ছিল। তাই তারা তরুণ যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বের সমগ্র শক্তি দিয়ে যে প্ল্যাণ্ট তৈরী করেছিল সেটা ছেড়ে দিয়ে সেই কলাশিল্পটির সঙ্গে নিজেদের জড়িয়ে রাখবে স্থির করলো।

ব্র্যাগুন—কারখানা অপেক্ষা প্রদর্শন-শালাই উত্তরপুরুষের নাম বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করে।···আপনি কি মনে করেন যে এ দেশের শিল্পীদের সে বিষয়ে সন্দেহ আছে?

সাহান—হ্যাঁ, আমি করি।

ব্র্যাগুন—আপনি একবার বলেছিলেন যে শোবার ঘরের দেওয়ালে ভ্যান গ্যগকে রাখা এবং তাকে শোবার ঘরের মধ্যে রাখার মধ্যে অনেক তফাৎ আছে।

সাহান—এ কথা বলবার সময়ে আমি একটি বিশেষ অবস্থার কথা ভাবছিলাম। ষোল বৎসরের একটি অদ্ভুত প্রতিভাধর ছেলে, বয়স আন্দাজে অনেক এগিয়ে গেছে—একমাত্র সন্তান। মায়ের ইচ্ছা যে সে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ও পরে আইনের অধ্যয়ন করে। এই রীতি অনুযায়ী সে হবে সেই বংশের সপ্তম বংশধর। ছেলেটি আর্ট স্কুলে যাবার চেষ্টা করছিল। ভদ্রভাবে এরকম অবস্থায় তাকে যেটুকু বিরোধ করতে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে সেই ভাবে। শেষটায় তার পিতামতা জিতে গেলেন। তাঁরা ছিলেন রাজস্ব-আদায়কারী কর্মচারী কিন্তু, তাঁদের সন্তানের চিত্রকর হবার সম্ভাবনায় তাঁরা ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। এবং গোলমাল মিটে গেলে, ছেলে নিরাপদে হার্ভাডে প্রতিষ্ঠিত হলে, তার মা বলেছিলেন, যদি আমার দুটি ছেলে থাকতো

তবে একটিকে কলাশিল্পের দিকে দিতে পারতাম। শিল্পীরা তিনটি দলভুক্ত, নিম্নতম হচ্ছে চিত্রকর; দ্বিতীয় হচ্ছে গায়ক, যদি ছেলেটি কথাশিল্পের দিকে যেতো তাহলে তার পথে অত বাধা পড়তো বলে আমার মনে হয় না।

ব্র্যাণ্ডন—গায়ক ও চিত্রকরে এই দিক দিয়ে কি তফাৎ?

সাহান—আমার মতে, আপনারা, ইংরেজরাই প্রধানতঃ এজন্য দায়ী। গত কয়েক যুগ ধরে আপনারা উপন্যাস লিখেছেন যা আমরা পড়েছি ও গলাধঃকরণ করেছি। সেই সব শিল্পীদের এমন একটা চরিত্রে পরিণত করা হয়েছে, যার অস্তিত্ব হয়তো থাকতে পারে কিন্তু আমার চোখে কখনও পড়ে নি। 'দি মুন এ্যাণ্ড সিক্সপেন্সে'র কোন চরিত্র-ই আমি দেখি নি। এবং এই সঙ্গে আপনাদের শেষের দিকের উপন্যাস, জয়েস কারি'র 'দি হর্স মাউথে'র কথা মনে পড়ছে—সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য চরিত্র। এমন কোন চরিত্রের কথা আমি কল্পনাও করতে পারি না যে জেল থেকে বেরিয়ে বাঁধের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সূর্যাস্তের জন্য কি রং ব্যবহার করবে তাই ভাবে। এবং আমরা আমেরিকার শিল্পীরা এই সব উপন্যাস দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছি। কিন্তু যারা শিল্পী নয়, বাস্তব চরিত্র—তারা এই সব চরিত্রকে ভয় করে। এটাই একটা কারণ।

ব্র্যাণ্ডন—হ্যাঁ, নিশ্চিতভাবে তার কিছুটা সত্য। কিন্তু, এটাও কি একটা কারণ নয় যে চিত্রকর বেশী টাকা রোজগার করতে পারে না? পেশা নির্বাচনের সময়ে তা কি বিচার বুদ্ধিকে প্রভাবিত করে না?

সাহান—আমার মনে হয় না করে। তফাৎ এই যে—আমাদের ঐতিহ্য নেই। ইটালীর কোন তরুণ ছবি আঁকতে চাইলে, তার বাবা ওর আঁকা ছবি দেখবার আগেই মাইকেল এ্যঞ্জেলো এবং র‍্যাফেলের নাম শুনেছেন, হয়তো তাঁদের আঁকা ছবিও দেখেছেন, কাজেই তিনি দুঃখিত হবেন কিন্তু এতটা নয়। অর্থের দিক দিয়ে না হলেও এক অপূর্ব গৌরব এর সঙ্গে সংযোজিত আছে। এবং এদিক দিয়ে আমাদের ইয়োরোপীয়দের সঙ্গে প্রভেদ আছে। কিন্তু এটা শুধু টাকা নয় সমগ্র ব্যাপারে ভঙ্গুরতার প্রশ্ন। হার্ভার্ডের এক তরুণ চিত্রকর হতে চেয়েছিল, কিন্তু নিজের দিক থেকেই তার বাধা—কারণ, সে বললো, 'চিত্রকর' লিখে সাইন বোর্ড টাঙানো যায় না। ডাক্তার

স্থাপত্যশিল্পী ভূদৃশ্য-স্থাপত্যশিল্পী, ইঞ্জিনীয়ার সব নামেই সাইন বোর্ড টাঙানো যাবে—কিন্তু 'চিত্রকর'—অসম্ভব।

ব্র্যাগুন—আপনার কি মনে হয় বিমূর্তনবাদ চলে যাচ্ছে অথবা…

সাহান—আমি তা মোটেই ভাবি না। আমার একটা বোকার মতো ধারণা আছে যা হয়তো আর কারো মনে আসে না। গণতান্ত্রিক হিসাবে আমরা গণতন্ত্রের ভালো জিনিসগুলি সবাইকে ভাগ করে দিয়েছি। এখন আমরা অনুভব করছি যে বস্তুজগতের পদার্থ বিভাগ শেষ হয়ে গেছে—এখন আত্মিক শক্তি বিভাগের সময় এসেছে। তাই আমরা ইস্তাহার ছাপিয়েছি, শত হাজার লক্ষ গ্রামোফন রেকর্ড তৈরী করেছি আর এখন আমরা শিল্পকলা বিতরণ করছি।

কিন্তু, লোকের নূতন ছবির প্রতি যেমন অনুভব করে মনোভাব প্রতিরূপের প্রতি তা অনুভব করে না। হায় ভগবান, আমরা তাদের নিজের ছবি করতে শেখাচ্ছি। আমাদের এত বেশী শিল্পী নেই যাতে ব্যাপকভাবে—যেভাবে আমরা গাড়ী বিতরণ করেছি সেভাবে তা করতে পারি—কাজেই আমরা সকলকে এই রূপ চিত্রাঙ্কন শেখাচ্ছি, যাতে বিশেষ কোন শিক্ষা প্রয়োজন হয় না। ছেলেরা আর্ট স্কুলে এসে ছ' সপ্তাহের মধ্যে মোটামুটি ভাবমূলক অতীন্দ্রিয় চিত্রকর হয়। আমার মনে হয়, এই ভাবেই আমরা এই বিশেষ সমস্যার সমাধান করতে পারবো।

ব্র্যাগুন—আপনি বলতে চাইছেন চারিদিকে নক্সা-অঙ্কন ছড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন।

সাহান—হ্যাঁ, হ্যাঁ। আর্ট স্কুলের শিক্ষকরা, বিশেষতঃ যারা অনেক আগে শিক্ষা পেয়েছে, ছবি আঁকা শেখাতে চাইলে ছেলেরা প্রশ্ন করতো, কেন? কি জন্যে? কেউ আঁকতো না। আমরা বেরিয়ে গিয়ে X. Y. Z.-এর কাজ দেখবো না যেহেতু এক্স, ওয়াই, জেড, একটি ওস্তাদ নক্সা অঙ্কনকারী চিত্রাঙ্কনের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ ছিল। এবং শিক্ষকরা যেন গাছের ওপরে বসে মিছিমিছি চেঁচাতেন। তাছাড়া, আর একটা ব্যাপার এখানে ঘটছে—সাদৃশ্যবাদের প্রতি সব রকম আক্রমণ সত্ত্বেও কিংবা হয়তো সেজন্যই প্রত্যেক শিল্পী যতটা সম্ভব বিশেষ হতে চাইছে। সাদৃশ্যবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে সে তার অন্তরের পরম ব্যক্তিসত্তা প্রকাশ করতে চেষ্টা করছে। এই প্রকার

একদল ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার প্রকাশ সম্পূর্ণরূপে বেনামা বলে তো হবেই। এই সব কারণে ধীরে ধীরে বিমূর্ত শিল্পের দিকে প্রবণতা হচ্ছে।

এবং শিল্পী যদি নিজে এই প্রবণতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে চায় তাহলেও তার দর্শকরা তাকে তা করতে দেবে না। যে লক্ষ লক্ষ লোককে শিল্পকলা সমঝদারের শিক্ষা যুদ্ধোত্তর গত কুড়ি বৎসর যাবৎ দেওয়া হয়েছে তারা ভাবে যে এটাই একমাত্র অস্তিত্বমূলক শিল্পপ্রকাশ—এবং তারা এটা দাবী করে।

ব্র্যাগুন—হয়তো এতে অনেক ব্যক্তির স্বার্থ জড়িত যারা বিমূর্ত চিত্র বেশী দামে কিনেছে।

সাহান—মানে, আমি এরকম অবস্থায় কাউকে অর্থকরী অসাধুতার অভিযোগে অভিযুক্ত করতে চাই না কিন্তু তা হওয়া সম্ভব। কিছুকাল আগে নিউ ইয়র্ক জার্মান অভিব্যক্তিবাদীদের একটা প্রদর্শনীতে মজাদার প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। যখন আমি সেই প্রদর্শনীর কতগুলি সৃষ্টির জন্য অন্য রীতির বিশিষ্ট কয়েকটি ছবি সম্পর্কে সকলের নিকট দৃঢ় পছন্দ জ্ঞাপন করলাম, তখন অবাক হয়ে দেখলাম যে তারা আমার উৎসাহে সায় দিচ্ছে না। হয়তো তাদের মনে ভয় হয়েছিল যেমন আপনি বলছেন যে এই বিশেষ ব্যাপারটি তাদের লগ্নীর পক্ষে বিপজ্জনক। কিন্তু, আমার মনে হয় না এমন খুব বেশী লোক আছে যারা শুধু মাত্র টাকা লগ্নী করবার জন্য ছবি কেনে—কয়েকজন মাত্র আছে। তেমন-ই এমন অনেক শিল্পী নেই যারা কলা-শিল্পের বিশেষ একটি রীতির সুবিধা নেবার চেষ্টা করে। আমার মনে হয়, তারা বিশ্বাস করে যে এইটা অথবা এই দিকটা তাদের ব্যক্তিত্ব অথবা চিন্তাধারার সঙ্গে অধিকতর সংশ্লিষ্ট।

ব্র্যাগুন—যে সব চিত্রকররা বিমূর্তনবাদী নন তারা কি অনুভব করেন না যে তাঁরা স্থায়ী একচেটিয়া ব্যবসা দ্বারা মার খাচ্ছেন? আমি জানি অনাস্থা আইন এখনও চিত্রকরদের সম্পর্কে খাটে না……

সাহান—আমার মনে হয় তাঁরা করেন। পাঁচ ছয় বৎসর আগে একটি গোষ্ঠী নিজেদের নাম দিয়েছিল বাস্তবতা এবং তারা সভা সমিতি করতো, ছোট একটি বই প্রকাশ করেছিল—আমি কিছুদিন ওদের সঙ্গে ছিলাম—কিন্তু যখন ওরা মতবাদের প্রতি পূর্ণ বিশ্বস্ততা না থাকার অপরাধে লোকদের সরিয়ে দিতে থাকে, তখন আমি বললাম, আচ্ছা এখানেই শেষ। তুমি X কে সরিয়ে দেবে কারণ সে এমন দিকে ঝুঁকেছে যা তুমি পছন্দ করছ না—

এবং আমি হয়তো Yকে সরিয়ে দিতে চাইবো কারণ সে অপরদিকে বেশী মাত্রায় ঝুঁকেছে—শেষটায় আমরা দুজন মাত্র অবশিষ্ট থাকবো। এবং তারপরে, আমি জানি তুমি আমার সম্বন্ধে কি ভাবছ এবং তুমি-ও হয়তো জানো আমি তোমার সম্বন্ধে কি ভাবছি—এবং আমাদের কিছুই করবার থাকবে না। অতএব, আমি চলতে না পেরে সরে এলাম। কিন্তু, এসব ঘটনার উর্ধ্বে থাকলে তারা বুদ্ধিমানের মতোই কাজ করে।

ব্র্যাগুন—তখন যদি মোটা মাথারা প্রাধান্য লাভ করে…তবেই হয়তো অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হতে পারে।

সাহান—আমি এখন এই ভয়-ই পাচ্ছি। বুঝতেই পারছেন, দীর্ঘকাল ধরে সংখ্যালঘুর দলে থাকা অত্যন্ত আরামের। আমি নিজেকে অকর্মণ্য মস্তিষ্ক, হাবাগোবা ভাবি—যদি হঠাৎ সেই অকর্মণ্য মস্তিষ্কদের পাদপীঠে তুলে দেওয়া হয়—যেমনি গত রাত্রে টেলিভিশনে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, আমরা অকর্মণ্য মস্তিষ্কদের প্রতি ব্যবহার পরিবর্তন করবো—তাহলেই সর্বনাশ। আমার মনে হয় অকর্মণ্য মস্তিষ্কের প্রশ্নে আমরা প্রায় পাগল। এখানে দেখবেন প্রাণপণ চেষ্টা করে ও প্রভাব বিস্তার করে পিতারা সন্তানদের কলেজে ঢোকাবেন তারপরে পুত্রের অধ্যাপকদের সম্বন্ধে এমনভাবে আলোচনা করবেন যেন তারা হাস্যাস্পদ জীব। এটা আমার কাছে অদ্ভুত মনে হয়। এরা বিশ্ববিদ্যালয় অথবা অন্য কিছুর জন্য টাকা তোলে—সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের এরা ছাত্র ছিল বা এমন কিছু—এবং ঠিক পরমুহূর্তেই এরা সেই লোকদের সম্বন্ধে যা তা মন্তব্য করছে।—এই রকম আমাদের এখানকার অদ্ভুত পরস্পর-বিরোধিতার একটা উদাহরণ দিলাম। ১৯৫২ সালে আমি একটা কথিকা বলেছিলাম যা ইউ. এস, ইনফরমেশান সার্ভিস সারা পৃথিবীতে প্রচার করেছিল। এর নাম ছিল আধুনিক স্থাপত্য শিল্পে ভাস্কর্য ও চিত্রের অখণ্ডতা। ওরা এটাকে পুস্তকাকারে প্রকাশের জন্য কয়েক জন তরুণীকে নিযুক্ত করেছিল—এবং সে এর জন্য ছবি সংগ্রহ করতে থাকে। মেয়েটি অন্যান্য জিনিসের মধ্যে আমার কয়েকটি ছবি এনেছিল—ওর ওপরওয়ালা ঠিক 'না' বলেন নি কিন্তু এটুকু ইঙ্গিত দিলেন যে ও অন্য কিছু আনুক এবং শেষটায় বলেই ফেললেন, কতগুলি অতীন্দ্রিয় কাজ আনুন কারণ তা নিয়ে বিতর্ক নেই।

তাছাড়া, আরও একটা মজার কথা—যখন রাশিয়া বিশ্বনাগরিকতা

( অথবা যে নাম-ই তারা বলে থাকুক—আপনি তো জানেন সেই ১৪৯৮ সালে ) —সম্বন্ধে মতবাদ প্রচার করলেন সঙ্গে সঙ্গে আমরা এমন একটা অবস্থায় পড়ে গেলাম যে আমাদের বলতে হলো, যদি এটাই সামাজিক বাস্তবতা ( ওদের নামানুসারে ) বলে তোমরা দাবী করো—তাহলে আমরা ঠিক উল্টো দিকে যাব। কারণ আমরা তোমাদের প্রতিপক্ষ, যেমন আমরা সব রাজনৈতিক ব্যাপারে বিরোধিতা করছি। এবং হঠাৎ আমরা দেখতে পেলাম 'লাইফ'-এর মতো পত্রিকা—যারা আমাদের দেশবাসীর মেজাজ বোঝে বলে অনুমিত হয়—হঠাৎ প্রাদেশিক স্কুলগুলির পিঠ চাপড়ানো ছেড়ে কোন এক জ্যাকসন পোলকের কাজ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে—যদিও তারা জানে যে তাদের পাঠকরা সে বিষয়ে মোটেই গ্রাহ্য করে না। এটা হচ্ছে রাজনৈতিক ব্যাপারের প্রতিধ্বনি।

ব্র্যাগুন—আপনার কি মনে হয় চিত্রকরদের বিতর্কমূলক সমস্যা এড়িয়ে চলা ই ঠিক?

সাহান—সেটা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে আমাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার ওপরে।

ব্র্যাগুন—তাহলে আপনি সত্য সত্যই বলতে চাইছেন যে এই সব লোকদের পৃথিবীর ঘটনাসমূহ নিয়ে মন্তব্য করবার ক্ষমতা নেই, যা আপনার আছে?

সাহন—এ বিষয়ে আমি গর্ব করতে চাই না—কিন্তু বর্তমানে আমি নিজেকে নিতান্ত একাকী মনে করি। খুব কম লোক আছে যাদের সঙ্গে আমি চলতে পারি। গত কয়েক বৎসর যাবৎ আমার ভাগ্য ভালো যাচ্ছে। আর্থিক দিক দিয়ে আমার কোন অসুবিধে নেই কিন্তু তাছাড়া আমি নিঃসন্দেহে নিতান্ত একাকী। কিন্তু এ বিষয়ে কিছু করবার ব্যাপারে আমি অত্যন্ত একগুঁয়ে ও পুরাতনপন্থী।

ব্র্যাগুন—কিন্তু, এই ধরুন, আপনি দেখলেন যে ওরা আগের চেয়ে আপনার ছবি কম কিনছে?

সাহান—আমার তা হবে বলে মনে হয় না। দেখুন, শিল্পী এ বিষয়ে খুব সৌভাগ্যবান। তার শুধু একজন ক্রেতা প্রয়োজন। গ্রন্থকারদের সম্পাদকের নির্দেশ মেনে চলতে হয় যিনি তার কাজ বিনিয়োগ কর্তার মতো বিনিয়োগের দৃষ্টিতে দেখবেন। তিন হাজার লোক রয়েছে যারা প্রত্যেকে

৪ পাঃ ১৫ শিঃ খরচ করবে এবং তাঁকে এই বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ দেখতে হবে। কিন্তু চিত্র শিল্পীর ক্ষেত্রে একজন মাত্র বিনিয়োগকারী। কাজেই এদিক দিয়ে তিনি অনেক বেশী সৌভাগ্যবান।

ব্র্যাণ্ডন—'টাইম' পত্রিকার ফ্রয়েড সংখ্যার প্রচ্ছদপটে ফ্রয়েডে'র প্রতিমূর্তি আঁকবার জন্য সেদিন আপনার এক সতীর্থের সমালোচনা পড়েছিলাম। দেখে সুখী হলাম যে এমন শিল্পী এখনও আছে যিনি প্রতিকৃতি আঁকতে ভয় পান না।

সাহন—হয়তো আমারই এই সতীর্থ প্রতিকৃতি আঁকতে পারেন না। ঠিক জানি না। আপনি যে বিশেষ ইঙ্গিত দিচ্ছেন তা আমি বুঝতে পেরেছি কিন্তু সেজন্য কোন দিক দিয়েই আমার কিছু আসে যায় না। আমি প্রতিকৃতি আঁকতে রাজী আছি—যদি যার প্রতিকৃতি আমি আঁকব তার প্রতি সহানুভূতি থেকে থাকে। দুটো প্রতিকৃতি আমি এঁকেছি—একটা ম্যালরাক্স অপরটি ফ্রয়েড। কোন একটি প্রতিষ্ঠান আমাকে টেলারে'র প্রতিকৃতি করতে বলেছিল টেলার প্রতি আমার কোন সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাব নেই, কাজেই আমি করতে অস্বীকার করলাম। আমি তাদের মুখের ওপরে বলে ছিলাম এই চরিত্র আমি পছন্দ করি না। আমি জানি ওরা তার সম্বন্ধে সাংঘাতিক ভালো কিছু কথা বলবে—এবং আমার অঙ্কিত প্রতিকৃতি ও তাদের বক্তব্যের মধ্যে বিশ্রী রকম তফাৎ থেকে যাবে। হ্যাঁ সমালোচনা সম্বন্ধে নিজেকে শক্ত করে নিতে হয়। এবং জীবনে প্রথম বয়সেই চিংড়ি মাছের খোলার মতো একটা ঢাকায় নিজেকে ঢাকতে হয়—যা রক্ষাকবচ হিসেবে খুব ভালো কিন্তু শেষটায় এ ভালোর দিকটা থেকেও সরিয়ে রেখে আপনার ওপরে একটা দ্বৈত প্রভাব ফেলবে—বর্মের মতো এদিক ওদিক দুটো দিক-ই প্রতিহত করে। এটুকু আমি জানি···যখন ছবি আঁকবার সময়ে আমি নিতান্তই একাকী ঠিক এই ধরণের কোন ব্যাপার আপনার কল্পনায় আসবে না—

ব্র্যাণ্ডন—কিন্তু আপনি যেমন বললেন, প্রতিকৃতি আঁকবার সময়েও আপনি এতে অনেক কিছু—আপনার সহানুভূতি অথবা বিদ্বেষ আরোপ করতে পারেন। তবুও আধুনিক চিত্রকররা প্রতিকৃতি আঁকতে অনিচ্ছুক।

সাহন—তার কারণ আমি জানি না। অধিকাংশ লোক-ই ক্যামেরার প্রতিকৃতি নিয়ে সন্তুষ্ট। সেগুলি খুব ভালো হয় না—সে-সব হচ্ছে ব্লরিং ছাপ। এমন কি সর্বাপেক্ষা বাজে প্রতিকৃতি অঙ্কনও একটা চেষ্টা—যদি অবশ্য

শিল্পীর মধ্যে বিন্দু দক্ষতা থেকে থাকে—যে ব্যক্তির প্রতিকৃতি অঙ্কিত হচ্ছে তার জীবনের বহুদিক ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা। যে কয়েক ঘণ্টা, দিন, সপ্তাহ অথবা দুই সপ্তাহ প্রতিকৃতি-চিত্রকর কাজ করবে ততদিন হয়তো সেই ব্যক্তির মনে হাজার রকম ভাবের অভিব্যক্তি উঠছে; যখন সে মুখের একটি পাশ আঁকছে লোকটি হয়তো ডিনারের কথা ভাবছে—আবার চোখের কোণ আঁকবার সময়ে তার চিন্তা স্টক মার্কেট সংক্রান্ত। এই সব একসঙ্গে মিশে যায়—এবং এতেই ব্যক্তিত্বের নির্যাস পাওয়া যায়—যা ক্যামেরার ছবিতে থাকে না।

ব্র্যাগুন—ব্র্যাগুন একদা লিখেছিলেন, অতীতের মহৎ শিল্পীরা প্রকৃতি অর্থাৎ যা মানবচক্ষের বহির্দিক—তাই কলাশিল্প হিসেবে দেখতে শিখিয়েছিলেন—এবং শিল্পীগণ বিরাট সৃষ্টি শিক্ষক থেকে সামান্যতম শিল্পী পর্যন্ত এই মূল্যবান শিল্পে হিংস্রতম পশু—আদিম মানবকে সভ্যতা ও মানবত্বে উদ্বুদ্ধ করতে বোধ হয় সর্বাপেক্ষা সুচিন্তিত অংশ অভিনয় করেছে। তারপরে তিনি বলেছেন, আমরা কি এখন মানব-মনের গতি-প্রকৃতি ও নিয়তি সম্পর্কে হতাশার অতল গহ্বরে বাস করছি—মধ্যযুগের প্রথম দিকের মতো শুধু নরকের যন্ত্রণাদায়ক ভীতি স্বর্গের আশা নেই। বর্তমানের শিল্পীরা প্রতি জিনিসে আনন্দ বাড়িয়ে তোলা এবং শুভতর কিছুর জন্য আশা করবার পরিবর্তে আকৃতি ও বিষয়বস্তুকে উপেক্ষা করে এবং আমাদের মনে বাস্তববাদী ও ব্যাকুল বাসনার জগতের জন্য আকাঙ্খা জাগিয়ে তুলতে পারে না।

সাইন—আমার এখানে, নূতন পোপ ক্ষমতাসীন হলে প্রাচীন রোমবাসীরা যা করেছিল সেই কথা মনে পড়ছে। ঘেটো'র ইহুদী অধিবাসীরা তাঁকে একটি নূতন টোরা লিপি দেবার অনুষ্ঠান করেছিল। পোপ উত্তর দিয়েছিলেন, আপনি যা বলছেন তার বিষয়বস্তুতে আমার সম্মতি আছে কিন্তু ব্যাখ্যায় নয়। বিষয়ের দিক দিয়ে আমি তাঁর সঙ্গে একমত—কিন্তু আমি বলতে বাধ্য যে এতে বেশী ব্যাপার এসে ঢুকেছে যে আমাদের মতদ্বৈধ হতে বাধ্য। নব্বুই বৎসর বয়স হলে আমি স্বভাবতঃই আনন্দের জন্য ছবি আঁকব। তাছাড়া, এমন একটা সময় আছে—যখন একটা মানুষ পুরান বেতার-গ্রহণ যন্ত্রের মতো বার্তা গ্রহণে অক্ষম হয়। বর্তমানের অক্ষমতা দিয়ে আপনি এটা—যা অর্ধ শতাব্দী পূর্বে সৃষ্ট হয়েছিল তার মূল্য নির্ণয় করা যায় না। এবং এ বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে সায় দেওয়া অথবা অমত করা দুই-ই কঠিন। তাঁর এই কথা

আমি স্বীকার করছি যে মনুষ্যোচিত পুনবর্জন পালা চলছে—শিল্পী সেই চিরন্তন নীতি যে সে সমাজের দর্শন অস্বীকার করছে। এটা অবশ্য খুব ভালো কথা—কিন্তু আমি শিল্পীর নিকট সমাজ-দর্শন হওয়া অপেক্ষা আরও অনেক কিছু আশা করি। এক কথায়, বর্তমান যুগের পশুত্ব, অসংলগ্নতা এবং সমাজের ছিন্নভিন্ন অবস্থাই অধুনা নির্মীয়মান ছবিতে ফুটিয়ে তুলতে হবে—কিন্তু আমার মনে হয় গিটো অথবা ফ্রা আন্তালিকোর সময়ে আরও অনেক বেশী উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল কিন্তু তাঁরা যদি শুধুমাত্র সেই সব বিষয় চিত্রে প্রতিফলিত করতেন তাহলে যথেষ্ট হতো না। আমার মনে হয় শিল্পীর কাজ অলৌকিক। সে শুধু বর্তমানকে প্রতিফলিত করবে না—সীমার বাইরে অসীমকে ফুটিয়ে তুলবে। এবং এই দিক দিয়ে আমি বার্ণসনের ব্যাখ্যা সমর্থন করবো। কিন্তু আমি মনে করি যে তাঁর উপমাগুলি সমগ্র অপেক্ষা চিত্রের অপরাপর বহির্বিভাগের ওপরেই বেশী নির্ভরশীল। এবং আমি ভাবি—ভেবে নিজেকেই বাহবা দিই যে আমি চিত্রের প্রত্যক্ষ বাহিরাবরণ অপেক্ষা অনেক দূরে তাকাতে পারি। আমি লোককে বলতে শুনেছি যে, আঃ, এই ছবিটি আমার পক্ষে অত্যন্ত বেশী শক্তিশালী, আমি এর সামনে থাকতে পারি না। ব্যাপারটা এই যে, তারা হয়তো তাদের মূল্যবান অধিকাংশ বই ছুড়ে ফেলে দিতে পারে—কারণ সত্যসত্যই কেউ ডসটভয়েস্কি'র চরিত্রের সঙ্গে বাস করতে পারে না—কিন্তু তবুও আমাদের শেলফে তাকে রাখতে ভালোবাসি। কিন্তু ছবিকে শুধুমাত্র সৌন্দর্যবর্ধক আসবাব ভাবলে তার সঙ্গে বাস করা যায় না। যেমন ডসটভয়েস্কিকে কোন গীত প্রধান মিলনান্তক নাটকে উপস্থাপন করা অসম্ভব। বার্ণসন যে যুক্তি দেখিয়েছেন ও মূল্যায়ন করেছেন তাতে তাঁর পক্ষে সমসাময়িক সৃষ্টি গ্রহণ করা অসম্ভব। বুঝতেই পারছেন তাঁর মূল্যায়ন ও বিচারের মানদণ্ড নির্দিষ্ট।

ব্র্যাগুন—বইয়ের সুবিধে এই যে একে শেলফে তুলে রাখা যায় এবং এর দিকে তাকালেই কিছু একটা একে পড়তে হবে না।

সাহন—আমি তা জানি···যেমন সেলিনে'র 'ভয়েজ এ বাট ডি লা মুট' আমাকে ভাবিয়ে তোলে। এ আমাকে বিচালত করেছিল। এবং যখনই এর দিকে তাকাই এর বিষয়বস্তু আমাকে চকিত করে তোলে। কিন্তু, তবুও আমি বইটা কাছে রাখতে চাই কারণ, এটা যা বলেছে তখন তা বলবার প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া ছবি আমি ঘর সজ্জার উপকরণ মনে করি না।

প্রসঙ্গতঃ হয়তো সে উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে—কিন্তু তা নিতান্তই প্রসঙ্গক্রমে।

ব্র্যাণ্ডন—এটা কি সত্য নয় যে বর্তমানে শিল্পীরা নিজেদের পারিপার্শ্বিক সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে পূর্ণভাবে নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত এবং এটা সম্পূর্ণ বিপরীত দিক।

সাহন—তারা ভাবছে তারা তাই করছে কিন্তু আমার মনে হয় না প্রকৃত পক্ষে তারা তা করতে পারে। আমার মতে প্রত্যেক শিল্পী তার শিল্প তাকে যেদিকেই নিয়ে যাক না কেন—নিজের বিশ্বাসের কথা বলে অথবা বর্ণনা করে। তার পারিপার্শ্বিক জগৎ যদি ভারী বোঝা হয়ে ওঠে তাহলে সে হয়তো নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে নিতে পারে কিন্তু তবুও এটা তার বিশ্বাসের বিবৃতিদান। এবং এক দিক দিয়ে বলতে গেলে তার সৃষ্টির সারমর্ম। এমন কি সারমর্মের অভাবও সারমর্ম। সেটাই তার এজাহার।

ব্র্যাণ্ডন—কিন্তু, এতে কি শিল্পীর পক্ষে পরিত্যক্ত হয়ে যাবার বিপদ নেই?

সাহন—পৃথিবীর সব কিছুতেই বিপদ আছে। আমি বিশ্বাস করতে শুরু করেছি যে বিজ্ঞান যেমন নির্দিষ্ট কয়েকটি লোকের যাদের বুঝিবার জন্য দীর্ঘ প্রস্তুতি আছে—সঙ্গে আলোচনা করে তেমনি কলাশিল্পে তাই ঘটতে যাচ্ছে। কোন কোন কবিতার ক্ষেত্রে সত্যই তাই ঘটেছে। এজরা পাউণ্ড কোথাও বলেছিলেন, আশা করি আমি ভুল উদ্ধৃতি করছি না, ক্লাসিক সাধারণ-লভ্য হলে কি অবস্থা হবে ভাবতে আমার চোখে দুঃস্বপ্ন ঘনিয়ে আসে। এখন এই প্রকার দার্শনিক মতবাদ শিল্পকলার ক্ষেত্রে এতটা প্রভাব বিস্তার করেছে যে এটাই মানদণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে। শ্রোতৃসংখ্যা কম হলেই সৃষ্টি উৎকর্ষতর হবে। শ্রোতৃসংখ্যা বেশী হলে সৃষ্টি অপকর্ষ। এই মতবাদ সেই অপর মানদণ্ড—যা বলে যে বৃহৎ শ্রোতৃসংখ্যা অর্থ-ই উৎকৃষ্ট কাজের মতই হাস্যকর। রেডিও ও টেলিভিশন শ্রোতৃসংখ্যানুসারে তাদের প্রোগ্রামের মূল্য নির্ধারণ করে। একটি অপরটি'র মতই হাস্যকর। মার্ক টোয়েন যা বলেছেন তাই হচ্ছে শিল্পীদের মূল কথা। সেটা হচ্ছে এক সময়ে অথবা অন্য সময়ে সে নিজেকে প্রশ্ন করবে, আমি কি আঁকব—কার জন্য আমি আকব? তিনি যেমন নিজেকে প্রশ্ন করেছিলেন, কার জন্য আমি লিখব? ব্যক্তিগতভাবে আমি আঁকি…এই…আপনার জন্য। যদি আমি এখানে বসে আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারি তাহলে আপনার জন্য আঁকতেও পারবো—আমি কি বলতে

চাইছি তা আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন—এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। প্রদর্শশালার অধ্যক্ষদের জন্য আঁকবার আমার প্রয়োজন নেই; প্রদর্শশালার অধ্যক্ষদের জীবন ছবিতে ভর্তি কাজেই তাদের প্রতিবেদন অনেক সময়ে পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে ওঠে। তার রুচির মুকুল ফুটে ওঠবার জন্য বেশীরকম প্রাণদ কিছু চাই। দেখুন, আমি বহু আগেই স্থির করেছি যে তার জন্য আমি ছবি আঁকি না। কিন্তু যদি তারা পছন্দ করে তবে আনন্দ অনুভব করি।

ব্র্যাগুন—আপনি অনুভব করছেন যে আপনার নিজের দর্শকবৃন্দ।

সাহন—হ্যাঁ। খুব-ই সীমিত দর্শক সংখ্যা। আমি আরও বড় হতে চাই—প্রত্যেকেই বৃহত্তর দর্শক চায়—কিন্তু আমি দর্শকের আকার বৃহৎ করবার জন্য একটুও চেষ্টা করি না।

ব্র্যাগুন—ছবি আঁকার সময়ে কি আপনাকে পরিচালিত করে? কল্পনা অথবা আকার?

সাহন—এরা পরস্পর অবিভাজ্য। অল্পদিন হলো আমি কারো সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে কথা বলেছিলাম। এটা সম্পূর্ণ প্রসঙ্গক্রমে এসে গিয়েছিল এবং আমি বলেছিলাম, পরবর্তী চিত্র হলদে রঙে আঁকব। বিষয়বস্তু ও আকার সম্বন্ধে আমার মনে অস্পষ্ট ধারণা ছিল কিন্তু হলদে রঙটাও একটা আকার—অনেকগুলি আকারের একটি কারণ, শেষেরটা হয়েছিল সম্পূর্ণরূপে নীল এবং আমি আর এক প্রান্তে যেতে চেয়েছিলাম। এই ব্যাপারে আপনি হয়তো বলতে পারেন যে আকার-ই আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। অন্য সময়ে এবং সেটাই প্রায় হয়—তা হচ্ছে বিষয়বস্তুটি কল্পনা, এবং আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে আমি এ বিষয়ে খুব অটল মনোবৃত্তিসম্পন্ন নই। আমাকে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল যে আমি অপরের কাজ কি ভাবে বিচার করি—তাতে আমি প্রথমে নমুনা, রং, চাকচিক্য এবং সর্বশেষে বিষয়বস্তুর কথা বলেছিলাম। এবং যখন তারা আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, আপনি কি এভাবে কাজ করেন? আমি বললাম, না, আমি ঠিক বিপরীত দিক থেকে কাজ করি। কিন্তু সর্বদা নয়—আমি অটল নই—এইভাবেই কথাটা বলতে চাই, তাই এই ছবিটির নাম আমি দিয়েছি 'প্রতিধ্বনি' যেখানে একটি ছোট প্রাণী কয়েকটি দড়াবাজিরত সাইকেল চালকের ওপরে বিপদজনকভাবে নিজেকে সামলিয়ে রেখেছে প্রত্যেক সাইকেলচালকের হাতেই কোনরকম একটি চিহ্ন—কোনটি বলছে 'না' কোনটি 'হ্যাঁ', তারা নিজেরাও খুব-ই ঝুঁকির মাথায় কিন্তু তাদের

এই জীবিকা কাজেই তারা বেরিয়ে যাবে। কিন্তু যে মূর্তিটি তাদের ওপরে টাল সামলে থাকবার চেষ্টা করছে সে প্রকৃতপক্ষেই বিপদজনক অবস্থায় রয়েছে। সমগ্র দৃশ্যটি আমি সার্কাস অথবা গ্রাম্য মেলা'র মত আবহাওয়ায় উপস্থাপিত করেছি। এতে একটা হতাশার ভাব আছে—একটা পরিত্যক্ত-ভাব যদি বলতে চান তো বলতে পারেন কারণ আমি জাগতিক ব্যাপারে, আমাদের জাতীয় ব্যাপারে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম—এটা সেই সময়কার যখন এই অনন্ত সন্দেহ একের অপরের প্রতি, নিজের নিরাপত্তার জন্য-জাতীয় নিরাপত্তার জন্য—কারো বিশ্বস্ততা এবং শীঘ্রই এই সব কথাগুলি এত বেশী ব্যবহৃত হয় যে শীঘ্রই তার অর্থ হারিয়ে যায়। তাই আমি 'হাঁ' ও 'না'-এর মালার মধ্যে টালমাটাল করছিলাম এবং কেবলমাত্র আমি একা নই আমার সব বন্ধুবর্গ—আমার পরিচিত কিংবা যাদের সঙ্গে আমি কথা বলেছি তারা সবাই এই একই বিপদজনক অবস্থায় আছে। আমি মনে করি না যে আমি এখনও নিরাপদ—শুধুমাত্র এটুকু যে ঝুঁকিতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। দুই প্রকার চরিত্র ব্যবসায়ী সাইকেল চালিয়ে যারা আমাদের এই অবস্থার মধ্য দিয়ে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে আমার মতে অত্যন্ত অপকারী, তারা প্রায় অমানুষ। যে চরিত্রটি আমার বা আপনার প্রতিনিধি সেটিও মনুষ্যত্ববর্জিত—শুধুমাত্র তার ভয়ের জন্য তাকে মনুষ্যোচিত দেখায়। তার পোশাক নষ্ট হয়ে গেছে—তার চকিতভাব—তার বিবর্ণতা অত্যন্ত প্রকট।

পরবর্তীটায় যেটাকে আমি 'অন্ধ উদ্ভিদবিজ্ঞানী' বলেছি আমার মনে হয় এই বিষয়বস্তু একরূপ অথবা অন্যরূপ বহু বৎসর ধরে চলছে। পনের বৎসর আগে আমি একটি ছবি এঁকেছিলাম 'রক্তিম ধাপ' এটাতে দেখানো হয়েছিল একটি খঞ্জ অসীম ধাপের উঠছে এবং তারপরে যখন সে সিঁড়ির মাথায় গিয়ে পৌছল তখনই নীচে পড়ে গেল। এবং সমগ্র ব্যাপারটাই সংঘটিত হচ্ছে ধ্বংস স্তূপ ও একটি অগ্নিদগ্ধ অট্টালিকা দালান। আমার নিকট এই হচ্ছে মানুষের আশা—মানবের ভাগ্য। এ কথা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল যে ঐ লোকটি ভয়ঙ্করতম যুদ্ধ, ভয়ঙ্করতম মহামারীর প্রকোপ থেকে সামলে উঠে আবার সোজা পথে যাচ্ছিল কিন্তু সে ভালোভাবেই জানতো যে সে আরও একটি বিপদে পড়তে যাচ্ছে। কিন্তু, তাই মনুষ্যমনের চিরন্তন আশা।

এই ছবিটা যার নাম দিয়েছি 'গয়েসকাস'—অল্পদিন হলো এঁকেছি এখানে

একটি প্রাণী একেছি—যাকে সামরিক অথবা মারমুখী ধার্মিক অথবা পুরাতন পন্থী বলা যায় কারণ তার মাথায় শতাব্দী পূর্বের পুরানো ধরনের টুপী-নৌ-সেনাপতির টুপী। তার পোশাক থেকে কিছুই বোঝা যায় না এটা যে কোন শতাব্দীর যে কোন ধর্মের হতে পারে। আশ্চর্য এই যে এর চারটে হাত—এক প্রকার প্রতীক যা আমি খুব কম ব্যবহার করি। ওর হাত মৃত অথবা মৃতপ্রায় একদল মাথার ওপরে তাদের প্রতি অসীম করুণায় দুঃখের বেদনায় জড়ো করা আছে—এবং আর দুটি হাত যা এই হাত দুটি থেকেই বেরিয়েছে—দেখে মনে হচ্ছে তারা যেন কিছুই লক্ষ্য না করে বেড়ালের দোলনা ঠেলার মতো শিশুসুলভ খেলা যা কল্পনীয় বাস্তব থেকে অনেক দূরে নিয়ে যেতে আছে।

অথবা এই ছবিটা—যার নাম 'সিবারনেটিকস' অপরিচিত একটি শব্দ ছিল কিন্তু এখন এটা আমাদের শব্দভাণ্ডারের অংশ। আমার মনে হয় এই শব্দটি অধ্যাপক নর্বার্ট ওয়েনার আবিষ্কার করেছিলেন। এটার অর্থ আমি যতটুকু জানি আধুনিক বৈদ্যুতিক সরবরাহের পূর্ণ রূপ যা আবার স্বয়ংচালিত এবং পক্ষান্তরে তা আশ্চর্যরকম দ্রুত হিসেবের জন্য ব্যবহৃত হয়, আমার মনে হয়েছে যন্ত্রের প্রতি অত্যন্ত বেশী আস্থার একটা প্রবণতা অন্ততঃ আমাদের দেশে আছে। মুহূর্ত পরে পরে পত্রিকাগুলি এর সম্পর্কে এক একটি গল্প বলবে যে ভাবতে শুরু করেছে। অপেক্ষাকৃত স্থির মস্তিষ্কে তারা এরকম কোন গল্প অস্বীকার করবে এবং বলবে যে ওর মনে যে চিন্তাধারা প্রবিষ্ট করে শুধু সেই লোকটির চিন্তাধারার গতি অনুসরণ করতে পারে—তার বেশী কিছু নয়। এক কথায়, যখন এর জঠরে 'খবরাখবর' (ওদের ভাষায়) দেওয়া হয় না তখন এ কিছুই করে না। শুধু মাত্র হিসেবের যন্ত্রখণ্ড। যখন 'ছিদ্রিত কার্ডের' আকারে খবরাখবর এর মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় এবং বৈদ্যুতিক শক্তির তীব্রতা এর মধ্যে যায় তখনই এটা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হয় প্রায়ই সংখ্যাগত—তার বেশী কিছু নয়। এই যন্ত্রকে এক ভাষার প্রতীক খাইয়ে অনুবাদ যন্ত্রে রূপান্তরিত করবার চেষ্টা হচ্ছে। যা হোক এবিষয়ে যা আমার মনকে দুঃখে ভরিয়ে তোলে এবং যে কারণে আমি ওটা এভাবে একেছি তা হচ্ছে যে এতে যে বিশ্বাস—এসব সমস্যা সমাধান করবে এমন কি মানবজাতির সব অসুখও নিবারণ করবে—স্থাপন করা হয়েছে সে বিষয়ে আমি অবিশ্বাসী। কয়েক বৎসর পূর্বে আমার ছেলে একটি ল্যাবরেটরিতে

ক্যানসার রিসার্চে কাজ করতো। এই প্রকার একটি মেশিনে শুধু ক্যানসারের ষ্টাটিসটিকস্ খাইয়ে যাওয়াই তার কাজ ছিল। এবং সে বলতো, আশা করছি যে কোনদিন যন্ত্রের মধ্যে কিছু পড়ে উঠবে আমি একে এত বেশী ক্যানসারের ষ্টাটিস্কস্ খাওয়াচ্ছি। আমার ছবিতে এটা সাতটি মূর্তির এক দল দ্বারা পরিবেষ্টিত। ওর মুখে আমি সমস্ত ভাবগুলি-ই আশা, ভয়, বিশ্বাসবাদ, আত্মাবাদ একই মুখে ফোটাতে চেয়েছি কিন্তু সাধারণভাবে যন্ত্রটিকে প্রত্যেক দর্শক-ই ভীতিমিশ্রিত শ্রদ্ধার চোখে দেখছে। এবং আমার নিকট এটার একটা ধর্মীয় গুণ আছে। এটা যেন ধর্মের মূর্তির দিকে তাকানো একদল লোকের ছবি—যা এল গ্রেসো ধর্মগ্রন্থের ওপরে আঁকতে পারতেন। বন্ধুর সঙ্গে এটা নিয়ে আলোচনা করবার সময়ে তিনি জানতে চেয়েছিলেন সে আমি কি যন্ত্রচালিত মানব না মানব-চালিত যন্ত্র কি চাই! উত্তরে আমি বলেছিলাম, আমি যদি এ বিষয়ে নিরপেক্ষ হই তাহলে কি আপনি কি কিছু মনে করবেন? আপনার দুটো ইঙ্গিতেই বিপদ আছে—মানব-ই যন্ত্র চালাতে পারবে—এটা আশা—আর যন্ত্র মানবকে চালাবে এটা ভয়। কিন্তু, আমি এ—বিষয়ে নিরপেক্ষ থাকতে চাই।

ব্র্যাগুন—কি আপনাকে ছবি আঁকতে উদ্বুদ্ধ করে?

সাহন—আমার চারপাশের জীবনের কল্লোল। আমি একদা একটি ছাত্রকে বলেছিলাম দুটি ব্যাপার লোককে ছবি আঁকতে প্রেরণা দেয়—যে ব্যাপারের তুমি পক্ষে এবং যে ব্যাপারের খুব বেশী মাত্রায় বিপক্ষে। এবং অনেক জিনিসের প্রতি আমার গভীর অনুভূতি আছে। আমি সর্বদাই টীকা টিপ্পনি রাখি—লিখিত ও মৌখিক দু'রকমেরই এবং প্রায়ই মনে মনে সে সব নিয়ে আলোচনা করি। এবং কিছু একটা ব্যাপার যা শুধুমাত্র একটা সামান্য ধারণামাত্র ছিল তাই—জানি না কেন মহৎ ইঙ্গিত সম্পন্ন হয়ে দাঁড়ায় এবং তা ছবি হতে পারে। কিন্তু সাধারণভাবে এটা আমার পারিপার্শ্বিকের ওপরেই প্রতিষ্ঠিত তা রাজনীতি, সমাজনীতি, ঋতুগত, ভাবপ্রবণতাভরা—ইত্যাদি যাই হোক না কেন?

ব্র্যাগুন—কথা হচ্ছে আপনি নিজে বিমূর্তনবাদের স্বল্পপরিমাণ পক্ষপাতী।

সাহন—একদিক থেকে দেখতে গেলে সাধারণভাবে যে কোন ছবি খুব কাছে থেকে দেখলে জোশুয়া রেণগুস একটা টুকরো মাত্র দেখতে তা ভাবমূলক মনে হবে। তুলি, ঝোকে ঝোকে রং দেওয়া এসব বিমূর্তন মূলক আকার।

সব কিছু-ই ডিগ্রীর প্রশ্ন। আমি বিমূর্তনভাবকে যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছি বাস্তববাদকেও যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছি। এ সবই এক বিরাটের অংশ এবং যে বাস্তবতাকে চিত্রের সার হিসেবে গ্রহণ করে সে যেমনি ভুল করে যে অপর দিক বিমূর্তনবাদ নিজের প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে নেয় সে-ও ঠিক তেমনি ভুল করে। অনেক কিছু ব্যাপার মিলে ছবি আঁকা হয়। এতে একজনের চিন্তাধারা; এতে রং; এতে একজনের বাস্তবতা; ছবি এই সব নিয়েই তৈরী এবং আমার মতে মহৎ ছবি সেটাই যাতে সব জিনিসগুলি-ই সুসমভাবে আরোপিত এবং কোনটাই লাফিয়ে উঠে দৃষ্টি আকর্ষণ করে না।

অল্পদিন পূর্বে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাবিভাগের অধ্যক্ষ আমার কাছে একটি সমস্যা নিয়ে এসেছিলেন—যাক আকার ও বিষয়ের এই গোলমাল পরিস্ফুট। একটি যুবক এম. এ. র জন্য আবেদন করেছিল আপনি জানেন তো যে আমরা এখানে শিল্পকলার জন্য ডক্টরেট দিই। ও এম. এ. র জন্য আবেদন করেছিল এবং প্রশ্নকালে সিসটিন চ্যানেলে তাঁর কাজের জন্য পূর্বগামী চিত্রকর মাইকেল এঞ্জেলোর দার্শনিক প্রভাব সম্বন্ধে মন্তব্য করতে বলা হয়েছিল। এবং এই যুবক বিমূর্তনবাদী চিত্রকর বলেছিল, চিত্রের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আমার একটুও কৌতূহল নেই—শুধুমাত্র রেখা, রং ও আকারে আমার আগ্রহ। এত ঔদ্ধত্যের সঙ্গে সে একথা বলেছিল যে অধ্যাপকরা অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেছিলেন—এবং তারা ভেবে পাচ্ছিলেন না যে তাকে ডিগ্রী দেবেন কিনা?

অধ্যক্ষ আমাকে এ সমস্যার কথা বললে আমি খুব সহজভাবে বললাম, আসুন, সমস্যাটা ঘুরিয়ে বলি। ধরুন আপনি তাকে সিষ্টেন গীর্জার রেখা, রং ও আকার নিয়ে প্রশ্ন করেছেন এবং সে উত্তর দিল রেখা, রং ও আকারের প্রতি আমার কোন কৌতূহল নেই। শুধু মাত্র বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আগ্রহী। তাহলে কি আপনি তাকে ডিগ্রী দেবেন? তিনি উত্তর দিলেন, ওঃ, না, না। আমি বললাম, এটা ঠিক উল্টো পিঠ। এই রকম অদ্ভুত ছিন্নভিন্ন অবস্থা আমাদের সমাজে চলছে এবং আপনি কলা বিভাগে তারই প্রতিফলন দেখছেন।

# এডমণ্ড উইলসন

## সমালোচক ঃ সুদূর ও স্বতন্ত্র

এডমণ্ড উইলসনের 'টালকোটভিল' গৃহে আমার উপস্থিতি তাঁর নিস্তব্ধ নির্জনতা চকিত করে দিল। তিনি এত আগ্রহভরে ওয়াশিংটন তথা পৃথিবীতে কি ঘটছে তা নিয়ে প্রশ্ন করলেন যে স্পষ্ট বোঝা গেল এ বিষয়ে তাঁর প্রবল কৌতূহল আছে কিন্তু পলায়নী মনোবৃত্তির জন্য সব এড়িয়ে লুকিয়ে আছেন। তাঁর মন একাগ্র করতে পুরো একটা দিন লাগে তারপরে তিনি সাহিত্য নিয়ে কথা বলতে পারেন।

বৎসরের অধিকাংশ সময় মিঃ উইলসন মাসচুয়েটস'এর কেপ কডে কাটান। কিন্তু গ্রীষ্মে ছুটি যাপনকারীরা এসে উপস্থিত হলে তিনি টালকোভিল'এ পৈত্রিক গৃহে চলে যান। বাড়ীটি গ্রামের বাইরে প্রায় নির্জন পথের ওপরে বিচ্ছিন্ন ও সুদুর। সেই পুরোণ রীতির বারান্দা থেকে বিশাল বিস্তৃত মাঠ ও পশ্চাদপটের বনানী দেখা যায়। গৃহটি সরল গঠন—একান্ত অনাড়ম্বর।

কিন্তু, এর পা থেকে সেকেলে আমেরিকার, উত্তাপ ও সোঁদা সোঁদা গন্ধ বের হচ্ছে।

মিঃ উইলসনের শুধুমাত্র দৃঢ় চিবুক নেই—যা স্যর উইনষ্টন চার্চিলের কথা মনে করিয়ে দেয়—নিজের ক্ষেত্রে স্যর উইনষ্টনের মতো স্বাধীন কর্তৃত্ব-ক্ষমতাও আছে। তাঁর বক্তব্য দৃঢ় বিশ্বাস ফুটে ওঠে কিন্তু তবুও তা উচ্চভাষিত আত্ম-জাহিরকারি মনে হয় না। 'আমেরিকা সংস্কৃতি' অথবা 'সাহিত্য গোষ্ঠী' এই প্রকার বড বড় নামে তাঁকে আলোচনা করানো অসম্ভব। ফরাসী ধরণে সার্বজনীন নামাকরণ তিনি পছন্দ করেন না। তিনি সব লেখককে ব্যক্তিগত-ভাবে ও সব বই পৃথকভাবে আলোচনার পক্ষপাতী। জাষ্টিস ফেলিস ফ্রাঙ্ক-ফার্টার, যুক্তরাজ্য সুপ্রীম কোর্টের অত্যন্ত পাণ্ডিত্যপুর্ণ ব্যক্তি যিনি উইলসনকে সারাজীবন জানেন এভাবে কথাটা বলেছিলেন, "বানি উইলসন বিচারকের স্থির বিচার্য বুদ্ধি নিয়ে প্রতিটি পুস্তক সমালোচনা করে। আমার মনে হয় কোন লোকের সম্বন্ধে লিখবার পূর্বে সে তার বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিচার করে।

যেমন থিওডোর রুজভেল্ট তাঁর নিকটে কিপলিং'এর সারাংশ। কিন্তু তাঁর পত্রগুচ্ছ পড়বার পরে সে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির সাংস্কৃতিক পাল্লাকে পূর্ণভাবে স্বীকার করে নিয়েছে। এতে এমন একটা অমন-সংযমের ইঙ্গিত পাওয়া যায় যা শুধু বিচারকের পক্ষেই সম্ভব। কারণ, বিচারককে ব্যক্তিগত সংস্কার ও বিশেষত্ব পূর্ণ মনোবৃত্তি থেকে সরে যেতে হবে তাহলেই সে 'অহং' ভাব বিমুক্ত হয়ে গভীর দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় দিতে পারবে।

আমাদের দু'দিন ব্যাপী আলোচনা সকাল থেকে রাত্রি এবং খাবার সময়ে হয়েছিল। থেমে যাওয়া অসম্ভব—এবং দীর্ঘ চিন্তাধারাকে বাধা দিতেও খারাপ লাগে। এই কথোপকথনের সময়ে মিঃ উইলসনের বয়স ত্ষেট্টি। তাঁর ভাষাজ্ঞান অসাধারণ। তিনি সেই স্বল্প কয়েকটি সাহিত্যিক সমালোচকের অন্যতম যিনি ফরাসী, ইতালীয়, রুশ বই মৌলিক ভাষায় পড়তে পারেন এবং জার্মান ও হিব্রুভাষা ডিকশেনারীর অল্প সহায়তায়। তাই আশ্চর্য মনে হয় যে এরূপ একটি সর্বভাষাবিশারদ ব্যক্তি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অননুতপ্ত 'প্রাচীনপন্থী স্বতন্ত্র্যবাদী।' তিনি এমন এক ব্যক্তি যাঁর আকাঙ্ক্ষা অতীতের প্রতি। ত্রিশ শতকে তিনি ছিলেন মর্মভেদী সামাজিক সমালোচক—কিন্তু বর্তমান যুগ সম্বন্ধে এত বিরক্ত যে এ সম্বন্ধে কিছু লিখতে চান না।

আধুনিক উপকরণ সম্বন্ধে খুব বেশী মাত্রায় অরুচি থাকলেও তিনি টেপ-রেকর্ড করতে স্বীকৃত হলেন—আমেরিকার অন্যতম বিখ্যাত সাহিত্যিকের মনের ছাবি ধরা রইলো।

ব্র্যাগুন—ষ্টুয়ার্ট হ্যামসায়ার আপনার 'দি আমেরিকান আর্থকোয়েক' বইটি সানডে টাইমস। সমালোচনার সময়ে বলেছেন ইয়োরোপ সম্বন্ধে মনোভাবে আপনি অন্ধ দেশহিতৈষিতা জনিত ঘৃণা ও শ্রদ্ধার মনোভাবে দোদুল্যমান।

উইলসন—সে কথা খুব সত্য—তাঁর অনুকূলে একটি ভালো আলোচ্য বিষয়। এবং তিনি আরও বলেছেন যে এটা রুশদেশীয় বৃদ্ধ বুদ্ধিজীবি'র মতো একই মনোভাব—প্রসূত সে কথাও সম্পূর্ণ সত্য। আমার মনে হয়েছে যে সদাসর্বদাই রাশিয়া ও আমাদের মধ্যে অনেক বিষয়ে মিল আছে। অল্পদিন আগে টুর্গেনিভ পড়তে পড়তে আমার মনে হয়েছিল যে তিনি যে তাঁর রুশদেশীয় বন্ধুদের নিকটে লিখেছেন যে, 'ইয়োরোপ কি খারাপ'—কিন্তু মনে হয় যে রাশিয়াতে ফিরেও তাঁর মনে হবে—ইস্ 'রাশিয়া কি খারাপ।'

ব্র্যাগুন—কি কারণে আপনার মনে ইয়োরোপের মোহমুক্তি ঘটলো।

উইলসন—রুশদের যা ব্যাপার আমাদেরও তাই। নূতন একটা দেশের ধারণা আমাদের সকলের মনে ছিল। প্রথম থেকেই আমাদের সাহিত্যে এইভাব বিশেষতঃ ওয়াল্ট হুইটম্যানের ছায়া দেখতে পাবেন। আমরা অনুভব করেছি যে ইয়োরোপে এই সব ছিল; এখন তাদের পতন হচ্ছে; সময় হয়েছে নিজেদের সংগঠিত করবার—পৃথিবীকে শুভতর ও নবীনতর কিছু দেখাবার।

ব্র্যাগুন—কিন্তু, এখান থেকে নবজীবনের কি আশ্বাস আপনি পেয়েছেন?

উইলসন—এটা এই ধরণের যে নূতন আরম্ভ অর্থে-ই নূতন আস্থা।

ব্যাগুন—কিন্তু, আপনি কি কোন সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছেন?

উইলসন—হ্যাঁ, আমার মনে হয় আমরা এখানে ইয়োরোপের অনুরূপ একটা নূতন দিক দেখতে পাচ্ছি। একটা কথা খুবই প্রয়োজনীয় সে সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংরেজ বিপ্লব হয় নি। সেটা অষ্টাদশ শতাব্দীতে এখানে ঘটেছে। কাজেই আপনাদের মধ্যে একটা অদ্ভুত জাতীয় বিপ্লব ঘটেছে—যা পৃথিবীর অন্তৃতম প্রান্তে সংঘটিত হয়েছে। মুস্কিল হয়েছে ফরাসীদেশে—সেখানে যখন বিপ্লব হলো তখন সব-ই তর্কশাস্ত্রানুযায়ী—নূতন নিয়মের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন জগৎ তাই সব গোলমেলে হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে এখানে সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার: সপ্তদশ শতাব্দীর বিপ্লব সত্য সত্যই 'প্রতিষ্ঠানটিকে' অক্ষত অবস্থায় রেখেছে। কিন্তু এখানে সবই অন্যরকম। আমাদের সর্বদাই নূতনভাবে শুরু করবার একটা শক্তি আছে। কিন্তু আমার মনে হয় আমরা এখন অনেক দূরে চলে গেছি—অনেক বিষয়ে বাকী পৃথিবী একরকম হয়ে উঠেছে। আমাদের প্রায় একই রকম সমাজ নিয়ে চলতে হচ্ছে—কাজেই জাতীয় সাহিত্য ইত্যাদি—এই প্রকার কথাবার্তা দিন দিন-ই কম প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। স্পষ্টতঃই ইয়োরোপে ও আমেরিকা দিন দিন-ই এক হয়ে যাচ্ছে এবং সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে অদ্ভুত সম্পর্ক সত্বেও আমাদের মিল হচ্ছে। অনেক সময়ে আমার মনে হয় সময়-ই হচ্ছে একমাত্র ভীতিপ্রদর্শনকারী যখন আমরা পরস্পরকে চিনতে পারবো। অনান্য সকলের মতো আমিও রাশিয়াকে নিয়ে আলোচনা করেছি। ৩৫ সালে রাশিয়া গিয়েছিলাম এবং প্রৌঢ় বয়সে রুশভাষা শিখেছি। কিন্তু আমার ছেলে অনেকতাড়াতাড়ি শিখেছে হার্ভার্ডে এক বৎসর রুশভাষা শিখেছে এবং গ্রীষ্মকালীন বিদ্যালয়েও তাই শিখছে। আমি বলতে চাইছি আমেরিকায় এখন এটা শুধুমাত্র ইয়োরোপে'র সঙ্গে সম্পর্কের প্রশ্ন নয় আমাদের যৌবনে

যা সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ব্যাপার ছিল—এখন রাশিয়া, জাপান এবং পৃথিবীর অপরাপর স্থানের সঙ্গে সম্পর্ক রাখাও সমান প্রয়োজনীয়।

ব্র্যাগুন—আপনি এখন রাজনৈতিক সম্পর্কের কথা বলছেন—

উইলসন—না। না।—সংস্কৃতিগতও। রাশিয়ার সাহিত্য—প্রাচীন, আধুনিক যাই হোক না কেন এখানে প্রচুর প্রভাব বিস্তার করেছে।

ব্র্যাগুন—আপনার কি মনে হয় এখানে প্রাগ-বৈপ্লবিক রুশ সাহিত্য পুণরুজ্জীবিত হবার কোন সম্ভাবনা আছে?

উইলসন—আমি বলতে এটা সব জায়গাতেই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আমি বলতে চাইছি—প্রত্যেকেই টলষ্টয় পড়ে; প্রত্যেকেই ডষ্টভয়েস্কি পড়ে; এবং প্রত্যেকেই ক্যাথারিন ম্যানসফিল্ড যুগে চেকভ পড়ে। ইসিয়া বার্লিন উনবিংশ শতাব্দীর রুশ বুদ্ধিজীবদের সম্বন্ধে লিখেছেন—এবং আরও অনেকে।

ব্র্যাগুন—সমগ্র পৃথিবী জুড়ে এই সাদৃশ্য-বৃদ্ধির প্রসঙ্গে আমার মনে হচ্ছে যে আপনার ও ম্যালরাক্সের অনেক কিছু মিল আছে। আপনাদের দু'জনের দৃষ্টিভঙ্গী একরকম—এবং বিশ্বপ্রেম।

উইলসন—আমার মনে হয় তা সত্য এবং আমি ম্যালরাক্সের অত্যন্ত বেশী ভক্ত। প্রকৃতপক্ষে আমার মনে হয় তিনি সর্বোত্তম পশ্চিমবাসী লেখক যদি নাও হন তবুও সর্বশ্রেষ্ঠ ইয়োরোপীয় লেখক।

ব্র্যাগুন—আপনারা দুজনেই আদর্শবাদী সাহিত্য দ্বারা আকর্ষিত—তাই নয় কি?

উইলসন—না, তা সত্য নয়। আমার মনে হয় না যে ম্যালরাক্স অথবা আমি সেই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করি। আমি অন্ততঃ আদর্শবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে কোন কিছু দেখি না, লেখকের একটি সম্পূর্ণ বই অথবা যে ভাবে একদল লোক বাস করে দেখানো হয় তার তুলনায় ভাবমূলক কল্পনা অনেক কম দরকারী। এবং ম্যালরাক্সের কথা থেকে বুঝতে পারি যদিও তিনি অপরাপর ফরাসীদের মতো সবরকম সাধারণ সূত্রগঠনে অত্যন্ত বুদ্ধিমানোচিত কিন্তু রাজনীতি ক্ষেত্রে আদর্শবাদী নন বাস্তববাদী, এই দিক দিয়ে সাত্রেঁ'র সঙ্গে সম্পূর্ণ প্রভেদ—কারণ সাত্রেঁ প্রকৃতপক্ষে অষ্টাদশ শতাব্দী মনোবৃত্তিসম্পন্ন। আশ্চর্য ব্যাপার এই যে তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর রীতি অনুযায়ী মার্কসবাদ রূপান্তরিত করেছেন যা থেকে মার্কস নিজেকে মুক্ত ভেবেছিলেন। এবং রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য সম্পূর্ণ অবাস্তব—এটা যেন শুধু মৌখিক। তাঁর উপন্যাসগুলিতে এই

যুগের বৈশিষ্ট্য চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। এগুলি যেন অতি-সাংবাদিকতায় ভরা। বইগুলি খুবই মজাদার ও সুখপাঠ্য কারণ এই যুগের ঘটনা অথবা যা সদ্য ঘটে গেছে তাই এর বিষয়বস্তু। ইতালীয় লেখক মোভিয়া রুশ লেখক লেওনভ এবং আমেরিকার জন ষ্টিনবাক এই প্রকার লেখা লেখেন। অবশ্য তাঁদের মধ্যে তফাৎ আছে কিন্তু সরাসরি কৌতূহলের একটা ছায়া তাঁদের মধ্যে আছে এবং তাঁরা আপনি যে জগতে বাস করেন সেই জগৎ ও চারিদিকের ঘটনা নিয়ে লিখছেন।

যাক, ম্যালরাক্সের কথা-ই বলি—তাঁর বই অত্যন্ত মৌলিক। তাঁর। কল্পনার প্রদর্শশালা' 'র সম্বন্ধে ধারণা যেখানে সব রকম সভ্যতা ও যুগের ছবি রাখা আছে যাতে পাশাপাশি তুলনা করা যায়—কলাশিল্প সম্বন্ধে সত্যই বৈপ্লবিক গ্রন্থ এবং ম্যালরাক্সের পাঠ্য পুস্তক (দি ভয়েস অব সায়লেন্স—নিস্তব্ধতার কণ্ঠস্বর) আমার মনে হয় তাঁর গল্পগ্রন্থের মতই প্রয়োজনীয়। এটা একই সঙ্গে কলাশিল্পের ইতিহাস ও দার্শনিক কবিতা। এই বইগুলি শুধুমাত্র কলাশিল্প সম্বন্ধায় পুস্তক নয়—যেমন 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' শুধুমাত্র নেপোলিয়ান যুদ্ধের গিবণ শুধুমাত্র রোমের পতনের ও দা ক্যাপিটাল শুধুমাত্র অর্থনীতির পুস্তক নয়। অপরাপর পুস্তকের মতো এটাও পৃথিবীতে মানবের নিয়তি নিয়ে আলোচনা। ম্যালরাক্সকে আমার সেই স্বল্পতম ফরাসীদের অন্যতম মনে হয়েছে যাঁর অতীতের ফরাসী বিদগ্ধজনের মতো আন্তর্জাতিক দিগদর্শন আছে। ম্যালরাক্সে'র বই পড়বার পরেই আমি রেণাস পড়ছিলাম এবং বুঝতে পেরেছি কিভাবে রেণাস ও ম্যালরাক্সে'র অন্তর্বর্তী সময়ে ফরাসী মতবাদ সঙ্কুচিত হয়ে গেছে। ম্যালরাক্সে'র সম্বন্ধে একটা আশ্চর্য ব্যাপার এই যে রেণাস এবং উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী লেখকদের মতো ফরাসী লেখক তিনি নন যদিও ফরাসীদের সাধারণ গুণ তাঁর মধ্যে আছে। আমার স্ত্রী বলছিলেন তাঁর লিখবার কায়দায় ফরাসী অপেক্ষা জার্মাণ ভাব বেশী। তিনি নিৎসে'র পরম ভক্ত কিন্তু নিৎসে ঠিক জার্মান লেখক নন এবং আমি বুঝতে পারি না কি করে তিনি যেভাবে লেখেন ওভাবে লিখতে পারেন। তাঁর বাক্যগুলি অনেক সময়ে এত ছন্দোময় হয় যে গতি—অবশ্য আপনি যদি গতি বলেন—বোঝবার জন্য দু'বার করে পড়তে হয়। তাঁর রচনাশৈলী ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে—তাঁর শেষের উপন্যাসে এই ভাবটা বেশ পরিস্ফুট, কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে আমি এইটুকু ভাবি যে তিনি অন্যসব ফরাসী লেখক যাদের

লেখা আমি পড়েছি তাঁদের অপেক্ষা অনেক উর্ধে। যেমন, সাত্রে এমন একজন লেখক যিনি আদর্শের ছাঁচে সব দেখেন; পক্ষান্তরে, ম্যালরাক্স বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু প্রবৃত্তির পক্ষপাতী।

ব্র্যাগুন—সাহিত্য নিয়ে লিখবার সময়ে রাজনীতি কি আপনাকে প্রভাবিত করে?

উইলসন—না। অনেক লেখককে আমার স্ব-শ্রেণীভুক্ত মনে হয়। আবার এমন লেখক আছেন যাঁদের প্রতিভা এত বেশী যে আমি তাদের লেখা পড়তে অনিচ্ছুক যেমন, ডি, এইচ, লরেন্স—আমার মনে হয় তিনি অসাধারণ লেখক—কিন্তু তাঁর লেখা পড়তে আমার বিন্দুমাত্র অভিলাষ নেই। টমাস উলফ্—যাঁর সম্বন্ধে এ দেশের অনেকের অত্যন্ত উচ্চধারণা—তাঁর লেখা আমি একটাও পড়ি নি কিন্তু, তাঁর সম্বন্ধে এটুকু পড়েছি যাতে বুঝতে পেরেছি তাঁর প্রতিভা আছে। কিন্তু, তিনি আমার লেখক নন।

ব্র্যাগুন—আপনি কি করে আপনার রুচি নির্ণয় করেন?

উইলসন—মানে সাধারণতঃ আমি অসংযত অথবা রোমান্টিক লেখা পছন্দ করি না। এই কারণেই আমি লরেন্স ও উলফে'র লেখা পছন্দ করি না।

ব্র্যাগুন—বর্তমান সাহিত্যিক সমালোচনার মানদণ্ড আপনার মতে কি?

উইলসন—আমি এ সম্বন্ধে কিছুই জানি না। আমার মতে সাহিত্যিক সমালোচনা সাহিত্যের একটি বিভাগ এবং তা আমি সাহিত্য হিসেবেই দেখি আর কিছু আমি পড়তেই পারি না। যেমন, নিজেকে আমি কখনও সাহিত্য সমালোচক ভাবি না। নিজেকে আমি শুধুমাত্র লেখক ও সাংবাদিক মনে করি। সাধারণতঃ আমাকে সাহিত্য সমালোচক রূপে নির্দেশ করা হয় কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমি যা লিখেছি তা গ্রন্থ-ই-সাহিত্য সমালোচনা নয়। যে বিষয় আমার কৌতূহল উদ্দীপ্ত করে তাই নিয়ে আমি লিখি—যেমন বর্তমানে আমি ন্যু ইয়র্ক ষ্টেট ইণ্ডিয়ান নিয়ে লিখছি। আমি কখনও সাহিত্য-সমালোচনা-সম্প্রদায়ে বিশ্বাস করি না। টাকার দরকার হলে আমি সাহিত্য-সমালোচনা লিখি কারণ এটা-ই সহজতর কাজ। শুধুমাত্র বসে কয়েকটা বই পড়া—হয়তো আগেই সে বইগুলি পড়া ছিল। সাহিত্য পাক্ষিকগুলিতে যে প্রকার সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয় তা নিয়ে আমি কখনও মাথা ঘামাই নি। আমার পক্ষে বড় কথা এই যে খুব অল্প বয়সে টেইনে'র 'ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস পড়েছি এবং সেই সঙ্গে তিনি যে সকল ইংরেজ লেখকদের নিয়ে লিখেছেন তাদের

লেখাও। এইটা আমার ওপরে প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছে। তারপরে আমি মিচলেট, রেণান এবং অপরাপর ফরাসী লেখকের লেখা পড়েছি এবং আমি এই ক্ষেত্রে অপরাপর অপেক্ষা অনেক বেশী প্রভাবিত হয়েছি। ইতিহাসে সাহিত্যে আমার সমান কৌতূহল। আমি এখন গৃহযুদ্ধ সম্বন্ধে একটা বই লিখছি যা যতটা পরিমাণ ঐতিহাসিক ততটাই সাহিত্যিক। যে সব ব্যক্তি নিয়ে আমি লিখেছি তাঁরা সকলেই সুস্পষ্ট ও সুবিন্যস্ত ও লেখক কিন্তু আমি শুধুমাত্র চিঠিপত্রে নিজেকে সীমায়িত রাখি নি।

আমি বক্তৃতা, রোজনামচা, সামরিক স্মৃতিচারণ এবং অফিসের ও ব্যক্তিগত চিঠিপত্র নিয়ে আলোচনা করেছি। বর্তমানের কেতা দুরস্ত জীবন যাত্রার চেয়ে এই সব উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী ঐতিহ্যে অনেক বেশী দেখতে পাওয়া যায়।

ব্র্যাগুন—আপনার কি মনে হয় উনবিংশ শতাব্দী তার পূর্বে ইয়োরোপীয় লেখকরা পৃথিবী যেভাবে চারিদিক থেকে আটকে ধরেছিল তা আমেরিকার লেখকরা ভাঙতে পেরেছে।

উইলসন—আমার মনে হয় কিছুটা পেরেছে। কিন্তু, আমি এই দেশে বাস করি এবং আমি সর্বদা নিজের লেখা নিয়ে ব্যস্ত কাজেই এটা আমার পক্ষে বলা কঠিন। তবে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জার্মানী থেকে এর প্রমাণ আসছে দেখতে পাচ্ছি। টমাস উলফ বিরাট জার্মান লেখক এবং সত্য সত্যই তিনি জার্মান লেখক। বাইরের দিক থেকে যা দেখা যায় তাতে তার পরিবার কিছুটা জার্মান এবং আমার মনে হয় তা জার্মান রোমান্টি সমাজের ধারার সঙ্গে মিলে গেছে। যে ভাবেই হোক না কেন, বর্তমানে জার্মান বইয়ের দোকানে সর্বত্র টমাস উলফ। মিউযিকে থাকাকালীন ওদের একটা নাটক দেখেছিলাম যা খুব-ই কৌতূহলদ্দীপক কিন্তু যা এখানে কখনও হয় নি। এবং ফকনার তাঁর ছাপ সর্বত্র ফেলেছেন। আমার মনে হয় তিনি বর্তমানে সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক।

ব্র্যাগুন—যদি আপনি আমেরিকার সাহিত্যের মানদণ্ডের সঙ্গে বর্তমান ইয়োরোপের তুলনা করেন তাহলে কি আপনার মনে হয় এ দেশের সৃজনী-ক্ষমতা বৃহত্তর অথবা…

উইলসন—আমার মনে হয় ইয়োরোপে ফরাসীরা চমৎকার ভাবে মানদণ্ড ধরে আছে। আমি তো আগেই বলেছি ম্যালরাক্স ইয়োরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক এবং আমার মনে হয় ফরাসী সাহিত্যে প্রাণশক্তি সর্বপেক্ষা বেশী।

কিন্তু এদেশ সম্বন্ধে কিছু বলা আমার পক্ষে কঠিন কারণ, আমি এমন এক সময়ে বড় হয়েছি যা হয়তো সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক যুগের অন্যতম।

আমার মনে হয় এদেশে দুটি বড় সাহিত্যিক যুগ ছিল। একটি গত শতকের পঞ্চাশ সালে যখন হথোর্ন, ইমারসন, থরো, মেলভিল, ওয়াল্ট হুইটম্যান ছিলেন; এই লেখক বর্গ ও ওলিভার ওয়েণ্ডেলের মতো অপেক্ষাকৃত কম বিখ্যাত লেখক আমি তাঁর সম্বন্ধে ভার্জিনা উলফ লিখিত চমৎকার একটি রচনা পড়ছিলাম—হোম ও লংফেলো'র মতো লেখক ইংলণ্ডে যথেষ্ট পরিচিত। হুইটম্যান তো রীতিমতো সাড়া জাগিয়ে তুলেছিলেন।

তারপরে কিছুদিন বিরতি। গৃহযুদ্ধের পরের সময়টা নানা কারণে অত্যন্ত মন্দ সময়। এই সময়ে আমেরিকার লেখক, চিত্রকর ও অপরাপর শিল্পীরা ফ্রান্সে ও ইংলণ্ডে উপনিবেশ স্থাপন করে, এটা হুইসলার ও হেনরী জেমসে'র যুগ। কিন্তু, তারপরে যুক্তরাজ্যে একটি সম্পূর্ণ নূতন সংস্কৃতিক যুগ আরম্ভ হয় নির্দিষ্টরূপে থিওডোর রুজভেল্টের শাসনকালে ধীরে ধীরে এ তার পথ করছিল এবং ১৯১২ থেকে ১৯১৬ সালের মধ্যে যখন আমি কলেজে পড়ি তখন এটা পূর্ণরূপে শুরু হলো। কাজেই, বিংশ শতাব্দীর সময়টা যা অনেক দিক দিয়ে বিশ্রী তা আমেরিকার সাহিত্য ও কলাশিল্পের পক্ষে অত্যন্ত সু-সময়।

তারপর আমরা সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে ইয়োরোপে পৌঁছিতে থাকি। ইলিয়টে'র তখনও হেনরী জেমসীয় যুগের মনোভাব ছিল—তিনি ফ্রান্স ও জার্মানীতে শিক্ষালাভ করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত ইংলণ্ডে বসবাস করেছেন। ইলিয়ট ও ভ্যান ওয়াক ব্রুকসে'র সম্পর্কের মধ্যে সবটা বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। তাঁরা একসঙ্গে হার্ভার্ড গিয়েছিলেন এবং এই সময়ে ইলিয়টের মত ব্যক্তির পক্ষে বিদেশে বসবাস করাই স্বাভাবিক ছিল। প্রকৃত পক্ষে অনেক লোকের পক্ষে এই ছিল একমাত্র পথ। কিন্তু এই ঘটনা সেই সময়ের যখন আমেরিকায় সাহিত্যিক আন্দোলন সবে আরম্ভ হচ্ছে—ব্রুকস্ ছিলেন এই আন্দোলনের সক্রিয় অংশভাক। এই ঘটনাটি প্রয়োজনীয়। ব্রুক ও ইলিয়ট সর্বদাই পরস্পরের সঙ্গে গোলমাল করেছেন কিন্তু তবুও তাঁরা অনেক বিষয়ে একরকম। ইলিয়ট ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন। ব্রুকস্ যিনি হার্ভার্ডে ওঁর সতীর্থ ছিলেন তিনিও ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন কিন্তু তিনি আমাকে বললেন যে ইংলণ্ডে গিয়ে তিনি যুক্তরাজ্য ভিন্ন অন্য কোন কথা ভাবেন নি এবং সেখানেই তিনি আমেরিকা

সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁর প্রথম বই। 'দি ওয়াইন অফ্ দি পিউরিটনস' যা ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল তা লেখেন। এবং তারপরে ফিরে এসে জীবনের অবশিষ্টাংশ আমেরিকার সাহিত্যে উৎসর্গ করেন। তাঁর প্রথম বই এবং যা তিনি বিংশ শতাব্দীতে লিখেছিলেন তা সেই সময়ে বৈপ্লবিক ছিল এবং লোকের মনে প্রবল ছাপ ফেলে ছিল।

ব্যাগুন—কি জন্য বৈপ্লবিক ?

উইলসন—কারণ, তাঁর বই সাধারণ ভাবে আমেরিকা সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীব্র সমালোচনা। তিনি আমাদের উনবিংশ শতাব্দীর ক্লাসিকাল লেখকদের সমস্ত ভুল ক্রটি দেখিয়েছিলেন এবং এটা সে সময়ে এতো অনিয়মানুগ ছিল যে স্ক্রিবনার। 'আমেরিক'স কামিং অফ এজ—আমেরিকার সাবালকত্ব' বই ছাপতে স্বীকৃত হয় নি। ডবলি. সি. ব্রাউনেল, যিনি আমেরিকার সমালোচক-দের মধ্যে শ্রদ্ধেয়তম, তিনি তখন স্ক্রিবনারের সম্পাদক—এবং তিনি ব্রুকসকে বলেছিলেন যদিও তিনি অনেক বিষয়ে একমত কিন্তু এখনও এসব কথা প্রকাশ্যে বলবার সময় আসে নি। এর পরে, ভ্যান ওয়াক ব্রুকস্ সেই বিশাল সৃষ্টি নিয়ে ব্যাপৃত হন—আমেরিকার সাহিত্যের পাঁচ ভলিউমের ইতিহাস—যা অল্প বিস্তর যে ধারার কথা আমি বলছি তার ওপরে প্রতিষ্ঠিত—এবং যা বর্তমানে শেষ হয়েছে। ঠিক এই প্রকার সৃষ্টি ইংলণ্ডে কখনও হয় নি—এটা অনেকটা ফরাসী সাহিত্যের ইতিহাসে'র মতো। প্রকৃতপক্ষে, যতটা আমি জানি, ব্রুকসের পূর্বে কেউ আমেরিকার সাহিত্য আগাগোড়া পড়ে নি এবং তিনি যা করেছেন তেমনি ধর্ম ও রাজনীতি বাদ দিলেও সেখানে প্রচুর সংগ্রহ আছে। এই বিষয়ে তিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছেন এবং তাঁর শ্রম বিস্ময়কর। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে সমালোচক হিসেবে এটা তাঁকে বাধা দিয়েছে কারণ তিনি পৃথিবীর সাহিত্য পড়বার সময় পান নি। ইলিয়ট ইয়োরোপে গিয়েছিলেন এবং ম্যাথিউ আরনল্ড যা পড়েছিলেন সে সব—এবং ম্যাথিউ আরনল্ডের পরে যা লেখা হয়েছিল সে সব-ই পড়েছিলেন—কিন্তু এদিকে ব্রুকস্ যুক্তরাজ্যে ফিরে এসে আমেরিকার সাহিত্যে ডুবে গিয়েছিলেন। এই দিক দিয়ে তিনি বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যিক আন্দোলনের ধারক।

আমরা আমেরিকার বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করছি এবং সমগ্র ব্যাপারটা বিশেষতঃ গৃহযুদ্ধে'র পূর্বের অংশ সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রথম দিকের মতো।

এই সময়ে ৩৫ সালে আমি যখন রাশিয়াতে ছিলাম, তারা অপেক্ষাকৃত

উদারনৈতিক নীতি'র অধীনে ছিল—তারা বলতে আরম্ভ করেছিল কি ভাবে তারা পশ্চিম থেকে ও বুর্জোয়া জগৎ থেকে সংস্কৃতি শিখবে। তারা সোভিয়েট ইউনিয়নে নূতন মানবতা সৃষ্টি করছিল কিন্তু তার আগে তাদের পশ্চিমের যা ভালো বুর্জোয়া ও সামন্ততন্ত্র যুগের যা যা ভালো নিজের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ঠিক এটাই আমাদের দেখাবার বিষয় ছিল। যে সব আমেরিকাবাসী তখন বিদেশে ছিলেন—যাঁরা ইয়োরোপীয় সাহিত্য ও অপরাপর জিনিষ লিখেছিলেন—তাঁরা এটা এই অভীপ্সা থেকে করছিলেন যে ইয়োরোপের শ্রেষ্ঠ জিনিষগুলি আমরা এখানে নিয়ে আসব এবং এখানে নূতন মানবতা সৃষ্টি করবো।

তারপরে বিংশ শতাব্দীতে এই ধারণার খানিকটা পরিবর্তন হলো এবং যদিও অনেক আমেরিকান তখনও বিদেশে যেতেন, হেমিংওয়ে প্যারিসে বাস করতে গেলেন এবং আরও অনেকে গেলেন, তবুও এখন আমরা প্রধানতঃ আমেরিকার সাহিত্য নিয়ে ব্যস্ত; আমরা আমেরিকাকে কিছু একটা করে তুলতে চাইছি—আমেরিকা-সংস্কৃতি গড়ে তুলতে চাইছি। এই বিষয় নিয়ে সবাই আলোচনা করতো। বিশ ও ত্রিশ শতকে লেখা আমার নিজের প্রবন্ধগুলি পড়ে আমি বুঝতে পারি যে এটাই আমরা সব সময়ে করছিলাম। আমরা জার্মানীদের বাক্যের রীতি নিয়ে গবেষণা করেছি তারপরে তা আমেরিকার জীবনের মিলিয়ে নিয়ে এই প্রকার আমেরিকা-নাটক সৃষ্টি করতে চেয়েছি। ও'নীলের অনেক লেখা—'দি গ্রেট গড ব্রাউন'-এর মতো নাটক এই যুগের ওপরে নির্ভর করে লেখা। এবং ডস পসেসে রাশিয়ায় গিয়ে রাশিয়ার লেখকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি 'জুলে রোমানস' পড়েছেন। এবং স্পষ্টই বোঝা যায় যে এই কারণে তিনি উপন্যাস ও নাটকে ব্যক্তির অপেক্ষা সমষ্টির প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি আমেরিকা-জীবনে এই ভাবটি আমদানী করতে চেয়েছিলেন।

রাজনীতি ও সাহিত্যক্ষেত্রে যা এখন সব উল্টে দিচ্ছে তা হচ্ছে এই যে মুহূর্তে আমরা একীভূত করবার ধারণা হারিয়ে ফেলব—এবং এখন তাই হয়েছে—তখনই পায়ের নীচের মাটি সরে যাবে। আমি অনুভব করছি গত মহাযুদ্ধ থেকে আরম্ভ হয়েছে।

ব্রাওন—আপনি প্রকৃতপক্ষে অনুকরণ—সংস্কৃতির কথা বলেছেন? আপনার কি মনে হয় আমেরিকা-সংস্কৃতি বলে কিছু আছে?

উইলসন—উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এবং এই শতাব্দীর বিশ শতকেও আমরা যা নিয়ে আলোচনা করেছি তা হচ্ছে—কিভাবে এটা, সেটাকে আমেরিকাভাবে ভাবিত করা যায়? আমরা শুধুমাত্র অনুকরণ করতে চাই নি আমেরিকা-সংস্কৃতি গড়ে তুলতে চাইছি। এবং বিভিন্নধর্মী লেখক ও লেখা সৃষ্টি করেছি।

বর্তমানে, আপনি আমেরিকার ধারা সম্বন্ধে নানারকম কথা শুনতে পান এটা কি দিয়ে তৈরী—এবং বাহ্যতঃ ভিন্নধর্মী লেখকদের মূলতঃ কি বিষয়ে মিল আছে—এবং সত্য কথা বলতে কি, আমার মতে এর মধ্যে অনেক কিছুর-ই কোন অর্থ হয় না। আমেরিকা-সংস্কৃতি কি তা আমি জানি না। বিদেশীরা বলে তারা বিচিত্রধর্মী লেখকদের মধ্যে কতগুলি মিল দেখতে পায়—কিন্তু আমি প্রায়ই তা দেখতে পাই না—হয়তো আমি এখানে উপস্থিত আছি সেটাই-এর কারণ।

একটা ব্যাপার আমার নিকট আশ্চর্যতম মনে হয় যে ইংলণ্ডের প্রত্যেকেই সর্বদা ভাবে যে আমরা আমেরিকায় অত্যন্ত নিঃসঙ্গ। যেমন, ভি. এস. প্রিচেট বলেছেন, আমার মধ্যে একটা নিঃসঙ্গতার সুর আছে কিন্তু, আমি নিজের মনে একটুও নিঃসঙ্গতা অনুভব করি না। যেহেতু আমাদের লণ্ডন বা প্যারিসে'র মতো সাংস্কৃতিক শহর নেই—তাই আমরা চারিদিকে ছড়িয়ে আছি। আমি বলতে চাইছি আমাদের কোন 'অস্তিত্বমূলক কাফে' বা লণ্ডনের সাহিত্যিক দল নেই। কিন্তু তাতে প্রমাণ হয় না যে আমেরিকার লেখকরা নিঃসঙ্গ। বিদেশীরা হয়তো আমেরিকায় এসে নিঃসঙ্গতা অনুভব করে। কিন্তু, আমরা করি না। ইংলণ্ডে, যেমনি অডেন বলেছেন, সব কিছু পারিবারিক জীবনের মতো। তিনি এর হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য ইংলণ্ড ত্যাগ করতে প্রস্তুত। হেমিংওয়ে, ডস পাসোস, ফকনার এবং আর সকলেরই গ্রামে বাড়ী আছে। আমি এখানে বাস করি। অনেক আমেরিকা-লেখক এ ভাবে বাস করেন—অবশ্য অনেকে কলেজে শিক্ষাদান করেন এবং অনেকেই থর্নটন ওয়াইল্ডে'র মতো আন্তর্জাতিক জীবন যাপন করেন। ইংলণ্ডে একটি নির্দিষ্ট সাহিত্যিক জগৎ আছে—তা এখানে নেই। আমেরিকার লেখকদের পরিবার আছে—তারা মাঝে মাঝে একে অপরকে দেখে ও চিঠিপত্র লেখে। এটা হতে পারে যে ইয়োরোপীয় ও আমেরিকার লেখকদের মধ্যে থরো ও হ'থর্নের জন্য নিঃসঙ্গ ভাবে। কিন্তু, শুধুমাত্র ভৌগলিক ভাবেই আমেরিকা-লেখকরা নির্জণতাপ্রিয়।

কথা হচ্ছে যে, ইয়োরোপীয়রা এখানকার ব্যাপ্তি ও দূরত্বে অভ্যস্ত নয়। তারা ধারণাও করতে পারে না যে আমাদের এ বিষয়ে অভ্যাস আছে। অবশ্য, নিউ-ইয়র্ক, চিকাগো আগে বর্তমান অপেক্ষা অধিকতর রূপে বুদ্ধিজীবি-কেন্দ্র ছিল। এখন এরকম কেন্দ্র বলতে হাভার্ড ও কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের চারিদিকের স্থান।

ব্র্যাগুন—আপনার কি মনে হয় ইয়োরোপীয় প্রভাব থেকে আমেরিকার লেখকরা এমন কিছু গড়ে তুলতে পেরেছে যাকে আমেরিকার সংস্কৃতি বলা যায়?

উইলসন—সত্যই, আমি জানি না। ইংরেজী, আমেরিকা ও ফরাসী সাময়িকপত্রে এ সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ পড়ছি কিন্তু, আমি সত্যই জানি না।

ব্র্যাগুন—এ রকম বলা হয় যে আমেরিকার লেখায় যে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের প্রকাশ তা তাদের চরিত্রগত—এবং অনেকে বলে—

উইলসন—সমসাময়িক লেখার সম্বন্ধে আমি খুব অল্প জানি। আমি কেরুউকে'র একটি বই 'দি সাবটারে নিয়ান' পড়েছি। তার মধ্যে প্রতিভার স্বাক্ষর আছে কিন্তু তা নিতান্ত ক্ষীণ ও ক্ষয়িষ্ণু। সালিঞ্জার'কে আমার খুব ভালো লাগে—সে স্বল্পতমে'র মধ্যে একজন যার লেখা আমার ভালো লাগে। মনে হয় যেন, আমার সমসাময়িকদের লেখা অধুনা ইয়োরোপে পৌঁচেছে—এবং নূতন বলে গৃহীত হয়েছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই লেখকরা ষাট সত্তর দশকের মধ্যের। জার্মানীতে টমাস উলফে'র প্রভাব—কিন্তু উলফ বহুদিন হলো মৃত—এবং অপরাপর লেখকরা অনেক দেরীতে ফ্রান্সে সাড়া জাগিয়েছে।

ব্র্যাগুন—ইলিয়ট ও গারট্রুড ষ্টেনোর হারাণো দল কি করে আমাদের দলে মিশে গেল। আমার মনে হয় তাদের তাহলে একই প্রকার বুদ্ধিবৃত্তি'র শূন্যতার সাক্ষাৎ পাওয়া প্রয়োজন।

উইলসন—আমার মনে হয় না গারট্রুড ষ্টেনে'র সময়ে কোন বুদ্ধিবৃত্তিমূলক শূণ্যতা ছিল, আমি বলতে চাইছি তখন বুদ্ধিজাদি আলোড়নের কাল, তদানীন্তন আমেরিকার যুদ্ধে বিশ্রী অভিজ্ঞতা হয়েছিল—কিন্তু তা তাদের সঞ্জিবীতও করেছিল। তাদের আমি মোটেই হারাণো দল ভাবি না।

ব্র্যাগুন—বর্তমানে ইংলণ্ডের হারাণো দল হচ্ছে 'ক্রুদ্ধ যুবকের দল।'

উইলসন—আমার মনে হয় এখানকার 'পরাজিত' দল-ই অনেকটা ঐ

রকম, এই সমাজ-বিরোধী লেখক গোষ্ঠী বর্তমান অবস্থায় সমগ্র পৃথিবীতে-ই এক রকম। এদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জীন গেনেট ত যে আর সকলের চাইতে অসামাজিক ভাব অনেকটা বেশী টেনে নিয়েছে এবং দক্ষতা-ত যার বেশী। আমার মনে হয় ম্যালরাক্সে'র পরেই সে সর্বপেক্ষা প্রয়োজনীয় ফরাসী ঔপন্যাসিক।

ব্র্যাওন—আমাদের যুগের এই 'সমাজবিরোধী' প্রতিক্রিয়ার কি কারণ আপনার মনে হয়?

উইলসন—আমার মনে হয় মানবের মনে এই পৃথিবীর সম্বন্ধে একটা সাধারণ অসন্তোষ আছে। ত্রিশ শতকে বিচিত্র চিত্ত বুদ্ধিজীবিরা মার্কসবাদের পথে প্রতিক্রিয়া দেখাতো—এবং সত্যসত্যই মার্কসবাদীদের পরম আশা ছিল সোভিয়েট ইউনিয়ন। কিন্তু, সোভিয়েট ইউনিয়ন তাদের সঙ্গে তিক্ত ব্যবহার করেছে—শেষে দেখা গেল এটা বিশাল, বড বৃদ্ধ ভীতিপ্রদ রুশীয় সন্ত্রাসবাদ, এতে তাদের বিশ্বাসানুযায়ী কিছুই নেই—এবং তারা বুঝাতে পারে না এই বর্তমান জগৎ নিয়ে কি করবে।

আমি উনবিংশ শতাব্দীতে জন্মেছি—এবং উনবিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ লোকের মতো আমার এখনও আছে অনেকটা প্রবৃত্তিজনিত ভাবে মানব—প্রগতিতে বিশ্বাস—সেই দৃঢ বিশ্বাস যে পৃথিবী গুড়ো হয়ে যাবে না—সংস্কারের মুল্য সম্বন্ধে বিশ্বাস। কিন্তু এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যারা পরে জন্মেছে তাদের মনে এ বিশ্বাস নেই।

অনেক তরুণ যারা আমাদের সময়ে কলেজে 'মানবতোবাদ' পড়তে যেতো এখন রসায়নশাস্ত্র পড়তে যায় এবং কোন রাজনৈতিক চেতনা-ই নেই অথবা তারা মনস্তত্ত্ববাদ বা সেই রকম কিছু পড়তে যায়।

ওপেনহিমার এই প্রকার ব্যাপারের চিত্তাকর্ষক উদাহরণ। তার জীবন-যাত্রা যে রকম তা আমার বলে সম্ভব হতো না। সে অঙ্ক ও রসায়ণ পড়েছে এবং সে বাস করে সম্পূর্ণ ভাবমূলক বুদ্ধিজীবি'র জগতে। তারপরে সে সাম্যবাদে আকৃষ্ট হয় কিন্তু এটাও তার পক্ষে সম্পূর্ণ ভাবমূলক। তখন সে এটা ছেড়ে দিয়ে রসায়ণের ভাবমূলক জগতে ফিরে গেল এবং মিশ্রিত বোমা নিয়ে কাজ করতে থাকে। আমার সমকালীন কারো দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই এই জীবনযাত্রার কোন অর্থ নেই তবুও এটা ওপেনহামারের যুগীয় দলের চরিত্রগত।

ব্র্যাওন—আপনি বলতে চাইছেন যে এর অর্থ ধারণার প্রগতি নয় অথবা মন……

উইলসন—মানব সমাজের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই বলেই আমার মনে হয়েছে।

ব্র্যাওন—কিন্তু, এর কারণ কি কল্যাণমূলক রাজ্য নয়—যা হোক যুক্তরাজ্যও কল্যাণমূলক—যাতে নূতন গন্তব্য খুঁজে পেতে—সেজন্য চেষ্টা করতে কঠিন হয়ে উঠেছে, যৌবন নিরাপত্তা চায়—এবং এটা সে দিন দিন-ই অধিকতর রূপে পাচ্ছে, কাজেই বিপ্লবী যুবকদের পক্ষে—

উইলসন—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, কিন্তু আমি কোন সমাধানের ইঙ্গিত দিতে পারি না। আমার মনে হয়, ব্রিটেনে যুদ্ধের পরে কল্যাণমূলক রাজ্য হয়েছে, রুজভেল্টের শাসনকালে প্রথম দিকে আমাদেরও সেই রকম একটা কিছু ছিল কিন্তু তারপরে, সবই আমাদের পক্ষে একটা বিরাট যুদ্ধ সৃষ্টির ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো, এবং ঠিক তাই হয়েছে সে ভাব এড়াতে পারছে না। বর্তমান জগতে আমেরিকার অভিনয় অংশে এবং আমাদের জীবনে তার প্রভাবে আমার একটুও সহানুভূতি নেই—এতে অত্যন্ত বেশী অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে, তাই এই পরাজিত দল যে অসামাজিক হয়ে উঠবে; তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। তারা 'জেন বৌদ্ধবাদ' এবং এক রকম সব ব্যাপার নিয়ে মেতে উঠেছে যা তাদের সামাজিক বাস্তবতা থেকে সরিয়ে দিচ্ছে।

ব্র্যাওন—বোধহয় এখানকার জনশিক্ষা'র জন্য এটা হচ্ছে।

উইলসন—এটা অবশ্য হতে বাধ্য, একতা'র ধারণাই এমন একটা কথা যা নির্দিষ্ট খানিকটা গিয়ে থেমে যায়। স্বাধীনতার সনদে বলা হয়েছে, 'সব মানব একভাবে সৃষ্ট' কিন্তু এটা বুঝিয়ে দিয়েছে 'জীবন মাত্র স্বাধীনতা ও সুখভোগ' করবার সমান অধিকার। এটা চমৎকার ধারণা—কারণ এটা খুব-ই সত্য যে প্রত্যেকের বেঁচে থাকবার সুযোগ, নিজের গুণাবলীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রয়োগ, নিজের ক্ষমতানুসারে বেঁচে থাকবার অধিকার থাকা প্রয়োজন। এবং আমার মনে হয়, এর বাইরে সমান অধিকারের ধারণা ভুল পথে চালিত করে।

সমাজতন্ত্রবাদের সঙ্গে সঙ্গে—মার্কস, এঙ্গেলস প্রমুখ সব সমাজতন্ত্রবাদীরা রামরাজ্যবাসী হয়ে ওঠে—তারা বলে মজুরী—ক্রীতদাসত্ব সরিয়ে দিতে হবে। যে সকল নিন্দাবাদ তারা করে তা প্রকৃত। এই রকম একটি মূলগত অধিকার স্বীকৃতি পেলে, লোকরা সমান অধিকারের আদর্শ নিয়ে আর মাতামাতি করবে

না। যে সমানাধিকার নিয়ে কলহ তা হচ্ছে সীমা অতিক্রম করবার ইচ্ছা। যদি তারা কোনও চাকুরী বা শ্রেষ্ঠত্বের ডিগ্রী লাভ করতে গিয়ে বাধা পায় তাহলে তারা সেই বাধা দূর করতে চায়। এবং এটাই আমাদের জনশিক্ষায় ফিরিয়ে আনে। এতে সক্ষমদের সীমতিক্রম করা কঠিন হয়ে ওঠে করে কারণ তারা অপেক্ষাকৃত অক্ষমদের দ্বারা আটকে থাকে, আমি অসম গুণসম্পন্ন ছাত্রদের জন্য অ-সম বিদ্যালয়ের পক্ষপাতী। কিন্তু, উচ্চ ও নিম্ন বিদ্যালয়ে অংশ ভাগ করে দেওয়া অথবা স্কুলের ডিপার্টমেণ্ট নিশ্চয়ই জাতি, বর্ণ নির্বিশেষে ক্ষমতার ওপরে নির্ভর করে ভাগ করা হবে।

"ইংলণ্ডের প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত বেশী, ইঙ্গিতপূর্ণ ও কৌতূহলদ্দীপক" ঠিক এই প্রকার কোন কথা আমাদের এখানে বলা যায় না—বা অন্য কোনও দেশে আছে বলে আমার মনে হয় না। মনে হয় যেন ইংলণ্ডের প্রতিষ্ঠানগুলি এমন একটা শক্তিলাভ করছে যা শ্রেণীগত শাসনকর্তৃত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছে।

ব্র্যাণ্ডন—এটাকেই বোধ হয় বলা হয় 'ভাবধারা'

উইলসন—এটা শুধুমাত্র 'ভাবধারা' নয় কারণ এখানে লোকরা একটা বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয় এবং একে অপরের সঙ্গে একটা বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করে। আমাদের এখানে কোন প্রতিষ্ঠান নেই।

ব্র্যাণ্ডন—একটা কারণ বোধ হয় যে এখানে স্থায়িত্ব নেই।

উইলসন—ঠিক কথা, আমি-ও তাই বলি। একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান থাকবার অনেক সুবিধে। আর এক কথা, রাগী ছোকরার দল এটা ভেঙে ফেলবার যতই চেষ্টা করুক না কেন—আমার মনে হয় তারা এর বাইরে যেতে পারবে না। আমি বলতে চাইছি—যখনই জন অসবর্ণ বলে যে তার মা একটি সাধারণ বিদ্যালয় পরিচালনা করেন তখনই সে মনে করিয়ে দেয় যে তার দাদু ইটনে ছিলেন। অথবা, জন ওয়েন এবং কিংসলে এমিস-এর কথা মনে করুন। তারা অক্সফোর্ডে······

ব্র্যাণ্ডন—আপনার মতে নাট্য-সমালোচকের ভূমিকা কি হওয়া উচিত?

উইলসন—আমার মনে হয় উৎকৃষ্টতম শিল্পে সমালোচনার জন্য গঠিত নিয়মাবলী ব্যর্থ হতে বাধ্য। আমাদের আমেরিকা সমালোচক পল এলমার মোর ও আরভিং ব্যাবিট যারা নিজেদের মানবতাবাদী বলে এর উদাহরণ—এবং যে-সব রুশী সমাজতন্ত্র বাস্তবতার কথা বলে তারা অন্য প্রকার উদাহরণ। সমাজে লোকরা তাদের চোখের যে প্রকৃত সৃষ্টির সঙ্গে অস্তিত্বহীন আদর্শ কাজ

—যার অস্তিত্ব তার মন ছাড়া আর কোথাও নেই তুলনা করে—সেটা সম্পূর্ণ বাজে সমালোচনা। অ্যারিষ্টটল বিয়োগান্ত নিয়মাবলী লিখতে পারেন নি যতদিন না মহৎ গ্রীক বিয়োগান্ত নাটক সমূহ লেখা হয়েছিল, কেউ পারে না। শিল্পী নিয়মাবলী পূরণ না করলে সমালোচক নিয়ম রচনা করতে পারে না।

ব্র্যাওন—যুদ্ধের পরের ইংরেজী সাহিত্য সম্বন্ধে আপনি কি অনুভব করেন যুদ্ধোত্তর ইংরেজ সিদ্ধি?

উইলসন—আমি এভাবে ইংরেজদের সমালোচনা করতে চাই না যাতে আমাদের পক্ষে শ্রেষ্ঠতা বোঝায়—কারণ, আমার মনে হয় না যে এখন আমরা যা করছি তা খুব কৌতূহলোদ্দীপক অথবা বিশিষ্ট। আমার মনে হয় ইংলণ্ডে কিছু একটা ঘটেছে যা খুব-ই মজার।

একটা কথা গত শতাব্দীতে ফরাসী প্রভাবিত সব সাহিত্যিকদের অভিযোগ ছিল যে সাধারণভাবে ইংরেজী উপন্যাসের আকারগত দোষ আছে। যে-সব লেখক হেনরী জেমস, জর্জ মুরে এবং বানার্ড—যারা গঠন সম্বন্ধে আগ্রহী তারা সবাই ফরাসী-উপন্যাস ও টুর্গেনিভের ভক্ত ছিলেন এবং এ নিয়ে কিছু করতে চেষ্টা করেছেন যা ধারাবাহিক ইংরেজী উপন্যাস গোত্রীয় না হয়ে ওঁদের সৃষ্টির সমধর্মীয় হয়েছে। কিন্তু, এই লেখকদের কেউ ইংরেজ নন। অথচ এখন ইংলণ্ডে অন্ততঃ আমার তাই মনে হয়েছে যে গঠন ও রচনাশৈলী অত্যন্ত উচ্চগ্রামে উঠেছে কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মতো কোন মূল্যবান বিষয় নিয়ে উপন্যাস নেই। সেই ভাবটাই হারিয়ে গেছে। অনেক লেখক আছে যারা যথেষ্ট ভালো লেখে কিন্তু ছোট ছোট উপন্যাস লেখে। আমার স্ত্রী যেমন বলেন সে-সব এখানে ছোট ছোট কেকে'র মতো পাঠানো হয়।

প্রকৃতপক্ষে, আমি আমেরিকার বড় গল্প অপেক্ষা ইংরেজী উপন্যাস বেশী পড়ি কারণ আমেরিকার বিষয়বস্তু অত্যন্ত বাজে ভাবে লেখা ও সম্পূর্ণ গঠনহীন। কিন্তু ইংরেজী লেখাগুলি ডিকেন্স ও থ্যাকারে, জর্জ ইলিয়ট ও মেরিডিথ ও হার্ডি—এবং বেনেট, ওয়েলস অপেক্ষা অনেক সঙ্কীর্ণ পরিধিতে লেখা। অবশ্য বেনেট ফরাসী গল্প দ্বারা অনেকটা প্রভাবিত। তিনি বলেছেন, 'ওল্ড ওয়াইভস্ টেল' মোঁপাসার 'ইনি ভিউ' দ্বারা অনুপ্রাণিত কিন্তু এটা এতো অন্যরকম যে কেউ তা অনুমানও করতে পারবে না—এবং এতে চিরাচরিত ইংরেজী উপন্যাসের দৃঢ়তা ও সুযোগ সুবিধে আছে। এই জিনিসটাই এখন হারিয়ে গেছে। এঙ্গাস উইলসন প্রকৃতই উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ ঔপন্যাসিকদের

অনুরাগী এবং তিনি জোলাকেও গভীর ভাবে শ্রদ্ধা করেন যাঁর সম্বন্ধে চমৎকার ছোট্ট বই লিখেছেন। কিন্তু তাঁর নিজের উপন্যাস জটিলতা সত্বেও যদিও অত্যন্ত চমৎকার তবুও পুরণো ব্যাসের মধ্যে পড়ে না।

ইংরেজ লেখকদের আর একটা আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে গদ্য সাহিত্যের বর্তমান দুরবস্থা। এই ভাষা এর প্রাচুর্য হারিয়ে ফেলেছে। ইংরেজী গদ্যের সেই নতুন নতুন শব্দ আবিষ্কারের কথা মনে করুন। ভার্জিনিয়া উলফ-ই শেষ বিশিষ্ট উদাহরণ।

কিন্তু কবিতার মধ্যে এই প্রাচুর্য বেঁচে আছে। অডেন, ডে লুই এবং লুই ম্যাকনিসের, বিশাল ও বিচিত্র শব্দভানার এবং ভাষার আশ্চর্য চালন-ক্ষমতা। আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় যে জন বেঞ্জামিনের পরের বার রাজকবি হবার কোন সম্ভাবনা আছে? তিনি ইংরেজদের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম এবং, আমার মনে হয় তাঁর পোয়েট লরিয়েট হওয়া উচিত এবং রাজ পরিবারকে একটু ঔপনাগরিক করে তুলুক এই চাই।

ব্র্যাগুন—আপনি গোড়ার দিকে বলেছিলেন যে ফরাসী সাহিত্য ইংরেজী সাহিত্য থেকে অনেক ফলবান।

উইলসন—হ্যাঁ। প্রথমতঃ ফরাসী সাহিত্যিক ঐতিহ্যধারা এখনও এত প্রয়োজনীয়, এটা এতো পুরাতন ও এত সু-উন্নত এবং এত গভীরতার সঙ্গে সব গ্রহণ করেছে যে নিরুৎসাহ করা কঠিন। কিন্তু, আর একটা সহজ কথা এই যে ইংরেজ ও জার্মানদের মতো ফরাসীরা যুদ্ধে অতটা লিপ্ত হয় নি—যুদ্ধাবশেষে জার্মান সাহিত্য জাঙ্গারও বিচেট ভিন্ন—প্রায় অস্তিত্ব-ই ছিল না। আর ফ্রান্সে অপেক্ষাকৃত কম লোক নিহত হয়েছিল এমন কি পতনের সময়েও লেখকরা লিখতে পেরেছে। যুদ্ধের শেষে ম্যালরাক্স, সাঁত্রে, গেনেট এবং আরও অনেকের আবির্ভাব। সেলিন নির্বাসিত হয়েছিল—এখন ফিরে এসেছে। লেজার যুক্তরাজ্যে লিখছে। বহু ইংরেজ লেখক যুদ্ধে নিহত হয়েছে। আর যুদ্ধের পূর্বে যে-সব লেখক ইংলণ্ড ত্যাগ করেছে তাদের বয়কট করবার একটা প্রবণতা দেখতে পাই। আমার মতে যুদ্ধের এই অন্তবর্তীকালে অডেন ও হোয়াটহেড সত্য-সত্যই সাহিত্যজগতে সর্বশ্রেষ্ঠ ইংরেজ। আমি ইয়েটস, জয়েস ও শ'কে আইরিশ হিসেবে বাদ দিচ্ছি। কিন্তু অডেন ও হোয়াটহেড খুব বেশী মাত্রায় ইংরেজ। ওরা দুজনেই আমেরিকায় বাস করতে এসেছিলেন—আমি যা শুনেছি তাতে বিশেষতঃ অডেনের ছবি ইংলণ্ডের দেওয়ালে দেওয়ালে টাঙান থাকে

হোয়াটহেড সম্বন্ধেও এ কথা সত্য কারণ শুনেছি ইংলণ্ডে হোয়াটহেডকে নিয়ে একথা বলা ফ্যাশন হয়েছে যে তিনি গাণিতিক হিসেবে চমৎকার এবং আদর্শ তার্কিক কিন্তু দার্শনিক হিসেবে কোন কাজের নন, বার্ট্রাণ্ড রাসেল তাঁর সম্বন্ধে এই কথা বলেছেন—অবশ্য সেজন্য বলছি না। রাসেল এখানে বহুদিন ছিলেন।

ব্র্যাণ্ডন—আপনার কি মনে হয় আমেরিকাবাসীরা দেশত্যাগী লেখকদের অধিকতর সমাদৃত করেছে?

উইলসন—হ্যাঁ। ইলিয়টের প্রতি আমাদের অনুরাগের সীমা নেই। আমার মনে হয় না এজরা পাউণ্ডের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা হয়েছে কারণ তিনি বহুদিন হাসপাতালে ছিলেন কিন্তু তাঁরও গভীর প্রভাব আছে এবং তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়। কিন্তু বর্তমানযুগের সাহিত্যিক জীবন সম্বন্ধে যা আমাকে সর্বাপেক্ষা নিরুৎসাহ করে তা হচ্ছে এই যে লোকের মনে এর প্রভাব কত কম। আমি নিজের কথা নয় কিন্তু যেসব লেখকের লেখা প্রচুর পরিমাণে পড়া হয় তাদের কথা বলছি। কিন্তু, এক ব্রার্টণ্ড রাসেল এমন কি তাঁর পেছনে প্রিষ্টনি টেলর আর সকলে থাকলেও নাশকতা বা যে সব লোক বোমা রাখে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কি করবেন?

## মেরিলিন মনরো ও আর্থার মিলার

### যৌবন : রঙ্গমঞ্চ : বুদ্ধিজীবী

যখন আর্থার মিলারের কাছে ইঙ্গিত পেলাম যে, তাঁকে ও তাঁর স্ত্রীকে একসঙ্গে পেতে হলে অবিলম্বে হলিউডে পৌঁছানো প্রয়োজন তখন আমি পরবর্তী প্লেনেই লস এঞ্জেলসে পৌঁছলাম। সেই বিখ্যাত দম্পতীকে আমি একখানি কুড়ি ঘর সমন্বিত ভিলা বা ত্রিভুজাকৃতি উষ্ণ সুইমিং পুল অথবা তাঁদের সেই স্নানের ঘরে—যার নল সোনা দিয়ে তৈরি, দেখতে পাই নি। তাঁরা বেভারলি হিলস্ হোটেলে পাম-নিকুঞ্জের ছায়ায় ঘেরা বাংলো বাড়িগুলির একটির দোতলা সম্পূর্ণ অধিকার করেছিলেন। প্রশস্ত শোবার ঘরটি তার বিরাটত্ব ও শীতল অগ্নিকুণ্ড সমেত অত্যন্ত আরামদায়ক এবং আসবাবগুলিও পুরানো, তবুও, এতে ঘরোয়া ভাব নেই। স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এটা মিলারদের একটা সাময়িক আবাসস্থল। ডবল বেডরুম ও রান্নাঘর দেখেও এ ধারণা বদলায় না। মিলাররা নু্যু ইয়র্কে অথবা কনেটিকাটের গ্রাম্য আবাসে থাকতেই ভালোবাসেন সেখানেই আর্থার মিলার তাঁর সমস্ত সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। শোবার ঘরের

ব্যক্তিগত দু-চারটে আসবাব—একটা ফোনোগ্রাফ ও দেয়ালে দু-চারখানা বই …দ্য টোকেভিলের আমেরিকার গণতন্ত্র, ষ্ট্রাঙ্ক ও হোয়াটের দি এলিমেণ্টস্ অব স্টাইল, ডি. এইচ. লরেন্সের সন্স এ্যাণ্ড লাভার্স, মস হর্ট্‌স-এর এ্যাক্ট ওয়ান।

আর্থার মিলারকে যেমনটি কল্পনা করেছিলাম তিনি ঠিক তেমনি—তবে চমকে দেবার মতো লম্বা। মেরিলিন মনরো একদম উল্টোরকম। আর্থার মিলার তাঁর বুক-খোলা পোলো সার্টের মতই সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধে বেপরোয়া এবং উঁচু কপালের মতই শক্তিমান বুদ্ধিজীবী, তাঁর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি ও তীক্ষ্ণ চিবুক দেখে মনে শঙ্কা জাগে। তাঁর আপাত-শান্তভাব কিন্তু অপ্রকৃত। এর অন্তরালেই অগ্নিময় তীব্রতা ও স্নায়ুপীড়িত শ্রান্তি। তিনি গভীর চিন্তশীল, আলোচনাকালে সেই ভাবটা ফুটে ওঠে আর তখন হঠাৎ তাঁর বাদামী-কালো চোখের তারা আবেগে বিদ্যুদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। স্ত্রীর দিকে তাকানো মাত্র কিন্তু তাঁদের প্রশান্ত ও তৃপ্ত দেখায়। তাঁকে চেনা খুবই সহজ এবং অল্প অল্প সময়ের মধ্যেই কথাবার্তায় একটা অন্তরঙ্গতা অনুভব করা যায়। কিন্তু তিনি সেই ধরনের আমেরিকাবাসী নন যাঁরা আগন্তুককে সহজেই নাম ধরে ডাকেন।

ডিনারের পরে মেরিলিন মনরো বসবার ঘরে প্রবেশ করলেন। ওঁর পরনে সুন্দর চকমকে রক্ত-লাল ভেলভেটের আজানুলম্বিত স্কন্ধবিহীন পোশাক, ওঁর উজ্জ্বল স্বর্ণাভ কেশ মাথার ওপরে কাঁটায় আবদ্ধ, মুখে হাল্কা প্রসাধন; নাটকীয় অনুশীলন সত্ত্বেও ওঁর প্রবেশের উচ্চ প্রশংসা করতে পারলাম না। আর ঘরটাও ওঁর উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে যৌন-আবেগে দীপ্ত হয়ে উঠলো না। এ শুধুমাত্র একটি অনুপমা রূপসী বালিকা যে তার ছোট নরম হাত এগিয়ে দিতে দিতে লাজুক মনোহারিণীর মতো তাকাচ্ছিল; একটা নির্লজ্জা পুরুষগ্রাসী রাক্ষসী নয় বরং যেন একটা ছোট বেড়ালছানা যার পিঠ চাপড়ে আদর করতে ইচ্ছে করে। ওর কণ্ঠস্বর বাচ্চা মেয়ের মতো খুব চড়া, মাঝে মাঝে অকারণে কেঁপে ওঠে।

আমরা শূন্য অগ্নিকুণ্ডের পাশে বৃত্তাকারে বসেছিলাম। আর্থার মিলার দীর্ঘ সোফার এককোণে আরামে বসেছিলেন আর বাকী অংশটুকু মেরিলিন মনরো তাঁর কাঁধে মাথা সামান্য হেলিয়ে গা ঢেলে দিয়েছিল। টেপ রেকর্ডটির দিকে ও অস্বস্তিভরে তাকাচ্ছিল। ওর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করতে প্রথমে দু-একবার ওর গলা ভেঙে যায় কিন্তু তখনই মিলার স্নেহ ও প্রশ্রয়ভরে ওর হাত স্পর্শ করলেই ও শান্ত হয়।

সময় কেটে যাবার পরে আমি বুঝতে পারি যে তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ পৌরুষ ওর মনে নিরাপত্তা ও গর্বের ভাব জাগিয়ে তুলেছে। অনুপম সৌন্দর্যরাণীকে জয় করে যে বুদ্ধিজীবী আশ্রয় দিয়েছেন তাতে তাঁর মনেও অনুরূপ নিরাপত্তা, গর্ব ও সন্তোষ। ওর শোচনীয় অতীত জীবন সম্বন্ধেও তিনি অত্যন্ত সচেতন।

মেরিলিন মনরো ছিল অনাথ, অপ্রার্থিত। একটুও স্নেহস্পর্শ না পেয়েই ও বড় হয়েছে এবং কোন এক সময়ে ও আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল। নিজের কথা বলতে গিয়ে অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতার স্মৃতি কখনও ওর কণ্ঠ থেকে মিলিয়ে যায় না। কিন্তু ধীরে ধীরে যখন ওর গাম্ভীর্য কমে যায় এবং স্বামীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কথোপকথনের সঙ্কোচ দূরে চলে যায় তখন ওর সাধারণ জ্ঞান, জীবন সম্বন্ধে সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গী এবং অপরকে সঞ্জীবিত করবার ক্ষমতা অত্যন্ত সহজভাবে প্রকট হয়ে ওঠে। মাঝে মাঝে ওর বালিকাসুলভ দায়িত্বহীনতায় ওর স্বামীর মুখে প্রায় অদৃশ্য ভ্রূ-কুঞ্চন দেখা দেয়।

ব্যক্তিগত গুরুতর দুর্ঘটনায় আর্থার মিল খুব বেশি ভোগেন নাই—যদিও ১৯২৯ সালের মন্দা এবং ম্যাকার্থিজমের যৌথ আঘাতের ফল তাঁকেও যথেষ্ট ভুগতে হয়েছে। আমেরিকা জাতিগতভাবে যে আঘাত পেয়েছিল তাই তাঁর মনে গভীর ভাবাবেগময় উচ্ছ্বাস সৃষ্টি করেছিল। এই মন্দাতে তাঁর পরিবারের অনেক ক্ষতি হয়েছিল যা তাঁর মনে অনশনের ছাপ রেখেছিল কিন্তু তিনি নিজেই ম্যাকারথিজমের ঝড়ে ভুগেছিলেন।

আমেরিকা-বিরোধী কার্যকলাপের জন্য হাউস কমিটির সামনে তাকে ডাকা হলে তিনি প্রমাণ করেন যে তিনি সাম্যবাদী নন, কিন্তু মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে কতগুলি তথাকথিত সাম্যবাদী ফ্রন্টের দলীয় সভায় তিনি উপস্থিত ছিলেন। তখন তাঁকে উপস্থিত ব্যক্তিগণের নাম জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি অস্বীকার করেন। কমিটিকে তিনি বলেন, কারো নাম প্রকাশ করে বিপদে ফেলতে আমার বিবেকে বাধবে। যদিও তিনি আইনের পঞ্চম নয় প্রথম ধারা অনুসারে নিজের পথ সমর্থন করছিলেন তবুও কংগ্রেসকে অপমান করবার অপরাধে তাঁর বিচার হয়। তাঁর দক্ষ সামরিক এ্যাটর্নী জোসেফ এল রুথ জুনিয়ার কিন্তু হাল ছেড়ে দেয় নি, অবশেষে ১৯৫৭ সালে কোর্ট অব এপিলের সর্বসম্মতিক্রমে এই শাস্তি নাকচ করে দেওয়া হয় এবং তিনি মুক্তিলাভ করেন।

মিলারের ব্যক্তিত্বে জলন্ত বিশ্বাস, আবেগময় সহানুভূতি এবং তীব্র

দীর্ঘস্থায়ী তিক্ততার সমন্বয় নাট্যকার হিসাবে গড়ে ওঠবার পক্ষে এগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মালমসলা। উনিশ বৎসর বয়সে তিনি প্রথম নাটক লেখেন এবং তেত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁর রচিত 'একটি সেলসম্যানের মৃত্যু' পুলিট্জার পুরস্কারপ্রাপ্ত হয়। মিলার অত্যন্ত উৎসুক পাঠক এবং স্ত্রীকেও তিনি পড়ান। দেখে মনে হয়, তিনি একে শিক্ষিতা করে তুলতে চাইছেন। তিনি একজন বুদ্ধিজীবী কিন্তু তা ঠিক ইউরোপীয় অর্থে নয়। সে তুলনায় তাঁর প্যাশন অত্যন্ত বেশি তীব্র। মতবাদের প্রতি তাঁর প্রবল আকর্ষণ—আবার বিকর্ষণও অনুরূপ। তিনি চিন্তাবিদ্ কিন্তু মাঝে মাঝে চিন্তার কথা ভাবতে যেন অস্ত্র গুলিয়ে ওঠে। ইউরোপীয় বুদ্ধিবৃত্তি থেকে তিনি পালিয়ে বেড়ান কিন্তু আমেরিকার ব্যবসায়িক মনোভাবও তাঁকে বিচলিত করে তোলে। কিন্তু এই গুনগুলি তাঁর সৃজনীশক্তি বাড়িয়ে তুলেছে এবং সমাজের প্রতি স্তরের দর্শকের হৃদয় স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছে

আমাদের প্রথম সাক্ষাৎকারের—যা গভীর রাত্রি পর্যন্ত গড়িয়েছিল—পরবর্তী প্রভাতে মেরিলিন মনরো আমাকে ষ্টুডিওতে আমন্ত্রণ করেন। মিলার নিজে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গেলেন এবং তাঁর স্ত্রীর পোশাক পরিধান ও মেক-আপের দীর্ঘকালব্যাপী সময়ে ষ্টুডিওর চমকপ্রদ বহির্দৃশ্যাবলীর সেট দেখালেন। আধঘণ্টার মধ্যেই তুমি মণ্টমার্টির একটি পার্ক থেকে পারস্যদেশীয় রাজপ্রাসাদে উপনীত হতে পারবে কিংবা জার্মান দুর্গ থেকে পশ্চিম অরণ্যানীতে। ফিরে এসে দেখলাম মেরিলিন মনরোর সাজ সমাপ্ত হয়ে গেছে—ওর পরণে দড়া, বাজিকরের মতো পোশাক—মাথা থেকে পা পর্যন্ত গায়ের চামড়ার সঙ্গে আটকে আছে। তবুও ওর অবয়বে একটা বালিকাসুলভ সরলতা। কিন্তু ওর বয়ঃসন্ধিজনিত ইন্দ্রিয়পরতা নয় ওর অদ্ভুত আমুদে ভাবই সবাইকে মাতিয়ে রেখেছিল। এটাই ওর প্রকৃত গুণ—ও বিরক্তি-ভরা ক্লান্তিকে শান্তিতে, দুঃখকে আনন্দে রূপান্তরিত করিতে পারে। ষ্টুডিও জুড়ে একটা হাল্কা হাওয়া বইতে থাকে। এমন কি গোমরামুখো স্টেজের কর্মচারীরাও না হেসে পারে না। ও সবাইকে চালাচ্ছে—সব কিছুকে। নিজের সত্তায় দাঁড়িয়ে আছে। আর্থার মিলার ওর নাটক শিক্ষিকা মিসেস ষ্ট্রাসবার্গ ও আমাকে নিয়ে আলোর পেছনে অন্ধকারে দাঁড়িয়েছিলেন। উনি যেন নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন—একটু সঙ্কোচ ও অস্বস্তিবোধ করছিলেন। এখন মেরিলিনের দেখবার পালা।

আমি মিসেস ষ্ট্রাসবার্গকে জিজ্ঞাসা করলাম যে কত শীঘ্র তাঁর ছাত্রী উপযুক্ত শিক্ষিতা হবে।

ইচ্ছে করলে ও সবই করতে পারে, মিসেস ষ্ট্রাসবার্গ উত্তর দিলেন, তাছাড়া আমার স্বামী লী (যিনি ন্যু-ইয়র্কে অভিনেতা-ষ্টুডিও চালান) বলছেন যে এখন অভিনয় হচ্ছে। জনতার সামনে ব্যক্তিগত কাজ করা এবং মেরিলিন মূলতঃ তাই করে···কিন্তু ঠিক মতো করতে হলে ওকে আরও অনেক কঠিন পরিশ্রম করতে হবে।

আমরা এখন ক্যামেরার সামনে মেরিলিনকে দেখছিলাম। এখন শুধুমাত্র মেক-আপের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে ছবি তুলছিল—ওকে দেখে মনে হচ্ছিল ওর খুব ভালো লাগছে—যেন উষ্ণ সূর্যালোকে গা গরম করছে। হঠাৎ এক অবসর মুহূর্তে আমার চোখে ওর চোখ পড়লো। ও ছুটে সামনে এসে আমার হাত ধরে টানতে টানতে ক্যামেরার সামনে নিয়ে এলো। সরলা কিশোরীর চাপল্যে ও উচ্ছ্বসিত আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ও ক্যামেরাম্যানকে আমাদের ছবি নিতে বাধ্য করলো এবং আমি কোন প্রতিবাদ করবার আগেই একটা প্রেমের দৃশ্যের গোড়ার দিকটা অভিনয় করতে থাকে। বড় বড় ধূসর চোখের পাতা দুটি ভারী হয়ে আসে এবং অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে ওর দেহ এগিয়ে আসে—মুখ স্পর্শভরে আহ্বান জানায়। বিস্ময় ও অস্বস্তিভরে আমি দৃশ্যটাকে একদম নষ্ট করে দিই।

ব্র্যাণ্ডন—গত গ্রীষ্মকালে আমি এথেন্স থেকে ডেলফি গমনকারী একটা নড়বড়ে বাসে যাচ্ছিলাম—চালকের সীটের ওপরে একটি মহাপুরুষের ছবি ঝুলছিল এবং মিসেস মিলার তার পাশেই আপনার একটি ছবি ঝকঝক করছিল। নিজের মনেই আমি বললাম—দেবতা ও দেবী। ভাবতে চমৎকার লাগে যে রুচি ও সৌন্দর্যের দিক দিয়ে আপনি আন্তর্জাতিক প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছেন—এমন কি এক্রোপোলিসের জন্মভূমি গ্রীসদেশেও।

মিলার—আমি ওকে প্রতীক ভাবি না। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে ও নিজেও নিজেকে সেভাবে দেখে না। আমার পরিচিত নর-নারীর মধ্যে ও বোধ হয় সবচেয়ে বেশি স্বাভাবিক মানবিকতার আবেদনে পূর্ণ। আমি জানি না কি ভাবে বোঝাব—শুধু এইটুকু বলতে পারি যে, বিপদের মাঝে অরক্ষিত অনাথা মেয়েটির জীবন এমন ছিল যা সুরক্ষিত পরিবারের অধিবাসীরা কখনও ধারণাই করতে পারবে না। বহুদিন থেকে কঠিনতম বাস্তবের

পটভূমিকায় ওকে জীবনের পথে চলতে হয়েছে এবং চিরাচরিত নিরাশাঘন ভাবপ্রবণতা বা পারিবারিক অনুভূতি ওকে ভুল পথে চালাতে পারে নি। ফলে ও ওর কাছাকাছি যারা এসেছে তাদের আদিমতম ডাকে সাড়া দিয়েছে —অর্থাৎ তার আঘাত অথচ সাহায্য করবার ক্ষমতাকে—এবং সেই লোকটি তৎক্ষণাৎ এই সত্য উপলব্ধি করেছে যে তাকে যত্ন করা হচ্ছে।

ব্র্যাগুন—আপনার কি মনে হয় না যে এটা ওর সর্বাপেক্ষা মৌলিক অংশেরই প্রতিক্রিয়া……

মিলার—নিশ্চয়ই। ওর সৌন্দর্য—সেজন্যই লোকে আরও আশ্চর্যান্বিত হয়। কেউ ওর মধ্যে এতটা প্রতিক্রিয়া আশা করে না। জীবনের প্রতিটি ঘটনাই ওর কাছে তার নিজস্ব এবং পরস্পর সংঘটিত প্রয়োজনীয়তাও পূর্ণ হয়ে আসে। ওর বাকচাতুর্যের মূলে সরলতা—এবং প্রায়ই লোকেরা ওর কথাগুলির ভণ্ডামিহীন ইঙ্গিত থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্য হাসে। মানসিক উন্নতির জন্য ও অত্যন্ত বেশি তৎপর—নইলে শুধুমাত্র সৌন্দর্য দ্বারাই ছোট চরিত্রে ও সকলের মনে একটা সাড়া জাগিয়ে তুলতে পারতো না।

ও সেই স্বল্প তারকাক'টির অন্যতম যার নিজের ক্যামেরাম্যান, আলো দেবার লোক এবং আরও অনেক কলাকৌশল—যা জনসাধারণের জন্য এইসব উজ্জ্বল রত্ন প্যাক করতে গিয়ে জোগাড় করতে হয়—দরকার হয় না। তারা ওর ওপরে নির্ভর করে—অন্তরের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠার জন্য—আর প্রকৃতপক্ষে তাই হয়। ও হচ্ছে ওরা যাকে বলে প্রদীপ্ত রোমান্স শিখা।

ব্র্যাগুন—আপনি আমেরিকাতে যৌবনের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু ইংলণ্ড বা অন্যান্য দেশে এ-রকম প্রতীক-বাদ নাই। ফ্রান্সে ব্রিঘিত বাদোকে বোধ হয় আমেরিকাতে রপ্তানী করবার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছিল। কেন আপনি আগের আরও কয়েকজনের মতো যৌবনের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

মিলার—কারণ, ও হচ্ছে প্রতিভা।

মনরো—পাগল।

মিলার—বিভিন্ন দেশের যৌন-জীবন সম্বন্ধে আপাতদৃষ্ট বদ্ধ সংস্কারে প্রভেদ থাকতে পারে অর্থাৎ প্রগতির পথে কে কতটা এগিয়ে গেছে এবং অপরাপরদের থেকে পৃথকীকৃত হয়ে কতটা কি করেছে এবং বোধ হয় অন্যান্য দেশের তুলনায় আমরাই বেশী এগিয়ে গেছি—যদিও আমি সেটা সত্য কি না নিশ্চিত জানি না।

ব্র্যাগুন—সুইডিশ জাতিরা স্বাভাবিকতার পক্ষপাতী—আপনারা নারীত্ব, মনোহারিণী ভাব এবং রাগরঙ্গের ওপরে বেশি নির্ভর করেন।

মিলার—ও যৌবনকে জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছে……

মনরো—তাই যেন হয়—কারণ, আমি তাই করতে চাই। সুইডিস ছবিতে যৌবন খুব স্বাভাবিক মনে হয়। আমার ধারণা যে ওদের নীতিবাদ আমাদের মতো নয় এবং হয়তো সেই জন্যই স্বাভাবিক। ওদের ছবিতে ওদের জীবন-দর্শন প্রতিফলিত হয়, আমাদেরটায় আমাদের।

ব্র্যাগুন—নীতিবাদের কথা বলতে আপনি সামাজিক অথবা চিত্রজগতীয় কোন…

মনরো—সামাজিক নীতি—যা প্রতিফলিতভাবে ছবিরও নীতি। এখনও আমাদের দেশ অত্যন্ত গোঁড়া। আমার মনে হয় মূলতঃ আমরা তা ইংলণ্ড থেকে পেয়েছি। তাই না?

ব্র্যাগুন—আমেরিকাসীদের গোঁড়ামীতে কি আপনি অসুবিধে অনুভব করেন?

মনরো—আমি ওদিকে খেয়াল করি নি। ঠিক জানি না।

ব্র্যাগুন—মজার কথা এই যে এখানকার যেসব নীতি আপনাকে ঐ ধরনের ছবি যেমন, ধরুন ব্রিজিৎ বার্দো করে—করতে দেবে না, তারাই কিন্তু ঐ সব ছবি এখানে দেখাবার অনুমতি দেবে।

মনরো—হ্যাঁ আমাকে নগ্ন ছবি করতে দেবে না—এখানে কাউকেই দেওয়া হয় না। তাহলে ওরা গ্রেপ্তার করবে কিংবা আরও কিছু করবে। ওরা কিছুতেই ছবিটা দেখাতে দেবে না। কিন্তু বিদেশী ছবিতে ওরা এই সবই পছন্দ করে ও গ্রহণ করে।

মিলার—গোঁড়ামীর এটাও একটা রীতি।

মনরো—এবং আমার মনে হয় সম্ভবত একটা দেশের প্রেমসম্বন্ধীয় মতবাদ অন্য দেশের ধারণায় ভিন্ন রূপ নেয়। এক দেশ অপর দেশের মধ্যে অধিকতর যৌনাবেগ কল্পনা করে।

ব্র্যাগুন—বর্তমান জগতে চিত্র ও অভিনয়ে যৌবন অত্যন্ত বেশি জায়গা জুড়ে আছে। আপনি কি বলেন?

মিলার—হয়তো এটা সহজভাবে জটিল জীবন-প্রকাশের একটা রূপ—(জীবন সম্বন্ধে কিছু বলাই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে) কিন্তু, সর্বদাই যৌবন সম্বন্ধে

কিছু না কিছু বলা যায়। আমার মনে হয় এটাই একটা বিশেষ কারণ। স্পষ্টতই দেখা যায় যে এর আকর্ষণে লোক অভিনয় দেখতে যায় এবং অভিনয় এখন বেশ খানিকটা ব্যবসায়িক ব্যাপারই বটে। আমার বিশ্বাস যৌবন সম্বন্ধে বদ্ধসংস্কার প্রথা মাত্র। অনেক নাটক এই নিয়ে লেখা হয়েছে কারণ এটাই আমাদের চারিপাশের লোকদের জীবনের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার একমাত্র সংক্ষিপ্ত উপায়। আমরা অনুভব করি যে, ওদের যৌন সমস্যার মধ্য দিয়েই আমরা ওদের জীবনে প্রবেশ করছি। অনেকের কাছে এই একমাত্র পথ যা সত্য।

ব্র্যাণ্ডন—আপনার কি মনে হয় যে যৌবন সম্বন্ধে বদ্ধসংস্কারের একটা কারণ এই যে যুক্তরাষ্ট্রে প্রমীলার রাজত্ব—হারবার তো তাই বলছেন।

মিলার—এটা আদিম সমাজ সম্বন্ধে থিওরি—যখন নারীকে আর্থিক ও সামাজিক প্রয়োজনে বাধ্য হয়ে সমস্ত ব্যাপারেই প্রবলভাবে মাথা গলাতে হতো, বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় তার দরকার নেই। তখন কর্মবিভাগই এমন ছিল যে তাকে সিদ্ধান্তে নিতে হতো যা তদানীন্তন ইয়োরোপীয় সমাজে হয়তো সে নিতো না। আমি জানি না বর্তমানে শ্রমশিল্পবাদের ফলে—যাতে পুরুষদের সমস্ত দিন বাইরে কাটাতে হচ্ছে—স্বতই মেয়েদের ওপরে সংসার চালাবার সিদ্ধান্ত নেবার ভার পড়বে কি না—কারণ অকুস্থলে সে থাকবে। হয়তো কালক্রমে সমগ্র পৃথিবীতে এই নিয়ম প্রবর্তিত হবে…অপরাপর সমাজ সম্বন্ধে আমি খুব বেশি অবশ্য জানি না…

ব্র্যাণ্ডন—অনেকে বলেন এর একমাত্র কারণ এই যে, এখানকার রমণীরাই এমনভাবে বড হয়েছে যে যৌন-জীবন সম্বন্ধে তারা-ই কর্ত্রী—তাদের ইচ্ছা অনিচ্ছায় তা ঘটে থাকে।

মনরো—হ্যাঁ, আমার মনে হয় এখন দৃষ্টিভঙ্গী বদলে গেছে। বলছি বলে কিছু মনে করবেন না, এর আগে ভিক্টোরিয়ার আমল থেকে আমরা তো উচ্ছিষ্টের মতো ছিলাম।

ব্র্যাণ্ডন। হয়তো আপনার তাই মনে হয়, আপনার বিশেষ অধিকার আছে। আপনি প্রতীক।

মনরো—চিরকালই আমি প্রতীক ছিলাম না—যদিও…আমার স্মরণশক্তি খুব তীক্ষ্ণ! যৌন-সংসর্গ রহিত করা অর্থে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন?

ব্র্যাণ্ডন—অর্থাৎ রমণীরাই হ্যাঁ অথবা না বলে—সে নতিস্বীকার করে না —দ-ই স্থির করে—এবং অত্যন্ত সচেতন ভাবে।

মনরো—তাই কি প্রকৃতির নিয়ম নয় ?

ব্র্যাণ্ডন—যে, সে সেটা স্থিরীকৃত করবে ?

মনরো—তার অনেক-দায়িত্ব।

মিলার—আমার ধারণা মিঃ ব্র্যাণ্ডন 'ঝোঁকে'র প্রশ্ন তুলেছেন, ঘুরিয়ে বলছি যদি সিদ্ধান্ত নেবার প্রশ্ন রমণীদেরই হয় তাহলে পুরুষের পক্ষে চড়াও হয়ে এগিয়ে যাওয়া লাম্পট্য। সেক্ষেত্রে প্রকৃতির সঙ্গে মিল হলো না।

মনরো—তাই যদি হয় তাহলে আমার মনে হয় এ তা জাগিয়ে তুলবে।

ব্র্যাণ্ডন—আমি অবাক হয়ে ভাবি যৌন-জীবন সম্পর্কে এতো গোলমালই বোধ হয় এখানে মনস্তত্ত্ববিদ্‌দের এতো সমৃদ্ধির কারণ। আপনার কি ফ্রয়েডকে ভালো লাগে।

মনরো—খু-ব বেশি মাত্রায়। আমার মতে তিনি সমাজের অনেক উপকার করেছেন। তিনি এমন একটি বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছেন যা থেকে মানুষ উপকৃত হবে। এতে জীবন সুখকর ও ফলবান হবে। আমার মতে সুখ মানবজাতির প্রাপ্য। মনস্তত্ত্ববিদ্‌দের এই জন্য প্রয়োজন যে মানুষ কখনও নিজেই নিজের বিষয়বস্তু হতে পারে না। কতগুলি পারিপার্শ্বিকে মানুষ যদি নিজের সমস্যা নিয়ে ভাবতে থাকে তাহলে হয়তো তাকে বৃত্তাকারে ঘুরতে হবে এবং সেই একই বৃত্তে।

মিলার—সত্য সত্যই, যুদ্ধোত্তর কালের রঙ্গমঞ্চ—যা আগে গুরুগম্ভীর ছিল এখন একদিকে যৌন-সংক্রান্ত বিচিত্র অদ্ভুত ব্যাপারে ও অন্যদিকে ভাবপ্রবণতায় পূর্ণ হয়ে কিম্ভূতকিমাকার হয়ে উঠেছে। হয়তো এর কারণ এই যে যৌবন নিয়ে গভীর ভাবাবেগে লেখা যায় এবং দর্শকদের বিরক্তিকর প্রশ্নে উৎক্ষিপ্ত করতে হয় না। কিন্তু এর একটি বিশেষ গুণ আছে। আমার ধারণা যে স্টেজে আমরা সম্ভবত অপরাপর দেশ থেকে বেশি মাত্রায়, যে কোন দেশ থেকে বেশিমাত্রায় সব শ্রেণীর চরিত্রকে সুযোগ দিই: অল্পদিন আগেও বৃটিশ রঙ্গমঞ্চ কোন নাটক নিতো না যদি তাতে কোনও না কোনভাবে রঙ্গমঞ্চের বিশিষ্ট অভিনেতারা থাকতেন। আমার মনে আছে আমি যখন ওখানে ছিলাম তখন 'ভিউ ফ্রম দি ব্রীজ' ( সেতুর ওপর থেকে দৃশ্য ) বইটা করবার সময়ে শ্রমিকের পার্ট কারা করবে এবং কারা করতে পারে এ নিয়ে খুব অসুবিধে হয়েছিল। অনেক অভিনেতাই ছিলেন নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কিন্তু তাঁরা নিজেদের যথেষ্ট শিক্ষা দিয়ে তা ভুলতে বাধ্য করেছিলেন।

সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে আমাদের রঙ্গমঞ্চ গণতান্ত্রিক—এবং আমি বিশ্বাস করি পৃথিবীব্যাপী শক্তির এটাই একটা প্রধান কারণ। আমাদের রঙ্গমঞ্চের ব্যক্তিত্বের পরিধি অনেক বিস্তৃত। ইংরেজী নাটক অপেক্ষা এতে এদেশের জনসাধারণ অনেক বেশি প্রতিফলিত।

ব্র্যাগুন। এ থেকে কি সামাজিক ফলশ্রুতি লাভ হচ্ছে বলে আপনার মনে হয়।

মিলার—আমার মনে হয় আমরা সমাজের এমন একটা স্তরে পৌছেচি (এটা অবশ্য আমার-ই নিজস্ব সংস্কার) যেখানে আগামী দিনে সমস্ত পৃথিবী পৌছবে। সংস্কৃতি ও শ্রমশিল্পের দিক দিয়ে আমরা সেখানে কয়েক ঘণ্টা আগে পৌছেচি। বৃহত্তম জনতা—কয়েক মিনিটের জন্য যৌন-প্রসঙ্গ ভুলে যাওয়া যাক—১৯৭৭ অথবা' ৪৮ সালে প্যারিসে একটা স্টোরের সামনে দেখেছিলাম—যারা কাপড়-কাচার কল প্রদর্শন করছিল। আর সবাই বলে কি না আমেরিকার লোকরাই যন্ত্রপাতির জন্য পাগল। লোকগুলিকে দেখলাম একান্ত মগ্ন হয়ে দেখছে। এর কারণ এই নয় যে এটা একটি চমৎকার যন্ত্র-পদ্ধতি—এতে কাপড় কাচা যায় এবং সময়ও বাঁচে—আমার মনে হয় ঠিক আমরা যেজন্য পাগল ওদের কারণও ঠিক তাই। আমার একটা ধারণা আছে যে সু, কু যাই হোক না কেন সংস্কৃতি মানুষ যতটা স্বীকার করছে তার চেয়ে বেশি আন্তর্জাতিক।

একদিক দিয়ে দেখতে গেলে এটা খুব সাংঘাতিক কথা—কারণ জীবনে পার্থক্য থাকাই প্রীতিকর। সমগ্র পৃথিবীতে এখন কোকাকোলা চিহ্ন এবং আপনার নিশ্চয়ই মনে হয় এরকম না হলেই ভালো হতো। আমাদের সংস্কৃতির সর্বাপেক্ষা সহজ সমীকরণীভূত অংশ যা অপেক্ষাকৃত অসংস্কৃতিপরায়ণ বিরাট জনগণের মধ্যে বিরাজিত—তাই ইয়োরোপে রপ্তানী করা হয়। আমি জানি, ইয়োরোপের অনেক দেশে আমাদের সিম্ফনি অর্কেস্ট্রা আছে, আমরা এত বেশি সিম্ফনি রেকর্ড বিক্রি করি—আমাদের দেশে চিন্তাশীল লেখক আছে জেনে অবাক হয়ে যায়…প্রখ্যাত আমেরিকান নামগুলিও তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে হয় তখন তারা হঠাৎ সেই নাম ও আমার বক্তব্যের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত করতে পারে। আমাদের সম্বন্ধে তারা যা জানে তা হচ্ছে কমিক বই, কমিক নাটিকা এবং চলচ্চিত্র ও আরও সব—খুবই বিরক্তিকর ব্যাপার। কোন জাত যদি পরদেশী সংস্কৃতি গ্রহণ করে তাহলে সেই জাত ক্রীতদাসে পরিণত হয়।

তারা কখনও নিজেদের দানে একে সমৃদ্ধ করতে পারে না, শুধু কোন রকমে এর সমতা রক্ষা করে চলে এবং এর চমৎকারিত্ব কখনও স্থানান্তরে রোপণ করা যায় না। এমন কি ইয়োরোপের বিজ্ঞাপনগুলিও আমাদের নকল করছে। তারা সবই হারিয়ে ফেলেছে...যা আমি আগে ভাবতাম বিজ্ঞাপনে ইয়োরোপীয় আভিজাত্য কিন্তু এখন আমেরিকান বিজ্ঞাপন থেকে তাদের পৃথক করা যায় না—শুধুমাত্র একটা কথা এই যে তারা অত্যন্ত আত্মসচেতন। মোটের ওপরে আমার মনে হয় যে আমরা যেখানে আছি সেখানেই আপনারা পৌছবার চেষ্টা করছেন।

ব্র্যাগুন—আচ্ছা, আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি অর্থে আপনি কি বলতে চাইছেন?

মিলার—এমন একটা জিনিস যা শুধুমাত্র জনসাধারণের মনে কতটুকু সাড়া জাগিয়েছে এবং পরস্পরের সঙ্গে লেনদেনের ক্ষমতানুসারে বিচারিত হবে। এই হচ্ছে উপন্যাস, এই কবিতা, এই চলচ্চিত্র। পুরনো ধারণা যে—প্রতিটি জিনিসেরই একটা নিজস্ব মূল্য তাই সাধারণ দর্শককে না টানতে পারলেও এর টিকে থাকবার দাবী থাকে—এখন পরিত্যজ্য। ইংলণ্ডে আপনাদের বি বি সি'র ঠিক অনুরূপ অবস্থা। আপনারা এটা বাঁচিয়ে রেখেছেন কারণ আপনারা ভাবেন যে টাকা দিয়ে মূল্যায়ন করা যায় না। এখন ঠিক এর পাশেই সস্তা টেলিভিশন—আমেরিকার একটি সুন্দর আবিষ্কার যা সব দর্শকদের টানছে। আমি ভেবে দেখেছি কেউ যদি প্রাচীন সাংস্কৃতিক মূল্যায়নে কোন সিদ্ধান্ত নেয় তা হলে দেশের অর্থনৈতিক সংগে তার কোন সম্পর্ক থাকবে না। ওরা আপনাকে বলবে গণতন্ত্রের মূল্য দেশের জনগণ এই চায় এবং গণতন্ত্রের আদর্শানুসারে তাদের তা পাবার অধিকার আছে—এমন কি নিজের সরকারের কাছ থেকেও তা ছাড়া আপনি কে যে আপনার কথা ওরা শুনবে। এই দেশের অভিজ্ঞতা অনুসারে বলতে পারি যে সেই যুক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়ানো কঠিন। তার একটা কারণ এই যে এটা নম্র লোককেও নৈতিক ক্ষমতা দেয়। আমি বলছি না যে এই রকম ঘটনা খারাপ কিন্তু বেশি সংখ্যক ভোটের ওপরে নির্ভর করা অর্থ অধিকতর দায়িত্ব নেওয়া। যদি একমাত্র জনপ্রিয়তার ওপরই মূল্যায়ন নির্ভর করে তা হলে চর্বিতচর্বণ ও অসত্যকে পুনরাবৃত্ত করা ছাড়া আর কিছু করা দিন দিন-ই কঠিনতর হয়ে উঠবে। সম্পূর্ণ নূতন মতবাদ প্রবল বাধার সম্মুখীন হবেই। এই এর সংকল্প। বিক্রীর আর্ট হচ্ছে বাধা বিমুক্ত হবার আর্ট

ব্র্যাগুন—কি আপনাকে লিখতে প্রেরণা দেয়।

মিলার—আমি যদি তা জানতে পারতাম তা হলে হয় তা' এর প্রারম্ভ সূচনা আরও ভালোভাবে করতে পারতাম। আমাকে তো এর করুণার ওপরে নির্ভর করতে হয়। আমি সত্য সত্যই জানি না। যে বিষয়বস্তু আমি ভালোভাবে জানি তা নিয়ে আমি লিখতে পারি না। যদি সেই বিষয়টাকে আমি জানতে পারি—যদি আমার অভিজ্ঞতায় শেষটুকু পর্যন্ত ধরা পড়ে যায় তাহলেও আমি এ নিয়ে লিখতে পারি না। কারণ আমার মনে হয় যেন একই গল্প দু'বার করে বলা হচ্ছে। লিখতে লিখতেই লেখাকে আমি আবিষ্কার করি। নিজে নিজেকেই বিস্মিত করাতে হয় এবং এটা খুবই কঠিন ব্যাপার কারণ তুমি একটা মৃত কোণে গিয়ে বুঝতে পারো যে তোমার ভাবনার নীচের কোষ আবিষ্কার করা তোমার পক্ষে অসম্ভব এবং তোমার মনে একটা আকারহীন ভাবনা আছে যা নিজে আর্ট নয় এটা অনির্বচনীয় এবং এটাকে ছেড়ে দিতে হবে যতক্ষণ না অপেক্ষাকৃত কঠিন হয়ে এ একটা আকারবিশিষ্ট হয় এবং পরস্পরের মনে যোগাযোগ করা সম্ভবপর হয়। এ ভাবে নবকলেবর বেঁচে উঠতে এর এক, দুই, তিন, চার বৎসরও লাগতে পারে।

ব্র্যাগুন—তা হলে নাটক লিখতে আরম্ভ করে আপনি নিজেই জানেন না কোথায় এর শেষ।

মিলার—না জানি না। মোটামুটি একটা ধারণা থাকে···যেমন ধরুন কোন নাটকের নায়ক থাকবে, তার মৃত্যুও হবে, কিন্তু আমাকে নিশ্চিত জানতে হবে বিপর্যয়ের বীজটি কোথায় কিন্তু গল্পের গতি সম্বন্ধে কিছুই জানার দরকার হয় না। নাটকের আকৃতি মানে নাটকের উত্থান পতন, ঘাত-প্রতিঘাত নাটকের অন্তরেই সৃষ্ট হতে থাকে।

ব্র্যাগুন—এই ধরুন নতুন চিত্রনাট্য 'মিসফিট্' লিখবার সময়ে আপনি কি স্ত্রীর কথা ভেবেছিলেন, ওর জন্য একটা চরিত্র সৃষ্টি করবার কথা।

মিলার—ওখানে আবার দ্বৈত সত্তা কাজ করেছে—কারণ আমার হঠাৎ মনে হয়েছিল যে ও পর্দায় যা খুশি তাই ফোটাতে পারবে।

ব্র্যাগুন—মিসেস মিলার, রঙ্গমঞ্চে আপনার কোন আকর্ষণ আছে কি?

মনরো—খুব বেশি।

ব্র্যাগুন—কেন? এ দুইয়ের মধ্যে কোথায় প্রভেদ।

মনরো—অভিনেতা স্টুডিওতে যোগদানের পরে আমি একটা ছোট

থিয়েটারে কাজ করি। দেখলাম একটা দৃশ্য—মাত্র একটা দৃশ্য করলেও এর যেন একটা অখণ্ড ধারাবাহিকতা আছে। গোড়াতেই করবার বেশ কিছু আছে এবং এটা যেন বড় হয়—পূর্ণতা লাভ করে এবং সেখানে এমন একটি স্থান আছে যেখানে তুমি যাচ্ছ—এমন একটি স্থান যেখানে তুমি ছিলে—নাটকটির সব ঘটানাতেই পরস্পর সম্পর্কিত। চলচ্চিত্রের দৃশ্যগুলি আপনার তো জানাই আছে—কাটা কাটা এবং প্রায়ই পরিণতির সঙ্গে সম্পর্কবিহীন। সেজন্যই, কোন তৃপ্তি বোধ হয় না। রঙ্গমঞ্চ অনেক অর্থ ও ইঙ্গিতবোধক—অভিনেতাদের পক্ষ থেকে আমি বলছি।

ব্র্যাণ্ডন—আপনি কি কোনো নাটক করবেন স্থির করেছেন?

মনরো—না। সে সম্বন্ধে কিছু ভাবি নি।

ব্র্যাণ্ডন—আমি ভাবছিলাম আপনি খুব সহজেই একটা করতে পারেন।

মনরো—আমার এখনও নাটক করবার মতো প্রস্তুতি আছে বলে মনে হয় না।

মিলার—আমার পক্ষে কোন ব্যক্তিবিশেষকে নিয়ে লেখা অসম্ভব—কারণ, আমার কল্পনা সম্পূর্ণ পৃথককেন্দ্রে একীভূত—সেই চিরন্তন ধাঁধায়। সে সময়ে অভিনেতা বা অভিনেত্রীর কথা মনের কোণেও স্থান পায় না। শুধু এইটুকু বলতে পারি যে, আমি যখন 'মিসফিট' প্রায় শেষ করে এনেছি তখন আমার আনন্দের সঙ্গে মনে হয়েছিল যে এই চরিত্র মেরিলিনকে খুব মানাবে।

ব্র্যাণ্ডন—ফরাসী কায়দায় যা গোলকধাঁধা—সেই অর্থে কি?

মিলার—এই অর্থে গোলকধাঁধা—না, হয়তো অপেক্ষাকৃত ভালো কথা হচ্ছে অমৌলিক অবস্থা—যেখানে এর শক্তি 'বি' কে নাড়িয়েছে—'যা আবার 'এ' কে 'সি'তে রূপান্তরিত করেছে—যা আবার 'ডি' সৃষ্টি করেছে এই রকম আর কি। জীবনের শক্তিগুলো কি রকম অজ্ঞতার ভাণ করে থাকে সেই বিষয়ের ইঙ্গিতে নাটকটি লেখা—এবং এতে মনের অবরুদ্ধ বিদ্রূপ, মর্মান্তিক পরিহাস সবই পূর্ণভাবে প্রকাশ করা যায়।

ব্র্যাণ্ডন—তাহলে এটি প্রকৃতই একের জন্মলাভ, তাই না।

মিলার—হ্যাঁ, বক্তব্যটা তাই বটে। আমি অনর্গল লিখি, খুব তাড়াতাড়ি লিখতে পারি। একটি নাটক—বিশেষত এই রকম একটি চিত্রনাট্য লিখবার যথার্থ সময় প্রায়ই আট সপ্তাহ—কিংবা তার চেয়েও কম—কিন্তু এ হচ্ছে একজন শেষের দিকের সহজ কাজ। তখন তো আমি জীবনের দেওয়াল-

গুলি দেখতে পেয়েছি—তাদের অনুভব করতে পারছি—আমার ঘর পূর্ণ হয়ে গেছে এবারে আমি অগ্রসর হতে পারি। যখন কোন অন্তর্দ্বন্দ্ব থাকে না তখন মুশকিল হয়।

ব্র্যাণ্ডন—আপনি কি মনে করেন যে সাহিত্য নাটকই একমাত্র আমেরিকান দৃষ্টিভঙ্গীর দেশজ প্রকাশ।

মিলার—এটা আমেরিকান জীবনের কোন স্তরের কথা আপনি বলছেন তার ওপরে নির্ভর করে। প্রত্যেক জাতেরই নিজেদের স্বরূপ সম্বন্ধে চিরাচরিত প্রথাগত ধারণা আছে। উদাহরণ দিয়ে বলতে পারি, আমেরিকাবাসীরা নিজেদের মুক্তহস্ত ন্যায় সমর্থন জিনিসপত্র কেনা সম্বন্ধে খেয়ালহীন, অমিতব্যয়ী কিন্তু মূলত ভালো লোক ও আশাবাদী ভাবে। হ্যাঁ এর অনেকটাই সত্য। এটাই একটা জানার স্তর। কিন্তু এই স্তরের নীচে আর একটি স্তর আছে যার ইঙ্গিত স্বল্প কয়েকটি চলচ্চিত্র ও নাটকে আছে কিন্তু তুলনায় চলচ্চিত্র থেকে নাটকেই বেশি। সেই স্তর যা আমাদের চকিত বিস্ময়, আমাদের নিজন একক গ্রাম্যতা, আমদের উদ্দেশ্য অন্বেষণের হাহাকার প্রকাশ করে।

ব্র্যাণ্ডন—আপনি কি ফিল্মে ওয়েস্টার্নারদের মতো—রঙ্গমঞ্চেও এরকম খাটি দেশীয় কিছু খুঁজে পেয়েছেন?

মিলার—ওয়েস্টার্ন ছবিতে ওয়েস্টার্নাররাই আজকাল যুক্তপ্রদেশে সর্বাপেক্ষা মেকি এ কথা আক্ষরিক সত্য। গো-প্রজননকারী ও রাখলে বালকের সংখ্যা বর্তমানে খুবই কম। বরঞ্চ পশ্চিমের বেশি সংখ্যক লোক ব্যবসা ও শ্রমশিল্পে নিয়োজিত। অবশ্যই পশ্চিমে এই ওয়েস্টার্নরা জননায়ক—কিন্তু তারা বিশেষ কোন ভাবের রূপ দেয় না— শুধু যেন একটা স্মৃতিচিহ্ন এবং লোকরা ভাবতে ভালোবাসে যে, অতীতে এরকম ছিল। এর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ যে উদাহরণের কথা মনে হচ্ছে, তা সামন্ততন্ত্রযুগের—যখন 'নাইট'দের কোন অস্তিত্ব ছিল না অথচ লোকে সেই সব চরিত্র যেমন জোয়ান অফ আর্ক, রাজা আর্থার আরও এমনিই সব লোকের কথা বলতো। শত শত বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ড বা ফ্রান্সের জাতীয় চরিত্রে এমন কিছু ছিল না কিন্তু তবুও তাদের মূর্তি বিশেষ একটি স্থান, পরিচয় এবং আশাপ্রদ ব্যক্তিত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আমার মনে হয়, সেলসম্যানরাই আমেরিকান জীবনে অধিকতর জাতীয় চরিত্র বিশিষ্ট জীবনদর্শন ও সংখ্যা দুদিক থেকেই। ঈশ্বর জানেন, জনপ্রতি একটি রাখাল বালক এক লক্ষ সেলসম্যান।

ব্র্যাণ্ডন—আচ্ছা এক মিনিটের জন্য আমরা আধুনিকতর একটি সামন্ততান্ত্রিক চরিত্র নিয়ে আলোচনা করি। আপনি কি মনে করেন যে, এদেশে ম্যাকার্থিবাদ মৃত?

মিলার—তাই বটে। দুটো ব্যাপার ঘটেছে: একটা হচ্ছে যে সৈন্যদল তাঁকে পরাস্ত করেছে—দুঃখের বিষয় এরা উদার বামপন্থী কিংবা তাঁর মতবাদ সম্বন্ধে অজ্ঞ লোকরা নয়; অপর একটি রক্ষণশীল দলই তাঁকে পরাজিত করেছে উনি যুক্ত প্রদেশের সরকারকে যে পরিমাণ আঘাত করে ফিরে এসেছেন, তা আর কেউ পারতো বলে আমি বিশ্বাস করি না। যা হোক না কেন, ম্যাকার্থির উত্তরাধিকারীরা এখনও আমাদের মধ্যে আছে। কিন্তু জনগণের সহানুভূতি ছিল না, যাতে কয়েক বৎসর আগে তারা সঙ্কটকাল বলে ঘোষণা করতে পারতো।

ব্র্যাণ্ডন—আপনি বলতে চাইছেন উনি অন্যায়ভাবে পরাজিত হয়েছেন।

মিলার—হ্যাঁ, উনি অন্যায়ভাবে পরাজিত হয়েছেন, তাঁর এমন একদলের সঙ্গে শত্রুতা হয়েছিল—যাদের অনেকেরই মতবাদে মূলত তাঁর সঙ্গে অমিল ছিল। আমার নিজের মত হচ্ছে যে, তিনি শেষের দিকে বিকৃতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলেন, নিজের ক্ষমতা ও শক্তি সম্বন্ধে সঠিক ধারণা ছিল না।

ব্র্যাণ্ডন। তা হলে কি আপনি বলতে চান যে সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে পারে!

মিলার—যদি কোন তীব্র আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্ব আমাদের পিষে ধরে আমার মনে হয় এরকম কিছু আবার ঘটতে পারে—হ্যাঁ, সত্যই পারে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন এখানে মাঝে মাঝে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি থেকে ভোট নেওয়া হয় যেখানে ছাত্র ও অধ্যাপকদের জিজ্ঞাসা করা হয় যে উল্লিখিত প্রস্তাবগুলি তারা পছন্দ করে কি না? তাদের জানানো হয় না যে প্রকৃতপক্ষে এগুলি নাগরিক অধিকারবধের তালিকা? অধিকাংশ লোকরা বিপক্ষে ভোট দেয়। তাদের মতে এ অত্যন্ত বাড়াবাড়ি এবং বৈপ্লবিক। সেই মনোভাব পরিবর্তিত হয়েছে এরকম কোন লক্ষণ দেখি নি। মোট কথা এই যে, যতদূর জানি আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় এমন কোন সাংঘাতিক পরিবর্তন হয় নি!

ব্র্যাণ্ডন—তবুও, তিনি আমেরিকানদের চোখে খারাপ বলে প্রচারিত।

মিলার। হ্যাঁ, তিনি তাই বটেন, কিন্তু তিনি যা করেছেন সেটা নয়। যেমন ধরুন, সঙ্গদোষে খারাপ আমি বলতে চাই আগে যত লোক বিশ্বাস

কয়তো এখনও তত লোক করে। জানি না অন্যভাবে বললে তারা ম্যাকার্থিবাদ চিনতে পারতো কি না? যথন কোন ব্যক্তিকে মূলনীতি অনুসারে পরাজিত করা যায় না, তখন সে শুধু ব্যক্তিগতভাবে পরাজিত হয়—তার প্রেতাত্মা জয়দর্পে ঘুরে বেড়ায় যতদিন না সে মূলনীতি লঙ্ঘন করে অন্যায় করেছিল সে সম্বন্ধে লোকের সম্যক জ্ঞান হয়। কিন্তু ব্যক্তির পরাজয় কখনও সেভাবে হয় না অন্তত অধিকাংশ লোকের ক্ষেত্রে হয় না।

ব্র্যাগুন—অল্প কিছুদিন আগে আমি পিটার উস্টিনোভের সঙ্গে আপনারই একটা অভিযোগ নিয়ে আলোচনা করছিলাম যে, আমেরিকান নাট্যকাররা প্রয়োজনীয় সামাজিক নাটক লেখে, কিন্তু তারা সামাজিক নাটক লেখে, কিন্তু তারা সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে বেশিমাত্রায় ওয়াকিবহাল নয়। পিটারের মতে আপনি যে মন্তব্য করেছেন তাতে অনুভূতির অভাব আছে—এবং এভাবে বললে চেকভ সম্বন্ধেও বলা যায় যে, তিনি দেউলিয়া হবার প্রান্তদেশে দণ্ডায়মান ক্লান্ত একদল জমিদারকে নিয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন, বিপ্লব আরম্ভ হবার পরেই এগুলি খুব যুক্তিপূর্ণ সমালোচনা বলে গৃহীত হয়েছিল। উনি বলেন ওদের স্বভাবই এরকম—যে যা ভাবে ভালোবাসা মোঁপাসা ছোটগল্প না লিখে উপন্যাস লিখলে সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর স্থান সুদৃঢ় হতো। পিটারের মতে লেখকের কাজ পাঠকের মনে চিন্তাধারা সঞ্চার ও চালিত করা, যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে এবং এর এখানেই শ্রেষ্ঠত্ব যে, তিনি কখনও কোন উত্তর দেন নি। তিনি বলেছেন, হওয়া উচিত, কিন্তু কোন সমাধান দেন নি।

মিলার—উস্টিনোভ চেকভের সম্বন্ধে যা বলেছেন এবং আমার সম্বন্ধেও আমি বুঝতে পারব না কেন তাকে অনুভূতিহীন বলা হবে যদি সে কোন কারণ এবং কোন আশায় আশার ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে সমাজের দিকে তাকায় উল্টোটাই বরঞ্চ সত্য বলে মনে করি। আমার মনে কখনও এই ভ্রান্তধারণা নেই যে, চেকভ্ কতকগুলি ক্লান্ত জমিদারকে নিয়ে লিখেছেন। বলশেভিকরা তাঁকে এই অপবাদ দিয়েছে এবং রক্ষণশীলরা আশা করেছে যে এটা সত্য হলে তিনি শুধু দৈনন্দিন ঘটনা আঁকিয়ে একজন বিভোর হতেন। এটা এক আন্তর্জাতিক ভ্রান্তি। এমন কি এখনও লোকে তাকে জীবনের উদ্ভট, অসঙ্গতির লেখক, নিরর্থকতার প্রচারক ভাবে।

উস্টিনোভ—বরঞ্চ চেকভের অক্ষমতাকে প্রশংসাই করেছেন যেন চেকভ সর্বদা

সেগুলি খুঁজে বেড়াতেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সমস্যার সমাধানে অক্ষম হয়ে জনগণকে ঠকাবেন না বলেই তিনি তাদের কি অবশ্য কর্তব্য তা বলতে পারতেন না। নাটকগুলি মহৎ সৃষ্টি—কারণ যদিও তারা কোন উত্তর দিতে পারে নি, কিন্তু প্রাণপণে আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছে এবং এইভাবে একটি একটি ঐতিহাসিক জগতকে দৃশ্যমান করে। মানুষের গুণাবলী বিস্ময়ের সঙ্গে মিলিয়ে কোন লাভ নেই। 'চেরী অর্কাডে'র কথা মনে পড়ছে—তাঁর সমসাময়িক ইতিহাস। যেখানে জমিদার কুঠার দিয়ে চরিত্রের সুন্দর কিন্তু নিষ্ফলা মূলদেশে আঘাত করছে—সেখানে চেকভ যে শুধুমাত্র চিত্রোপম তীব্রতা প্রকাশ করেছেন তাই নয়, সেই স্থূল বাস্তবতা একটা যুগকে চিহ্নিত করছে। শূন্যতার মধ্যে এই চরিত্রগুলি নিষ্ফল নয়। নূতন শক্তির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তারা নিষ্ফল; এবং চেকভও তাদের জন্য কাঁদতে রাজী নন। তাঁর নাটক কর্মজীবন আরম্ভ করবার এবং যেভাবেই হোক এই ফলপ্রসূ সমাজে অংশগ্রহণ করে নূতন সুন্দরতর জগৎ সৃষ্টি করবার জন্য বক্তৃতায় পূর্ণ। এই প্রিয় ব্যক্তিগণও যে শক্তি তাদের সরিয়ে দিচ্ছে এই দুয়ের মধ্যে তিনি কোন একটা সামঞ্জস্য করতে চেয়েছিলেন। নাট্যকার যেভাবে প্রশ্ন করেন, যে অদ্ভুত সংঘাতের মধ্যে চরিত্রদের স্থাপন করেন তাতেই তাঁর উত্তর নিহিত থাকে। উষ্টিনোভ বলতে চেয়েছেন যে, তিনি উদ্ভট আবিষ্কার করতে ভালোবাসেন, কিন্তু চেকভ নিষ্ঠুর নন—আর জীবনের প্রকৃত উদ্ভটত্ব হচ্ছে নিষ্ঠুর ক্রুশ যা পেরেকে বিদ্ধ করতে হবে। বরঞ্চ অনুকম্পাভরে পীড়িত তার মন জোর করে অন্বেষণ করিয়েছে এবং উদ্ভটত্ব গ্রহণ করিয়েছে এবং এভাবেই জীবনের একটা অর্থ খুঁজে পেতে চেয়েছেন। উষ্টিনোভের চরিত্রসৃষ্টি থেকে বিচার করলে আমার মতে চেকভ ওর চেয়ে অনেক চিন্তাশীল লেখক।

এই সব মত শুনলে কল্পনা করতেও অসুবিধে হয় যে, চেকভ শাখলিন গারদের জীবনযাত্রা দেখবার এবং প্রকাশ করবার জন্য স্বাস্থ্য বিপন্ন করেও রাশিয়া পার হয়ে গিয়েছিলেন। এটা আমার নিকট সৌন্দর্যবোধের পরিচায়ক, তাঁর শিল্পীজনোচিত অনুভূতির প্রকাশ। যদি তিনি টলষ্টয় ও ডষ্টয়ভস্কির মনুষ্যত্বের প্রতি নির্দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে থাকেন তবে নির্দেশদানই তার কারণ নয়—কারণ হচ্ছে যে, সেই নির্দেশ তাঁর নিকট অত্যন্ত গায়ে পড়া ও অন্যায় মনে হয়েছে।

আপনি জানেন, ছোট ছোট রচনাতেও চমৎকার চরিত্র সৃষ্টি করা যায়। আমার মনে হয় উষ্টিনোভের সঙ্গে এ বিষয়ে আমার মতের প্রায় মিল হবে যে

উপন্যাস লিখলে মোঁপাসা মহত্তর সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারতেন। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। চেকভ নাটক না লিখলে তাঁর সাহিত্যিক মন আরও নীচে নেমে যেতো। আমি ক্ষুদ্রতার নিন্দা করছি না—শুধুমাত্র পৃথকীকৃত করতে চাইছি। খুব-ই ভালো লেখক কিন্তু একটু নীচের দিকের। পাঠকের কৌতূহল উদ্রিক্ত রাখবার এবং চরিত্রসৃষ্টির জন্য শুধুমাত্র ভালো মনোবিকলনকারী অথবা নাট্যকার হলেই চলে না। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, জগতের কষ্ট তুমি তোমার নাটকে এনেছো এবং রূপ দিয়েছ। নিশ্চয়ই চেকভ উত্তর খুঁজেছিলেন এবং তিনি যতটা জানেন ততটা বলেছেন। তিনি যে উত্তর দেন নি তা নয় কি বা উত্তর দেওয়া অসুন্দরও ভাবেন নি কিন্তু সেই পরম অজানার সামনে গিয়ে তিনি থেমে গিয়েছেন এটুকু তফাৎ এট সাধারণ ক্ষমতা—উষ্টিনোভের বক্তব্যের সঙ্গে এর বিন্দুমাত্র মিল নেই। চেকভ লিখেছেন—যে সচেতন জীবনের পিছনে কোন নির্দিষ্ট দর্শন নেই তা জীবন-ই নয়—একটা ভারী বোঝা—একটা দুঃস্বপ্ন। যে লেখক সাবাজ মন নবে 'উত্তর খোঁজবার ও দেবার চেষ্টা করেন নি তিনি কখনও এ কথা লিখতে পারেন না। এই উক্তির সাথে যাঁর উত্তর খুঁজে পেয়েছেন অর্থাৎ যার এক আঘাতে সব নিয়ম সমাধান করতে চান তার প্রকৃতির কোন ভাবের মধ্যে কোন বিরোধ নেই।

পূর্বকল্পিত দর্শনের সঙ্গে জীবন মিলিয়ে যারা নাটক রচনা করতে চায়, তাদের প্রতি আমি বিরক্তি প্রকাশ করি কিন্তু অস্তিত্বের বিশৃঙ্খলা প্রকাশ করাই যে সাহিত্যের সর্বোত্তম কাজ তা না দেখতে পাওয়া অন্ধতা। যদি কোন লেখক আয়োনেস্কোর মতো আদর্শবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং নিজের জন্য কাজ করতে থাকে তা হলেও সে একটা আদর্শবাদ-ই অনুসরণ করছে। নিরবচ্ছিন্ন শেষ স্তর বিশৃঙ্খলা এই ধারণার মানবজীবনের শেষে বিশেষ কোন অন্তর্নিহিত অর্থ নেওয়া যা আদর্শবাদেরই নামান্তর।

উষ্টিনোভ যা ইঙ্গিত দিয়েছেন সে রকম কোন আদর্শবাদের কথা আমি বলছি না। আমি শুধু এমন একটি রঙ্গমঞ্চ চাইছি যেখানে জীবনধর্মী সাবালক তরুণ এমন একটি নাটক দেখতে পাবে, যা তাকে যুগ সচেতন করে তুলবে, যা সর্বদিকে সব বয়সে অনুভূতি ছড়িয়ে দিয়েছে। শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়ানুভূতির জন্যই অভিনয়—আমার ভালো লাগে না। মানুষকে কতগুলি স্নায়ব সমষ্টি দেখে আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি। সেটা ডাক্তারীশাস্ত্রের ব্যাপার এবং আমরা প্রায় সেই অবস্থাতেই পৌঁছেছি।

আপনি যা বলেছেন তা থেকে আমি যদি উষ্টিনোভের মতবাদ বুঝে থাকি তবে তা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অসুন্দরের আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নয় বরং সমাজ ও সাহিত্যের ভেদরেখার জন্য চিন্তা। তিনি সাহিত্যকে সম্পূর্ণ পৃথক—সম্পূর্ণ ব্যক্তিগতভাবে দেখেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে চেকভ একজন অনুভূতি সম্পন্ন আলেখ্যকার, যাঁর মনে দয়া করুণা এবং আরও অনেক গুণ আছে। আমিও তাই বলি কিন্তু করুণাই তাঁকে বিবেকবান করেছে এবং সে করুণা ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে মানবতায় পৌঁছেচে। অবশ্য মহৎ সাহিত্য সৃষ্টির জন্য এটা একটা অতি প্রয়োজনীয় সূত্র নয়—গেটের মধ্যে এরকম নেই কিন্তু চেকভ করেছেন এবং আমি দেখছি এটা তাঁর লেখার চমৎকার গুণ এবং কোনভাবেই বাধা নয়।

ব্রাগুন—মিসেস মিলার, আপনার সম্বন্ধে শেষ কথা যা বলা হয় তা হচ্ছে যে, আপনি সমাজ থেকে হস্তান্তরিত। আপনি কি কোন ছবিতে নিজেকে অধিকতর আমেরিকান ভেবেছেন।

মনরো—ভেবে দেখি···হ্যা 'এ্যাসফাল্ট জাঙ্গল'··'সাম লাইক ইট হট'···বলতে গেলে, 'দি প্রিন্স এণ্ড দি সো গার্ল'-এও আমি আমেরিকান ভাবে ভাবিত হয়েছিলাম। উদাহরণ স্বরূপ বলছি, 'চিত্রনাট্যানুসারে আমাকে বলতে হবে, আমি চটপট করে গিয়ে মিকিকে শুভরাত্রি বলে আসব। আমি স্যর লরেন্স অলিভারকে বললাম, আমেরিকাবাসী হয়ে একথা বলা আমার পক্ষে অসম্ভব—যদি আমি বৃটিশদের মতো ভাবভঙ্গী না করি এবং তা হলেও সবাই আমাকে উপহাস করবে।

তিনি বললেন, না না, আপনি এটা বলুন। আমি বললাম, সোজা এই: ঠিক এই। তখন আমি বললাম, দেখুন আমি চটপট করে গিয়ে বলতে পারি না, কারণ 'সিপ' অর্থ কোন খাদ্য কামড়ে নেওয়া অথবা পানীয় থেকে একচুমুক খাওয়া—'চুমুক'। একটু 'চুমুক'—কিন্তু 'সিপ ডাউন' বলতে পারি না—তা হলে দেশের কেউ আমাকে ক্ষমা করবে না।

ব্রাগুন— তুলনায় নিজেকে প্রকৃত আমেরিকান মনে হচ্ছিল···

মনরো—হ্যাঁ, অনেক আমেরিকানকে দেখেছি। যারা ইংলণ্ড থেকে বৃটিশ উচ্চারণ নিয়ে ফিরে আসে। কাজেই আমার মনে হল···হ্যাঁ, এই সেটে আমিই তো একমাত্র আমেরিকান—আমাকেই খেয়াল রাখতে হবে।

মিলার—সমস্ত চরিত্রগুলিই শ্রেণী হিসাবে এখানে অপরিচিত এবং

তারা অভিজাত হাবভাব ও সুন্দর কথাবার্তার সাবান ফেনায় ভেসে বেড়ায়···

ব্র্যাণ্ডন—যখন আপনি অলিভারের বিপরীতে অভিনয় করছিলেন তখন কি তা এখানকার চেয়ে সম্পূর্ণ পৃথক মনে হয়েছিল।

মনরো—হ্যাঁ। আমি ওঁকে চাই এবং শুধু ওঁকেই।

ব্র্যাণ্ডন—কেন ?

মনরো—কারণ, আমি স্যর লরেন্স ও আমাকে একসঙ্গে দেখতে চাই। এজেন্টদেরও একথা বলে দিয়েছি। আমি বলেছি, আর অন্য কোনভাবেই নিজেকে দেখতে চাই না।

ব্র্যাণ্ডন—আপনি কি ক্ল্যাসিকাল স্কুলের অভিনেতার সঙ্গে অভিনয় করবার জন্য উৎসুক।

মনরো—না বর্তমানকালে বসে ক্ল্যাসিক ট্রেনিং-এর জন্য ব্যস্ত নই। আমি ভেবেছিলাম—মিলিতভাবে এটা ভালো—একটু বেখাপ্পা মজাদার এবং ঠিক যেন জীবনের মতো।

ব্র্যাণ্ডন—ঐ লেডি-চ্যাটালীর লাভারের উল্টো রকম আর কি!

মনরো—ও-কথা আমার মনে হয় নি।

ব্র্যাণ্ডন—বেশ। আমি ভাবছিলাম যে আপনি হয়তো ঐ যাকে বলে উচ্চাঙ্গের স্কুল—সেখানের একজন অভিনেতার সঙ্গে অভিনয় করে দেখতে চেয়েছিলেন। কি রকম লাগে, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তা আপনার মনোগত ইচ্ছা ছিল না···

মনরো—না। আমি কখনও কি রকম লাগে দেখবার জন্যে অভিনয় করি না—তা কোন চরিত্রই হোক কি কোন অভিনেতার সঙ্গেই হোক। জীবনের ক্ষেত্রেই কোনটি কি রকম তা দেখতে পাওয়া যায়। আর, কাজ করা হচ্ছে সম্পূর্ণ অন্যরকম ব্যাপার।

আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি জানি অভিনেতাদের শিক্ষার জন্যে ইংলণ্ডের ক্ল্যাসিকাল থিয়েটার খুবই চমৎকার, কিন্তু কালের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলাও দরকার। অভিনেতার পথে সে শিক্ষাও শুভকর—ইংলণ্ডে যার অভাব আছে বলে আমার স্বামী বলেন। তিনি অভিনয়ের জন্য আমেরিকানদের খুঁজছেন না, অথবা আমেরিকান হতে চাইছেন না—তিনি সাধারণত প্রতিদিনের লোক খুঁজছেন। কিন্তু অভিনেতারা অন্য শ্রেণীর হয়ে গেছে—তা তারা

জীবনের যে শ্রেণী থেকেই আসুক না কেন—এবং তা তাদের অভিনয়কে প্রভাবিত করে।

কিন্তু, অলিভারের সঙ্গে কাজ করা সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার এবং আমি অনেক কিছু শিখেছি মানে—পর্যবেক্ষণ করে।

ব্র্যাগুন—এক ধরনের জিনিস।

মনরো—জানি না—সে সব আমার মনের মধ্যে রয়েছে—আমি দুঃখিত যে আমি সে-সব প্রকাশ করতে পারছি না—কিন্তু নূতন একটা জন্ম হয়েছে।

ব্র্যাগুন—আপনি কি বৃটিশ অভিনেতাদের আমেরিকানদের চেয়ে বেশী বুদ্ধিসম্পন্ন মনে করেন?

মনরো—আমার প্রিয় অভিনেতা মার্লন ব্র্যাণ্ডো। আমার মতে তিনি যে-কোন পদ্ধতিতে অভিনয় করতে পারেন। কিন্তু বর্তমানে তিনি ঠিক পথে যাচ্ছেন না।

ব্র্যাগুন—সেটা কি আপনার অভিনেত্রী মনের অথবা নারী মনের প্রতিক্রিয়া?

মনরো—দু'টোই। যদিও, বেশিমাত্রায় অভিনেত্রীর।

ব্র্যাগুন—অনেক সমালোচক বলেন যে 'রাগী যুবক দল' আমেরিকা দ্বারা প্রভাবিত।

মিলার—আমার মতে তাদের লেখায় আমেরিকার সুর আছে। তাই বলে এ-কথা বলতে চাইছি না যে, লুক ব্যাক ইন এ্যাঙ্গার এর মত বই আমেরিকার প্রভাব ছাড়া লেখা যেতো না—কিন্তু ইংরাজী সাহিত্যে এমন একটা সহজ স্বচ্ছতা এমন কি বুকফাটা ভাব জোর করে চাপানো আছে যার সুর আমেরিকার—এবং যা ইংলণ্ডের সঙ্গে মেলে না—কারণ তা তিক্ত ও সুন্দর—অন্তত গত দুই দশকের বাড়াবাড়ি রূপ তাই দেখছি। এই লেখাগুলি আমার অত্যন্ত বেশি ঘরোয়া মনে হয়। আমাদের দিক থেকে, এটা মার্ক টোয়েনের সময় থেকে খুবই সাধারণ পর্যায়ে নেমে গিয়েছে এবং এখন সে ভাবেরই পুনরাবিষ্কার। সেই যে তিনি এঁকেছেন সাধারণ লোকেরা ভদ্রলোকদের জব্দ করে দিচ্ছে এবং এই ভাবেই চিরচরিত শ্রেণী বিভাগ নষ্ট করে দিয়েছেন—তার কথা বলছি। এ যেন গ্রামের ছেলের রাজা আর্থারের কোর্টের বিরুদ্ধে জয়লাভ।

আমেরিকার নাটকগুলি খুব বেশিমাত্রায় ঘটনাপ্রধান তুলনায় চিন্তাশীলতা অপেক্ষাকৃত কম। যা ঘটনায় দেখানো যায় না এমন কোন বিষয় এ নেয় না।

খুব কমই নিজের সম্বন্ধে মন্তব্য করে। বাস্তব লোকদের মতো এরাও ভাণ করে যেন কি করছে তা জানে না। এটা কোন-কিছুর বিষয় হতে চায় না নিজেই সেই বিষয় চায়। কিন্তু যে নাটকে দু'টোই একসঙ্গে পাওয়া যায় তারই মান উঁচুতে ওঠে। এটা করা কঠিন, কিন্তু বর্তমান সময়ে আমার মতে এই সবচেয়ে ভালো।

আমি জানি না জন ওয়েন, কিংসলী এমস্, জন অসবোর্নের মতো লেখক এ-সম্বন্ধে সচেতন কি না—তাদের হবার কোন কারণও নেই কিন্তু তাদের সব সৃষ্টিতে এরই প্রতিধ্বনি।

ব্যাগুন। আপনি তো ধর্মমূলক নাটক শুনতে অভ্যস্ত নন—তা হলে গ্রেহাম গ্রীন কি রকম লাগে?

মিলার—আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে, নাট্যকার হিসেবে তাঁর কাজ একটু ফরমূলা ঘেঁষা মনে হয়। তাঁর দর্শন শাস্ত্রানুযায়ী বাঁধা প্রকৃত কিন্তু তা যেন একটা বাক্যে স্বীকৃতিতে শেষ হয়েছে। তিনি ধর্মান্তরণে যে দৃশ্যগুলি অবশ্য প্রয়োজনীয় মনে করেন সেগুলি পড়ে আমার একপ্রকার নাটকের কথা মনে হয়েছে বাইরের দিক থেকে হয়তো সম্পর্ক নেই কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আছে, এ হচ্ছে ত্রিশ দশকের বামপন্থীদের ধর্মান্তরের নাটক। তিনি দু'টো যন্ত্রের মধ্যে আটকে গেছেন। একদিকে তাঁকে এক সমান স্তরে লেখা রাখতে হয়েছে কারণ তাঁর রচনারীতি ও বর্তমান জীবনযাত্রার মান এই স্তরের। অন্যদিকে তাঁকে আধ্যাত্মিক সমাধান করতে হয়েছে—যার সঙ্গে নাটকের গতির কোন সম্পর্ক নেই। ঈশ্বর বাস্তববাদ থেকে পালিয়ে বেড়ান ইঙ্গিত সত্য বলে প্রমাণ করা কঠিন। তাই, যতক্ষণ না তিনি তাঁর মতে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় অংশ—লাফিয়ে অন্য এক অনুভূতির জগতে প্রবেশ কর—না পৌঁছন এতক্ষণ পর্যন্ত নাটকটা ভালই লাগে। উদাহরণ স্বরূপ, 'পটিং সেড' নাটকটির কথা মনে হচ্ছে; নাটকনুযায়ী তোমাকে আগে থেকেই একটা জগতের অস্তিত্ব ভেবে নিতে হবে। তিনি সাধারণ মনস্তত্ত্ব নিয়ে লিখছেন—কিন্তু আমার মতে সাধারণ মনস্তত্ত্বের মধ্যে কোন আধ্যাত্মিক বিষয় চালানো যায় না। তাঁর এই বাস্তব প্রধান আকারে কি করে এই আধ্যাত্মিক উল্লম্ফন সম্ভব। এটা করতে হলে প্রথম থেকেই একটা প্রেরণাময় জগৎ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। তা হলে এটা বিশ্বাসযোগ্য হ'তে পারে। হয়তো তা ব্যাখ্যা পারি না, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারি। কিন্তু তিনি যে রকম মনস্তত্ত্ব নিয়ে কাজ করছেন অর্থাৎ যা

স্বাভাবিক মনস্তত্ত্ব তাতে এরকম প্রেরণাময় পরিণতি খাপ খায় না। আমি তাঁর বিশ্বাসের বৈশিষ্ট্যকে শ্রদ্ধা করি—এমন কি তাঁর সঙ্কটকে। কিন্তু তিনি যেন শেষের দিকে একটা জ্যামিতিক অঙ্ক করেছেন। সবাই এভাবে অনুভব করে না। তারা ব্যাপারটা সম্পূর্ণরূপে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে, কিন্তু এমন হতে পারে যে ওঁর অভিজ্ঞতাকে দিনের আলোয় আলোকিত পৃথিবীর দিক থেকে দেখতে হবে কারণ গ্রীনের দৃষ্টিভঙ্গী উজ্জ্বল দিনের।

ব্র্যাণ্ডন—আমেরিকার থিয়েটারের কোন ধর্মীয় সন্তোষ নেই। এর কি কোন ব্যাখ্যা আছে!

মিলার—আমি জানি না—তবে আমেরিকান মনের ভেদচ্ছিদ্রে সম্ভবপর সূত্র থাকতে পারে। শুনেছি আমেরিকান লোকদের শতকরা নব্বুইজন গির্জায় যায় অথবা গির্জার সভ্য। ইতিহাসে আমরাই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা বেশি গির্জায় গমনেচ্ছু জাতি। কিন্তু গির্জায় যাওয়া এক কথা এবং সে ভাবে ভাবা অর্থাৎ সচেতনভাবে জীবনের গূঢ় অর্থ খোঁজা আর এক কথা—আর কোন বস্তুতান্ত্রিক অর্থনৈতিক জীবনের দিক দিয়ে দেখতে গেলে এই রকম বাস্তববাদী, দক্ষ জাত আর পাওয়া যাবে না।

সেই সত্যকে উপশম অথবা সমর্থন করবার কোন চেষ্টা নেই। এটা অর্থনৈতিক জীবনের দিকে ব্যবহারিকভাবে অগ্রসর হওয়া।

কিন্তু, রবিবার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বদলে যায়। কয়েকঘণ্টার জন্য আমরা লাভ ও ক্ষতির কথা ভুলে যাই—এবং শুভ চিন্তা করি। এভাবে কাটানো জীবনের ধর্মের আদর্শবাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকে না—শুধুমাত্র সপ্তাহে একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়া।

এখন, স্বভাবতই আমাদের নাটক সেই জীবনযাত্রার রীতিই প্রতিফলিত করবে। আমেরিকার লোকদের থিওরী সৃষ্টির ধৈর্য নেই। এইমাত্র আমি যা বললাম—ধর্ম হচ্ছে রবিবারের, বাকি সপ্তাহ লোকে আর কিছু করে—তার মধ্যে ওরা কোন পরস্পরবিরোধী ভাব দেখতে পায় না। ওদের মতে এতে কোন ভুল নেই। আমাদের রঙ্গমঞ্চের সবচেয়ে বড় পরিবর্তন এলো যখন ক্রমবর্ধমান এই উদ্ভট পরস্পর বিরোধিতাকে নাটকের ক্ষুদ্রাকারে সূত্র যা কিছু ভালো যা কিছু মন্দ দেখায় স্থান দেওয়া সম্ভব হয় নি। মন্দ প্রভাবগুলি এতো বিস্তারিত ও অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, আমাদের নায়কের শত্রুদের আমরা ধরে নিয়েছি—যেন ওর শত্রুর অদৃশ্য। হতভাগ্য নায়ক হতভাগ্যরূপেই সামনে উপস্থিত হয়।

মানব তার পারিপার্শ্বিকতার এমন যন্ত্র হয়ে উঠেছে যে, আমরা তার সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছুই জানতে পারি না। প্রায় প্রতিটি প্রসিদ্ধ নাটকের গল্পই হলো যে কি করে প্রধান চরিত্রগুলি তাদের দোষগুলি থেকে মুক্ত হলো। গ্রীক থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত আমাদের প্রধান ধারা পূর্ণতার প্রশ্নের চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়। শুধুমাত্র নীতিগত পূর্ণতা নয়—ব্যক্তিত্বের পূর্ণতাও। সেই সমগ্রতা সাধনে যা বাধা দিচ্ছে সেই শক্তি খুঁজে বের করা কঠিন। আমাকে বিশ্বাস করে নিতে হবে যে, তারা আছে এবং তাদের আবরণ উন্মোচন করা যায়। শুধুমাত্র অনুসন্ধানের সূত্র থাকাই সব নয়। তার একটা কারণ এই যে এটা খুব বিরক্তিকর হয়ে ওঠে। অন্ততপক্ষে প্রাণের কথা ফিরে বলা প্রয়োজন।

এই রকম মানসিক অবস্থায় আমি 'দি ক্রুসিবল' লিখেছিলাম। ঘটনাক্রমে ম্যাকার্থিজমের সময় এটা ঘটেছিল যখন এক ধরনের ব্যক্তিত্বের বিচূর্ণন আবার আমাদের মধ্যে বিরাজিত ছিল। এতে আমি পুরাতন সৌন্দর্যময় নাট্যোচিত শৃঙ্খলা পুনর্জীবিত করতে চেষ্টা করেছিলাম—বলতে চেয়েছি যদি সে নিজে সাধারণ অপরাধে অপরাধী হয় তবুও কেউ হাত-পা গুটিয়ে বসে নিজের সৃষ্ট জগৎকে ধ্বংস হতে দিতে পারে না। আমি একটা প্রবল ইচ্ছাশক্তিকে আহ্বান করতে চেয়েছিলাম, আমি বলতে চেয়েছিলাম অন্যায়েরও কতগুলি দিক আছে এবং আমাদের জগতের নিরবয়তার কারণ এই যে আমরা ভয়ে এর সুন্দর রেখাগুলি খুলে ধরতে পারি না।

চল্লিশের নাটকগুলি যা জগতে আত্মবিশ্লেষণ নিয়ে শুরু হয়েছিল ক্রমে জগতকেই বাদ দেবার কৌশল আয়ত্ত করে। অর্থনীতি রাজনীতি এইসবই বিষয়বস্তু হয়। এইভাবেই আত্মকরুণা ভাবপ্রবণতা ও যৌন-অনুভূতিবাদ শুরু হয়। এ হচ্ছে নাটকের মধ্যেই প্রতি নাটক এবং এতে অনেক বড় বড় লোকের মতবাদের ছায়া আছে—যাঁরা অনুভব করেন যে, জীবনের গতি বর্তমানে এইরকম। চরিত্রগুলি অত্যাচারিত কিন্তু অত্যাচারির হদিস মিলছে না—হয়তো সে সেখানে নেইই। আমার মনে হয় যারা এই প্রকার বাতাস আমাদের মধ্যে ছড়াচ্ছে তাদের সঙ্গে বাজী ধরে আরও সুন্দর কাঠামো সৃষ্টি করি।

ব্রাউন—আমেরিকার নাট্যসাহিত্য অত্যন্ত অর্বাচীন। আপনি এর গতিপথ কি করে দেখলেন!

মিলার—প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত আমাদের সামান্য কয়েকটি দিশী নাটক ছিল। তার মানে হচ্ছে যে, আমেরিকার হাবভাব, আমেরিকার জীবন কোনরকমে রঙ্গমঞ্চে বেঁচে ছিল। জীবনের সঙ্গে রঙ্গমঞ্চের কোন সম্পর্ক ছিল না। নাটকগুলি, দু'একটি বাদে সবই অতিনাটকীয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে এই দেশে প্রকৃত আধুনিক নাটক সৃষ্টি করবার চেষ্টা হলো—যে নাটকে সমকালীন জীবনের ছাপ পড়ে এবং আমার মতে ও'নীলকে এই প্রধান স্রোতের একপাশে রেখে দেওয়া উচিত। কারণ, তাঁর উদ্দেশ্য প্রায় আর সব লেখকদের মতো ঘটনার সাংবাদিক রিপোর্ট নয়!

ব্র্যাণ্ডন—কাদের কথা বলতে চাইছেন!

মিলার—যেমন, 'হোয়াট প্রাইস গ্লোরী', 'ফ্রন্ট পেজ' ষ্ট্রীট সীনে'র খুব প্রভাব ছিল। সেই প্রথম শ্রদ্ধাহীনতার সুর শুরু হলো যা বর্তমানে যুক্তরাজ্যে খুবই চলছে। ভাবপ্রবণ আদর্শবাদের পুরাতন হুকুম বাতিল হয়ে গেল। সেই প্রথম রঙ্গমঞ্চে যুদ্ধ পুরাতন নাটকের দৃষ্টিভঙ্গী—যা একে কোন না কোন ভাবে গৌরবমণ্ডিত করে তুলতো—ছাড়া বিষয়বস্তু হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। যুদ্ধকে খুব সহজ সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখা আরম্ভ হলো—যেন একটা নোংরা ব্যাপার। একটা নূতন ভাব—প্রতিজ্ঞাভঙ্গ, সমসাময়িককে ব্যঙ্গ এবং উল্লাস সাহিত্যে প্রবেশ করলো।

আমার মনে হয় স্বভাববিদ বেলাস্কো প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছিলেন—যাঁকে আমাদের পায়োনিয়ারের মতো মনে হয়, কারণ তাঁর প্লটগুলি রীতিমতো ভীতিপ্রদ...তাঁর নাটকে অনেক দৃশ্য আছে—নায়ককে ফাঁসি দেওয়া হচ্ছে এমন সময়ে নায়িকা একটা আমেরিকার পতাকা হাতে নিয়ে ছুটে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলো ও সেটা তার ওপরে ছুঁড়ে দিল এবং স্বভাবতই যুক্তপ্রদেশীয় সৈন্যরা পতাকার ওপর দিয়ে গুলী করতে পারলো না। এইভাবেই নাটকের উপসংহার হলো, যা লোক নাটক প্রযোজনা করতে তিনি প্রচুর স্বাভাবিক জিনিস আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি রঙ্গমঞ্চে আগ্নেয়গিরি করেছিলেন; জলপ্রপাত করেছিলেন; এবং তিনি শিশুদের রেস্টুরেন্ট নামক একটা জিনিস করেছিলেন তাতে 'মিন্সপাই'র ওপরে মাছিটিও ছিল। এখন এসব নিয়ে কথা বলা বোকামী—শুধু এটুকু বলতে পারি যে, স্টানিস্লভস্কি এটা দেখেছিলেন এবং অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বেলাস্কোকে খুব বড় পরিচালক ভাবতেন। তিনি সর্বদা চেষ্টা করতেন গল্প ও চরিত্রগুলির অস্বাভাবিকত্ব সত্বেও স্বাভাবিক-

তার জন্য—এবং তা তদানীন্তন উচ্ছ্বাসপ্রধান, ভাবাতিরেকভরা অভিনয়ের একদম উল্টো। অবশ্য বিষয়বস্তু ছিল সম্পূর্ণ অন্যরকম—তা তদানীন্তন জীবন-যাত্রানুযায়ী। তাঁর চরিত্রগুলি কিম্ভূত। ওরা অকিঞ্চিৎকর কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তিনি ওদের এমনভাবে পরিচালনা করেছেন যেন ওরা খুব সুখী এবং তিনি ওদের দিয়ে সামাজিক টীকা-টিপ্পনী ও নীতিগত গল্প বলিয়েছেন। যা হোক তিনি একটা যন্ত্র নিয়েছিলেন যা আমেরিকার রঙ্গমঞ্চে ছিল—স্বাভাবিক অভিনেতা যদিও তা তাঁর হাতে অত্যন্ত সুন্দরভাবে সেজেছিল। এর পরে যা হয়েছে তা হচ্ছে গল্প—যা দিন দিনই দর্শকদের পরিচিত জগতের কাছাকাছি যাচ্ছিল। রবার্ট শেরউড, ম্যাক্সওয়েল এণ্ডারসন, এস এন ব্রামন, ফিলিপ ব্যারী, এল্মার রাইস, জর্জ কেলী, সিডনী হাওয়ার্ড এরা সকলেই আরম্ভ করেছে অথচ তাদের মূল বিংশ শতাব্দীতে আছে। ওরা যুগকে টেনে এনেছে।

ব্রাগুন—এখন তাদের কেমন লাগে?

মিলার—বর্তমানে তাদের অনেক সৃষ্টি অত্যন্ত মৃত, একটু অভিনয়-সচেতন এবং নিরীহ মনে হয়—যদিও তারা পুরাতন ভাবরীতির ধারা ও স্টেজের আবহাওয়া থেকে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করছে। তাদের অনেকগুলিরই খুব ভালো কাজের রীতি খুব ভালো—বোধ হয় আমাদের বর্তমান জগতের তুলনায় অতিরিক্ত ভালো। ও' নীলের অনেক লেখা এখন যথার্থতর মনে হয়, বোধ হয় আমরা ওঁর স্নায়ুপীড়ার অংশীদার। তা ছাড়া ওঁর লেখা ত' আত্মগত। অপররা তাদের নিষ্ক্রমনের ছবি রঙ্গমঞ্চে দেখাতে চায় নি। তাই তাদের অত্যন্ত শীতল মনে হয়। ও'নীল আমাদের মতো সংখ্যালঘিষ্ঠ শ্রেণীর। আর ওরা জনবক্তা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং এভাবেই ব্যক্তিত্বকে হারিয়ে ফেলেছে। আমরা এখন আত্মগতভাবই চাই কিন্তু ওরা গঠনশিল্প, রসপূর্ণ কথাবার্তা, লোকের হাবভাবের সম্বন্ধে মন্তব্য, প্রতিমাভঙ্গ এসব পছন্দ করতো। ও'নীলের লেখাও মাঝে মাঝে এই রকম ভাবে লিখে নষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু তার অন্তর্জীবনের ছাপ দর্শনীয় ও তা মনকে নাড়া দেয়।

এই সব লেখকদের কতগুলি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ত্রিশদশকে হয়েছিল কিন্তু সে যুগ যে সংখ্যাগরিষ্ঠদের সুরে বিশেষত্ব লাভ করেছিল—তার মধ্যে ক্লিফোর্ড অডেটস্ এবং লিলিয়ান হেলম্যান প্রধান। সামাজিক নাট্যকাররা তখনও গঠনশিল্পী—তারা জনগণের কথাই বলে, কিন্তু অডেটস ও হেলম্যানের অন্তরের নিরুদ্ধ ভাষাও রূপ পেয়েছিল—তারা ব্যক্তিগতভাবে অনুভব করেছিল ফ্যাসিস্টকালীন

জনমনের যন্ত্রণা। ওডেট একটা নূতন কাব্যময় ভাব—আর সেই গল্প যেন জীবনের চেয়েও বড়। হেলম্যানের সুন্দরভাবে সাজানো নাটকে গতি ধাপে ধাপে ওপরে উঠে গেছে। এই দু'জন লেখকেরই ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করেছেন—তাদের কাজ থেকেই তা চেনা যায়—কিন্তু প্রতীকগুলি প্রায়ই এতটা ত্রিশদশক-ধর্মী ছিল যে, যখন সেই সামান্য রাজনৈতিক বিক্ষোভ যুদ্ধে পরিণত হলো তাদের পৃথিবী পুরনো হয়ে গেল। আমাদের বিচার করে দেখা উচিত সত্য-ই তাই কি না? এই সব নাটকগুলি আমার হৃদয়কে যথেষ্ট নাড়া দিয়েছিল এবং ভালোবাসার সঙ্গে আজও স্মরণ করি।

একথা মনে রাখা উচিত যে, কেবলমাত্র বামপন্থীরা সামাজিক নাটক লেখেন নি। ম্যাক্সওয়েল এণ্ডারসন, শেরউড, রাইস, সিডনি হাওয়ার্ড এমন কি বারম্যান ও বেরীও এই সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় ফ্যাসিজম ও কম্যুনিজমের বিরোধ নিয়ে লিখেছেন। আমার মনে হয় অডেট্স ও হেলম্যান এই বিষয়বস্তু নিজেদের একক কল্পনায় দেখেছিলেন। এজন্যই এটা তাঁদের যুগের মনে রয়েছে। আসলে এঁরা 'ডিপ্রেসনের' সময়ে সাবালক হয়ে ওঠে।

চল্লিশ শতকের পরিণতি। যত্র আমরা দেখি নাট্যকারদের আত্মপ্রচারের অন্তরঙ্গতা দিন দিনই গভীরতর হয়েছে—এবং গঠনশৈলী ও রঙ্গমঞ্চের নীতির দিকে তাঁরা কম নজর দিচ্ছেন। এই হিসেবে ও' নীল-ই নায়ক—চিরস্থায়ী ভিত্তি। তাঁর সৃষ্টিও আমাদের মতো জীর্ণ ফ্রয়েডীয়বাদ, নিগ্রো সমস্যা, সমাজতন্ত্রবাদের ভাণ, সামাজিক অনাচার ইত্যাদি দ্বারা পূর্ণ এবং সেই রকমই অপ্রচলিত অশ্লীলতা, বিশ্রী কৌশল ও অতি নাটকীয়তায় কলুষিত। কিন্তু তিনি নিজে মুহূর্তের জন্যও তলিয়ে যেতে পারেন নি—আমরা তাঁর অন্তরের কথা শুনতে পাই—তাঁর নানা সুরে সাড়া দিই। তাঁর আত্মকরুণা, তাঁর যন্ত্রণাময় জিজ্ঞাসা, তাঁর নির্মম সন্দেহ রঙ্গমঞ্চসুলভ সমাধানকে ঢেকে দেয়। আর সব লেখকরাও তাঁদের নাটকে বন্দী হয়ে আছেন।

চল্লিশ এবং পঞ্চাশ কুজ্ঝটিকার যুগ। এর জন্য প্রধানত দায়ী টেনেসী উইলিয়াম। আমার একটি পা'ও এই স্রোতে। এ হচ্ছে নিষ্ঠুর, রোমান্টিক স্নায়ুপীড়া, সমসাময়িক জীবনকে আত্মার মধ্যে যুদ্ধে লিপিবদ্ধ করা। ব্যক্তিই জয়লাভ করেছে। সমস্ত সংঘাতই যৌন-সংঘাতে রূপান্তরিত হয়েছে। পরিপ্রেক্ষিত দিন দিনই বাস্তবানুযায়ী হচ্ছে। কারণ হয় এতে সমাজের খুব

বেশি স্থান নয় তো সমাজকে একদম বাদ দেওয়া হয়। এর গুণ স্পর্শপ্রবণতা বিস্তার ক্ষমতায়—এখানে স্পর্শপ্রবণতা অর্থে আমি ভাবানুভূতি বোঝাচ্ছি।

এখন এটা চপলবিজ্ঞতার বিপজ্জনক আতিশয্যে চলে গেছে। এ যেন নীল-আকাশের নাটক বিশেষত কয়েকটি নূতন লেখকদের নিকট। যৌন-সংঘাত এতটাই পৌঁছতে পারে—আর বেশি নয়, এটা এখন ডাক্তারী শাস্ত্রের আওতায় এসে যাচ্ছে। নাটককে নিজের অন্তর্জীবন পরিত্যাগ না করেও রৌদ্রালোকিত জগতে পথ করে নিতে হবে। প্রত্যেক আবিষ্কারই শেষে নিয়মবদ্ধতায় পরিণত হয়। আমি বলতে চাইছি পূর্ণতার পথে যেতে গিয়ে পুনরাবৃত্তি ও নিজেকে সংস্কার করতে হয় যতক্ষণ অন্তর্ভেদী চীৎকার ধীরে ধীরে অভ্যাসগত ক্রন্দন কিংবা আত্মসচেতন ফোঁপানীতে পরিণত হয়েছে। অনেক সময়ে মনে হয় এই রকম আত্মসচেতন ইচ্ছার জোরকরা কবি, নিয়তির শিকার এবং কুজ্ঝটিকার চেয়ে সেই আগের মতো এলোমেলো চাঁদ দেখাই ভালো। কিভাবে যে এটা ঘটবে—আরও বেশি প্রতীকতার প্রকাশের পথে অথবা বাস্তবতার পূর্ণজন্মে (চিরাচরিত ধারণানুযায়ী বলছে) তা জানি না—কিন্তু যেভাবেই হোক নাটককে ইন্দ্রিয়স্পর্শ থেকে মুক্ত হয়ে ভাগ্যের জগতে নিজেকে দাঁড় করাতে হবে এবং ভাগ্যই হচ্ছে প্রতিপক্ষ।

ব্র্যাণ্ডন—আপনি যেন বলতে চাইছিলেন যে ও'নীল এক পাশে…

মিলার—ও'নীল একদিকে ছিলেন, কারণ বিশ-ত্রিশ দশকের মেজাজ ছিল অধার্মিক। মূলত তাদের জগৎ বুদ্ধিগ্রাহ্য—তাঁর অতীন্দ্রিয়। একটি ব্যক্তি ও ভাগ্যের (এর চেয়ে ভালো শব্দ খুঁজে না পেয়ে এটাই ব্যবহার করছি) মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা তাঁর মতো আর কোন নাট্যকারের ছিল না—অন্তত আমার জানা নেই। সেটাই ছিল তাঁর চিন্তার প্রধান বিষয়—এবং তিনি সর্বদা তাই নিয়ে ব্যস্ত থেকেছেন। তিনি একহাতে আধুনিক সাহিত্যের চিরাচরিত সমস্যাগুলির সমাধান করতে চেষ্টা করেছেন—কিন্তু তিনি সর্বদা ঈশ্বরের কানের কাছে গুঞ্জরণ করেছেন। সেই পরম অজানাকে মন থেকে মুছে ফেলবার অক্ষমতার আশীর্বাদ তিনি পেয়েছিলেন।

ব্র্যাণ্ডন—আপনি কি স্যামুয়েল বেকেটের 'ওয়েটিং ফর দি গডট' দেখেছিলেন।

মিলার—আমি পড়েছি। কখনও দেখতে যাই নি। ঐ নাটকটার বৈপ্লবিক ভাবের জন্য আমার ওটা খুব ভালো লাগে। এটা খুব অন্তরঙ্গ বক্তব্য

—রঙ্গমঞ্চে করা খুবই কঠিন এবং সেই সময়ের সারাংশ। এতে অনুভূতি আছে বুদ্ধিও আছে। কিন্তু আমি এর সমাপ্তি কোথায় জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন মনে করছি—এই শিল্পকৌশল, এই আকার এবং অনেক অভিজ্ঞতা অনুবাদের সমাপ্তি কোথায়? অর্থাৎ ভবিষ্যতে এ কতটা টিঁকে থাকবে। আমি অনুভব করি যে পরিত্যক্ততা এর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ। এতটা বস্তুনিরপেক্ষতা—তা যেভাবেই লেখা হোক না কেন শূন্যতা আসতে বাধ্য এবং এটা করাই ওদের মনোগত ইচ্ছা। এবং আমার মনে হয় না এটা অন্যান্য মনোভাব গ্রহণ করবার মতো নমনীয়। আমি সমালোচনা করছি না—শুধু বিবরণ দিচ্ছি। আমার মতে সমালোচনা সম্পূর্ণভাবে নিজের সাংস্কৃতিক স্তরে সীমায়িত থাকবে। এটাই যুক্তিসঙ্গত এবং উচিত। কিন্তু নিজের সম্বন্ধে বলতে পারি যে আমি এলিজাবেথীয় যুগে থাকতে চাই। রাস্তার ওপরের ঠিকানা মাত্র। শুধু সৌন্দর্যবর্ধন—প্রয়োজন নয়। আমাদের উদ্দেশ্য ভিন্ন—দুই-ই ঠিক।

ব্র্যাগুন—আমার মতে আপনি ও সাঁত্রে বর্তমান যুগের দু'টি শক্তিশালী নাট্যকার। আপনার ও ওঁর মধ্যে তফাৎ এই যে ওর লেখায় আদর্শের প্রাধান্য।

মিলার—আমাদের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। এক নম্বর আমি এমন একটা সংস্কৃতির মধ্যে লিখছি—যেখানে ভাববাদের প্রাধান্য নেই। এরা জানে না এরা কি করছে। একটি সাধারণ লোক কিংবা বিরাট প্রতিষ্ঠান দুয়ের পক্ষেই এটা সত্য। আমার নিজের অভিজ্ঞতার থেকে আমি তা জানি!

ফরাসী দেশের লোকরা খুব ভালোভাবেই জানে যে, নিজেদের জীবন সম্বন্ধে সচেতন না হলেও তা যে ভাবেই হোক বস্তুগতভাবে চিত্রণ করা সম্ভব। মানে, তারা ভেবে নেবে যে 'কেউ' জানে তারা কি করছে এবং বলতে গেলে এটা ঠিক নিয়মতান্ত্রিক কাজ। এখানে এটি বিলাস—কয়েকটি হুজুগে লোক হয়তো এতে মাততে পারে, কিন্তু কোন ফল হবে না। তুমি জানলেই বা কি আসে যায়? আমরা এখানে প্রয়োজনে বিশ্বাস করি। আমরা প্রয়োজনের প্রভুভক্ত ক্রীতদাস। প্রয়োজনকেই এখানে সত্যের সম্মান দেওয়া হয়। কিন্তু কখনও কখনও লোককে অপরিহার্যতার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়।

ব্র্যাগুন—এটা কি কতকটা অ-বুদ্ধিজীবী মনোভাব নয়?

মিলার—এই দেশের বস্তুবাদ সম্বন্ধে যে অভিযোগ আছে তার সম্বন্ধে আমি

স্পষ্টভাবে মত জানাতে চাই। আমি বিশ্বাস করি কয়েকজন ইংরেজ ও ইয়োরোপীয়ের ধারণা বিকৃত জ্ঞান থেকে লব্ধ।

আমি নিজে অনুভব করি যে, আপনারা ভাবতেই অবাক হয়ে যান যে এখানে বুদ্ধিজীবী শ্রেণী নেই। কিন্তু এ সত্যের কারণ হয়তো যে আমরা কোন ব্যাপারের নামকরণ করতে চাই না—তাকে শ্রেণীবদ্ধ করতে চাই না।

উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি অন্যান্য দেশের লোকরা কি বুঝতে পারে যে বুদ্ধিজীবীরা কি করে? কিন্তু বাইরে অনেক লোক আছে যারা বুদ্ধিজীবীর নামেই মাথা নীচু করতে শিখেছে। আমার সেই নাপিতটার কথা মনে পড়ছে যার কাছে আমি যেতাম। সে বছরের পর বছর আমার চুল কেটেছে কিন্তু কখনও 'কেমন আছেন', 'ধন্যবাদ' ছাড়া কোন কথা বলে নি যতদিন না আমার ছবি 'ডেইলি নিউজে' ছাপা হলো—সেবারে বোধ হয় আমি একটা পুরস্কার পেয়েছিলাম—এই রকম কিছু একটা হবে। ও ছিল ইটালিয়ান কোন রকমে ইংরাজী বলতো—তখন ও আমাকে জিজ্ঞেস করলো, ডি এনানজিওর নাম শুনেছি কি না? আমি বললাম, তার লেখা পড়েছি। তখন থেকেই ওর চোখ জলে ওঠে এবং তারপর যখনই আমি দোকানে এসে ওর চেয়ারে বসতাম ও আমার দিকে তাকিয়ে অন্তরঙ্গ, মধুর হাসি হাসতো এবং মাথা নেড়ে বলতো, ডি এনানজিও। আমিও হাসতাম এবং ও আগের চেয়ে অনেক যত্নে চুল কেটে দিত। আসলে সে ডি এনানজিওর লেখা সম্বন্ধে কিছুই জানতো না—কিন্তু ঐ নামটাতেই জাতীয় গর্ব ও পূর্ণতা অনুভব করতো। ডি এনানজিও তার দাম বাড়িয়ে দিয়েছে।

ব্র্যাগুন—আপনি 'ডি এনানজিও'কে জানেন বলে ঐ নাপিতটার চোখে বুদ্ধিজীবী বলে প্রতিভাত হলেন।

মিলার—ইটালীর জনসাধারণের চোখে ডি এনানজিও নামটির যা অর্থ এখানকার লেখকদের তেমন কিছু নেই। কিংবা রুশীয় এবং অনেক ফরাসী লেখকদের মতো কোন লেখক নিজেকে জাতীয়তা অথবা ঐ ধরনের কোন ভাবে প্রকাশের মুখপাত্র ভাবে না। এক কথায়, আমাদের কোন সামাজিক স্থান নেই—শুধুমাত্র আমোদ-সৃষ্টিকারী কিংবা কখনও গভীর চিন্তাবিদ বা প্রচুর রোজগেরে।

অর্থের দ্যোতনার দিক দিয়ে এটা অবশ্য অ-বুদ্ধিজীবী মনোভাব—কিন্তু তাই বলে ঘৃণা বা অবজ্ঞার বিষয় নয়। সত্য কথা এই যে, একমাত্র যুদ্ধের

সময়ে সৈনিকবৃত্তি ভিন্ন আর কোন বৃত্তি জাতীয় শোভার প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। তা ছাড়া, ফরাসী অথবা অপরাপর ইয়োরোপীয় জাতির মতো আমাদের 'আমেরিকার সংস্কৃতি'র সম্বন্ধে সচেতনতা নেই। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে আমরা নাটক, চলচ্চিত্র, ছবি, গানের কোন মূল্য দিই না। সহজ কথা এই যে, জাতীয়তাবাদের কোন ছাপ না লাগিয়েই তাদের উপভোগ করা হয়। আবার বলছি, আমরা নাম করণ করি না—শুধু সেঁদুলি করি।

এর ভালো-খারাপ দু'রকম ফলই আছে। বাইরের দিক থেকে দেখতে গেলে এতে দেশকে ফেরিওয়ালার বাসা মনে হয়। জনগণের স্বীকৃতি না পাওয়ায় কোন কোন বুদ্ধিজীবি নিজেদের চারিদিকে অস্বাভাবিক প্রতিরোধ গড়ে তোলেন এবং হীনমন্যতা বোধ তাদের মনে একাকিত্ব, হতাশা ও দুর্বলতা সৃষ্টি করে। বোধ হয় এর সর্বাপেক্ষা খারাপ ফল দেখা গিয়েছিল ম্যাকার্থীর সময়ে—যখন মানবের অস্তিত্বের মূল কথাগুলিই বলবার প্রয়োজন ছিল বুদ্ধিজীবীদের এমন এক জনতার সামনে দাঁড়াতে হয়েছিল যারা উপদেশ শুনতে অভ্যস্ত নয়।

তবুও আমি নিজেকেই প্রশ্ন করি, বুদ্ধিজীবী পূজারী জার্মানীজাত নাজিদের সামনে কি করতে পারলো কিংবা পাঁচ বৎসর আলজেরিয়া যুদ্ধের ধ্বংসাবশেষের সামনে ফরাসীরা কি করছে? রাশিয়ার দিকে তাকিয়ে অনেকে অবাক হয়ে ভাববে যে হয়তো বুদ্ধিজীবীরা শাসনতন্ত্রের কোন প্রয়োজনীয় ব্যক্তি হলে, অপরিহার্যভাবে তাকে সরকারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।

এক কথায় আমাদের অবহেলাই করা হয়, ব্যতিব্যস্ত করা হয় না। কিন্তু সবাই তো অবহেলিত। আমার সন্দেহ হয় এদেশে কোন একটি বৃত্তি জনসাধারণের নিকট থেকে প্রাপ্য ধন্যবাদ অথবা স্বীকৃতি পায় কি না? এতে ব্যবসায়ীরা আছে যারা সর্বদা বৃত্তিগত হীনমন্যতাবোধে, হিংসা ও ক্রোধে ভোগে—যে শিল্পীরা সর্বদা জনগণের কাছ থেকে সমাদর পাচ্ছে।

এতে যে উপকার হয় (যদি উপকার নাম দেওয়া যায়) তাও যথেষ্ট। ঐ এক ধরনের স্বীকৃতি না পাবার ফলে আমরা দায়িত্ব থেকেও মুক্ত হতে পারি। অসহিষ্ণু সমালোচক দ্বারা আক্রমিত অথবা প্রতিরোধিত না হয়ে আমরা যেমনি খুশি লিখতে পারি। এখানে সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের কোন সম্পর্ক নেই—অন্তত অধিকাংশ মনে নেই। তাই সাহিত্য জীবনকে স্বাধীনভাবে ব্যবহার করে।

ব্র্যাগুন—এতে কি শিল্পীমন নিরুৎসাহ হয়ে যায় না?

মিলার—হ্যাঁ। মুশকিল এই যে শিল্পীর পথে নিজেকে একথা বোঝানো কষ্টকর যে তার বৃত্তি একটা তুচ্ছ চাপল্য নয়। আমার মনে হয় যে আমেরিকার মনোবৃত্তির এটাই সর্বাপেক্ষা বড় অবকাশ। এ থেকে বাঁচবার জন্য শিল্পীকে দাঁতে দাঁত চেপে আত্মসম্মান রক্ষা করতে হয়—কখনও হয়তো লাভ করবার মুহূর্তেই—কারণ খুব বাজে ব্যাপার ছাড়া সম্মান পাওয়া যায়—কিংবা হয়তো এই জয়ের পেছনে দীর্ঘস্থায়ী তিক্ততা থাকে। কিন্তু জনগণ যদি বুদ্ধিজীবীদের একটা মূর্তি তৈরি করে তাহলেই কি প্রমাণিত হবে যে সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের নিবিড় সম্পর্ক আছে? যদি উদাহরণস্বরূপ ইয়োরোপকে ধরা যায় তা হলে আমি সন্দেহ প্রকাশ করবো। আমার সামান্য অভিজ্ঞতায় শুনেছি বুদ্ধিবাজের বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা নোংরা লোকের কাছ থেকে তীব্র প্রতিবাদ

এই দৃষ্টিভঙ্গীর একটিমাত্র প্রয়োজনীয় সুবিধা যে, শিল্পীকে এই ভাব জয় করবার মতো জোর দেয়। যা সাধারণ অভিজ্ঞতা প্রকাশ না করে সে কাজ পছন্দ না করাও যখন তারা অন্যমনস্ক তখন তাদের আঘাত করতে হবে। তোমাকে এটা তাদের কাছে সত্য করে তুলতে হবে যে জীবে রাজপথের পার্শ্বস্থ পথগুলি সত্য—তোমার লেখা সাহিত্য বলেই তারা গ্রহণ করবে না—তোমাকে তাদের মনে এখনও যেটুকু জাগ্রত ও জিজ্ঞাসু আছে তার নিকটে বার্তা পৌঁছে দিতে হবে। এই প্রকার যুদ্ধাহ্বানে কবিতার মতো সুকুমার কলা নষ্ট করে দিতে পারে—কিন্তু নাটক ও উপন্যাসকে পুরুষোচিত দৃঢ়তা দেয়। অবশ্য এ তাদের পেশীবদ্ধ, মর্মরনাদী, চাৎকারমুখর এবং স্পর্শপ্রবণ করেও তুলতে পারে। কিন্তু এই মুহূর্তে আমি যা বলতে চাইছি তা হলো যে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ক্ষতিকর নাও হতে পারে।

ব্র্যাগুন—ইয়োনেস্কো ও বেকেটের মতে নির্ভেজাল বুদ্ধিজীবীদের সম্বন্ধে আপনার কি মত?

মিলার—আমার মতে ওঁরা নাট্য-বিরোধী, ওঁরা কি বলতে চান তা আমি জানি। সেই একই কথা—ইচ্ছাশক্তির শেষ—ধারণাক্ষম মানবের গোধূলি। ওঁরা সাহিত্য থেকে উচিত শব্দটা বাদ দিয়েছেন। জীবন প্রকৃতপক্ষে অদ্ভুত এবং যখন অদ্ভুতত্ব সম্বন্ধে সচেতন থাকে তখনই সে সবচেয়ে প্রাণবন্ত হয়। মানব এবং তার অস্তিত্ব পরস্পর শত্রু এবং এর মধ্যে কোন আপোষের কথা ভাবা যায় না।

ব্র্যাগুন—কিন্তু ইয়োনস্কো বলেন যে শিল্পের মূলে আদর্শবাদ থাকতে পারে না।

মিলার—আমিও তা বিশ্বাস করি। কিন্তু এত চরম সূত্র কাজে লাগবে না। আমি বিশ্বাস করি না যে লেখকের জানার পরিধি তাকে লেখায় অথবা তার সাহিত্যসৃষ্টি করে। কিন্তু আমি কেন মানবের অবচেতন জীবন—যা থেকে সাহিত্য খোরাক পায় এবং যা সাহিত্যসৃষ্টি করে—চিন্তাধারাকে অসম্ভব করে তুলবে? লেখকদের মধ্যে এইরকম বিশ্বাস আছে বলে মনে হয়। অনুভূত জ্ঞান বলে একটা জিনিস আছে। আমি বুঝতে পারি না কেন কোন ধারণা বা আদর্শবাদ সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের পথে বাধা হবে। বরঞ্চ একে যদি ব্যক্তিগত দর্শনের পরিবর্তে ব্যবহার না করা হয় তবে এটা সঞ্জীবনী হতে পারে। ইয়োনস্কোর আদর্শ হীনতাবাদ আর একরকম আদর্শবাদ।

ব্র্যাগুন—আপনার মতে আমরা কোথায় গিয়ে পৌঁছেছি।

মিলার—একটা কথা যে থিয়েটার আর বেশিদিন টিঁকবে না—অন্তত আমাদের দেশে। আকাশনীল নাটকেই ভবিষ্যতের সুর। আমরা জানি কি আশা করতে হবে—নাটকে আমাদের শোচনীয় পরাজয়—এবং স্নেহচ্যুত একাকিত্বের দলিল। হঠাৎ দেখতে পাবে তারা পুরণো টুপি হয়ে গেছে। হয়তো, আমিই শুধু এভাবে ভাবছি—এবং হয়তো জীবনধারণ করা আর দু'বৎসর আগের মতো অসম্ভব নয় এবং এটা যতটা রাজনৈতিক ও সামাজিক সত্য ততটা নাটকীয় সত্য। আমি বলতে চাইছি যে, এখন আশা করা যায় যে মানবজাতি রক্ষা পেয়ে যাবে। মনে হচ্ছে দুইটি প্রবল শক্তি মানবজাতিকে ধ্বংস করবার প্রবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত হয়েছে। এ-কথা অবশ্য নিশ্চিত যে পৃথিবীময় সৌভ্রাত্র সম্প্রদায় করতে হলে আরও অনেক দূরে এগিয়ে যেতে হবে।

কিন্তু শুধুমাত্র এই সত্য যে গত পাঁচ-দশ বৎসরের মধ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনা থাকলেও যুদ্ধ না ঘটা এবং কিছু পদক্ষেপ করা যাচ্ছে মনে হয় এই দুই দেশের মধ্যে পূর্ণ মৈত্রীস্থাপন হতে পারে এবং সমগ্র পৃথিবীতে যন্ত্রশিল্পের প্রবর্তন হয় তো যুদ্ধকে অপ্রয়োজনীয় করে তুলবে। এই সবই দেশকে শোধন করবে যতদিন না এটা ভাবাবেগপ্রবণ লোকের জীবনের অংশ হয়ে উঠবে—যারা কখনও খবরের কাগজ পড়ে না—এবং তারা জানবে না যে কেন কয়েক বৎসর আগের থেকে সব পৃথক মনে হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকত্ব হতে রান্নাঘর

পর্যন্ত লাইনটা বদ্ধ ও বক্র কিন্তু তার অস্তিত্ব আছে। সামরিক শিক্ষার মতন একটি সহজ জিনিসের কথা ধরুন। যখন প্রতিটি আঠারো বছরের ছেলেকে সেজন্য নির্বাচন করা হচ্ছে এবং দু'তিন বৎসর তাদের শিক্ষার ক্ষতি হচ্ছে যা হোক এ একটি মানুষ তো···তার মনে নানারকম নিরুদ্ধ বিরক্তি মিশ্রিত ঘৃণা জেগে ওঠে। ছেলেটার মনে হয়—দূর ছাই, কেন এরা আমার সময় নষ্ট করছে কারণ আঠারো বছরের একটা ছেলের কাছে তিন বৎসর সমস্ত জীবন, একটা বিরক্তির ভ্রূকুটি মনে জেগে ওঠে—সব-ই বৃথা মনে হয়। সামরিক শিক্ষা অনেক কমানো হয়েছে। হয়তো শেষ পর্যন্ত প্রতি বৎসর কয়েকজন মাত্র নিয়েই হয়ে যাবে। শুধুমাত্র এই ব্যাপারটাই মনস্তত্ত্বের ওপরে প্রচুর প্রভাব বিস্তার করতে পারে—শুধুমাত্র বালকটির নয় তার পিতামাতার শুধুমাত্র, পিতামাতার নয় চারিপাশের সকলের, আমি একরকম একটা বাজে উদাহরণ দিলাম। প্রতি মানসিকতায় পেছনেই প্রকৃত কারণ আছে, এই সবগুলি খুবই প্রয়োজনীয়—বাস্তব জগতের অসুন্দর অংশ—কিন্তু যারা ফলভোগ করে তাদের পক্ষে যথেষ্ট প্রয়োজনীয়—এবং এরকম অনেক লোক আছে। কিন্তু রঙ্গমঞ্চ এখনও সে অবস্থায় পৌঁছায় নি—দূরদৃষ্টির সেই গভীরতায়—যখন শুধুমাত্র আমাদের আটকে রাখা যন্ত্রণার মাকড়সার জাল না দেখে তার চেয়েও বেশি কিছু দেখতে পাই।

চারিদিকে বহুবিধ ইঙ্গিত থেকে বোধ হয় জোর দিয়ে বলতে পারি যে আমরা এখনও শেষ হয়ে যাই নি। এবং যে মুহূর্তে প্রকৃতই তা ঘটবে তখন অনেক নাটকের জুড়ে থাকা কালো হাওয়া অনুচিত মনে হবে। ঘটনা কি রকম তা কেউ দেখবে না—শুধু দেখবে রীতি।

# ফ্রাঙ্ক লয়েড রাইট

## সাম্প্রতিক স্থাপত্য অতিক্রমে

১৯৫৯ সালে বসন্তে ফ্রাঙ্ক লয়েড রাইটের মৃত্যুতে পৃথিবী একটি সর্বাপেক্ষা খাঁটি আমেরিকাবাসীকে হারিয়েছিল। তিনি শুধু সৃজনশীল প্রতিভা নন্— তিনি কাব্যোচিত করুণরসপূর্ণ দিবা স্বপ্নানুরাগ। অনন্য প্রতিভাবান ব্যক্তির মতো তিনি আত্মপাগল এবং যেহেতু তিনি এতে অতিরঞ্জিতভাবে এত বৈপ্লবিকভাবে আত্মপাগল যে তিনি প্রায় অত্যাচারী হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু, আর সব ব্যাপারের মতো তাঁর অত্যাচারও অত্যন্ত সুরুচি-সঙ্গত।

তাঁর সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষকগুণ উদার দৃষ্টিভঙ্গী, তাঁর শুধুমাত্র ইতিহাসের জ্ঞান নেই—ভবিষ্যৎ দৃষ্টিও আছে। তাঁর মতে স্থাপত্যশিল্প কথাশিল্পের জননী এবং ওয়েলেসে জন্ম হওয়া সত্ত্বেও তিনি কাব্য ও সঙ্গীতের ওপরে স্থান দেন। তিনি বলেন, সভ্যতার সর্বাপেক্ষা প্রকাশমুখর স্থায়ী চিহ্ন হচ্ছে স্থাপত্য। কিন্তু চিরন্তন-স্থাপত্যের ইতিহাসের নূতন ও স্থায়ী দিকে আমেরিকার স্থাপত্যের দান সামান্য মানবের স্থূল আরামের জন্যই তা অধিকতররূপে নিয়োজিত। হাজার বৎসর পরে তিনি চিন্তিত কণ্ঠে বলেন, যখন আমাদের উত্তর পুরুষরা সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ খনন করবে তখন তারা কি দেখবে। স্নানের বাথ টব ও ডিস ধোবার জায়গা?

অট্টালিকা গঠনের জন্য যতটা নয় বিংশ শতাব্দীর স্থাপত্যের জন্য তিনি যে নূতন নির্ণায়কগুলি স্থাপন করেছেন সেজন্যই তাঁর নাম স্মরিত হবে। স্থাপত্যে যুগীয় ধারণা খুব কম পাওয়া যায়; গ্রীকেরা অর্গলের ব্যবহারে অনেক উন্নতি করেছিল—রোমানরা প্রকৃতিগত অসম সাহসে গম্বুজ, খিলান ছাদ করেছিল। বাইজেনটাইন আমলে গম্বুজস্থিত চতুষ্কোণ এবং গোথিক আমলে হয়েছিল উড়ন্ত পোস্তা। কিন্তু, রাইটের পূর্বে এডওয়ার্ড ডারেল ঠিক-ই বলেছেন, বিরাট পরিধিতে বিস্তৃত নবীন বিশিষ্ট নিয়ম স্থাপত্যকে অনুপ্রাণিত করে নি। আকাশচুম্বী প্রাসাদকেই কংক্রীট, লোহার ফ্রেম ও এলিভিটারের উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে এক চমকপ্রদ নূতন সমাবেশ বলা যেতে

পারে কিন্তু ফ্রাঙ্ক লয়েড রাইট প্রকৃতপক্ষে বিংশ শতাব্দীর স্থাপত্যে একটা নূতন নীতি প্রবর্তন করেছেন—কান্টিলিভার ( চওড়া গভীর ব্রাকেট যাতে ভার আটকে থাকে ) প্রবর্তনের নীতি। এর আগে এতে শুধু ব্যালকনি আটকানো হতো। কিন্তু রাইট বলেন আমার বুড়ো আঙুল এক কোণে আটকে আছে। কিন্তু যেখানে হাতটার যোগ সেখানে থেকেই এ সব জোর পাচ্ছে। বিংশ শতাব্দীতে এভাবেই ইস্পাত ব্যবহার করতে হবে।

'যন্ত্র' এবং 'এন্' কে জোর দিয়ে 'নেচার' ( প্রকৃতি ) উচ্চারণ করলে তাঁর কাছে ম্যাজিকের মতো কাজ হয়। মানবিক প্রয়োজনেই স্থাপত্য ব্যবহার করতে হবে—কাজেই একে প্রকৃতি ও ব্যক্তির সঙ্গে সযত্নে সুর মেলাতে হবে। তিনি সাধারণতঃ তাঁর গৃহগুলি সামনের জমির সঙ্গে মিলিয়ে দিতে সক্ষম হন। কিন্তু আরও অনেক স্থপতির মতো নিজের খামখেয়াল গৃহেই সীমায়িত রাখেন —ভবিষ্যৎ মালিকদের কাঁধে চাপান না।

এই আটাশী বৎসর বয়সেও ফ্রাঙ্ক লয়েড রাইট উন্নত দেহ—স্থির, দৃঢ় পদক্ষেপে হাঁটেন এবং শারীরিক প্রয়োজন অপেক্ষা লাঠিটা তার কিছুটা বাবু-জনোচিত—কিছু অভিনয়োচিত পোশাক ও প্রসাধনের অঙ্গ মনে হয়। তিনি উজ্জ্বল চওড়া কলারের নীচে সিল্কের টাই এবং কোটের ঝুলে পড়া চওড়া রীতি ভালোবাসেন। তার প্রশস্ত কোণ টুপিতেও একটা জাঁকজমকপূর্ণ ভাব আছে। এটা তাঁর শুভ্র নটজনোচিত চুলের ওপরে চৌকোভাব বসানো আছে—যাতে তাঁর তীক্ষ্ণ, সুশ্রী মুখের পাশটাতে একটা চমৎকার বিশিষ্টতা এসেছে। তাঁর দেহের গঠন অত্যন্ত আধুনিক—কিন্তু পোশাক পুরাতন রীতির—এ যে নূতনের প্রতি আকাঙ্ক্ষা আবার চিরাচরিত ভাবধারার প্রতি অন্তর্নিহিত আকুলতা।

ওয়াশিংটনে আমার সঙ্গে ফ্রাঙ্ক লয়েড রাইটের দেখা হয়েছিল। তিনি রাজধানীতে ( যেখানকার স্থাপত্যের জন্য তাঁর মোটেই শ্রদ্ধা নেই ) এসেছিলেন করকরাণ গ্যালারীতে স্থাপত্য সম্বন্ধীয় চিত্রের একটি প্রদর্শনী উদ্বোধন করতে এবং সমসাময়িক-শিল্পের প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা দিতে। এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক রবার্ট রিচমান যিনি ওয়াশিংটনে সাংস্কৃতিক জীবন বাঁচিয়ে তোলবার জন্য বহু চেষ্টা করেছিলেন—আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাঁকে তখনই টেপ রেকর্ডের সামনে বসাতে আমার একটুও অসুবিধে হয় নি।

সাক্ষাৎকার করার পক্ষে তিনি আদর্শ ব্যক্তি। তিনি যুধ্যমান সৃজনধর্মী, এবং তখনই তিনি কথোপকথন সৃষ্টি করতে থাকেন। এবং যেহেতু তিনি

কথোপকথন ভালোবাসেন তাই তিনি শুধুমাত্র উপনিবেক করে ক্ষান্ত হন না—কথায় আগুন ধরিয়ে দেন। এ করবার ক্ষমতা তাঁর আছে। অশেষ গুণবান এই ব্যক্তির বাগভঙ্গী চমৎকার, অফুরন্ত শব্দভাণ্ডার, অনুপম ভাষাজ্ঞান—তিনি তাই বাগযুদ্ধে জয় সম্বন্ধে পরম নিশ্চিন্ত ছিলেন। প্রয়োজন হলে তিনি এমন এক একটি প্রামাণিক বক্তব্য উদ্ধৃত করে দেন যে প্রতিবাদ করতে কেউ সাহস পায় না। তখন তিনি রীতিমতো ভীতিপ্রদ। কিন্তু আপনাকে হাল্কা রসিক মন্তব্যে কাঁধ ঝাঁকিয়ে চুপ করিয়ে দিতেও রাইট সমান ওস্তাদ। সেই সময়ে আমার তাঁকে বৃহৎ ও বিশিষ্ট মনে হয়েছিল।

সাক্ষাৎকার ধারাবাহিকতায় এই সাক্ষাৎই প্রথম প্রবন্ধ। তাঁকে পছন্দ করেছিলাম কারণ তাতে অকৃতকার্য হবার সম্ভাবনা ছিল না—এবং আমার সম্পাদককে এই প্রকার ধারাবাহিকতার সফলতা সম্বন্ধে বিশ্বাস করাবার আশা সর্বাপেক্ষা বেশী ছিল। এই সঙ্কলন ফ্রাঙ্ক লয়েড রাইটের নিকটে বহুল পরিমাণে ঋণী এবং আমিও।

ব্রাগুন—আধুনিক স্থাপত্য সম্পর্কে কি বলতে চাইছেন তাই প্রথমে বলুন।

রাইট—বর্তমানে যা তৈরী হচ্ছে তাই আধুনিক স্থাপত্য। এটা দ্ব্যর্থক শব্দ কিন্তু আধুনিক স্থাপত্য অর্থ নূতন স্থাপত্য নয়। নূতন স্থাপত্য যান্ত্রিক স্থাপত্য।

ব্র্যাগুন—আপনার যান্ত্রিক স্থাপত্য প্রকৃতপক্ষে…

রাইট—একটা স্বাভাবিক প্রভাব।

ব্রাগুন—এটা কি পূর্বদেশীয় প্রভাব নয়?

রাইট—না, শুধু এইটুকু মাত্র যে এর দর্শন পূর্বদেশীয়। তাও সর্বপ্রথম বলেছিলেন—অট্টালিকার বাস্তবতা দেওয়ালে ও ছাদে নয় ভেতরের যে অংশে আমরা বাস করি—সেখানে। অট্টালিকার অন্দরের অংশই তার বাস্তবতা। তার অর্থ এই যে তুমি বাইরে থেকে ভেতরে—পশ্চিম জগৎ যা সর্বদাই করে থাকে—না এসে ভেতর থেকে বাইরে যাবে। তাওবাদ মেনে নিলে এই দর্শন পূর্বদেশীয়। কিন্তু, যে কারণেই হোক না কেন পশ্চিম এতদিন এই দর্শনানুযায়ী অট্টালিকা গঠন করেছে এবং আমাদের 'যান্ত্রিক' স্থাপত্য সেই ধারণারই মূল প্রকাশ। স্থাপত্যের শূন্যতা সম্বন্ধে ধারণাই হচ্ছে যান্ত্রিক—এবং যান্ত্রিক বলতে আমরা স্বাভাবিক ভাবি—এর অর্থ প্রয়োজনীয়।

ব্র্যাগুন—স্থাপত্য ও প্রকৃতির মধ্যে গভীর সম্পর্ক সম্বন্ধে আমি একমত। এই জন্য জাপানীদের গৃহের পরিবেশ আমাকে লুব্ধ করে তোলে। কিন্তু কি করে আপনি যান্ত্রিক স্থাপত্যের দর্শন আধুনিক শহরে কার্যকরী করতে পারেন? এখানে স্থানাভাব।

রাইট—না, পারা যায় না। আধুনিক শহর নিজের গতিতে চলবে না। আতিশয্যের চাপে এখন এটা শেষ হয়ে যাচ্ছে। আতিশয্যই একে ধ্বংস করছে। নূতন শহর আমাদের নিজেদের যান্ত্রিক সূত্রের ওপরে নির্ভর করে হবে—যেন একটা চাষবাড়ী, মাটির সঙ্গে মিলে—সব কিছুর কাছাকাছি থাকবে। বর্তমানের শহরগুলি সামন্ততন্ত্রের উত্তরসূরী। আমাদের এখন এগিয়ে গিয়ে জমির সু-বন্দোবস্ত করতে হবে।

ব্র্যাগুন—কিন্তু, এতে আমাদের ভূদৃশ্যে যেটুকু নিভৃতি ও শান্তি আছে তা কি নষ্ট হয়ে যাবে না?

রাইট—বরঞ্চ, ঠিক উল্টো। স্থাপত্য ঠিক মতো হলে বর্তমানে ভূদৃশ্যে যতটুকু ক্ষতি হচ্ছে তাও হবে না। নাগরিক স্থাপত্য গ্রামে গেলে অবশ্য সত্যই ভয়ের কথা। কিন্তু, যান্ত্রিক স্থাপত্যে বস্তুর প্রকৃতি ই তার ফ্যাশান স্থির করে এবং নির্মীয়মান অট্টালিকায় গ্রাম সুন্দরতর হয়ে উঠবে। অবশ্য, এটা এমন একটা সংস্কৃতির পথে দীর্ঘ যাত্রা যা এখনও শুরু হয় নি।

ব্র্যাগুন—কিছুদিন আগে আপনি লণ্ডনে ছিলেন। হয়তো দেখেছেন অনেক কিছু ধ্বংস হয়ে গেছে আবার অনেক তৈরী হয়েছে। লণ্ডনের মতো শহর সম্বন্ধে আপনার কি উপদেশ?

রাইট—লণ্ডন বহুগৃহবিশিষ্ট শহর। এর শহরতলী আছে। আমার মনে হয় লণ্ডনের বাইরে বেরিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। গ্রামের অভ্যন্তরে যতটা প্রয়োজন চলে যাবে পুরনো শহর, পুরনো গৃহ, পুরনো অবস্থা স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রেখে দেবে। দেখে দুঃখ হলো যে লণ্ডনে ও আকাশচুম্বীর আক্রমণ ঘটতে যাচ্ছে। একটা সচিত্র পত্রিকায় দেখেছিলাম অফিসবাড়ীর মতো একটা বিরাট হোটেল মধ্য লণ্ডনের ছাত্রাবাসগুলি ইঁদুরের ফাঁদ করে তুলেছে। আশা করি সেভাবে ওগুলি নির্মিত হয় নি।

ব্র্যাগুন—আপনি আকাশচুম্বীর বিপক্ষে কেন? সেগুলি-ই তো স্থাপত্য-শিল্পে আমেরিকার অনুপম অবদান।

রাইট—আকাশচুম্বী-ই এই শ্বাসরোধকারী অবস্থার জন্য দায়ী এবং এরাই

শহরকে অকেজো করে তুলেছে। আকাশচুম্বী একদল লোককে ওপরে তুলে দেয় আবার তাদের নামিয়ে এনে পথ লোকারণ্যে করে তোলে—কারণ রাস্তাগুলি অত চওড়া নয়।

প্যারিসে আকাশচুম্বী না থাকায় এবং এর শূন্যতা সম্বন্ধে জ্ঞান থাকায় বর্তমান যুগে এটি একটি সুন্দরতম শহর, লণ্ডনে এই সৌন্দর্য আছে কিন্তু এ যদি আকাশ-চুম্বী দ্বারা আক্রান্ত হয় তাহলে এর যা আছে তাও যাবে। আমার মতে বোমা বিধ্বস্ত স্থানগুলিতে অট্টালিকা প্রস্তুত করা উচিত নয় সে স্থানগুলি সবুজ করে তোলা উচিত। লণ্ডনের সবুজ তার প্রধান সৌন্দর্য। সেই ভাবটি-ই বাড়িয়ে তুলে গ্রামের দিকটায় এমন ভাবে বাড়ী তোলা হোক যা দেশকে নষ্ট করবে না সুন্দর করে তুলবে।

ব্র্যাগুন—লণ্ডন দেখে আপনার কি ধারণা হয়েছে ?

রাইট—আমার মতে লণ্ডনের অধিকাংশ অট্টালিকাই রক্ষিত করে রাখা উচিত। এসব পুরনো রীতির কৌতূহলো দ্দীপক উদাহরণ। কিন্তু এখন আমরা যা প্রস্তুত করতে পারি তার তুলনায় এসব অত্যন্ত অনুপযোগী—এবং শেষ পর্যন্ত স্মারক হয়ে থাকবে—মানাবে না। আধুনিক স্থাপত্যের মান অনুসারে লণ্ডন অনেক পেছনে পড়ে আছে এবং সেখানে যান্ত্রিক স্থাপত্যের খুব কম বলতে গেলে একটিও উদাহরণ নেই।

এই স্থাপত্য—যাকে আমরা যান্ত্রিক বলি—প্রকৃত পথে প্রাকৃতিক স্থাপত্য এখানে ইস্পাত কাঠের তক্তার মতো ব্যবহৃত হয় না। উনবিংশ শতাব্দীতে ইস্পাত কাঠামো কাঠের কাঠামোর মতো ছিল। ইস্পাত কেটে বরগা, খুটি এই সব করা হতো। কিন্তু তা যান্ত্রিক পদ্ধতি নয়। ইস্পাতকে আমরা প্রসারণীয় ক্ষমতার জন্য কংক্রীটে ঢুকিয়ে দিই। এই নিয়ম ফরাসীরা আবিষ্কার করেছিল এর নাম ফেরেকংক্রীট।

ব্র্যাগুন—আপনি যেসব অট্টালিকা তৈরী করেছেন তা সত্য-সত্যই অসমসাহসিক—বৈপ্লবিক। আমি ওগুলির দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে ভাবি—কি তাদের ধরে আছে

রাইট—তারা নিজেরাই নিজেদের ধরে আছে। যেমন আমার মাইল হাই অট্টালিকা। এর মেরুদণ্ড থেকে পাঁজরা বেরিয়েছে। গাফনহাম যাদুঘরে মেরুদণ্ডটি তৈরী হয়েছে—এবং পাঁজরা বা মেজে ভেতর দিকে চলে গেছে। বাইরের দেওয়ালটাই মেরুদণ্ড বা নির্ভরস্থল এ থেকে ঘরের মেজেটা বেরিয়েছে।

ব্র্যাগুন—কিন্তু কোন নির্ভরস্থল বা ভেতরের কোণ না থাকা কি নিরাপদ!

রাইট—আমার বুড়ো আঙ্গুল কোণ থেকে নির্ভরতা পাচ্ছে না। আমার হাতটা যেখানে জোড়া দেওয়া আছে সেখান থেকেই জোড় পাচ্ছে। এই হচ্ছে বিংশ শতাব্দীর ইস্পাতের ব্যবহার। কিন্তু আমাদের বড বড শহরে এখনও উনবিংশ শতাব্দীর স্থাপত্যের মতো বিরাট ইস্পাতের ফ্রেম যা সংযোগস্থলে মরিচাধরা। অধিকাংশ স্থাপত্য—যা আমরা আধুনিক বলি তা প্রকৃতপক্ষে দেওয়াল-কাগজ ঝোলান—কাগজের তৈরী অট্টালিকার সম্মুখদিকও হুইস্কির পোষ্টার, সাবানের পোষ্টার* সেসব প্রকৃতপক্ষে স্থাপত্য নয়। শহরের পক্ষে তা খুব ভালো—বর্তমানে শহর এইটুকু পাচ্ছে—কিন্তু তাদের স্থাপত্যশিল্প বলে না।

ব্র্যাগুন—ব্যক্তিগতভাবে আমি পার্ক অথবা ফিফথ এভেনিউ'র সামনের দিকটা ভালোবাসি। এই রাজপথের মহান মর্যাদা, সুসমরীতি সব-ই নষ্ট হয়ে যাবে যখন পুরণো বাড়ীগুলির জায়গায় কাঁচ ও ইস্পাতের একই রকম দেখতে বাড়ী হবে।

রাইট—এটা রুচির প্রশ্ন—এবং রুচি অর্থ-ই অজ্ঞতা. আপনি অজ্ঞ তাই ঐ রকম পছন্দ করেন। পুরাতনের আস্বাদে আপনার রুচি হলে আপনি তাই পছন্দ করবেন। নূতনের আস্বাদে রুচি হলে তাই চাইবেন। কিন্তু এর কোনটাই স্থাপত্য নয়। স্থাপত্য অনেক গভীর ব্যাপার। এটা মানব অস্তিত্বের কাঠামো। আমাদের এই অস্তিত্বকে সৌন্দর্যের নিকট উৎসর্গ করতে হবে। কারণ, কাব্যনীতি ছেড়ে গেলে আমরা আর ক'দিন বাঁচবো। আত্মাহীন সভ্যতা কি টিকে থাকতে পারে? বিজ্ঞান আমাদের রক্ষা করতে পারবে না—এ আমাদের ধ্বংসের সীমানায় নিয়ে এসেছে। শিল্পকলা ও ধর্ম যা সভ্যতার প্রাণ তাই আমাদের রক্ষা করবে।

সেই সব প্রাচীন সভ্যতা যা অনেকদিন আগে শেষ হয়ে গেছে রেখে গেছে পরিচয় স্থাপত্যে। জলাধার, মুখ ধোবার পাত্র, রেডিয়েটার—আমাদের যুগের এইসব চিহ্নই উত্তর পুরুষরা খুঁজে পাবে। স্থাপত্য প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন এবং প্রকৃতির জন্যই সৃষ্ট।

* রাইট নিউইয়র্কের সীগ্রাম ও লেভার অট্টালিকার কথা উল্লেখ করেছিলেন।

বর্তমানের অধিকাংশ শিক্ষিত রুচি ধার করা। কিছুই এদের করবার নেই—এবং উপকার সম্বন্ধেও কোন ধারণা নেই। শুধুমাত্র এই প্রশ্ন—পছন্দ কর কিনা? তুমি কে? তুমি একটি কৃত্রিম জীব যার রুচি হয়তো খুব-ই খারাপ। আমাদের এই রুচিসৃষ্ট সংস্কৃতিতে আমাদের সবই গোলমেলে হয়ে মিলে গেছে। কিন্তু, যদি আমরা প্রকৃতিতে ফিরে যাই এবং প্রকৃতি অনুসারে নব প্রস্তুত করি তাহলে সু-সামঞ্জস্য সম্পর্কে ধারণা হয়। শুধু সু-সামঞ্জস্য নয় সব কিছুতেই উপযুক্ত চরিত্র সৃষ্টি।

ব্র্যাগুন—আধুনিক স্থাপত্য সেদিকে যাবে বলে কি আপনার দৃঢ় বিশ্বাস।

রাইট—হ্যাঁ। এটা হবে যান্ত্রিক স্থাপত্য—যা বর্তমানের তথাকথিত আধুনিকতার মূল। কিন্তু, যান্ত্রিক স্থাপত্য প্রথমে নেতিবাদের দিকে গিয়েছিল সেই সঙ্কীর্ণ নেতিবাদ অনেক স্থাপত্যের অনিষ্ট করেছে। এবং তারা সেই নেতিবাদ নিয়েই আছে যে অস্তিবাদ করতেও সক্ষম এবং যা সে এখন করছে সেদিকে খেয়াল করে নি।

ব্র্যাগুন—অপ্রাচুর্যের সময়ে আধুনিক স্থাপত্যের জন্ম হয়েছিল। তখন উপযোগিতাবাদ চালু ছিল। এখন…এই ধর কুড়ি বৎসর আগের চেয়ে আমরা অনেক প্রাচুর্যের মধ্যে আছি। এটা কি স্থাপত্যে প্রতিফলিত হবে। এটা কি দক্ষতর অলঙ্করণের দিকে ঝুঁকবে।

রাইট—অপরিহার্যভাবে তা হবে। যে অলঙ্করণ আমরা জানি সেদিক দিয়ে নয়। এ আরও বেশী প্রকৃতিগত হবে—সেই বাগান—সেই গাছ—চারিদিকের সব কিছু। অলঙ্কার পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে মিলে যাবে। অট্টালিকাকে সব দিক দিয়ে স্বভাবজ হতে হবে। যাতে এতে প্রকৃতির সত্য থাকে।

অবশ্য এ সবই বৃহৎ ব্যাপার। এখানে পৌঁছতে অনেক দেরী। কিন্তু, এখানে পৌঁছবার জন্য আমরা যাত্রা করেছি এবং স্থাপত্য ধীরে ধীরে প্রকৃতির গভীরে প্রবেশ করছে। প্রকৃতিই স্থাপত্যশিল্পের জননী—একে বাদ দিয়ে সংস্কৃতি হয় না।

আমাদের, আমেরিকাবাসীদের সভ্যতা বিরাট কিন্তু আমাদের নিজস্ব স্থাপত্য না থাকায় আমরা সংস্কৃতিবিহীন। রাজধানী ওয়াশিংটন আমাদের সংস্কৃতির প্রতিভূ নয়। যেমন রাজধানী আমেরিকার ইতিহাসের প্রতিভূ। আমি এর স্থাপত্য বিচার করি না—এ যা সেজন্য একে শ্রদ্ধা করি। বহুদিন

থেকে উনবিংশ শতাব্দীর ইয়োরোপকে নকল করে আমরা মুখ গুঁজে আছি। কিন্তু, এখন আমেরিকা জেগে উঠে নিজেদের স্থাপত্য—যান্ত্রিক স্থাপত্যের প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে। কাল আমি সমকালীন কলাশিল্পে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বক্তৃতা দিলাম। এটা উৎসাহজনক। আমেরিকায় স্থাপত্য শিল্পের পুনর্জন্ম হচ্ছে এবং আমরা আমাদের নিজস্ব যান্ত্রিক স্থাপত্য পাচ্ছি।

## সাক্ষাৎকার : হারব্লক শুধু নহে প্রমোদের তরে :

নূতন ওয়াশিংটনের পোষ্ট অট্টালিকার আধুনিক, আচ্ছাদিত এবং ঐষধ-শোধিত আবহাওয়ার কোন অফিসে যদি সম্পাদকীয় চেহারা ও গন্ধ বের হয় তবে তা হারব্লকের। ঘরভর্তি কাগজ ছড়ানো, স্তূপীকৃত ফাইল ও বাতাসে ছাপাখানার কালির গন্ধ। এই বদ্ধ ঘরের অধিকাংশ জুড়ে ছবি আঁকবার জন্য টেবিল পাতা এবং খুব ভালো করে খুঁজলে তবে একগাদা বইয়ের নীচে আগন্তুক বসবার চেয়ার খুঁজে পেতে পারে।

ষ্টুডিওর নির্জনতায় কাজ করবার মতো শিল্পী হারব্লক নন। তিনি সংবাদ-লেখকদের সঙ্গে একই সঙ্গে পত্রিকার প্রাণকেন্দ্রে উপস্থিত থাকতে চান।

হার্বার্ট লরেন্স ব্লক, তাঁর পুরো নাম। পঞ্চাশ পার হয়ে গেছেন। কিন্তু দেখে অতটা বয়স মনে হয় না। মুখ ফ্যাকাশে, চুল পাতলা, স্বর্ণাভ। তাঁর স্ফীত বড় বড় চোখ কখনও নবজাত শিশুর বিস্ময়, কখনও বহু-দুঃখ পীড়িতের ব্যথিত ভাব নিয়ে তাকিয়ে থাকে: কিন্তু, সর্বদাই সেখানে ব্যঙ্গের আভাস। যদি আপনি কয়েক মাস আগে দেখা ও বিশেষভাবে ভালো লাগা কোন কার্টুনের কথা স্মরণ করে বলেন তাহলে তাঁকে সম্পূর্ণ সন্দিগ্ধ মনে হবে। তিনি এত বেশী বিনয়ী যে কিছুতেই বুঝতে পারেন না যে কি করে কেউ তাঁর প্রতি অতটা মনোযোগ দিতে পারে।

আর সব পেশাদার হাস্যরসিকের মতো কথাবার্তায় তিনি গম্ভীর। সুইকটের মতো তিনিও ভাবেন, যারা চিন্তা করতে পারে না তাদের সুখের জন্যই হাস্যরস' এর অর্থ এই নয় যে নিজেকে তিনি অত্যন্ত বেশী গুরুত্ব দেন। কিন্তু তিনি মানব-ভাগ্য, মানবের অধিকার, পোষা কুকুরকে বাঁচিয়ে রাখবার প্রয়োজন সম্বন্ধে অত্যন্ত বেশী ভাবেন।

যে কোন সুদক্ষ সম্পাদকীয় লেখকের মতো তিনি অনুভব করেন যে কার্টুনিষ্ট হিসেবে তিনি শুধু কোন নীতি বা অন্য কারো মতবাদ রূপ দেবেন না—তাঁর নিজের দৃঢ় মতামত থাকা প্রয়োজন। জীবনযাত্রার প্রারম্ভে

চিকাগো ট্রিবিউন (চিকাগো শহরে তিনি বড় হয়েছেন) কার্টুনিষ্ট জন ম্যাককাটচন এবং নিউইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবুইনের ডিং ডালিং'-এর প্রবল প্রভাব তাঁর ওপরে ছিল। তাঁদের সঙ্গে তাঁর সম্পূর্ণ মিল ছিল না কিন্তু তিনি তাঁদের চমৎকার নকশা আঁকিয়ে এবং এমন লোক যারা নিজেদের প্রবল বিশ্বাস প্রকাশ করতে পারে।

হারব্লকের প্রথম চাকুরী ছিল একটি সমিতিতে। তার অর্থ এই যে কার্টুনগুলি খুব আমুদে; এবং বিশেষ প্রচার পাবার জন্য যতটা সম্ভব লোকের মনে সাড়া জাগাবার উদ্দেশ্যে অনুত্তেজিত ও আপত্তিহীন হতে হবে। ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গী তৈরী হতেই শুধু সময় নেয় না—কার্টুনিষ্টকে কর্তৃত্বপূর্ণ ভাবে তা প্রকাশ করবার সুযোগ পেতেও সময়ের প্রয়োজন। এবং যদিও বর্তমানে হারব্লকের দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত ব্যক্তিগত, অত্যন্ত দলগত কঠিন-আঘাতকারী তবুও তার কার্টুন সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে অত্যন্ত বেশী প্রচারিত এবং বিদেশে পুনর্মুদ্রিত।

রাজনৈতিক রাজধানীতে বাস করে এবং ওয়াশিংটন পোষ্টের জন্য কাজ করতে করতে তিনি সর্বাপেক্ষা নিকটতম দর্শকদের নিয়ে ছবি আঁকেন—রাজনৈতিক নেতারা, বাণ্যকর্মচারীবর্গ, রাজ্য সরকারের সদস্য। ওয়াশিংটন পোষ্টের সম্পাদকীয় এই দেশের সর্বশ্রেষ্ঠদের অন্যতম কিন্তু যখন হারব্লকের ১৯৫৯ সালের হেমন্তে ছোট একটি হার্টের আক্রমণে চার মাসের ছুটি নিতে বাধ্য হয়েছিলেন তখন এর প্রধান সুর হারিয়ে গিয়েছিল। কার্টুনের বিষয়বস্তু বিদ্যুতের মতো আঘাত করে লিখত সম্পাদকীয় খুব বেশী হলে বজ্রের মতো হতে পারে।

কাজেই, এটা আশ্চয নয় যে কার্টুনিষ্টদের যা সর্বাপেক্ষা ভরিয়ে তোলা তা হচ্ছে বিষয়। তারা সব সময়ে এই ভাগ্য পীড়িত হতে থাকে যে কোনদিন হয়তো একটিও ভাব মনে থাকবে না। অনেকেই সাহায্যের জন্য সম্পাদক ও সহকর্মীকে উপরে নির্ভর করে। হারব্লক কখনও এই ভয়ে ভীত নন। তাঁর মনে কখনও ভাবের অভাব হয় না, কারো কাছ থেকে কোন ইঙ্গিত নেন না, কিংবা সম্পাদকের সভায় বসেন না। প্রত্যেকদিন লাঞ্চের পরে তিনি সম্পাদককে পরবর্তী দিনের কার্টুনের জন্য কয়েকটা স্কেচ দেন। সম্পাদকের নির্ধারণ-ই চূড়ান্ত-তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে নেন। ডেভিড লোর মতো তিনি স্বাধীন শিল্পী হিসেবে কাজ করেন না—নিতান্তই দলের একজন লোক।

হারব্লক কখনও নিয়মানুগভাবে কথাশিল্প চর্চা করেন নি—অথবা ড'মিয়ার বা তুঁলে-লট্রেকে'র মতো বিখ্যাত পূর্বসূরীদের দিকে বেশী মনোযোগ দেন নি। তাঁর শিল্প অস্ত্রীয় এতে চিত্রকলা অপেক্ষা রাজনৈতিক চেতনা-ই মুখ্য। তাঁর নকশা অঙ্কন অত্যন্ত স্পষ্ট, কিন্তু এটা-ই তাঁর বিশেষ গুণ নয়। তিনি শুধু শিল্পী নন রাজনৈতিক জন্তুবিশেষ।

'দি নিউ ইয়র্কার' পত্রিকার প্রভাবে আমেরিকার রসবোধ মোটা কার্পেটের ওপর চলতে অভ্যস্ত। মনে হচ্ছিল যে, এমন আমেরিকাবাসীরা নিজেদের সমাজ সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিল না এবং সেজন্যই নিজেদের নিয়ে খুব বেশী আমোদ করতে তারা ভয় পেতো। এসব ভয়ে হারব্লক ভীত নন এবং এই জন্যই তিনি আমেরিকার রাজনৈতিক কার্টুনিষ্টদের নেতা।

ব্রাঙন—বাক্যালাপে আপনাকে অত্যন্ত শান্ত ও সহৃদয় মনে হয় কিন্তু আপনার কতগুলি কার্টুন বিচার করলে দেখতে পাই আপনার শিরায় শিরায় অনেক এ্যাসিড আছে।

হারব্লক—আমি অনুভব করি না যে আমার শিরায় এ্যাসিড আছে। কয়েকজন সমালোচক বলেছেন, এই লোকটি নিশ্চয়ই দয়ালু কারণ এ মানবতা ভালোবাসে। অপরে বলেছে এই কার্টুনগুলি খুব রুক্ষ ও নিষ্ঠুর। এই ধাঁধা আমাদের সেই গল্প মনে করিয়ে দেয়—এক শিক্ষক ক্লাসে ছেলেদের জীবে দয়া সম্বন্ধে উদাহরণ দিতে বলেছিলেন। একটি ছোট মেয়ে বলল কিভাবে একটা পাখী বাসা থেকে পড়ে যাওয়ায় সে তাকে যত্ন করে উড়তে শিখিয়েছিল। একটি ছোট ছেলে বলল কিভাবে শীতের দিনে ক্ষুধার্ত বেড়াল-ছানাকে খাইয়েছিল। পরবর্তী ছোট ছেলেটিকে প্রশ্ন করায় সে উত্তর দেয়, হ্যাঁ, মহাশয়, একবার আমি ছেলেকে কুকুরকে লাথি মারবার জন্য লাথি মেরেছিলাম।

আমার মনে হয় আমাদের মানবতা-প্রেমও অনেকটা এই রকম—যে ছেলে কুকুরকে লাথি মারে তাকে লাথি মারি। কার্টুনিষ্টের এই প্রধান কাজ। আমার মনে হয় না তাতে নীচতা প্রকাশ পায় অথবা তা নীচতা দ্বারা উদ্বুদ্ধ।

আ'মার উদ্দেশ্য এই যে সম্পাদকীয় বিভাগের সকলেই ঠিক কথা বলতে চেষ্টা করবে এবং তা ফলপ্রসূভাবে বলবে। কিন্তু, আমার মনে হয় না যে এর জন্য আপনাকে গম্ভীর হয়ে থাকতে হবে। আমি প্রায় সব কার্টুনে মজা

পেতে চেষ্টা করি কিন্তু কম-বেশী আমুদে উপস্থাপন একটা মতবাদ বোঝায় অথবা যেন কোন বিশেষ কথা প্রমাণ করে।

ব্র্যাণ্ডন—ডেভিড লো একদা আমার এক বন্ধুকে বলেছিলেন তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য শুভেচ্ছাকে উৎসাহিত করা।

হারব্লক—'শুভেচ্ছা উৎসাহিত করা'—শুভেচ্ছা সম্পর্কে একটা পুরাণো প্রবাদ আছে···আমার মনে হয় আমরাও শুভেচ্ছা উৎসাহিত করি—যা হয়তো এই রকম যে আমরা তাদের 'সৎ পথে রাখতে চাই'—যাতে সরকারী কর্মচারীরা বিবেকানুসরণ করে চলতে পারে—এবং লোভের কাছে নতি স্বীকার করা কঠিনতর হয়ে ওঠে। কিন্তু, আমার মনে হয় আমাদের সকলেই —এমন কি ডেভিড লো—প্রকৃতপক্ষে এর চেয়ে বেশী করতে চান। যে সব নীতি আমরা নির্বোধোচিত ও বিপদজনক বলে জানি তা যখন শুভেচ্ছু সম্পূর্ণ সরল লোকদ্বারা প্রচারিত হয় আমরা দেখতে চেষ্টা করি যে আমাদের শুভেচ্ছাপূর্ণ ভাবধারাগুলি অন্যের শুভেচ্ছাপূর্ণ ভাবের অপেক্ষা অনেক বেশী অর্থ বহন করে।

ব্র্যাণ্ডন—কী আপনাকে কৌতূহলী করে—ফলাফল অথবা ফলাফলের প্রতিভূ সেই ব্যক্তিত্বে।

হারব্লক—হ্যাঁ, ফলাফল। আমার মনে হয় অনেক সময়ে রাজনৈতিক নেতারা 'ফলাফলে'র সঙ্গে একীভূত হয়ে যান কিংবা নিজেরাই 'ফল' হয়ে দাঁড়ান, কিন্তু প্রধানতঃ ফলাফলটিই হচ্ছে আসল বিষবস্তু। এবং, আপনি তো জানেন, কোন 'ব্যাক্ত'কে এক 'সমস্যা'য় সমালোচনা করা যায় এবং অনুভব করা যায় যে তিনি অপর সব ব্যাপারে ঠিক করেছেন। লোকরা অনেক সময়ে ভাবে কার্টুন অর্থ কোন সমালোচ্য ব্যক্তিকে দয়া প্রদর্শন কিংবা ঠিক উল্টো এবং তাদের মনে এই ধারণা হয় তুমি কারো 'পক্ষে' থাকবে নইলে 'বিপক্ষে'। আমি তা ভাবি না।

ব্র্যাণ্ডন—আপনি কি আইসেনওয়ারের এমন কোন কার্টুন এঁকেছেন যা আপনার মতে দোষগ্রাহী নয়?

হারব্লক—হ্যাঁ, কিন্তু তাতে এই প্রমাণ হয় না যে তাদের অধিকাংশই ছিল দোষগ্রাহী। এর অংশত কারণ এই যে সংবাদপত্রের কাজ সরকারের দোষগুণ বিচার করা। এবং এই জন্যই খুব কম-ই কার্টুনিষ্ট রাজনৈতিক নেতাদের তাদের কাজের জন্য উৎসাহিত করে। আর একটা কারণ এই

যে তাঁর শাসনকালে প্রেসিডেন্ট আইসেনওয়ারকে যা করা হয়েছে তদপেক্ষা আরও সমালোচনা করা উচিত ছিল।

ব্র্যাগুন—আর নিক্সন?

হারব্লক—আমার মতে নিক্সন অথবা ম্যাকার্থী এমন একটা কেস যেখানে ব্যক্তিটি, তাঁর কাজ করবার নিয়ম, তাঁর সর্বজনবিদিত চরিত্র সব মিলে নিজেরাই একটি ফলাফল।

ব্র্যাগুন—আপনি কি ইচ্ছে করেই আইসেনওয়ারকে 'ডোনাল্ড ডাকে'র মতো করে আঁকেন?

হারব্লক—না, আমি কখনও তাঁকে সেরকম দেখাতে চেষ্টা করি নি—শুধু কার্টুনে—সেখানে আমি তাঁকে হাঁস করেই এঁকেছি—দেখিয়েছি তিনি এমনভাবে রাজনীতি নিয়েছেন যেভাবে হাঁস জল নেয়—আর শিবিরের ম্যানেজার বুঝিয়ে দেয় যে, "মনে মনে সে এটা ঘৃণা করে।"

ব্র্যাগুন—আমার মনে হয় আপনি আদর্শবাদী, তাই না?

হারব্লক—একদিক দিয়ে তাই বটে···কিন্তু আমার মনে হয় যা সর্বাপেক্ষা আদর্শবাদী মনে হয়। বাস্তবিক পক্ষে তাই সবচেয়ে বাস্তবসম্মত। বিদেশী অর্থনৈতিক সাহায্যের কথা মনে করুন। অনেকে এটা আদর্শবাদী কাজ হিসেবে নেয়—কিন্তু আমাদের পক্ষে এটা সর্বাপেক্ষা বাস্তবানুগ এবং অন্য-দেশের পক্ষেও তাই। স্বাধীন গণতন্ত্র সরকারের কথা ধরুণ। প্রকৃতই, তা আদর্শবাদী ব্যাপার। কিন্তু আমার মনে হয় এটাও সরকারের সর্বাপেক্ষা বাস্তবসম্মত রূপ। 'সম ন্যায়বাদ' ও 'সম-অধিকারের' কথা ভাবুন। এ প্রকার আদর্শ কখনও পরিপুরিত হয় না। কিন্তু, কি প্রকার ন্যায়বিচার হবে, কি অধিকার আমাদের সকলের হবে—যদি আমরা এইসব বিষয়ের মঙ্গল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হই?

ব্র্যাগুন—আমার মনে হয় কার্টুনিষ্টদের সাধারণ বিশেষত্ব হচ্ছে আদর্শবাদী হওয়া। তাদের পদ্ধতি হচ্ছে বিকৃতকরণ···

হারব্লক—বাইরের দিক থেকে কার্টুন হচ্ছে আতিশয্যকরণ—কিন্তু, আমার মনে হয় না তাতে মূল ভাব বিকৃত হয় বরঞ্চ উল্টো। ঠিক মতো করতে পারলে এতে সিদ্ধান্ত স্পষ্টীকৃত হয়।

অনেক সময়ে কার্টুন ছবিগুলি রূপকাত্মক, ক্ষুদ্র উপদেশপূর্ণ গল্প বা উপকথার মতো হয়। খুব সহজ একটা উদাহরণ নিচ্ছি। ধরুন, তথাকথিত

নিরাপত্তা পরিষদের একটা বেনামী চিঠির অপবাদে অভিযুক্ত হয়ে একটি লোক চাকুরী হারিয়েছে, তার সুনাম নষ্ট হয়েছে, তার জীবিকা নির্বাহের উপায় ব্যাহত হয়েছে। আপনি হয়তো তাকে এভাবে দেখাতে পারেন যে সে একটা মুখোশধারী দ্বারা পেছন থেকে আক্রমিত। শারিরীকভাবে তার মাথায় আঘাত করা হয় নি এবং সত্য সত্যই কেউ মুখোস পরে নি। কিন্তু, পাঠকরা সেটুকু বুঝতে পারে। এই আতিশয্য তাদের ফাঁকি দিতে পারে না—এবং ফাঁকি দেবার জন্যও নয়। এতে শুধুমাত্র সেই প্রধান কথাটা বোঝাচ্ছে যে লোকটি নিজেকে বাঁচাবার কোন সুযোগ না পেয়ে আহত হয়েছে।

এখন, ধরুন আপনি লিখলেন যে এই লোকটি সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং কেউ তার গায়ে হাত দেয় নি। কথাটা সম্পূর্ণ যথাযথ কিন্তু ভুলপথে চালিত অর্ধসত্য—ফলে এটাই প্রকৃত বিকৃতকরণ। চিহ্নিত কার্টুনটি সরলভাবে মতামতের জন্য প্রকাশিত এবং সুপরিচিত আতিশয্য দ্বারা চিহ্নিত আমার নিকট মনে হয় পাঠকদের পক্ষে অনেক ভালো।

যদি আপনি সংবাদপত্রের মূলমন্ত্র অল্পকথায় বোঝাতে বলেন তাহলে আমি বলবো—পাঠকদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার।

ব্র্যাগুন—কিভাবে কার্টুন আঁকা আপনার পক্ষে সহজতর—অফিসে নিয়োজিত ডিমোক্রাট না অফিসের বাইরে।

হারব্লক—আমার মনে হয় না এতে খুব বেশী তফাৎ হবে। কার্টুন স্বাধীন। তারা কোন লাইন অনুসরণ করে না—এবং ব্যক্তি বা কোন পার্টিকে সমর্থন করতে বাধ্য নয়। কিন্তু, আমি সে প্রকারে স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি না যা দু'পক্ষকেই সমভাবে প্রশংসা অথবা সমালোচনা করে—ভালো-মন্দ বিচার করে না। অবশ্যই, কার্টুন এক প্রকার আক্রমণাত্মক অস্ত্র। এমন কি যখন ক্ষমতাসীন দলকে আপনি সমর্থন করেন তখনও সাধারণতঃ কংগ্রেসে বা অন্যস্থানে বিরোধী দলের কাজ সমালোচনা করে নীতির সমর্থন জানাতে পারেন—অবশ্যই যদি বিরোধী দল যথেষ্ট প্রয়োজনীয় হয়।

ব্র্যাগুন—আমেরিকা ও ইয়োরোপীয় কার্টুনিষ্টদের মধ্যে কি কোন প্রভেদ দেখতে পান?

হারব্লক—যতটা সাধারণভাবে বলা যায় তাতে মনে হয় ইয়োরোপীয়

কার্টুনিষ্টদের ব্যক্তিত্ব বেশী। হয়তো এর কারণ এই যে ওখানকার প্রকাশনায় অনেক বেশী বহুমুখী—আর একটা কারণ এই যে সেখানে কার্টুনিষ্টদের ব্যক্তিগত ব্যাখ্যাকার হিসেবে স্বীকৃতি আছে।

অন্য একটি কথা আমি বলবো যে মোটের ওপরে ব্রিটিশ ও ইয়োরোপীয় সম্পাদকীয় কার্টুনের চিত্রাঙ্কন আমেরিকার চেয়ে ভালো।

ব্র্যাগুন—মোটের ওপরে ইয়োরোপীয় কার্টুনের অপেক্ষা আমেরিকার কার্টুনে রূপক বেশী আছে—তাই নয় কি?

হারব্লক—আমার মনে হয় অধিকাংশ সম্পাকীয় কার্টুনে পুরাণো রীতির রূপক কম আছে।

ব্র্যাগুন—কিন্তু, আপনি প্রায়ই শ্যাম খুড়োর উদাহরণ দেন।

হারব্লক—হ্যাঁ, অনেক সময়ে।

ব্র্যাগুন—এ নিয়ে প্রায়ই তর্ক হয় যে শ্যাম খুড়ো এখন রীতির বাইরে চলে গিয়ে ভিন্ন যুগের হয়ে গেছে কিনা?

হারব্লক—শ্যাম খুড়োর চেহারা হয়তো কালনিরূপণে ভ্রম হতে পারে কিন্তু আমার মনে হয় না ওর সম্বন্ধে কোন ভুল পথে চালানোর ব্যাপার আছে কারণ, আমাদের কারো ঐ রকম চেহারা অথবা পোশাক নয়। আমি মাঝে মাঝে শ্যাম খুড়োকে ব্যবহার করি কারণ, তার দ্বারা একটা উদ্দেশ্য সাধিত হয়—কারণ, যুক্তরাজ্য প্রতিভূ হিসেবে সে অত্যন্ত পরিচিত চেহারা—কাজেই যুক্তরাজ্য অথবা চিরাচরিত সরকারী নীতিকে যদি কার্যভারপ্রাপ্ত সরকার অথবা কোন কোন সরকারী কাজ থেকে তফাৎ করে দেখা হয় তখন তাকে দরকার। যেমন, যদি আমি শ্যাম খুড়োকে একটা বাক্সে বসিয়ে প্রশ্ন করি, আমি কি করে এখানে এলাম? তখন সেই মূর্তি প্রেসিডেণ্ট অথবা রাজ্য-সেক্রেটারীর হতে পারে না—কারণ, তারাই তাকে ঐ অবস্থায় ফেলেছে।

ব্র্যাগুন—আপনার নিজের চরিত্রগুলি—যেমন আণবিক বোমার জন্য আছে—তা ভিন্ন আর কোন প্রতীক কি আপনি ব্যবহার করেন?

হারব্লক—হ্যাঁ। হাতী ও গাধা—রিপাব্লিকান ও ডিমোক্রাইটদের প্রতীক। আপনি হয়তো বলবেন এগুলিও পুরাণো হয়ে গেছে—তারা আর দুটো রাজনৈতিক দলের প্রতিভূ নয় কিন্তু দলগুলি-ই এই সব প্রতীক ব্যবহার করে। এবং আমরা আজকাল ওগুলিকে যেভাবে ব্যবহার করি তাতে লোকরা

আর তাদের আয়তন অথবা চরিত্র নিয়ে বিচার করে না। কার্টুনিষ্টের সুবিধা অনুসারে যে কোন একটা জন্তুকে মোটামুটি একাগ্র, নির্বোধ অথবা মজাদার করে আঁকা খুব-ই সহজ ব্যাপার।

জন্তু সম্বন্ধীয় কার্টুনের চরিত্র থেকে তুলনা তুলে দেওয়া যায়। আমরা মিকি মাউস'কে তীক্ষ্ণদন্তী ভাবি না এবং জেনাল্ড ডাকেতর সমান বড় বলে আশ্চর্য হই না। এগুলি কার্টুন চরিত্র এবং কার্টুন-আঁকিয়ে তার ইচ্ছা মতো গুণ ও ব্যক্তিত্ব আরোপ করেছেন।

ব্র্যাগুন—শ্যাম খুড়োর কথাই বলছি—তাকে কি বুড়ো গ্রাম্য ইয়াঙ্কী মনে হয় না—আদর্শহীন একটা বিদ্বেষসূচক মূর্তি।

হাররক—আমার তাকে আদৌ বিদ্বেষসূচক মূর্তি মনে হয় না। হয়তো শ্যাম খুড়োকে সেলফে তুলে রাখবার সময় হয়েছে কিন্তু তার কারণ এই নয় যে রুশীয়রা তাকে বিদ্বেষসূচক মূর্তি আরোপ করে এঁকেছে। ছবিতে যে কাউকেই বিদ্বেষ প্রসূত করে আঁকা যায়। শ্যাম খুড়োকে খুব দয়ালু লোক হিসেবে আঁকা যায়। আবার তাকে শাইলক-ও করে তোলা যায়। প্রকৃতপক্ষে শ্যাম খুড়োর চেহারা অনেক লিঙ্কনে'র মতো—যাঁকে-ও অনেক সময়ে মহৎ ও দয়ালু লোক রূপে চিত্রিত করা হয়েছে—কখনও দুষ্ট প্রকৃতি ও বাঁদুরে চেহারা যে লোকটি আঁকছে তার দৃষ্টিভঙ্গীর ওপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করছে।

সঙ্কেত নিয়ে আপনি যা খুশী তাই করতে পারেন। অনেক দেশ ঈগল জাতীয় প্রতীক হিসেবে নিয়েছে। কিন্তু যখন যুক্তরাজ্যের প্রতীকের প্রশ্ন এলো তখন অনেক লোক এমন কি ফ্রাঙ্কলিনও আপত্তি তুলে বলেছিলেন যে এটা শিকারী পাখী। প্রশ্ন হচ্ছে ঈগল কি মহৎশালী এবং উপযুক্ত প্রতীক নয়? আপনি যেভাবে খুশী একে আঁকতে পারেন।

আমি প্রধানতঃ যাতে উৎসাহী তা হচ্ছে কার্টুন কি বলছে। যদি শ্যাম খুড়োর মূর্তি অথবা কোন জন্তু মনোভাব তাড়াতাড়ি প্রকাশ করতে সাহায্য করে তবে আপত্তির কি আছে? যদি তারা পাঠক মনে বিরক্তি উৎপাদন করে অথবা ভুল ধারণা করতে সাহায্য করে কিংবা ভাবধারার মধ্যে বাধা সৃষ্টি করে তাহলে তাদের সরিয়ে দেওয়া উচিত।

ব্র্যাগুন—ক্রুশ্চেভ কি আপনার নিকট ভীতিপ্রদ প্রতীক?

হাররক—আমার মনে হয় না আমি তাকে সব সময়ে ভীতিপ্রদ করে

এঁকেছি কিন্তু আমার মনে হয় তিনি কিসের প্রতিভূ সে বিষয়ে আমারা সচেতন।

আপনি একটু আগেই জাতির প্রতীকের কথা বলছিলেন···আমার মনে হয় ক্রুশ্চেভের অবস্থার একটি লোক গণতন্ত্রের কোন একটি চরিত্র অপেক্ষা সরকারী প্রতীক হিসেবে অধিকতর যোগ্য।

ব্র্যাগুন—রুশীয় ভালুক প্রতীক হিসেবে কি রকম?

হারব্লক—আমি খুব কমই ব্যবহার করি—শুধু যখন এটা প্রকৃতই কার্টুনে উপযোগী হয়—বোধহয় এর পরে আর কার্টুনে জীব-জন্তু বেশী ব্যবহৃত হবে না। যেমন, আমি 'ভালুক' নিয়ে একটা কার্টুন করেছিলাম—যা ভালুকের লেজ ধরবার পুরোণ ধারণার রকমফের। এই কার্টুনটি হাঙ্গেরীয়ান বিপ্লব কালীন একটি রুশীয় ভালুক যুদ্ধরত হাঙ্গেরীকে থাবায় আটকে জিজ্ঞেস করছে, একটা লোককে ধরে তোমরা কি করে ছেড়ে দাও।

ব্র্যাগুন—ইংলণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কিত কোন প্রতীক কি আপনি ব্যবহার করেন?

হারব্লক—আপনি বলতে চাইছেন বুড়ো জন বুলের মতো পরিচিত কোন মূর্তি না, এ রকম কোন একটা ব্যবহার করেছি বলে মনে হচ্ছে না।

ব্র্যাগুন—কেন?

হারব্লক—আমার মনে হয় পুরাণো চেহারা বর্তমান অবস্থায় ঠিক খাপ খায় না—এবং শুধুমাত্র আমেরিকার পাঠকদের জন্য আঁকতে গিয়ে আমি অন্য দেশের প্রতীক ব্যবহার করতে ইতস্ততঃ করি। ওখানকার সরকারের গঠনও ভিন্নরকম। বিরোধীপক্ষ প্রবল হলে প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতাসীন থাকবেন না—তাই না? পক্ষান্তরে প্রেসিডেন্ট জনগণের সংযোগ হারাবার পর কিংবা যখন জনগণ অন্য একটি দলের কংগ্রেস নির্বাচিত করেছে এমন কি যখন তার নিজের নির্দিষ্ট সময়টুকু কাজ করে যেতে পারেন। এই দিক দিয়ে প্রধানমন্ত্রী সরকারের প্রতীক—কিন্তু ঠিক সেভাবে প্রেসিডেন্ট প্রতীক নন।

ব্র্যাগুন—পিটার উষ্টিনোভ সেদিন আমাকে বলেছিলেন, এবং তিনি কিছু কম রসবেত্তা নন—যে আমেরিকার কার্টুন বোধহয় পৃথিবীর সর্বোত্তম—কিন্তু অধিকাংশ আমেরিকার কার্টুন বর্তমানে যুগের পঞ্চাশ ষাট বৎসর পেছনে পড়ে আছে: তিনি বলেন, 'পাঞ্চে'র এক কপি হাতে নিলে মনে হয় যেন ১৯০২ সালে আছি; প্রতিটি ব্যাপারই উল্লিখিত—শ্যাম খুড়ো পাজামা ধরে

দাঁড়িয়ে আছে—যাতে সমুদ্রের জলে না ভিজে যায়—সমুদ্রে লেখা 'যুক্ত নেশন' অথবা মেঘে লেখা সন্দা'—এবং নীলাকাশ থেকে বজ্রপাতে লেখা। কুয়োময় …এটা অবশ্য এমনি একটা মন্তব্য—আপনার কার্টুন সম্পর্কীয় নয় কিন্তু আমেরিকার প্রায় সব কার্টুন দেখলে এই কথা মনে হয়।

হারব্লক—হ্যাঁ। আপনি জানেন বিচিত্র প্রতিভাধারী পিটার উষ্টিনোভ একজন ব্যঙ্গতাগতাত্মক বর্ণনাকারীও। কিন্তু ও বিষয়ে এতটা সাধারণভাবে বলা যায় বলে আমার মনে হয় না অথবা—এ রকম কোন ধরা বাঁধা নিয়ম নেই যে কার্টুনে কোন কথা বা চিরকুট থাকতে পারবে না…সময়ে সময়ে তারা এতে কিছু কিছু লিখে থাকে…

একটু আগে আপনি লো'র উল্লেখ করেছিলেন। বোধহয় তিনি কার্টুনে অনেক বেশী কথা ব্যবহার করেন—যা অধিকাংশ পাঠক বুঝতে পারে না—কিন্তু, তিনি সেসব এত নিষ্ঠুরতার সঙ্গে ও শিল্পোচিতভাবে প্রকাশ করেন যে তাতে কোন বিশৃঙ্খলা, বেশী কথা বা আজেবাজে কিছু নেই। আমি ভাবতে ইচ্ছুক যে যখন কার্টুনের বিশেষ কিছু বলবার থাকে না তখনই ছাপার দিকে নজর যায়। কিন্তু সাধারণতঃ বোধহয় ইয়োরোপে অক্ষর সংখ্যা কম।

ব্র্যাণ্ডন—এমন কি কোন বিষয়বস্তু আছে যা কার্টুনিষ্ট হিসেবে 'নিষিদ্ধ' মনে করেন।

হারব্লক—আমার মনে হয় না নিষিদ্ধ বলে কিছু আছে। নেই।

ব্র্যাণ্ডন—যেমন ধর্ম অথবা

হারব্লক—হ্যাঁ, ধর্ম আর সব কিছুর চেয়ে বিষয়। কিন্তু কার্টুনে এটা কোন সমস্যা নয় কারণ আপনি সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ করছেন। যদি ধর্ম-স্বাধীনতা কখনও বিপন্ন হয়—এমন কি কারো ধর্মবিশ্বাসে যদি হস্তক্ষেপ করা হয়—তাহলে সেটা চমৎকার বিষয়। কিন্তু সিদ্ধান্তই ধর্ম নয়। এটা হবে স্বাধীনতা। সেনসার অথবা অন্যান্য এবং অন্যান্য বিষয়ে যেখানে গির্জা অথবা গির্জার লোকরা নিজেদের মতামত প্রকাশ করে সে সব এবং আরও বিষয় যা বিশেষ সিদ্ধান্ত হিসেবে নিতে হবে এবং তারা সাধারণতঃ নাগরিক ও অধিকারের ফল।

ব্র্যাণ্ডন—ওয়াশিংটন অথবা যে কোন শহরের পত্রিকা'র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্র বিশাল—কিন্তু, আপনি শুধু রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ছবি আঁকেন তার কারণ কি পাঠকবর্গ।

হারব্লক—বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গী বলতে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন তা জানি না। আমার মতে যা ভাবা যায় তাই বলা উচিত এবং আমি তাই করতে চেষ্টা করি। একজন বলেছিল, অনেক সংবাদপত্র আজকাল পাঁচমিশালী জিনিষের দোকানের মতো কার দোকান চালায়। আমার মনে হয় না কাগজের আয়তন দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রভাবিত করে। আমার মনে হয় সম্পাদকীয়তে পত্রিকা যা বিশ্বাস করে কোন দিকে না তাকিয়ে তাই বলবে।

ব্র্যাউন—সেদিন একটা বইতে পড়ছিলাম যে নিক্সন বাড়ীতে ওয়াশিংটন পোষ্ট নেন না—যেহেতু তিনি ছেলেমেয়েদের আপনার আঁকা কার্টুন দেখতে দিতে চান না?

হারব্লক—তিনি ওয়াশিংটন পোষ্টের গ্রাহক নন!

ব্র্যাউন—বাড়ীতে নন্।

হারব্লক—ওঃ। সত্য সত্যই আমি ভেবে নিচ্ছি না যে তিনি 'পোষ্টে'র গ্রাহক না হবার জন্য এটা একটা কারণ দেখিয়েছেন। যদিও খবরের কাগজে একটা গল্প পড়ছিলাম যে, তিনি নাকি বলেছেন যে আমার কার্টুনে'র ফলে তাঁর একটি বাচ্চাকে সহপাঠীরা পরিহাসে উৎপীড়িত করে তুলেছে। যখন তিনি কঠিন পরিশ্রমে তাঁর প্রতিপক্ষকে সাম্যবাদী অথবা সাম্যবাদী সহানুভূতিশীল প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন তখন কি তিনি তাঁর কোন ছেলের কথা ভাবেন? আমার মতে প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক ব্যক্তিরা সমালোচনা পেশাগত বিরক্তিতে গ্রহণ করেন এবং তাদের সকলকেই একটা সহ্য করতে হয়। কিন্তু তাদের অধিকাংশ তা সন্তানদের বা ছেলেদের পোষা প্রানিদের ওপরে চালাতে চায় না।

## সাক্ষাৎকার ঃ ডাঃ রেণহোল্ড নিবার

### খৃষ্টধর্মীর চোখে ভবিষ্যৎ

আমি যখন ডাঃ রেণহোল্ড নিবারকে দেখতে গেলাম তিনি তখনও তাঁর প্রধান কর্মস্থল 'ইউনিয়ন থিওলজিকাল সেমিনারী' থেকে অল্প দূরে বাদামী-পাথরের বাড়ীর শান্ত আবহাওয়াতে বাস করতেন। বিরাট প্রকোষ্ঠটিব খুব আরামদায়ক ও শান্তিপূর্ণ এবং এ থেকে যেন পুরোণ পৃথিবীর স্নিগ্ধতা ফুটে বের হচ্ছিল। ব্রডওয়ে থেকে ওটা মাত্র এক ব্লক দূরে তবুও নিউ ইয়র্কের গোলমাল থেকে একে অনেক সুদূর ও বিচ্ছিন্ন মনে হচ্ছিল। এখানে ডাঃ নিবার পড়াশুনা করেন, লেখেন এবং অভ্যাগতদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করেন।

কয়েক বৎসর আগে তিনি যে সাংঘাতিক ষ্ট্রোকে ভুগেছিলেন তা সত্ত্বেও তাঁর মন অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও চকিত এবং তাঁর বুদ্ধিজনিত ক্ষমতায় কেউ অবাক না হয়ে পারে না। তাঁর পতিপরায়ণা স্ত্রী উরসুলা ( অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি ) যিনি নিজেই একজন ধর্মতত্ত্ববিৎ—তাঁকে দেখাশুনো করেন। তিনি এখনও পড়ান, পুস্তকে ও পত্রিকায় লেখেন এবং অন্তর্দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সব ব্যাপারে তাল রেখে চলেন। শুধুমাত্র ধর্মপ্রচার-ই তাঁকে বন্ধ করে দিতে হয়েছে। কিন্তু তাঁর পক্ষে আটকে থেকে সীটে উপবেশিত অবস্থায়ও বসেও তাঁর মতামত শুনে সবাই তাঁর ব্যক্তিত্বের শক্তিশালী নাটকীয় গুণ সম্বন্ধে অবহিত হয়ে ওঠে। তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর সবল পঠন, মর্মভেদী দৃষ্টি, ব্যঞ্জনাময় হতে একে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও তিনি অত্যাচারী অথবা ভীতিপ্রদ নন্। বরঞ্চ, তাঁর গভীর উষ্ণ কণ্ঠ দর্শকদের মনে নিশ্চিত প্রত্যয়তার সুর ধ্বনি করে তোলে এবং অপরের মতামতের দিকেও তাঁর ধর্ম ও উপলব্ধি অসাধারণ।

আশ্চর্য এই যে, ধর্ম সম্বন্ধীয় দর্শন অপেক্ষা সামাজিক মতামত-ই ডাঃ নিবারকে গত ত্রিশ বৎসর যাবৎ যুক্তরাজ্যে সর্বপেক্ষা প্রভাবশালী ধর্মপ্রচারক করে তুলেছে। বিংশ শতাব্দীর বিশেষত্ব এই যে ধর্মপ্রচারক ও দার্শনিক

তাঁদের শ্বেত শুভ্র দুর্গে নিজেদের সরিয়ে নিয়েছেন। তাঁরা রাজনৈতিক ও সাজাজিক উন্নতির চলতি স্রোত থেকে দূরে নিস্পৃহভাবে থাকতে ভালোবাসেন। কিন্তু, ডাঃ নিবার স্বল্পতমদের একজন যাঁরা শুধুমাত্র তীরে দাঁড়িয়ে স্রোত দেখেন না এতে নেমে পা ভেজান। এক এক সময়ে তিনি ধর্মপ্রচার করতে করতে এমন এক একটি আলোচনা করেন যা শুধুমাত্র সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যাখ্যাকাররা করতে সাহসী হয়। স্বাধীন ডিমোক্রাট হিসেবে তাঁর প্রভাব নিউ ডিল কালে শীর্ষে উঠেছিল। কিন্তু, তাঁর কণ্ঠ শ্রদ্ধাপূর্ণভাবে এখনও শ্রুত হয়। ধর্মপ্রচারকদের মধ্যে আমেরিকার ধর্মসম্বন্ধীয় মূলগত চিন্তাধারা সম্পর্কে গভীরতম উপলব্ধি আছে।

তাঁর একটি প্রিয় শব্দ হচ্ছে। গোলক ধাঁধা তিনি। 'নীতিবাদী মানব ও দুর্নীতি পরায়ণ সমাজ' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন এবং যুক্তরাজ্যকে তিনি বলেন পশ্চিম জাতির মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধর্মনিষ্ঠ ও সর্বপেক্ষা ঐহিক এবং এক সময়ে তিনি বলেছিলেন, 'বোধহয় সভ্যতার শেষ অন্যায়-ই প্রায়ই নিরাশাবাদী।' নরমান ব্রিনবামে'র মন্তব্য যে, 'বর্তমানের প্রকৃত আমেরিকান হচ্ছে এমন এক একবিদ্ধ ব্যক্তি যার মনে নরকের ভয় নেই স্বর্গের আশাও নেই'—আর একটি নিবারে'র ধাঁধার মতো মনে হয়। কারণ, এতে আমেরিকার বিবেকে ধর্ম কতটা গভীরভাবে গ্রথিত এবং ধর্মোবতাকে কতটা খ্রীষ্টধর্ম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে।

খ্রীষ্টান বাস্তববাদী হিসেবে আমাদের সমকালীন সব সমস্যা সম্বন্ধেই ডাঃ নিবারের সুগভীর পাণ্ডিত্য। তিনি সাম্যবাদ, রক্ষণতন্ত্রবাদ, গণতন্ত্রবাদ, যুক্তরাজ্য, এবং পৃথিবীর অপরাপর রাজ্য সম্বন্ধে লিখেছেন। তিনি উত্তর অন্বেষণে ব্যস্ত—কখনও নিজেকে ধর্মভ্রষ্টা ভাবেন না।

তার নিজের মধ্যেও 'ধাঁধা' আছে, রাজনৈতিক চিন্তাধারায় তিনি কখনও উদারনৈতিক, কখনও সমাজতন্ত্রী কিন্তু ধর্মপ্রচারক হিসেবে তিনি রক্ষণশীল। এই ধাঁধার থেকে কিছুটা বোঝা যায় কেন তাঁকে নিয়ে এত তর্ক—কেন তাঁকে অনেক সময়ে বোঝা কঠিন হয়ে ওঠে। এমন কি তাঁর শিষ্যরাও সময়ে সময়ে নিজেদের মধ্যে এই ধাঁধার সমাধান করতে পারে না, ফলে এক এক দল তাঁর এক এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু, কোন সন্দেহ নেই যে তাঁর ভাবধারা; খ্রীষ্টান চার্চ এবং জগতের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করবার জন্ত তাঁর

অবিরাম চেষ্টা আধুনিক আমেরিকার মনকে এক অনুগম পথে চালিত করতে সাহায্য করেছে।

ব্র্যাগুন—যুক্তরাজ্য নবীন জাতি কিন্তু এর ইতিহাস প্রচুর—এবং একে বলতে গেলে খুব অল্প বয়সেই পৃথিবীর নেতৃত্ব করতে বলা হয়েছে। আমেরিকার খ্রীষ্টধর্ম, আমেরিকার ধর্মজীবনে একটা অদ্বিতীয় ভাব আছে। খ্রীষ্টধর্মে এর কি দান?

নিবার—আমেরিকার ধর্মজীবনের অদ্বিতীয় পদার্থটি প্রধানতঃ আমাদের বহুমুখীতার তাপমাত্রা থেকেই এসেছে। আমাদের রাজ্য সরকারের গীর্জা কিংবা রাজ্য সরকারের গীর্জার অনুরূপ কিছু নেই—আমাদের গীর্জা ও রাজ্য পৃথক। আমাদের এখানে প্রোটেষ্টন্ট সম্প্রদায়ের সংখ্যাধিক্য যা ইয়োরোপে নেই। এবং বিশেষভাবে, আমাদের এখানে ইহুদী লোক সংখ্যাই বেশী……

আমার মনে হয় যে আমেরিকার ধর্মীয় জীবন—অন্ততঃ সংগঠনের দিক দিয়ে ইয়োরোপের ধর্মীয় জীবন অপেক্ষা অনেক প্রাণবন্ত। দুইটি উৎস থেকে এর সংগঠন ও বৃদ্ধি—এক হচ্ছে সাম্প্রদায়িক গীর্জা—যারা সীমান্তের দিক জয় করে নিয়েছে। এটা বিশেষভাবে জনসাধারণের গীর্জা। উপনিবেশকারীরা অন্তরের সংস্কৃতি থেকে একটা নূতন সংস্কৃতিতে গড়ে তুলেছে এবং—যা সম্প্রদায়গত সমিতির মতো-ই অখণ্ড সম্প্রদায়কে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব কাজেই পরলোকগত বিশপ বরোফে যখন নরওয়ের অনুরূপ গীর্জা দেখে বলেছিলেন, এই নরওয়ে'র মতো নয়—কারণ তারা সবাই নিজেদের ব্যাপার নিজেরাই চালায় এবং জনসাধারণ অত্যন্ত কর্মতৎপর।

হয়তো আমেরিকায় সম্প্রদায় এতো বেশী বলেই এ দেশে এত ধর্মপরায়ণ—এখানে উচ্চ ধরণের যান্ত্রিক সভ্যতা—এবং এর সম্প্রদায়গুলি একই সূত্রে গ্রথিত। উদাহরণস্বরূপ এটুকু বলতে পারি যে আমরা আপনাদের ইংলণ্ডের তুলনায় অনেক বেশী নাগরিক। ইংলণ্ডে, প্রত্যেকে অন্ততঃ এক সপ্তাহ গ্রামে কাটাতে চায়—কিন্তু আমরা নগরবাসী। আমরা এই সব নাগরিক কেন্দ্র রচনা করেছি—এবং এগুলি অত্যন্ত বেশী মানবিক অবদানে পূর্ণ। ধর্মসম্প্রদায় এমন সব সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছে যা বড় কথা বললে বলতে হয় 'মানবকে সম্পূর্ণরূপে জানা হয়ে গেছে এবং সব-ইকে ক্ষমা করা হয়েছে'—'সম্পূর্ণরূপে জানা' এবং এটাই আমেরিকার ধর্মীয় জীবন প্রাণবন্ত করে এনেছে—বা খ্রীষ্টান ধর্মে ইতিহাসে শেষ পর্যন্ত (ও পশ্চিমের সভ্যতার)

অর্থবাহ নাও হতে পারে—কিন্তু, আমাদের ধর্মীয় জীবন এ জন্যেই অত্যন্ত বেশী প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

ব্র্যাওন—প্রাণবন্তের কথা থেকে বলছি, সেদিন সামাজিক—দার্শনিক ইহুদী হারবার্গ বলেছিলেন, ধর্ম সম্বন্ধে এত বেশী কথা কখনও বলা হয়নি এবং তার দ্বারা এত কম অর্থ-ও কখন হয় নি।

নিবার—সে কথা একদিক দিয়ে সত্য বোধহয় আমেরিকার প্রোটেষ্টানবাদ আমি যেভাবে আমেরিকার প্রোটেষ্টান ধর্ম ব্যাখ্যা করি তাতে তাই বোঝায়। সত্য সত্যই, আমেরিকায় প্রচুর ধর্মভাব আছে—বিশ্বাসের মতোই বিশ্বাস। যেমন, প্রেসিডেন্ট আইসেনওয়ার কখনও বলতে ক্ষান্ত হন না, 'তোমরা বিশ্বাস রাখবে। কিন্তু, তিনি বলেন না কিসের প্রতি বিশ্বাস। শুধুমাত্র বিশ্বাস রাখো। এই হচ্ছে ধর্মভাব। এবং এরা এটা মানব অস্তিত্বের চরমতম সমস্যা নিয়ে বেশী মাথা ঘামায় না। এই প্রকার বিশ্বাস জাতির নীতি পরিবর্তনে প্রভাব বিস্তার করে না।

আমেরিকার আর একটি অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে পুণর-খানবাদ। আমাদের এক প্রকার পুণর-খানবাদ আছে যা সীমান্তে গড়ে উঠেছে এবং এটা সীমান্ত থেকেই পরিত্যক্ত হয়ে এখানে এসেছে। খুব সাধারণ সম্পূর্ণতা—যদি তুমি মাথা নত করে খ্রীষ্টকে জীবন উৎসর্গ করো তাহলে তিনি তোমাকে নূতন জীব করে দেবেন—তাহলে তোমার মনে বর্ণ বিভেদ, জাতি বিভেদ থাকবে না ইত্যাদি ইত্যাদি……। এসব হচ্ছে ধর্ম বিশ্বাসের আজগুবি প্রকাশ এবং অযৌক্তিক বক্তব্য।

ব্র্যাওন—আপনার কি মনে হয় বিলি গ্রাহাম ধর্মমতকে কোন একটা দিকে পরিচালিত করবার দিকে কিছু করেছেন।

নিবার—তাঁর বিশ্বাসের সঙ্গে যে কোন একটি অত্যচারিত আত্মার মিল আছে যে তার অস্তিত্বের জন্য সরল চরম অর্থ খোঁজ করে এবং যে বিশ্বাস করে সেটা পেলেই পৃথিবীর সব সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু আমি বুঝতে পারি না এটা কি করে অন্য সব উপায়ে প্রাসঙ্গিক……

একটা টেলিভিশন প্রোগ্রামে, একজন রিপোর্টার তাঁকে প্রশ্ন করেছিল, 'আপনি কি করে ধর্ম-বিশ্বাস ও ঈশ্বরের অপার-করুণায় বিশ্বাস রাখতে পারেন যখন এত শিশুর অকাল মৃত্যু ঘটছে?' এবং, তাতে উনি বলেছিলেন, আমি ধর্মভ্রষ্টা নই। বাইবেলে যা আছে আমি শুধু সেটুকু বলতে পারি—

বাইবেলে আছে, 'আমরা সকলেই পাপের জন্ম মৃত্যুমুখে পতিত হই' আমার মতে এটা বাইবেলের অত্যন্ত তৃতীয় শ্রেণীর ব্যাখ্যা—এবং ভ্রান্তিপূর্ণ এবং এটা যে কোন কাউকে বিরক্ত করে তুলবে যাদের স্বাভাবিক শৃঙ্খলার এবং স্বাভাবিক শৃঙ্খলার অর্থহীনতা সম্পর্কে জ্ঞান আছে। কাজেই, আমি এটাকে খুব ভালো অবদান বলে ভাবি না। নিউ ইয়র্কের মতো শহরকে তিনি আধ্যাত্মিক করে তুলেছেন এ কথাটা আমার হাস্তকর মনে হয়েছে। তিনি তো এমন কোন সমস্তার কথা বলেন না যা এই বিরাট শহরের সম্প্রদায় অথবা অ-সম্প্রদায়গত জটিল নিয়ম-কানুনের অথবা যে সব সমস্তা আমাদের সামনে রয়েছে আমাদের যুগের সেই বৃহত্তর সমস্তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। প্রসঙ্গতঃ বলছি, এখানে এত ইহুদী বাস করে—যা আমেরিকার ধর্মীয় জীবনের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক—প্রকৃতপক্ষে এখানে অন্ত যে কোন জায়গার চেয়ে ইহুদী প্রভাব বেশী এবং, আমার মনে হয় মোটামুটি বলতে গেলে যে কোন দলের উদার গণতান্ত্রিক জীবনের দিকে সর্বোত্তম অবদান তাদের ই।

ব্র্যাগুন—যুক্তরাজ্যে ইহুদীরা লোক সংখ্যার ৩ শতাংশ, ক্যাথলিকরা ২০ শতাংশ এবং প্রোটেষ্টাণ্টরা ৭০ শতাংশ।

নিবার—কিন্তু, নিউইয়র্কে তা নয়। শহরেই তাদের প্রভাব। তারা শহুরে দল। রাজনৈতিক সমস্তায় তাদের সামাজিক কল্পনার ক্ষমতা থেকে আমার এই ধারণা হয়েছে। অনেক ইহুদী ব্যবসায়ীর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে যারা ধনী এবং যাদের আদর্শবাদ বিশ্বপ্রেম নয়—সামাজিক নীতিতে। আমার মনে হয় এদিকে প্রথম ক্ষমতাশালী ( ইহুদী নয় ) এমন ব্যক্তি হচ্ছেন গবর্ণমেণ্ট রকফেলার। আমি রিপাবলিকান নই তবুও আমি তাই বলবো। সেখানে একটা ইতিহাস আছে—প্রথম খ্রীষ্টান ধর্মপরায়নতাবাদ ( পিতামহ ) থেকে বোম্বেটে ধনতন্ত্রবাদ—পিতা বিরাটভাবে বিশ্বপ্রেমে মেতে ছিলেন আর ছেলে নিয়েছেন সামাজিক নীতি।

ব্র্যাগুন—সেদিন একটি ভারতীয় লিখেছিলেন যে আমেরিকা যে ফাউণ্ডিং ফাদার্স থেকে আধ্যাত্মিকতা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে এবং আব্রাহাম লিঙ্কনের বিরাট নীতিবাদী'র জন্ম হয়েছে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী বস্তুতান্ত্রিক কিন্তু সোভিয়েট—যা বস্তুতন্ত্রের দ্বারাই পোষিত নীতি। খাঁটি দর্শনতান্ত্রিক আদর্শবাদ।

নিবার—এটা একটা ভালো কথা—কিন্তু 'দর্শনতান্ত্রিক আদর্শবাদ' আমি

বলব না। আমি বলবো তারা এক প্রকারের নৈতিক। আদর্শবাদী আমার সব সময়েই লোকের মুখে নাস্তিকতা ও বাস্তববাদিতা কথাগুলি বিদ্রূপাত্মক ও হাস্যকর মনে হয়েছে—কারণ আমরা হচ্ছি বস্তুবাদী এবং নাস্তিক বস্তুবাদ অপেক্ষা আমাদের ব্যবহারিক বস্তুবাদ অনেক সফল। (এখন আমরা দার্শনিক সমস্যার কথা বলছি না) কিন্তু আমার মনে হয় না সাম্যবাদ দর্শনতত্ত্বের দিক দিয়ে আদর্শবাদের দিকে পা দিয়েছে। তারা এখনও বস্তুতান্ত্রিক বিশ্বাস নিয়েই চলছে। কিন্তু, তাদের পৃথিবীকে ন্যায়ের একটি রূপ দেবার আদর্শ আছে। আমার মনে হয় সেটা তাদের কল্পনার রামরাজ্যের ওপরে নির্ভর করে গড়ে উঠেছে—বাস্তব প্রয়োগক্ষেত্রে অনেকটা পরিমাণে দূষিত।

কিন্তু, এর মধ্যে এমন একটা বিদ্রূপ আছে যা অত্যন্ত ভীতিপ্রদ। সাম্যবাদী নিয়ম ও আমাদের জীবনযাত্রার ধারা একসঙ্গে চলেছে। নিবসনের মস্কো গমন—ক্রুশ্চেভের সঙ্গে তাঁর বিতর্ক—বিশেষভাবে আমাদের প্রদর্শনীর আদর্শ রান্নাঘরে—মেশিনের যন্ত্র সম্পর্কে কথা—এবং ক্রুশ্চেভ হয় বলেছিলেন সে সব কথা অপ্রাসঙ্গিক অথবা সব লোকের পক্ষে পাওয়া সম্ভব নয় অথবা সাত বৎসরের মধ্যে পাওয়া যাবে।

সমস্ত তর্ক-ই আমাদের পার্থিব কৃতকার্যতা—আমাদের সংস্কৃতির যান্ত্রিক প্রাপ্তির ওপরে। আমরা প্রধানতঃ আদর্শবাদী এবং সাম্যবাদীরা বস্তুবাদী বলার মতই এই ঘটনাটা বিদ্রূপাত্মক।

ব্র্যাগুন—আপনি কি বলতে চাইছেন যে দুই দেশ সম্পর্কে এই বিতর্ক রাশিয়ার স্তরে নেমে গিয়েছিল? একটা বিশেষ আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীর ওপরে নির্ভর না করে সাম্যবাদীর দৃষ্টিকোণে থেকে……

নিবার—হ্যাঁ, সে কথা সত্য কিন্তু আমি বলব না যে আমেরিকার দৃষ্টিকোণ খাঁটী আধ্যাত্মিক। আমার মনে হয় না কোন সমষ্টিগত দৃষ্টিভঙ্গী অতটা সরল হতে পারে। আমি বলবো আমেরিকার পরীক্ষামূলক দুটি উৎপত্তিস্থল—একটি নিউইংলণ্ডের পিউরিটানরা এবং ভার্জিনিয়ার—টমাস জেফারসন। এরা দু'দলই আদর্শবাদী আবার বাস্তববাদীও—কারণ পিউরিটানরা বলে, যদি আমরা ধার্মিক হই তাহলে আমরা উন্নতি করবো। আর জেফারসনরা বলে (অবশ্য এটা জেফারসনের কথার বিশ্রী ব্যাখ্যা) আমরা তখনই ধর্মপরায়ণ হতে পারব যখন অন্ততঃ কিছুটা পরিমাণে সমৃদ্ধ হবো।

ব্র্যাগুন—আমাদের প্রায়ই বলা হয় যে এদেশে এখন ধর্মের বিরাট পুনরুত্থান হচ্ছে। এটা কি সত্য

নিবার—আমি এর কোন প্রমাণ দেখি নি—শুধুমাত্র এইটুকু যে গীর্জার সভ্যসংখ্যা দিন দিন-ই বেড়ে চলছে। ঠিক হিসেবটা জানি না কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে লোকসংখ্যার শতকরা ত্রিশ অথবা এই রকম গীর্জায় ছিল। এখন তাদের শতকরা ৬০'এর বেশী। এই বৃদ্ধির কারণ আমি আগেই উল্লেখ করেছি—গীর্জা এবং ইহুদী উপাসকমণ্ডল নাগরিক কেন্দ্রগুলিতে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছে। ধর্মবেত্তা আর্নেষ্ট উয়েলশ'এর কথা নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে—যার মতবাদ ছিল যে গ্রামের সরল আবহাওয়াতে ধর্মভাব গড়ে ওঠে এবং শহরের কৃত্রিমতায় তা শুকিয়ে যায়। আমার মনে হয়, আমেরিকার ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে ঠিক বিপরীতটাই ঘটেছে। গাড়ী ও অপরাপর জিনিস গ্রামে এই ভাবটি নষ্ট করে দিয়েছে কিন্তু শহরে এটা গড়ে উঠেছে—যার কারণ কিছুটা উপনিবেশকারী গীর্জাসমূহ। এটা একটা সামাজিক কারণ; আরও চরমতম ধর্মমূলক কারণও আছে। আমি জানি মানব শহরে বেদনা, হতাশায় ভোগে, মৃত্যুমুখে পতিত হয়—এবং ধর্মবিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতেই তারা ভীষণ বিরোধের অর্থ খুঁজে পায় যার অর্থ খাঁটী বিচার-বুদ্ধিতে খুঁজে পাওয়া যায় না। এই হচ্ছে এর ধর্মীয় ব্যাস। কিন্তু কেউ বলতে পারে না যে, ধর্মভাব পুনরুত্থান অর্থ এই যে ধর্ম বিশ্বাস তা ইহুদীয়, খৃষ্টনীয় যার-ই হোক দেশের অধিকাংশ লোকের ছাপ ফেলেছে যারা পূর্বে ধর্মপরায়ণ ছিল না।

ব্র্যাগুন—আপনি বলতে চাইছেন যে পরিবর্তন গুণগত নয় সংখ্যাগত। এটা কি ধর্মের বিপদজনক পরিস্থিতির ইঙ্গিত দেয়।

নিবার—বিপদজনক পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমি কিছু জানি না। ব্রিটেন ছাড়া সব জায়গায় এই আশ্চর্য তফাৎ আছে—কন্টিনেন্টে প্রোটেষ্টাণ্টরা দৃঢ় বিশ্বাসী (হয়তো আমাদের ভাষায় 'বাইবেলপন্থী' কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাসী) কিন্তু মুক্তিবাদী ও প্রোটেষ্টান্ট ধর্মীয়দের মধ্যে সর্বদাই স্পষ্ট পরিষ্কার প্রভেদ যেমন ক্যাথলিক ধর্ম ও মুক্তবাদে'র মধ্যে আছে। আমেরিকায় আমাদের সমস্যা আরও জটিল তার অর্থ আমাদের মুক্তবাদ এমন কম মোটের ওপরে দু-একটি বুদ্ধিজীবি কেন্দ্র ভিন্ন অ-খৃষ্টানীয় বা অ-ধর্মীয় নয়—কিন্তু মানবতা-বাদে পূর্ণ। এরা জ্ঞানের নৈতিক দিকটাও স্বীকার করে। বৃটেনের মুক্তবাদ

খৃষ্টান ধর্মেরই উত্তরসূরী। অপরপক্ষে, ক্রিশ্চানদের পক্ষ থেকে বিজ্ঞানসম্মত স্বাভাবিক সংস্কৃতিতে আনতে অনেক বেশী চেষ্টার প্রয়োজন। নিজের কথা বলতে পারি যে আমি সেই খৃষ্টানদের দলে যারা মুক্তবাদকে নষ্টের গোড়া ভেবে ছেড়ে না দিয়ে তার সঙ্গে মিল রেখে চলতে চায়।

আমার মনে হয়, মোটের ওপরে এটা ভালো। কিন্তু এর খারাপ দিকটা হোল যে এতে হয়তো প্রাণবন্ত ধর্মবিশ্বাস বা প্রাণদ মুক্ত বাস্তবতার বিশেষ গুণ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। অতএব আমেরিকার জীবনে একটা বাঁকানো ভাবপ্রবণতা আছে যে জন্য ধর্মীয়, অধর্মীয় সকলেই অংশতঃ দায়ী।

ব্র্যাণ্ডন—এই আণবিক বোমার যুগে সাধুদের পক্ষে মেঘে বসে থাকা খুব আরামপ্রদ নয়। আমি তাই অবাক হয়ে ভাবি কতদিন ক্রীশ্চন ধর্ম বর্তমান আকারে টিকতে পারে। মোহাম্মদীয় ধর্ম তার গতিবাদ হারিয়ে ফেলেছে···ইতিহাসে এই রকম উত্থান পতন···

নিবার—যদি আপনি খৃষ্টানধর্ম অর্থে শুধুমাত্র একটা নৈতিক ধারণা মনে করেন তাহলে তা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে। কিন্তু, সৌভাগ্যক্রমে খৃষ্টানধর্ম তার চেয়েও বেশীকিছু। এর শ্রেষ্ঠতম রূপ মানবিক অবস্থার ব্যাখ্যা—প্রেমই শুধুমাত্র জীবনের নীতি তাই নয় পরন্তু আত্মপ্রেম জীবনের চিরজীবি নীতি। আমার মনে হয় স্থায়ী ধর্মীয় বিশ্বাস মানব-জীবনের বিভিন্ন রূপ সম্পর্কে ইঙ্গিতপূর্ণ নির্দেশ দেয়. কাজেই, আমি ভাবি না যে আমরা যে সমষ্টিগতযুগে বাস করছি তাতে সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্টান বিশ্বাস অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাবে না যদিও তার ভাবাতিরেকপূর্ণ ব্যাখ্যা একে প্রসঙ্গহীন করে তুলবে।

কিন্তু, কিভাবে জাতির উত্থান-পতনের ইতিহাসের এই বিরাট নাটকে এবং আণবিক সমস্যার বর্তমান অবস্থায় এবং আণবিক সমস্যা নিয়ে ঠাণ্ডা লড়াইর মধ্যে কিভাবে এ নিজেকে ঢোকাতে পারে? এটা একটা প্রধান প্রশ্ন। আমার মনে হয় না খৃষ্টান বা অন্য ধর্মীয়রা যথেষ্ট পরিমাণে আত্মানুসন্ধান করেছেন। আমার মনে হয় এর একটা উত্তর আছে এবং এটা খুব সহজ উত্তর নয়।

ব্র্যাণ্ডন—আপনি কি এর উত্তর দিতে চেষ্টা করবেন?

নিবার—আদর্শগতভাবে একেশ্বরবাদী ধর্ম দাবী করে যে আমরা সবকিছুর যা মূল্যায়ন করি তার পরেও একটা কেন্দ্রগত অর্থ আছে—এবং এই অর্থ হচ্ছে, ঈশ্বরের নিরপেক্ষতা, ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণতা, ঈশ্বরের প্রেম শুধুমাত্র ব্যক্তি-

জীবনের জন্য নয় সমষ্টিগত জীবনের প্রতি সমালোচনা, নিশ্চয়ই মহান নেতারা এই সব করেছেন। আদর্শগতভাবে, এই হচ্ছে ব্যাপার। কিন্তু, ধর্মপরায়ণ লোকদের বোঝা উচিত যে ধার্মিক ব্যক্তি তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা থেকে এই স্বর্গীয় বিচার নিজের প্রতি প্রয়োগ করবে না। সে বরং এটা নিজের নিরাপত্তা রক্ষায় প্রয়োগ করবে।

ব্র্যাগুন—আমাদের যুগে ধর্ম ঈশ্বরের ধারণা সম্পর্কে এই ক্রমবর্ধমান সন্দেহ খৃষ্টানধর্মের পক্ষে সঙ্কটজনক। খৃষ্টানদের সামনে এখন এই সমস্যা অষ্টাদশ শতাব্দীতে মানবের প্রগতি ও পূর্ণতা সম্পর্কে যে ধারণা ছিল ইতিহাস তা বদলে দিয়েছে...

নিবার—এবং আমি বলব যে চরমতম ধর্মীয় সমস্যা এই নয় যে বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে যতই বিচার করি না কেন আমাদের ঈশ্বরে বিশ্বাস ঠিক কিনা বরঞ্চ আমরা সেই সভ্যতার দায়িত্বে বিশ্বাস রাখতে পারি কিনা এবং কোন না কোন ভাবে পথ অতিক্রম করে যাব যেভাবে লিঙ্কন গৃহযুদ্ধ যন্ত্রণা ছাপিয়ে গিয়েছিল। আমার মনে হয় এটাই চরমতম পরীক্ষা।

ধর্মবাদী বা মুক্তবাদী যে কোন কারো পক্ষে উত্তরটা জানা আছে ভাবা বোকামী। উনবিংশ শতকের মুক্তবাদে বিজ্ঞানের ফলে জন্মেছে কিন্তু ধর্মীয় উন্মত্ততার বিরুদ্ধে প্রতিবাদও এর কিছুটা কারণ। এখন যতটা জানি এই মুক্তবাদও নিজস্ব উন্মত্ততা সৃষ্টি করছে—জেকববাদ ও সাম্যবাদ, কাজেই আমরা এখন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের পাপ নিয়ে কাজ করছি না, আমরা মানব অবস্থা নিয়ে ভাবছি। তার অর্থ প্রত্যেক মানব ও প্রত্যেক জাতির স্ব-অধিকার বহির্ভূতরূপে চরম ইঙ্গিত দেবার প্রবণতা আছে।

এখন, এই সমস্যা যদি আণবিক যুগে উপস্থাপিত করা যায় যে কোন প্রকার বুদ্ধিবৃত্তিমূলক অনুশাসন আমাদের সচেতন করে তুলবে যে বর্তমানে আমরা ষ্টলিনে'র জঙ্গীশাসনে নয় নূতন একটি সভ্যতা ও তার নূতন গোষ্ঠী, তার নিজস্ব আত্ম-বিশ্বাস—যা ক্রুশ্চেভের আগমন আমাদের শিখিয়েছে··· আমাদের ভাবিয়ে তুলবে যে গণতন্ত্র যাকে আমরা মানব-অস্তিত্বের চরমতম রূপ বলে ভেবেছি তা-ত আপেক্ষিক।

এইপ্রকার বুদ্ধিবৃত্তিমূলক বাধ্যতা যে জিনিষের ধর্মীয় গুণ—অথবা বলা যায় চরম গুণ আছে তাকে খুব সহজভাবে অতিক্রম করে যাবে। আমাদের এখন শুধুমাত্র বুদ্ধিবৃত্তিমূলক বাধ্যতার প্রয়োজন নেই—আমাদের যথেষ্ট

শক্তিশালী ধর্মীয় বিশ্বাসের দরকার—অনেকটা আব্রাহাম লিঙ্কনের সময়ের মতো যাতে লোকরা ধর্মের কল্পনা দ্বারা এই ধাঁধার দুটি দিক-ই বুঝতে পারে একদিকে হচ্ছে দায়িত্ববোধ—যা আমাদের সভ্যতার শুভ দিক। অন্যদিকে সভ্যতার দিকে দিলখোলা ভাব—যা আমরা ঘৃণা করে এসেছি এবং আমার মতে তা করা ঠিকই হয়েছে। আমার মতে মুক্তবাদী ও ধর্মপ্রাণ দুজনের পক্ষে-ই এটা একটা পরীক্ষা।

ব্র্যাগুন—আপনার কি মনে হয় খ্রীষ্টান ধর্ম সাম্যবাদের ওপরে একটা প্রভাব বিস্তার করতে পারবে, এতটা দৃঢ়ভাবে ঠেসে ধরতে পারবে যে দুটি জগৎ নিকটতর হবে।

নিবার—সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। বর্তমানের চেয়ে পরে পশ্চিম জগতে খৃষ্টান ধর্মের প্রভাব আরও বেশী হতে পারে এবং তাতে সহযোগিতার দীর্ঘ পথ সুগম হয়ে উঠবে। কিন্তু সাম্যবাদের ক্ষেত্রে এ কথা মনে রাখতে হবে যে রক্ষণশীল গীর্জা যা ষ্টালিন দ্বারা নিষিদ্ধ হয়ে আবার ষ্টালিন দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কারণ এটা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে স্বদেশ প্রেম দেখিয়েছে তখনও পরাধীন গীর্জা। এবং এখন আমি যা দেখতে পাচ্ছি ( এতে হয়তো অনেক খৃষ্টান চমকে যেতে পারেন ) তা হচ্ছে যে সাম্যবাদী জগতে রক্ষণশীল খৃষ্টধর্মের জীবন মৃত্যুর প্রশ্ন ভিন্ন অন্য কোন সার্থকতা নেই······সেখানে স্বভাবতঃই মানব খ্রীষ্টধর্মের উপরে ঝুঁকবে। আমার মনে হয় তারা তা করবে। কিন্তু, সাম্যবাদীর মনোভাব পরিবর্তন প্রসঙ্গে আমি বলবো সে বিষয়ে আমি অবিশ্বাসী।

ব্র্যাগুন—আপনার মতে বর্তমানে গীর্জার কি কর্তব্য কাজ।

নিবার—এটা একটা বড় প্রশ্ন। এতে নাগরিক জীবনের সমস্যা আছে, পরিবারগুলি খণ্ড খণ্ড হয়ে যাবার ব্যাপার আছে—যা আমি উল্লেখ করেছি। এর সামনে বর্ণবিভেদের প্রশ্ন আছে—দক্ষিণ দিকে যার সমাধান খুব ভালো করে হয় নি। এটা আমার মতে খুব-ই বিরক্তিকর ব্যাপার। আমার মনে হয় সেই সব ব্যক্তিরা যথেষ্ট বীরত্বপূর্ণ কিন্তু তাদের কাজ অথবা যাই বলুন ছেড়ে দিতে হয়েছে কারণ সম্মেলন দক্ষিণপন্থী জীবনযাত্রার প্রতি আসক্ত। তার মানে কি ? এর অর্থ ধর্মীয় সম্প্রদায় এ্যাংলো-সাক্সন-সম্প্রদায়ের ক্রমবর্ধমান গর্বে গভীরভাবে ঋণী এবং ভদ্র প্রোটেষ্টা ট ধর্মে তাকে কেউ নষ্ট করবার মতো প্রাণশক্তি নেই। ক্যাথলিক গীর্জা তার চেয়ে অনেক ভালো কাজ করেছে।

# ভাইস প্রেসিডেন্ট রিচার্ড এম নিক্সন

## শক্তিমত্তার প্রতিষ্ঠা

এই অংশটি লিখবার সময়ে মিঃ রিচার্ড নিক্সন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হয়ে রিপাবলিকান দল থেকে দাঁড়াচ্ছেন কি না সে সংবাদ অনিশ্চিত ছিল। কিন্তু শুধুমাত্র সম্ভাব্য প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীকেই আমি খুঁজছিলাম না—আমার উদ্দেশ্য গভীরতর। আমি তাঁর রাজনৈতিক দর্শন ও নেতাদের সম্পর্কে ধারণা টেনে বার করবার চেষ্টা করছিলাম।

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে মিঃ নিক্সন যে একজন কৌশলী পেশাদার রাজনীতিবিদ সে কথা বন্ধু বা শত্রু কেউই অস্বীকার করবে না। তিনি এমন এক ব্যক্তি যিনি স্থূল শিবির সংস্থাপন কৌশল, অন্যায় বক্রোক্তি ব্যবহারের জন্য কুখ্যাত। অস্বস্তিকর অতীত ছেড়ে আসা তাঁর পক্ষে ভালোই হয়েছে। বোধ হয় প্রেসিডেন্ট আইজেনওয়ারের অসুস্থতাকালে কিংবা মিঃ ক্রুশ্চেভের সঙ্গে হাতাহাতিতে তিনি অসাধারণ দক্ষতায় কঠিন পরিবেশ পরিচালনা ক্ষমতা দেখিয়েছিলন এবং তার ফলেই তিনি উচ্চপদ ও শ্রদ্ধা পেয়েছেন। চঞ্চল প্রকৃতির কোন মেয়ের ভালো বিয়ে হলে সে যেমন করে ঠিক তেমনি ভাইস প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হয়ে তিনি গুছিয়ে বসেছেন এবং সমাজের স্তম্ভ হবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। অনেকে এখনও অবাক হয়ে ভাবেন যে তাঁর নৈতিক সঙ্গতি কি উচ্চতম পদাধিকারের আকাঙ্ক্ষা ভিন্ন আর কি তাঁকে চালিত করছে। তিনি একজন আন্তর্জাতিক ব্যক্তি কিন্তু অন্তর্দেশীয় নীতি পরিচালনায় তিনি আন্তর্জাতিক ব্যপারের যা তাঁর চিন্তাধারা উদ্দীপ্ত করে সেই মতে চলেন না।

যখন প্রথম এই সাক্ষাৎকারের কথা তাঁকে বলি তিনি নীতির দিক থেকে তা সমর্থন করেন। কোন সময় স্থির করা হয় নি। কিন্তু তিন মাস পরে তাঁর ইংলণ্ডে যাবার কথা ঘোষিত হলো। আমি আমার প্রস্তাবের পুনরাবৃত্তি করলাম এবং ইঙ্গিত দিলাম যে ওঁর লণ্ডনে পৌছবার প্রাক্কালে আমাদের সাক্ষাৎকারের বিবরণ প্রকাশিত হবার আদর্শ সময়। মিঃ নিক্সন অসম্মতি

জানালেন। তিনি বললেন যে, লণ্ডন থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর এটা করবার ইচ্ছা এবং তাঁর ব্যাখ্যা ছিল অনাক্রমনীয়। তিনি বললেন, যদি আমার পরিদর্শনের প্রাক্কালে আমি আপনাকে বিশেষ একটি সাক্ষাৎকার দিই তাহলে অন্য সব ব্রিটিশ পত্রিকা বিরত হয়ে উঠবে এবং ফলে আমার প্রতি আগে থেকেই বাজে ধারণা করে বসবে।

তিনি তাঁর কথা রেখেছিলেন। তাঁর প্রত্যাবর্তনের এক সপ্তাহ পরে লণ্ডনে একটা দিন স্থির হয়েছিল এবং আমি ক্যাপিটল হিলে তাঁর অফিসে দেখা করতে গিয়েছিলাম। জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের সভা থেকে তাঁর প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই আমি টেপ রেকর্ড বসানোর জন্য অফিসে ঢোকবার অনুমতি পেয়েছিলাম। এতে আমি চারিদিক তাকিয়ে দেখবার কিছুটা সময় পেয়েছিলাম। 'দি হিলে'র অধিকাংশ অফিস থেকে এর কোন পার্থক্য নেই শুধুমাত্র এইটুকু যে এটা অপেক্ষাকৃত পরিচ্ছন্ন। ডেস্কে এক টুকরো কাগজ নেই। পার্শ্ব টেবিলে কয়েকটা বই দেখতে পেলাম। থিওডোর রুজভেল্টের বক্তৃতাসমূহ, প্রফেসর নোরবার্ট ওয়েনার 'দি হিউমান ইউজ অব হিউমান বিয়িংস' এবং লিভারর এণ্ড বারডিক এর 'দি আগলি আমেরিকান' যা থেকে ভাই-প্রেসিডেন্টের বিচিত্র বিষয়ে কৌতূহলী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। বার বার আমি বিস্মিত হয়ে ভেবেছি কতটা সংবাদ কতটা তথ্য তিনি নিজের মনে সঞ্চিত করতে পেরেছেন।

আমাদের সাক্ষাৎকার দু'দফায় হয়েছিল—প্রত্যেকটি প্রায় এক ঘণ্টা। সময়টা ছিল ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বার এবং মিঃ নিক্সন সেই সময়ে পরবর্তী বাজেটের এবং 'প্রসিডেন্টের ষ্টেট্ অব্ দি ইউনিয়ন মেসাজ' খসড়া করতে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন। প্রতিবারই আমাদের সাক্ষাৎকার প্রয়োজনীয় এবং সম্ভবতঃ সম্পূর্ণ অন্যায় দাবীদার জাতীয় নিরপত্তা পরিষদের সম্মেলনের চাপে স্যাণ্ডউইকের মতো হয়ে গেছে।

গোড়ার দিকে কয়েক মুহূর্ত তিনি পূর্বের কর্মধারার চিন্তায় ব্যস্ত থাকতেন কিন্তু কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে তিনি তাঁর মনোযোগ আমার ও আমার প্রশ্নের দিকে দিতে সক্ষম হন। তিনি একটুও ক্লান্তি, অধীরতা বা মনঃসংযোগের অভাব দেখান নি: তিনি সহযোগিতা করতে সর্বদাই উৎসুক—সর্বদাই একটু ব্যস্ত যে আমি যা চাইছি ঠিক তাই পাচ্ছি কিনা? আমি যতটা আশা করেছিলাম ততটা দ্রুতভাষী তিনি নন। তিনি প্রতিটি উত্তর অত্যন্ত যত্নসহকারে দেন এবং আমার

মনে হয়েছিল তিনি যেন নিজের কথা নিজে শুনতেন—নিজের ধারণাগুলি ওজন করে দেখছেন। কিন্তু, তিনি আমাকে এ কথাও স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে তিনি নিজের সম্পর্কে ও পৃথিবীতে যুক্তরাজ্যের নেতৃত্বের সম্পর্কে অনেক ভেবেছেন। সাধারণতঃ তিনি ইংরেজ টোরী অপেক্ষা কম প্রয়োগবাদী এবং অর্থনীতি সম্পর্কে বেশী রক্ষণশীল। সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন সম্পর্কে তিনি প্রেসিডেণ্ট আইসেনওয়ারের অপেক্ষাকৃত অধিক সাবধানী কিন্তু প্রেসিডেণ্ট পদের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা আরও শক্তিশালীরূপে ব্যবহারের পক্ষপাতী।

ব্র্যাগুন—মিঃ ভাইস-প্রেসিডেণ্ট, আমি যতদূর জানি তাতে ব্রিটেন ও বৃটিশ নীতি সম্পর্কে লণ্ডনে যাবার আগে আপনার কতগুলি প্রত্যাশা, কতগুলি পূর্ব গঠিত ধারণা ছিল। আপনি কি সেগুলির সঙ্গে ইংলণ্ডের প্রথম দর্শন অভিজ্ঞতার তুলনা করতে পারেন?

নিক্সন—এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আমি দু' তিনটি বিষয়ে নিয়ে বলবো যাতে আমি যা ভেবেছিলাম তার থেকে বেশী জোর দেওয়া হয়েছে।

প্রথমতঃ কমন মার্কেটে ব্রিটেনের সম্পর্ক সম্বন্ধে ব্রিটেনের দুই দলের অধিকাংশ লোক যেভাবে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। আমি যাকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম তা হচ্ছে যে এই ব্যস্ততা শুধুমাত্র অর্থনৈতিক দিকে নয়—বরঞ্চ সেই রাজনৈতিক ফলাফল যা এই সিদ্ধান্ত দ্বারা প্রভাবিত হবে। ব্রিটিশ ব্যবসায়ীগণ ও সরকারী নেতারা আমাকে একথা ভালোভাবেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে এই সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করা খুব-ই প্রয়োজনীয় যাতে অচল অবস্থা এবং সম্পর্কিত জাতিগুলির মধ্যে পরিণাম স্বরূপ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিভাগের ব্যাপার এড়ানো যায়।

এ ছাড়াও ইয়োরোপের জটিল সমস্যা নিয়ে অবশ্য আমার পূর্ণ আলোচনা ছিল। সাধারণতঃ যা হওয়া উচিত বার্লিন সঙ্কটাবস্থার জন্যে এতে তার চেয়েও বেশী জোর দেওয়া হয়েছিল। সংযোগচুক্তি প্রস্তাবের ওপরে মিঃ গাটসকেল ও অপরাপর বিরোধীপক্ষের সদস্যরা যা তর্কবিতর্ক করেছিলেন তার দ্বারা আমি খুব অভিভূত হয়েছিলাম। আমার মনে হয় তাদের প্রস্তাব প্রকৃত এবং এই ক্ষেত্রে অন্যান্য প্রস্তাবে যে সব বাধা ন্যায়তঃ উঠতে পারে সে সকল বাধামুক্ত। কিন্তু, আমি বিশ্বাস করি যে এখনও একটি সংযোগচ্যুতির প্রস্তাব করবার আছে যাতে ইয়োরোপে সামরিক নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হবার এবং

ইয়োরোপ থেকে যুক্তরাজ্যকে সরে এসে 'ন্যাটো' মিত্রশক্তিকে বিপদজনক পরিস্থিতিতে ফেলবার মতো ত্রুটি না থাকে।

সাম্যবাদী চীনকে স্বীকার করে নেবার ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে যে আমি আমার বক্তব্যে বা আমাকে যারা যা বলেছে তাতে কারো মন পরিবর্তিত হয়েছে কিনা কিন্তু, আমি বিশ্বাস করি যে ব্রিটেনে একটা বোঝা-পড়া আছে যে কেন আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি—কেন আমাদের এ বিষয়ে প্রস্তাব কতগুলি কারণে গ্রেটব্রিটেনের রাজ্য সরকার ও অপরাপর লোকদের অপেক্ষা পৃথক।

ব্র্যাগুন—আমেরিকার সম্পূর্ণ ভৌগোলিক নীতিতে ইংরেজ-আমেরিকার মৈত্রী ভূমিকা সম্পর্কে আপনার কি মত?

ব্র্যাগুন—আমি যে রকম এই মৈত্রীর প্রস্তাবক ছিলাম ঠিক তেমনি মনো-ভাব নিয়ে কেউ লণ্ডনে গিয়ে আমার মতো এই মতবাদে এতটা দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে ফিরে আসতে পারবে না। দুটো কারণে আমি এ কথা বলছি একটি স্পষ্টতঃ সামরিক কারণ যার সঙ্গে আমরা পরিচিত—কিন্তু সেটাই প্রধান কারণ নয়। আমার এ কথা মনে হয়েছে যে পৃথিবীর অ-সামরিক সংগ্রামের দিক থেকে ইঙ্গ-আমেরিকা মৈত্রী উভয় ক্ষেত্রে পৃথিবীর চারিদিকে অর্থনৈতিক দিকে সর্বজনীন অভিগমন এবং 'আদর্শগত' যুদ্ধে আরও প্রভাব বিস্তারের জন্য শক্তিশালী করে তোলা একান্ত প্রয়োজনীয়। এটা এমন একটি ক্ষেত্র যেখান থেকে আমি স্থির বিশ্বাস নিয়ে ফিরলাম যে পৃথিবীর এই অ-সামরিক যুদ্ধে জয়লাভ করতে হলে আমাদের আরও মহান নীতি নেওয়া উচিত। গান্দুহিলের বক্তৃতায় আমি যা বলেছিলাম তা হচ্ছে যে এই সাম্যবাদকে পরাজিত করতে হলে আমরা অর্থনীতি ও আদর্শগতভাবে যা করছি তা বলে বেড়ানো ভুল। এটা অবশ্য সমস্যার একটা দিক। কিন্তু, আমরা যদি জিততে চাই তাহলে এ কথাটা অন্যভাবে বলবো যে আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে পৃথিবীর তথাকথিত নব-গঠিত দেশগুলির সমস্যা, অর্থনৈতিক সমস্যা, সরকারি সমস্যা, তাদের কাছে প্রমাণ করা দেশবাসীর নিকট তাদের প্রমাণ করতে সাহায্য করা—যে এই সব সমস্যা স্বৈরতন্ত্র অপেক্ষা স্বাধীনতার আবহাওয়াতে সুন্দরভাবে সমাধান হতে পারে।

কেন এই যুদ্ধে জয়ে ইঙ্গ-আমেরিকার মৈত্রী এত প্রয়োজনীয়? কারণ, যেখানে পরিকল্পনাই সব স্থির করছে সেখানে শ্রেষ্ঠ পরিকল্পনা প্রয়োজন—এবং

এখানেই আমরা শ্রেষ্ঠ চিন্তাধারা যা ইংরেজী ভাষাভাষী আমাদের মিত্রবর্গ সৃজন করতে পারে—তা আদানপ্রদান করতে পারি।

আগমী দশ বৎসরের দিকে তাকিয়ে যা গত দশ বৎসর থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আমরা দেখতে পাই যে অসামরিক স্থানগুলি-ই ভাগ্যনিয়ন্তা হবে। গত দশ বৎসর আমাদের সামরিক প্রস্তুতির উপরে জোর দিতে হয়েছে কারণ, কোন শক্তিশালী আক্রমণকারী অপেক্ষা আমরা যদি সামরিক দিক দিয়ে অধিকতর শক্তিমান না হই—তাহলে তার সঙ্গে সংঘর্ষে হয় যুদ্ধ নয় আত্মসমর্পণ। আমার মনে হয় প্রকৃতপক্ষে আমরা এই যুদ্ধে জয়ী হয়েছি। আমি বলতে চাই না যে, অক্ষমতা হতে প্রসূত যুদ্ধ অথবা আত্মসমর্পণের ভয় সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হয়ে গেছে। কিন্তু, এখন আমরা যে শক্তিতে পূর্ণ হয়ে গেছি এবং সেই শক্তিরক্ষার জন্য যে কর্মসূচী আমরা নিয়েছি তাতে যুদ্ধ অথবা আত্মসমর্পণের প্রশ্ন অনেকটা পরিমাণে কমে গেছে এবং আমি বিশ্বাস করি যে যদি যুদ্ধ হয়—তাহলে তা কোন পক্ষের শত্রুতা করবার অভিলাষ থেকে নয়—ভুল বোঝাবুঝি থেকে হবে।

এই কথাটা মনে রেখে আমি যদি পরবর্তী দশ বৎসরে—এমন কি পঁচিশ বৎসরের কথাও বলতে পারি—যে অর্থনৈতিক ও আদর্শের ক্ষেত্রেই সর্বাপেক্ষা বিপদজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। এবং যারা এই বিরাট ধারণার ( যার স্বপক্ষে আমরা আছি ) বিরুদ্ধবাদী তারা তাদের জোর সামরিক থেকে অর্থনৈতিক ও আদর্শের ক্ষেত্রে সরিয়ে দিয়েছে। তারা তাদের সামরিক বাহিনী পোষণ করে যাচ্ছে কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে খুব কার্যকরী পদক্ষেপ করেছে। সংক্ষেপে আমি এটুকু বলতে চাই যে পরবর্তী দশ বৎসরে পরাজয় এড়ানো এবং সম্ভবপর নিশ্চিত জয়ের জন্য একটি অ-সামরিক বাহিনী গড়ে তোলবার জন্য ইঙ্গ-আমেরিকা মৈত্রী অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়াবে।

ব্র্যাগুন—আপনার কি মনে হয় না যে বার্লিন-সঙ্কট বোধ হয় যুদ্ধোত্তোর-কালীন সর্বাপেক্ষা বড় সঙ্কট? আমি সামরিক সঙ্কটের কথা বলছি।

নিক্সন—সঙ্কটের মধ্যে বাস করে অপরাপর সঙ্কটের সঙ্গে তার তুলনা করা খুব-ই কঠিন। যেমন ধরুন, লেবাননের সময়ও আমরা ভেবেছিলাম যে সেটা সাংঘাতিক সঙ্কট এবং সুয়েজের সময়ে যদি ফিরে যাই তাহলে সেটাও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মনে হয় কারণ তাতে নিকট পূর্বের সম্পদ হারাবার ইঙ্গিত ছিল। বার্লিন সঙ্কট অবশ্য ক্ষমতার দিক থেকে সর্বাপেক্ষা কঠিনতম সঙ্কট কারণ এটা ইয়োরোপের মূল কেন্দ্রে আঘাত করেছিল এবং ন্যাটো'র জটিলতা বাড়িয়ে

তুলেছিল। আমি পলিনিশিয়াবাদী হতে চাই না কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে সোভিয়েট নায়কদের নাক গলানোর জন্যই এটা ঘটেছে। এটা এমন একটা কাজ যা তারা আশা করেনি বা ছোট বড় কোন যুদ্ধেই পরিণত করতে চায় নি এবং অন্যান্য পর্যবেক্ষণকারীরা আসন্ন যুদ্ধ সম্পর্কে যে রকম সশঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন আমি তা হই নি যদিও তাঁদের মতামতের পথে যথেষ্ট কারণ ছিল। প্রয়োজনীয় কথা হচ্ছে এই যে আমরা এই ইঙ্গ-আমেরিকা-মৈত্রী—নাটো মৈত্রীদের সঙ্গে একত্র হয়ে এই নাকগলানো ব্যাপারে চমৎকার প্রতিরোধ গড়ে তুলেছি। আমরা যদি এটা করতে পারি তাহলে যুদ্ধের সম্ভাবনা অথবা পশ্চিমের পরাজয় সুদূর হয়ে যাবে।

ব্র্যাণ্ডন—একটু আগে আপনি অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা ও আদর্শগত প্রচেষ্টার মধ্যে প্রভেদ করেছিলেন। অর্থনৈতিক প্রচেষ্টায় কি করে সংগ্রাম করতে হয় তা স্পষ্টই বোঝা যায় কিন্তু কি করে……

নিক্সন—এই প্রশ্নটি আমরা, পশ্চিমের লোকরা ঠিকমতো স্বীকার করতে বুঝে উঠতে পারি নি। আমি এভাবে কথাটা গুছিয়ে বলছি।

আমার মনে আছে ১৯৫৩ সালে আমি যখন এশিয়াতে ছিলাম—কয়েকজন এশিয়া-বিজ্ঞ ব্যক্তি আমাকে বলেছিলেন, এশিয়াকে সাম্যবাদী না হতে দেবার একমাত্র পথ হচ্ছে প্রতি এশিয়াবাসীকে এক পাত্র ভাত দেওয়া। আমার মনে হয় এটা অত্যন্ত ভুল কথা। সত্য কথা যে পাত্রপূর্ণ অন্ন খুবই প্রয়োজনীয়। কিন্তু আমি সে দেশে নেতা ও ক্রম বর্ধমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অধিকাংশে এবং বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে দেখেছি যে পাত্রপূর্ণ অন্ন—অর্থনৈতিক অভিগমন—সম্পূর্ণ কথা নয়। ভালোভাবে বেঁচে থাকা অর্থাৎ ঘরবাড়ী, চিকিৎসা-সুবিধা, সু-খাদ্য ইত্যাদি ভিন্ন তারা আরও কিছু চায়।

এখন আমি আদর্শগত প্রচেষ্টার প্রশ্নে আসছি। যতদূর জানি অর্থনীতিকে আদর্শ থেকে তফাৎ করা কঠিন কারণ সুন্দর জীবনযাত্রা নির্বাহের ধারণা নিশ্চয়ই এই আদর্শগত প্রচেষ্টার একটি অংশ। কিন্তু, আমি বিশেষভাবে যাতে জোর দিতে চাই তা হচ্ছে এই : আমরা, পশ্চিমবাসীরা একটা সুন্দর সুযোগ নষ্ট করছি, একটা বিশেষ সুবিধে ছেড়ে দিচ্ছি, যদি না আমরা দেখি যে এই সংগ্রাম শুধুমাত্র কোন রীতিনীতি সর্বোত্তম অর্থনৈতিক প্রগতির জন্য নয়—সুখী জীবন-যাপনের অন্যান্য দিকটাও দেখছে যা আমাদের কাছে খুব বড় এবং যা আমার মনে হয় পৃথিবীর অপরাপর লোকদের সিদ্ধান্ত।

আমি অবশ্য মূলগত স্বাধীনতার কথা বলছি যা পশ্চিম জগতের সকলের আকাঙ্ক্ষার বস্তু—যেমন ইংরেজী ভাষীর মধ্যে সাধারণ নিয়ম, পার্লিয়ামেন্ট, মনোভাব প্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে। আমি বলতে চাইছি না যে, আমরা যা নিয়ম প্রচলিত করবো তাই পৃথিবীর সব দেশে খাপ খেয়ে যাবে। কিন্তু, আমাদের পক্ষে এইটে দেখা সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় যে পৃথিবীর অপরাপর জাতি যেন বুঝতে পারে যে গণতন্ত্র গ্রহণ করে তারা ভালোভাবে বেঁচে থাকবার অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা ভিন্ন আরও কিছু পাচ্ছে।

ব্র্যাগুন—কিন্তু, যেসব দেশ অন্ততঃ কিছুটা আমাদের গণতান্ত্রিক মত গ্রহণ করেছে তাদের মধ্যে কি হঠাৎ আমরা জঙ্গী নেতৃত্বের প্রভাব দেখতে পাচ্ছি না —এবং এর থেকে কি এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় না যে পৃথিবীর ঐ সব অংশে আমাদের আদর্শবাদ চালানো মুশকিল।

নিক্সন—হ্যাঁ, এইটে মুদ্রার অপর পিঠ। যুদ্ধের ঠিক পরেই পশ্চিম জগতের অনেক লোক এবং নবগঠিত দেশের নূতন নেতারা এ বিষয়ে কিছুটা অবাক হয়েছে যে কি করে শাসন—সরকারে পরিবর্তন একটা বিশেষ জাতির ভবিষ্যত প্রভাবিত করতে পারে। সাধারণতঃ এইটে ধরে নেওয়া হয় যে যদি কোন জাতি স্বাধীনতা পায়, যদি কোন জাতিকে ব্যালট বাক্সে নির্বাচনের ক্ষমতা দেওয়া হয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। অন্যভাবে বলতে গেলে, একটা জাতির স্বাধীনতা ও আত্ম-শাসনাধিকার অথবা তথাকথিত গণতন্ত্র হচ্ছে চাবি—যা বিরাট নবীন ভবিষ্যতের দরজা খুলবে—যা এই সব দেশের অধিবাসীরা স্বভাবতই পাবার উচ্চাশা পোষণ করে। এ বিষয়ে অনেক স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে এবং তা সহানুভূতি সহকারে উপলব্ধি করবার ব্যাপার। কারণ, বোধ হয় পৃথিবীতে গণতন্ত্র শাসন-পরিচালনা-ই সর্বাপেক্ষা কঠিন।

আমরা যারা এই শাসনতন্ত্রাধীনে বাস করি—ভালো ভাবেই জানি যে অর্থনীতির ব্যাপারে সিদ্ধান্তসমূহ বিরাট জনগণের নিকট দায়ী সরকার অপেক্ষা একক ব্যক্তি বা কয়েকটি ব্যক্তি দ্বারা হওয়াই সহজতর। কিন্তু, এটা ভাবা বোকামী যে ঠিক একই কার্য-পরিচালন-প্রণালী, একই নিয়মের গভর্ণমেন্ট যা আমাদের জন্য ন্যায়সঙ্গতভাবে কাজ করেছে তা নূতন স্বাধীন দেশ যার পশ্চাৎপট হয়তো সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং সমাধানীয় সমস্যাও ভিন্নতর—সেখানেও স্বেচ্ছায় সফল হচ্ছে।

কিন্তু, আপনার প্রশ্নের মূল বিষয়ে এসে এটুকু বলতে পারি যে এশিয়া, নিকট প্রাচ্য ( Near East ) এবং ল্যাটিন আমেরিকার কতগুলি স্থান গণতন্ত্র থেকে সরে আসায় অনেকে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আমাদের মনোভাব কি হবে? প্রথমে চাই সহানুভূতিপূর্ণ উপলব্ধি। দ্বিতীয়তঃ, আমরা নিশ্চয়ই এই বিশ্বাস থেকে দূরে সরে যাব না যে দীর্ঘকাল চলার পথে গণতান্ত্রিক নিয়মই শ্রেষ্ঠ—শুধুমাত্র অর্থনৈতিক প্রগতির ক্ষেত্রে নয় বৃহত্তর স্বাধীনতার জন্যও।

আমার মনে হয় বর্তমান অবস্থা যা গড়ে উঠেছে—যেমন এই সুদান, পাকিস্থান, ব্রহ্মদেশে তা চিরস্থায়ী মেড়ে নয়—শুধুমাত্র উত্থিত বেদনা। আমি বলতে চাই না যে বৃহত্তর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রগতি থেকে সরে আসার মনোবৃত্তি আমি স্বাগত করছি বরঞ্চ আমার মতে আমাদের ভেবে নেওয়া উচিত যে এসব দেশের বহুল সমস্যা সমাধানবাদী সরকার গড়ে ওঠবার আগে বহু বহু বৎসর ধরে অনেক পরিবর্তন ও রূপান্তর হবে।

যুক্তরাজ্যে আমি উল্লেখ করেছি যে বর্তমানে আমরা বাজেট নিয়ে আলোচনা করছি এবং এ আমাদের কঠিন সমস্যা। যুক্তরাজ্যে আমাদের চাষের উদ্বৃত্ত নিয়েও মুশকিল হয়ে যায়; সেটাও আমাদের অত্যন্ত গুরুতর সমস্যা। কিন্তু সমস্যা যে কি তা আমরা ভারতবর্ষ, পাকিস্থান, ইন্দোনেশিয়া না দেখলে বুঝতে পারব না যেখানে সমস্যা উদ্বৃত্তের নয় ঘাঁটতির; যে সকল দেশে অত্যন্ত উচ্চশিক্ষিত লোক নেই অথচ নিরক্ষরের হারও অত্যন্ত বেশী—যদিও বর্তমানে কমে আসছে, এবং যেসব দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা'র এই তথ্য থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে ভারতের মাথা পিছু আয়—এই ধরুন মিসিসিপি'র ১/২০ ভাগ।

এই সকল নব গঠিত জাতির নেতারা যে প্রকৃত প্রবল চেষ্টায় এই প্রচণ্ড সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করছেন—যাঁরা জঙ্গী নেতৃত্বের দিকে যান নি—এবং যাঁরা অবিরত সেই সব স্থানে যেখানে এই মুহূর্তে গণতন্ত্রের যে রূপ আমরা জানি তা কার্যকরী করা সম্ভব নয় তবুও তা করতে চেষ্টা করছেন। সেই প্রচেষ্টার আমরা প্রশংসা করি।

ব্র্যাগুন—আপনার কি মনে হয় না যে আমার এই সব অধিবাসীদের অর্থনৈতিক দিকটার উন্নতি সাধন করলে আদর্শগত দিকটা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মতো সঙ্গে সঙ্গে এসে যাবে।

নিক্সন—অনেকেই এই মতবাদের পোষক। ব্যক্তিগতভাবে আমার এই মত নয় যদিও জানি যে বহু দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন লোকের এই মত। কারণ,

যখন আপনি এই অধিবাসীদের অর্থনৈতিক ভাগ্যের কথা ভাবছেন কত দীর্ঘ সময় লাগতে পারে এবং কত বংশ ধরে জীবনের পক্ষে অপরিহার্য মূলগত স্বাধীনতা তাদের দিতে অস্বীকার করা হবে যতদিন না তাদের আর্থিক স্বাধীনতা এতটা হয় যে তারা নিজেরাই সেজন্য ব্যবস্থা করতে পারে। এইটে প্রধানতঃ দেখা দরকার যে অর্থনৈতিক প্রসতির দিকে লক্ষ্য রাখতে আমরা যেন যাকে বলা হয় 'উচ্চতর' স্বাধীনতা তা ভুলে না যাই। যতটা সম্ভব, দুটোই একই সঙ্গে চলবে। এবং এখানেই অনেকের যা মত যে আমরা অর্থনৈতিক দিকে সমস্ত জোর দেব এবং আর সব সঙ্গে সঙ্গে আসবে সেই মতবাদের সঙ্গে আমার মিল নেই। এরকম ঘটবে বলে আমার মনে হয় না। আমার মনে হয় আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করব যাতে অর্থনৈতিক প্রগতি ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা একই সঙ্গে এগিয়ে যেতে পারে।

ব্রাগুন—তাদের নিকট আমাদের জীবননীতি ব্যাখ্যা করবার জন্য কি পন্থা আপনি অবলম্বন করেছেন? আপনি কি বলতে চাইছেন যাকে বলা হয় প্রচার অথবা—

নিক্সন—হ্যাঁ, এখানেই প্রসঙ্গতঃ বলছি যে আমি ইঙ্গ-আমেরিকা জীবনের প্রত্যেক স্তরেই কি ভাবে এই নিয়মের উন্নতি করা যায় সে বিষয়ে অধিকতর ভাবের আদান-প্রদান দেখতে ইচ্ছুক—এবং শুধু ইঙ্গ-আমেরিকা নয় আর সব জাতির মধ্যে যারা মৌলিকভাবে এই স্বাধীনতায় কিছু না কিছু দান করেছে। আমি সরলভাবেই স্বীকার করছি যে আমরা যুক্তরাজ্য এ বিষয়ে পর্যাপ্ত কাজ করে উঠতে পারি নি। এটা আমাদের পক্ষে নূতন এবং নূতন বলেই আমাদের পরীক্ষামূলকভাবে নিতে হয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি আমরা জানি না কি করণীয়। অনেক সময়ই. আমরা নিজেদের খারাপ দিকটা দেখাই। মনে হয় যেন আমরা প্রধানতঃ সামরিক শক্তির ওপরে নির্ভরশীল—আদর্শের ওপরে নয়। আমাদের কি করণীয় তাতে আমি বলবো যে সর্বপ্রথম সর্বব্যাপী সু-কৌশল পরিকল্পনা করতে হবে যাতে আদর্শগত আক্রমণ ও অর্থনৈতিক আক্রমণ একই সঙ্গে যেতে পারে, এবং পরবর্তী দশ বৎসরের জন্যে তা চালানো যায়।

এখন কতগুলি বিশেষভাবে নির্দিষ্ট কথা বলছি—আমি বিশ্বাস করি না যে আমরা এটাকে বিরাট জন-সংযোগ-শিবির ভাববো। বোধহয় এটা আগে থেকেই অতিরিক্ত ভেবে নেওয়া যে পশ্চিমের সব সমস্যার উত্তর-ই হচ্ছে আরও

বড় রেডিও—ট্রানসমিটার, আরও প্রকাশনা, আরও চলচিত্র ইত্যাদি—পৃথিবীর তথাকথিত অ-প্রেরিত স্থানগুলিতে প্রেরণ করা। এই সকল কৌশলসমূহ কার্যকরী কিন্তু তা কৌশল-নীতি হিসেবেই কার্যকরী। এক কথায়, আমরা যা বলছি তার চেয়েও মনে মনে বেশী নির্ভর করছিল অন্যদিকে বলতে গেলে আমরা ভালই করতে পারি কিন্তু আমরা যদি এটাকে ভালো না বলি তাহলে সব কিছুই নষ্ট হয়ে যাবে। এই হচ্ছে আমাদের সমস্যা।

এই মুহূর্তে সর্বাপেক্ষা নিশ্চিন্ত স্থান, যেখানে তুমি তোমার টাকা সার্থকভাবে ব্যয় করতে পারো হচ্ছে সেই সব স্থান যেখানে অধিবাসী পরিবর্তি এই ত। আমার মনে হয় এই ব্যাপারটা আরও দ্রুততর করা যায় এবং এটা শুধুমাত্র লোকদের যুক্তরাজ্যে আসবার ও যাবার ব্যাপার নিয়ে না হয়ে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী হওয়া উচিত। এবং এই জন্যই বিনিময়ের ক্ষেত্রে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর আমি দৃঢ় পরিপোষক কারণ আমার মনে হয় না যে ফলপ্রসূ অত্যন্ত বেশি রকম কোন কর্মসূচী আমাদের আছে।

ব্র্যাগুন—আমেরিকান প্রেসিডেন্সীর ছাত্ররা বলে থাকে যে পরিচালনার তিনটি বিভিন্ন ধারণা আছে—বুকনেন ধারণা—যা গ্রাণ্ট, টাফ্‌ট, কোলিজে'র ইত্যাদি দ্বারা অনুসৃত প্রেসিডেণ্টই প্রধান শাসক ও বিচারক; লিঙ্কলনীয় ধারণা—যা জেফারসন, জ্যাকসন ও দুজন রুজভেল্ট দ্বারা অনুসৃত—যাঁরা নিজেদের আইন প্রণয়ণের প্রধানতম উৎস এবং প্রধান রাজনৈতিক নেতা ভাবেন এবং যারা দল ও রাজনীতিকে সক্রিয় যন্ত্র মনে করেন; তৃতীয় ক্লীভল্যাণ্ড ধারণা—যা এই দুয়ের মাঝামাঝি—কিন্তু মূলতঃ প্রেসিডেন্টের পদকে রক্ষণমূলক ব্যাপার বলে মনে করেন—কোন কাজ পরিচাপনা নয়—খারাপ বাধা দেওয়াই প্রধান কর্তব্য। এর মধ্যে কোন ধারণা আপনার মতে বর্তমানে দেশ পরিচালনায় সর্বাপেক্ষা ফলপ্রদ।

নিক্সন—দেখুন, আমি প্রথমেই এ কথা স্পষ্টভাবে বোঝাতে চাই যে প্রেসিডেন্সির সমস্যা নিয়ে জড়িয়ে পড়লে আমি কি করবো না করবো সে সম্বন্ধে কোন কথা বলতে চাই না। আমার মনে হয় আপনি নিশ্চয়ই আমার অসুবিধে…

ব্র্যাগুন—এটা দর্শন শাস্ত্রগত প্রশ্ন—

নিক্সন—যদি এটা দর্শনের প্রশ্ন হয়ে থাকে তাহলে আমি বলবো প্রথমতঃ আমি আমেরিকার রাজনৈতিক পটভূমিকার অন্তরূপের কয়েকটি বিশ্লেষণকারীর

মতো এই তিনটি ধারণায় চোখে পড়বার মতো কোন প্রভেদ দেখতে পাই না। এই প্রভেদের কিছুটা কালের প্রয়োজনানুযায়ী সাধিত। যেমন আপনি চজন রুজভেল্টের কথা বললেন—তাঁদের উভয়ের সময়েই দেশে তাঁদের মতো নেতৃত্ব গুণসম্পন্ন প্রেসিডেন্টের প্রয়োজন ছিল। অপর পক্ষে, অন্য সময়ে, যেমন ধরুন প্রেসিডেন্ট কুলিজের কথা বলা যায়—যখন দেশে ঐ প্রকার নেতৃত্বের প্রয়োজন ছিল না এবং হয়তো ঐ রকম নেতৃত্ব সহ্যও করতো না। কেউ এর নাম। স্বাভাবিকতায় প্রত্যাবর্তন এবং অন্যান্য বিরুদ্ধ যুক্তিপূর্ণ কথা বলতে পারেন কিন্তু এটা হচ্ছে দেশের তৎকালিন মেজাজ। অপর বিষয়টি হচ্ছে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটির ব্যক্তিত্ব।

বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের অত্যন্ত দৃঢ় বিশ্বাসপূর্ণ ব্যক্তি হওয়া প্রয়োজন। তাঁরা হবেন নেতা এবং এমন ব্যক্তি যিনি সঙ্কটকালে যথার্থ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এবং তদুপরি এই সিদ্ধান্ত জনগণের সহযোগিতা লাভ করতে পারেন যা হয়তো এমনিতে জনগণের অপ্রিয়। যুক্তরাজ্যকে দীর্ঘকাল ধরে সেই নেতৃত্ব নিয়ে থাকতে হবে যা তাকে সেই ইচ্ছা ও প্রতিজ্ঞা অনুপ্রাণিত করতে এবং যে সংগ্রামে আমরা রত তা জয় করতে সাহায্য করবে।

এই শতাব্দীর শেষার্ধের সঙ্কটময় সংগ্রাম পৃথিবীতে পরস্পরের সংঘর্ষের ব্যাপারে সংঘটিত হবে না। যুক্তরাজ্যে ও পৃথিবীর অপরাপর জাতির মধ্যে এক বিরাট দর্শনশাস্ত্রীয় যুদ্ধ এই ব্যাপার নিয়ে ঘটবে: আমরা কি সরকারের দায়িত্ব আরও বেশী বাড়াবার এই ঝোঁকের মূলেই চলবো রাজ্যসরকারের কর্মক্ষতার ওপর আরও বেশী নির্ভরতা কারণ জনগণের ইচ্ছা যে তাদের কাজগুলি সরকারপক্ষরা করে দিক। অথবা এই ঝোঁক ফাকিয়ে দেওয়া উচিত এবং আমাদের কি সাবধানে ভেবে দেখা উচিত নয় যে সরকারপক্ষীয়দের আমরা সেই সব ক্ষেত্রে বিচরণ করতে দেব না যাতে নাগরিকদের ব্যক্তিগত দায়িত্ব কমে যায় এবং জাতীয় প্রগতিতে তাদের দান যা আমরা সকলেই চাই তা ক্ষুণ্ণ হয়। আমার মনে হয় আমরা যদি সরকারের ভূমিকা বৃহত্তর করবার জন্য ব্যক্তির ভূমিকা কমিয়ে দিই এবং এভাবে বর্তমান বংশ পরবর্তী বংশধরের নিকট উত্তরাধিকার সূত্রে এই রেখে যায় তাহলে তা শোচনীয়।

সেই সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও স্বীকার করি যে যদি আমাদের অর্থনীতিকে চলন্ত হতে হয়, যদি একে যে নির্দিষ্ট স্থানে আমরা নিতে চাইছি সেখানে যেতে

হয় তাহলে ব্যক্তিরা যা করতে অক্ষম অথবা নিজেরা করতে অনিচ্ছুক সেই সরবরাহের দায়িত্ব জাতীয় সরকারকে নিতে হবে। জাতীয় সরকার নিশ্চয়ই নিরাপত্তার ভিটে তৈরী করবে যদিও ছাদ করবার সুবিধে নেই এবং এ ছাড়া অর্থনীতিকে সর্ব-উচ্চস্তরে বাড়িয়ে তোলবার সবরকম সুযোগ দিতে হবে।

আমার মনে হয় আমেরিকার অর্থনীতিতে সর্বাধিক ক্রমবৃদ্ধি আনতে হলে ধীরে ধীরে আমাদের ট্যাক্স—নিয়মাবলীতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করতে হবে—তার অর্থ এই নয় যে ট্যাক্স থেকে প্রায় আয় কমিয়ে দেওয়া—কারণ, বর্তমানে আমরা যা পাচ্ছি তা এবং হয়তো আরও বেশী প্রয়োজন—কিন্তু এই নিয়ম সংশোধন করার অর্থঅর্থনীতির ক্ষেত্রে উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো।

ব্র্যাগুন—আপনার কি মনে হয় কংগ্রেস দেশ পরিচালনার জন্য নিজেকে খুব বেশী জাহির করছে?

নিক্সন—না। কংগ্রেসীয় নেতাদের সঙ্গে এ বিষয়ে আমার কোন কলহ নেই। আমাদের জাতীয় সরকারের শাসন-ক্ষমতা বিভাগের ব্যাপারে সম-ক্ষমতা বিশিষ্ট শাখা সমূহের সরকারের নীতিতে নিজেদের অংশ প্রদানের দায়িত্বে—আমার গভীর শ্রদ্ধা আছে। আমি সরলভাবেই বিশ্বাস করি যে কংগ্রেসের ও সরকারী শাসনতন্ত্র পরিচালনা শাখায় জাতীয় ও আন্তর্জাতীয় সমস্যা ক্ষেত্রে গঠনমূলক চিন্তাধারা ও নেতৃত্বের প্রয়োজন আছে। এর দ্বারা আমি এ কথা বোঝাতে চাইছি না যে কংগ্রেস শাসন-পরিচালকদের কর্তৃত্ব গ্রাস করবে—কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমার মনে হয় শাসনতন্ত্র পরিচালকদের মতামতই কংগ্রেস বিস্তার বলে গ্রহণ করবে।

ব্র্যাগুন—পৃথিবীর অনেক জায়গায় এই মত প্রচলিত আছে বিশেষতঃ সেই সব অংশে যারা আমেরিকার নেতৃত্বে বিশ্বাস করে—যে কংগ্রেসীয় কার্য-পরিচালনা-প্রণালী পুরোণ যুগের। কংগ্রেসের সমিতির একটা সিদ্ধান্ত বের করতে মাসের পর মাস শত শত অফিসারদের অমূল্য সময় নষ্ট করতে হয়। অনেকের আবার কংগ্রেসের সঙ্কটপূর্ণ ব্যাপার সমূহ—যা শুধুমাত্র যুক্তরাজ্যের নয় পশ্চিম সভ্যতারও ভাগ্য নির্দেশ করবে—তা হাল্কা করে দেখবার প্রচেষ্টায় অবাক হয়ে যান। আপনার কি মনে হয় কংগ্রেসীয় কার্য-পরিচালন-প্রণালী মৌলিক সংস্কার করবার কোন সুযোগ আছে?

নিক্সন—এ বিষয়ে কোন প্রশ্নই ওঠে না যে আমাদের আইনগঠন সভার কার্য-পরিচালন-প্রণালী কিছু দিন পরে পরে পরীক্ষা করে দেখতে হবে যাতে

পৃথিবীর সদা পরিবর্তিত সমস্যাসমূহ—যা আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হচ্ছে তদনুসারে তা যথাযথ পরিবর্তিত হতে পারে। যা হোক, আইন প্রণয়নে যা সময় নষ্ট হয় তাতে দ্রুতগতি আনবার জন্ম যথেষ্ট বিতর্কের নিয়ম লঙ্ঘন করা চলবে না। এটা একটা প্রয়োজনীয় ব্যাপার যে নিয়ম পরিবর্তনের সময়ে আমরা সংখ্যালঘুদের আপত্তি জানাবার পূর্ণ সুযোগ দিই।

আমার মনে হয় কংগ্রেসের নূতন অধিবেশনকালে সিনেটের নিয়ম পরিবর্তনের পূর্ণ ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন—যদি অবশ্য তাদের ইচ্ছা হয়। আমার মনে হয় বর্তমানের রীতি দীর্ঘসূত্রিতা ও সভার কাজে বাধা দেওয়ার নীতি দ্বারা ভারাক্রান্ত—কাজের দিক দিয়ে বিশেষ কিছু নয়। আর পথে, অনেকে যেমন সিনেটের সংখ্যা-গরিষ্ঠ দল দ্বারা বিতর্কের অবসান মেটবার পক্ষপাতী তেমনি চরম দিকেও আমি যেতে চাই না—কারণ, আমার মনে হয় তাতে যথেষ্ট বিবেচনার পূর্বেই বিতর্কের অবসান ঘটবে।

গণতন্ত্রে আমরা সংখ্যা-গরিষ্ঠ দ্বারা শাসিত হবার নিয়মে বিশ্বাস করি কিন্তু গণতন্ত্রে সর্বদাই সংখ্য-গরিষ্ঠদের অধিকার রক্ষার প্রয়োজন।

ব্র্যাণ্ডন—আপনি রাজনীতিকে কি পর্যায়ে ফেলেন—কলা না বিজ্ঞান?

নিক্সন—আপনি নিজেই জানেন যে এটা এ দুয়ের অপেক্ষা অনেক নীচু স্তরের। যারা এতে অংশ গ্রহণ করে—কি বলবো 'রাজনীতির ব্যবসা'—ভাবতে ভালোবাসে যে রাজনীতি কলা ও বিজ্ঞান দুই-ই। অবশ্য এ অত্যন্ত বে-ঠিক বিজ্ঞান কারণ প্রধানতঃ এটা এমন বিষয় নিয়ে কাজ করে না যা পরিমেয়গ্রাহী কিন্তু এমন সব লোক নিয়ে কাজ করে যাদের সমস্যা ও ভাবভঙ্গী কিছুতেই ঠিক মতো পরিমাপ করা যায় না—এমন কি ডাঃ গালাপও তাঁর ভোটগ্রহণের অপূর্ব কলাকৌশল নিয়ে করতে পারেন না।

এই সূত্রে বলছি যে ত্রিশ দশকের প্রথমে যখন আমি কলেজে পড়ি তদানীন্তন উত্তবংশ প্রচলিত মনোভাব—যে নির্বাচিত কার্য-নির্বাহকরা সাধারণএঃ বুদ্ধিমত্তার দিক দিয়ে নীচুস্তরের ব্যক্তি—তাদের মধ্যে সততা খুবই কম এবং তারা প্রধানতঃ জাতির সুখ সুবিধে না দেখে ব্যক্তিগত উন্নতি নিয়ে ব্যস্ত এর সঙ্গে যে ধারা রাজনীতি জীবিকা হিসেবে নেয় তারা নিজেদের মোটের ওপরে সম্মানীয় এবং বুদ্ধিমত্তার দিক দিয়ে মোটামুটি এবং সেই সব সমস্যা নিয়ে কাজ করতে পারে যা নিয়ে অপেক্ষাকৃত কম ব্যবহাকি লোকরা বলতে অথবা শিখতে পারে।

ব্যাগুন—যে সব রাজনৈতিক কর্মীদের দায়িত্ব জ্ঞান আছে আমার মনে হয় আপমি তাদের কথাই উল্লেখ করছিলেন—প্রায়ই দলগত ভাবধারাকে ভীষণ ভাবে মেনে চলার ও রাজনীতির ন্যায়শাস্ত্রের দ্বন্দের সম্মুখীন হন। আমাদের রাজনীতি ক্ষেত্রে রাজনীতিবিদদের নিয়ম অথবা নীতি দ্বারা পরিচালিত হওয়া আপনি ঠিক মনে করেন?

নিক্সন—প্রথমেই আমরা একটা মৌলিক ছাপ নিয়ে আরম্ভ করছি যে কোন ব্যক্তি শাসনতন্ত্র পরিচালক হবার পূর্বে নিশ্চয়ই রাজনীতিবিদ হবে। অবশ্য, তার অর্থ এই যে আইন প্রণয়ন সভায় অথবা জাতীয় ক্ষেত্রে ঘটনার গতি নিয়ন্ত্রিত করবার জন্য ব্যক্তিকে নিজের এলাকার অধিকাংশ লোকের সমর্থন পেতে হবে—তারপরে তাকে কাজ এবং রাজনৈতিক সম্মেলনে যা বলা হয় তার দ্বারা সেই সমর্থন বজায় রাখতে হবে।

এখন, প্রত্যেক রাজনৈতিক সম্মেলনে প্রত্যেক প্রার্থীই আপনি যে সমস্যার উল্লেখ করলেন তার দ্বারা বিব্রত। কি করে সে নিজের ব্যাপারটা ঠিক করে নিতে পারবে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে দক্ষ শাসনতান্ত্রিক ভাবও বজায় রাখতে পারে? উত্তর হচ্ছে—এটা বিশেষ সম্মেলনে বিশেষ ভাবে বিচারের প্রশ্ন। তোমার প্রতিপক্ষ কি প্রকার লম্ফঝম্প করেছে? লোকদের এই মতে আনতে হলে কি রকম কি প্রকার শিবির-সংস্থাপন করা প্রয়োজন? দ্রুতগতিতে এই ফলে আসতে হলে কি প্রকার শিবির-সংস্থাপন করতে হবে?

প্রায় সব লোকে জানে বিশেষতঃ আমার সমালোচকরা জানেন যে আমি কংগ্রেসে প্রাণবন্ত তীক্ষ্ণ বিতর্কের পক্ষপাতী। আমি সেই প্রচলিত মতবাদের পক্ষপাতী নই যে রাজনীতিবিদদের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে সব লোকের নিকট সব কিছু হওয়া. যদিও আমি বুঝতে পারি যে কোন ব্যক্তি-ই সেই দলযুক্ত হতে চায় না। এতে সে হয়তো চমৎকার রাজনীতিবিদ হতে পারে কিন্তু দক্ষ শাসনতান্ত্রিক ব্যক্তি হবে না। বর্তমানে যুক্তরাজ্যের বৈদেশিক নীতিতে এবং ঘরোয়া অর্থনীতি ভবিষ্যৎ পরিচালনায় যে সব বড় বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে অতে তুমুল বিতর্কের প্রয়োজন যাতে বিষয় তরুতর হতে পারে এবং জনগণ নিজেদের পছন্দের কথা জানতে পারে।

এই প্রকার বিতর্ককালে অনেক সময় অপরিহার্যভাবে ব্যক্তিত্ব ও জড়িয়ে পড়ে। আমার মতে এই সাধারণ নিয়ম অনুসরণ করা উচিত যে তোমার পতিপক্ষে'র ব্যাক্তিজীবন তার কর্মজীবন তার বক্তব্য যদি বির্তকের বিষয়ের

সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে বির্তকে টানা যায় কারণ, সেভাবেই বিতর্কের বিষয় বোঝানো সর্বপেক্ষা সুবিধেজনক।

ব্র্যাণ্ডন—প্রকৃতপক্ষে আপনার নিজের সম্পর্ক বিতর্ক-ই হচ্ছে অপরের প্রতি দূষনীয় উদ্দেশ্য আরেপের কথা তুলেছে। এখন যখন 'পুরাতন নিক্সন ও 'নূতন নিক্সন নিয়ে কত কথা হচ্ছে এবং তার ফলে আপনার চিন্তাধারা এই কয় বৎসরে কতটা উন্নত হয়েছে আমি তাই ভাবছিলাম।

নিক্সন—অতীতের সম্বন্ধে আমি এইটুকু বলতে পারি যারা আমার অতীতের কাহিনীকে মূল্যহীন করতে চাইছে তারা অ-বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার না করে সেই উৎসের নিকটে যাবে। আমি প্রতিপক্ষকে কলঙ্ক কালিমা লিপ্ত করে বলে আমার যে দুনাম আছে আপনি সে বিষয়ে উল্লেখ করলেন। আমি সব সময়েই একথা বলে এসেছি যে ব্যক্তি যে বিবরণী সৃষ্টি করে—তার ভোটপ্রাপ্তির বিবরণী, বিতর্কের বিষয়ে তার জন সম্মুখে কৃত মন্তব্য, যা ইঙ্গিত দেয় যে কি ভাবে তিনি আন্তর্জাতিক অথবা জাতীয় পরিস্থিতি বিচার করতে পারবেন এ সব-ই জনগণের দৃষ্টিগোচর করা উচিত। নিজের সম্পর্কে আমি যে সব খোলাখুলি প্রকাশের পক্ষপাতী এবং আমার মনে হয় এ বিষয়ে প্রতিপক্ষের ঘটনা প্রকাশ করা আমার কর্তব্য। অনেক সময়ে এ রকম হয় যে কোন বিশেষ বিষয় হয়তো জনপ্রিয় নাও হতে পারে কিন্তু এই মুহূর্তে আমি বলবো না সে প্রতিপক্ষের বিবরনী প্রকাশ করা অন্যায় যদি অবশ্য এটা ব্যক্তিগতভাবে পরীক্ষা করে প্রকাশ করা হয় যা আমি নিজের শিবিরে সব সময়ে করে থাকি।

ব্র্যাণ্ডন—ইদানীং আপনার নীতি অতীত অপেক্ষা রক্ষনশীল হয়ে উঠেছে।

নিক্সন—বিদেশী নীতিতে মার্শাল প্লান ও গ্রীক-তুর্ক সাহায্য প্রোগ্রাম থেকে আরম্ভ করে আমি একনিষ্ঠভাবে আমাদের পারস্পারিক নিরাপত্তা প্রোগ্রাম সমর্থন করেছি। এ-ছাড়া, আমি সব সময়ে জোর দিয়ে বলেছি যে পৃথিবীতে অ-সামরিক নেতৃত্বের দিকটাই আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

এখন নাগরিক অধিকারের বিতর্কে প্রশ্নে আসা থাক। কংগ্রেসে ঢোকার পর থেকে আমি এই ব্যাপার দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করেছি। এর কিছুটা আমার কলেজের শিক্ষার জন্য কোয়েকার বিদ্যালয় এবং তেমনি আর সব।

অর্থনৈতিক দর্শন সম্বন্ধে এটুকু বলতে পারি যে এটা সব সময়ই থাকে আমি বলি রক্ষণশীল দর্শন তাই ছিল—রাজকোষে সংক্রান্ত ব্যাপারে রক্ষণশীল, এবং এ হিসেবেও রক্ষণশীল থাকে আমি ভাবি যে বে-সরকারী চেষ্টা সরকারী

প্রচেষ্টা অপেক্ষা অধিকতর কার্যকরী—যদিও আমি স্বীকার করি যে অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে বে-সরকারী চেষ্টা অক্ষম ও অসফল সেখানে সরকার নিশ্চয়ই এগিয়ে যাবে।

ডিমোক্রাটদের দাবী যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রগতির সর্বশ্রেষ্ঠ পথ হচ্ছে দেশের সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ক্রমে ক্রমে সরকারের হাতে তুলে দেওয়া ও তদনুপাতে বে-সরকারী প্রচেষ্টা নষ্ট করাকে আমি 'র‍্যাডিকাল' বলি।

ব্র্যাগুন—আপনার দূরদৃষ্টিতে রিপাবলিকান পার্টির কি ভবিষ্যৎ দেখতে পান ?

নিক্সন—আমি বলবো যে রিপাবলিকান পাটি ব্রিটেনের রক্ষণশীল দলের একটি ভালো পাতা নিয়ে নেবে। সত্য কথা বলতে কি, আমি অনেকদিন হলো ব্রিটেনের রক্ষণশীল দলের কলা-কৌশল পরীক্ষা করছি। অবশ্য. রক্ষণশীল দলের নমুনা এখানে চলবে না। কিন্তু, সংক্ষেপে এইটুকু বলতে পারি যে সংগঠনের দিক দিয়ে রিপাবলিকান দল খুব নীরস।

অতএব আমাদের প্রথম সমস্যা হচ্ছে সংগঠন, এবং সংগনের পূর্বেই আমাদের পর্যাপ্ত মূলধন চাই, মূলধন পাবার জন্যে নূতন প্লান করতে হবে। অতএব কেউ—

ব্র্যাগুন—রিপাবলিক্যেনে দর্শনের ভাষানুসারে—

নিক্সন—এইটে দ্বিতীয়। সংগঠন হলেই আমরা সোজাসুজি মূলধন পেয়ে যাব আমরা তারপরে প্রধান কথায় এলাম যে আমেরিকার জনগনের সম্মুখে আমাদের মতবাদের সূক্ষ্মতর চিত্র উপস্থাপিত করতে হবে। আমেরিকার এক বৃহৎ অংশের ধারণা যে রিপাবলিকান দল বড় বড় ব্যবসায় স্বার্থে কাজ করে —আমরা মজুরদের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করি—আমরা চাষীদের স্বার্থ দেখি না ডিমোক্রেটিক পার্টি-ই হচ্ছে জনগণের এবং রিপাবলিকান পার্টি তথাকথিত স্বার্থ দ্বারা গঠিন। এইরূপ প্রকার আমাদের প্রতিপক্ষের কৌশল সন্দেহ নেই কিন্তু সেই সঙ্গে নিজেদেরও অপরাধী করতে হবে কারণ, আমরা আমাদের মতবাদ সকল ভাবে জনগণকে জানাতে পারি নি।

আমি বিশ্বাস করি যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রিপাবলিকান দল অতি অবশ্য দৃঢ়, হাঁ-সূচক পদ নেবে। সামরিক শক্তির আপাতদৃষ্ট দৃঢ় নীতি অথবা বৈদেশিক কূটনীতি যা যুদ্ধ অথবা আত্ম-সমর্পণ এড়াবার জন্যে প্রয়োজন তাই নিয়েই আমরা সন্তুষ্ট থাকবো না। আমরা একথা স্পষ্টরূপেই জানিয়ে দেব যে

অ-সামরিক ক্ষেত্রে সম্যবস্থা বজায় রাখার মতো নঞর্থক কাজ-ই শুধু আমাদের নয়—আমায়দর এই যুদ্ধে জয়ী হবার মতোস্থির প্রতিজ্ঞা ও ক্ষমতা আছে। এ ছাড়া, রিপাবলিকান দলকে সমভাবে শিক্ষা, চাকুরী এবং অপরাপর নাগরিক অধিকারে—সুবিধাদানের জন্য চতুর্মুখ হতে হবে।

অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আমরা স্পষ্ট বলতে পারি যে রাজকোষে'র দায়িত্ব আমাদের—অর্থাৎ ইনফ্লেশ্যানের সমস্যা আমরা ,মটাতে পারি ও পারবো। অসুবিধে হচ্ছে যে, অতীতে রিপাবলিকান দল অর্থনৈতিক দর্শনে একটা নঞর্থক, ভারসাম্য পূর্ণ প্রতিক্রিয়াশীল অবস্থা করে তুলেছিল। আমরা একথা স্পষ্টই বুঝিয়ে দেব যে সরকারের পক্ষ থেকে নূতন কোন বিষয়ে অর্থ ব্যয়ের বিরুদ্ধে আমরা সেই কর্মসূচীর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে প্রতিবাদ করি না। আমরা করি—কারণ আমরা জানি যে যতটা আশা করা যাচ্ছে অতটা পাওয়া যাবে না—এবং আমরা আরও দেখাতে চাই যে আমাদের নীতি দ্বারাই কি ভাবে সব কাজ সুষ্ঠভাবে করতে পারব।

ব্র্যাণ্ডন—অনেকে বলেন লেবার ডিমোক্রেটিক দ'লর এত অনুরত যে রিপাবলিকান দলের উচিত এর বিরুদ্ধে এ ছাড়ানো।

লিঙ্কন—না, আমি বিশ্বাস করি না যে রিপাবলিকান পার্টির লেবারের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো উচিত। যুক্তরাজ্যে একটা লেবার ও একটি রক্ষনশীল দল থাকুক সে মতেরও আমি সমর্থক নই। তা, এই ধরুণ। যুক্তরাজন্বে ফলপ্রসূ হতে পারে কিন্তু তা আমাদের এখানকার নিয়মের সঙ্গে খাপ খায় না।

## ওয়াল্টার রিউটর

### শ্রম ও অন্তরতর ব্যক্তি

যখন আমি ওয়াল্টার রিউটরকে বলেছিলাম যে ব্রিটেনে থাকলে তাঁর প্রধান-মন্ত্রী হবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল তখন উদ্দেশ্যমূলকভাবে তাঁর রাজনৈতিক উচ্চাশা পরীক্ষা করবার জন্ম চার ফেলেছিলাম সত্য—কিন্তু সেটা আমার মনের কথাও ছিল। ট্রেড ইউনিয়নের নেতা হিসেবে তাঁর মতো কৃতি ব্যক্তি—সূক্ষ্ম, প্রসিদ্ধ বুদ্ধি অসাধারণ বাগ্মিতা নিয়ে তিনি ব্রিটেনের লেবার পার্টির শীর্ষে আরোহণ করতে পারতেন—কাজেই প্রধানমন্ত্রীত্ব পাবার প্রকৃত সম্ভাবনা ছিল।

যে পারিবারিক পারিপার্শ্বিকে তিনি বড হয়ে উঠেছেন এবং পরবর্তী শিক্ষা ও প্রতিভার দিক থেকে বিচার করলে তিনি একজন অসামান্য ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ভিন্ন আর কিছুই হতে পারতেন না। ওঁর পিতামহ জার্মানীর সমাজতন্ত্র দলের কার্যকরী সভ্য ছিলেন, পিতা শৈশবেই যুক্তরাজ্যে আসেন এবং ক্রমে শ্রমিক সংগঠনকারী হিসেবে দ্রুত জীবনের কর্মক্ষেত্রে উন্নতি করেন এবং তাঁর চারিটি পুত্রকে প্রতি রবিবার বিকেলে বিতর্কে টেনে তিনি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে জীবিকা হিসেবে নেবার এবং এইভাবে রাজনীতিক্ষেত্রে সক্রিয় অংশ গ্রহণের সর্বশ্রেষ্ঠ ট্রেনিং দিয়েছিলেন।

পনের বৎসর বয়সে ওয়াল্টার রয়টার ছোট যন্ত্র ও ছাঁচ তৈরীর শিক্ষানবীশ হন। তাঁর শিক্ষা নাইট স্কুলে ও পৃথিবীব্যাপী ভ্রমণে। ১৯৩৫ সালে তিনি বাড়ীর কর্মীদের সংগঠন আরম্ভ করেন এবং বর্তমানে তাঁর ইউনিয়ন পৃথিবীতে বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান।

নিঃসন্দেহে তিনি একজন সক্ষম সংগঠক, ধূর্ত সংবাদ আদানপ্রদানকারী এবং উগ্র চিন্তাবিদ্। এবং তিনি ট্রেড-ইউনিয়নবাদের মধ্যে সাম্যবাদী প্রভাবের বিরুদ্ধে অবিরত যুদ্ধ করেছেন। কিন্তু, এটা শ্রমিকের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক কুসংস্কারের এমন যে কোন ডিমোক্রেটিক বা রিপাবলিকান পার্টির কেউ লেবার নায়কদে এমন কি রিউথারের মতো গুণবান লোককেও রাজনীতি ক্ষেত্রে কোন উচ্চ আসন দেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করেন নি।

আমি তাঁকে নবগঠিত দেখলাম (U. A. W )ইউ. এ ডব্লিউ ( ইউনাইটেড

অটোমোবাইল, এয়ার ক্রাফট, এগ্রিকালচারাল ইমপ্লিমেণ্ট ওয়ার্কস্ অফ আমেরিকা ) এর অফিস বিস্তৃত এবং আধুনিক। যদিও দেখেই বোঝা যায় যে এটা বসে'র—এবং এ দাবী একটুও অত্যধিক দাবী নয়। ঘরটা খুব উষ্ণ নয় ; বরঞ্চ এতে যেন একটা বীজাণুবারক আবহাওয়া আছে।

রিউটরের শিশুসুলভ চেহারা, তাঁর অত্যন্ত যত্নে আঁচড়ানো পীত চুল এবং তাঁর অসিম উদ্যম দেখে মনে হয় যেন তাঁর বয়স পঞ্চাশ নয় চল্লিশ। তিনি কৃশ ও দীর্ঘাকার, মধ্যম উচ্চতাবিশিষ্ট এবং তাঁর রেডিমেড ফিকে রঙের স্যুট, সাদা সার্ট ও সেই সঙ্গে মেলানো টাইতে তাঁকে লেবার নেতা নয় বরঞ্চ উচ্চপদস্থ ব্যাঙ্কের কেরানি মনে হয়।

বোধ হয় আমাদের কথাবার্তাকে সাক্ষাৎকার পর্যায়ে ফেলা ঠিক হবে না। সাধারণ কথাও রিউটার এমনভাবে বলেন যেন তিনি এক বিরাট শ্রোতৃবর্গের সঙ্গে কথা বলছেন। যে কোন বক্তার মতো তাঁর চিন্তাধারা অতি বিস্তৃত করার প্রবণতা আছে—এবং কখনও কখনও তাঁর বাক্য বাগাড়ম্বর বহুল হয়ে ওঠে। তাঁকে দিয়ে কথা বলানো সমস্যা নয়—ঠিক সময়ে বিষয়বস্তু পরিবর্তন করানোই সমস্যা। কথা বলবার সময়ে তিনি হিজিবিজি কাটেন। আমরা যখন আরম্ভ করলাম তখন তাঁর সামনে লিখবার মতো কোন 'লেখার কাগজ' ছিল না। হঠাৎ তিনি যেন বাধ্য হয়ে উঠে একটা নিয়ে এলেন—কৈফিয়ৎ দিলেন যে হিজিবিজি কাটার ফলে তিনি মনঃসংযোগ করতে পারেন।

রিউটর যুক্তরাজ্যের সর্বাপেক্ষা শক্তিমান ট্রেড ইউনিয়ন নেতা হতে পারেন—নাও হতে পারেন—কিন্তু তিনি নিশ্চিতভাবে সর্বপেক্ষা প্রতিভাধর। তিনি শুধু মাত্র সমসাময়িক সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামান না—আরও এগিয়ে যান—ভবিষ্যতের কথা ভাবেন। এবং এই প্রভেদ-ই তাঁর সহিত আমার সাক্ষাৎকারকে এত প্রতিদানভরা ও চিন্তামূলক করে তুলেছে।

ব্র্যাণ্ডন—আমেরিকার ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের যা ইয়োরোপীয়দের সর্বাপেক্ষা অবাক করে দেয় তা হচ্ছে যে এখানে লেবার নিজস্ব স্বার্থ স্বষ্টির জন্য স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল স্বষ্টি করতে চেষ্টা করে নি। মনে হয় যেন এখানকার ট্রেড ইউনিয়নের প্রধানতম কাজ উচ্চতর মজুরীর জন্য দরদস্তুর করা। এ সম্পর্কে আপনি কি বলেন ?

রিউটর—প্রথমেই আপনাকে আমেরিকার সমাজের গঠন বুঝতে হবে। আমার মনে হয় এটা ইউরোপের অপেক্ষা আরও নিরন্তর প্রবহমান গতিতে

রয়েছে। আমেরিকায় লেবার পার্টি সার্থকভাবে গড়ে ওঠা সম্ভব নয় কারণ এখানে কোন রাজনৈতিক দলকে সার্থক হতে হলে এমন কতকগুলি দল থাকতে হবে যেখানে দলগতভাবে লেবারের প্রশ্ন অবাস্তর; আপনাকে নিতে হবে কৃষি গোষ্ঠী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী গোষ্ঠী সেইজন্যই এই প্রকার লেবার দল রাজনৈতিক কর্মতালিকা পূরণ করবার কার্যকরী হবে না।

আমেরিকার শ্রম আন্দোলন প্রধানতঃ দ্বি দলীয় গঠনের মধ্যে কাজ করতে চেষ্টা করছে—কিন্তু সেই দ্বি-দলীয় গঠনে মৌলিক পুনঃশ্রেণীবদ্ধতা আনতে চেষ্টা করছে যাতে সে স্পষ্ট দুটি মতামতের বাহক হয়। এবং আমার মনে হয় যে, এই নিয়ম খুব দ্রুত ঘটছে। আমার মনে হয় দিন দিন ডিমোক্রাটিক দল এমন একটা দল হয়ে উঠছে যা আমেরিকার লেবার পক্ষে সমর্থনীয় কারণ তারা সেই কর্মসূচীর অংশ যা মূলতঃ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা নিয়ে কাজ করে—এদিকে রিপাবলিকান দল ক্রমে ক্রমেই ধনী ব্যবসায়ী-দের দল হয়ে উঠছে।

ব্র্যাণ্ডন—কিন্তু, ১৯৫৬ সালের নির্বাচনের সময়ে কি অনেক শ্রমজীবি লোক রিপাবলিকান দলে ভোট দেয় নি?

রিউটার—হ্যাঁ কয়েকজন···কিন্তু, আমার মনে হয় শতকরা করতে গেলে এর অংশ খুব কম হবে। ডেট্রয়েট স্থানে জরিপ করে ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে যে শতকরা একুশ ভাগ ভোট-ই রিপাবলিকান কিন্তু প্রেসিডেন্ট-ই তার কারণ আইসেনওয়ার আমাদিগকে পৃথিবীতে শান্তি রক্ষার নিশ্চয়তার দৃঢ়তর আশ্বাস দিতে পারেন। স্পষ্টতই তা শ্রমকর্মীদের এবং সাধারণভাবে লোকদের ওপরে প্রভাব বিস্তার করে। ব্রিটেনে-ও সে কথা সত্য। প্রত্যেক শ্রমিক লেবার পার্টির পার্থীর জন্য ভোট দেয় না।

ব্র্যাণ্ডন—হ্যাঁ, প্রায় সকলেই।

রিউটর—সে কথা সত্য বলে আমার মনে হয় না। আমার মনে হয় তারাও ভোট হারায় কিন্তু তা আমাদের চেয়ে কম কারণ রাজনৈতিক বোধবুদ্ধি স্থির করতে আপনারা আমাদের অপেক্ষা বেশী সময় পেয়েছেন।

ব্র্যাণ্ডন—কিন্তু, ইংলণ্ডে যদি জনগণের একটি মোটা অংশের ভোট—লেবার পার্টি পায় তবে তা এখানে সম্ভব হবে না কেন?

রিউটর—আমার মনে হয় ইংলণ্ড ও আমেরিকা সম্পূর্ণভাবে পৃথক। ইংলণ্ডের শ্রেণীবিভাগ অনেক বেশী অনমনীয়। ইংলণ্ডের অপেক্ষা মধ্যবিত্ত

শ্রেণী এখানে অধিকতর প্রয়োজনীয় কারণ শ্রম আন্দোলন একটা নূতন মধ্যবিত্তশ্রেণী গড়ে তুলেছে। গত বৎসরে অধিকাংশ মোটর গাড়ীর কর্মীদের আয় বাৎসরিক পাঁচহাজার ডলারেরও বেশী হয়েছিল। দেখুন, এই প্রকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক রূপ প্রতিভাসিত করতে রাজনৈতিক আন্দোলন প্রয়োজন, যদি আমাকে ইংলণ্ডে সেই প্রকার সংকীর্ণ, অনমনীয় শ্রেণী যা আপনাদের অতীতের ফল নিয়ে কাজ করতে হতো তাহলে লেবার পার্টির হয়ে কাজ করতাম কিন্তু, আমেরিকায় আমাদের এই প্রকার অভিগমন-ই আমরা চাইছি—কারণ এটাই বেশী বাস্তব।

ব্র্যাণ্ডন—শ্রম-আন্দোলন এখানে বিস্তৃত রাজনৈতিক পটভূমিকা নিতে না পারার কারণ বোধ হয় এই যে উচ্চতর বেতন বৃদ্ধির জন্য দরাদরি করা।

রিউটার—আমার মনে হয় একটা আদর্শবাদ গড়ে উঠছে। স্বীকার করছি গোড়ায় শ্রম-আন্দোলন মূলতঃ সহজ, খাঁটী ট্রেড ইউনিয়নবাদ ছিল—বেতন ও কর্মকালে'র জন্য ও কাজের সুবিধের জন্য দরদস্তর করা—এবং যে ব্যক্তিরা শ্রম-আন্দোলন শুরু করেছিলেন তাঁরা ভেবে দেখেন নি যে শেষ পর্যন্ত সমাজে এর প্রয়োজনীয় কর্মপন্থা বাড়িয়ে তুলতে হবে এবং এটা সামাজিক আন্দোলন হয়ে দাঁড়াবে।

বর্তমানে যা তদপেক্ষা বৃহত্তর পরিধিতে ব্যাপ্ত না হয় তাহলে সে কিন্তু শ্রম-আন্দোলন তার ঐতিহাসিক কর্তব্য সমাপন করতে পারেন না। আমাদের আধুনিক সমাজে সমস্যা দিন দিন-ই জটিলতর ও অন্তর্মুখী হয়ে উঠছে, আমাদের কলকারখানা আরও লাভজনক হয়ে উঠছে কিন্তু তাদের সমাধান অর্থনৈতিক অথবা রাজনৈতিক হতে পারে না—সমাধান হবে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক।

বেকারের প্রশ্ন-ই ধরুন না কেন? আপনি কি দরদস্তর করে বেকার সমস্যা সমাধান করতে পারবেন? উত্তর হচ্ছে—'না' বেকার সমস্যার সমাধানে আপনি হয়তো কিছুটা এগিয়ে যেতে পারবেন কিন্তু বেকার সমস্যা একটা বৃহৎ সামাজিক প্রশ্ন—এবং এর উত্তর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে খুঁজে পেতে হবে।

বেকার সমস্যার মতো সমস্যা নিয়ে যদি শ্রম-আন্দোলন চালাতে হয় তাহলে এটা দরাদরি'র ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক এবং তা ছাড়াও রাজনৈতিক দিক দিয়েও কাজ করবে। যেমন, কয়েক বৎসর আগে ১৯৪৫ ও ৪৬ সালে আমরা সাধারণ মোটর সমিতি'র সঙ্গে ষ্ট্রাইক করেছিলাম—এটা ১১৩ দিন টিঁকে ছিল। গাড়ীর

কর্মীরা একটা নূতন দাবী তুলেছিল—'সাধারণ মূল্য বৃদ্ধি নয়—অধিকতর বেতন চাই আমরা বলেছিলাম যে শ্রম-আন্দোলনকে দ্রব্যমূল্যের কাঠামোতে সম্পূর্ণ বেতন বৃদ্ধির দাবী বিবেচনা করতে হবে—কারণ, দ্রব্যমূল্যের কাঠামো সাধারণ অর্থনৈতিক আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং কর্মরতদের সুবিধের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধতে পারে। তাই ১৯৪৫ সালে যখন আমাদের ইউনিয়ন সেই দাবী তুললো—আমরা এটা থিওরীর দিক দিয়ে ধরি নি—আমরা বাস্তবিক-ই এটা আরম্ভ করেছিলাম—কারণ, আমার সেই দাবী মানবার জন্য ১১৩ দিনের ষ্ট্রাইক করতে হলো—কর্পোরেশনের কর্মকর্তারা, সরকারী ব্যক্তিরা এবং আমার মনে হয় আমেরিকার লেবার আন্দোলনের প্রায় শতকরা আশীজন ব্যক্তি আমাদের সমালোচনা করেছিলেন—তাঁদের তদানীন্তন বক্তব্য হচ্ছে দ্রব্যমূল্যের সঙ্গে শ্রমে-র কোন সম্পর্ক নেই—দ্রব্যমূল্যের প্রশ্ন সম্পূর্ণ পৃথক দায়িত্ব। এখন, ১৯৪৫ সাল ইতিহাসের খুব অতীতের ঘটনা নয়—তবুও আজ, কয়েক বৎসর পরেই আমার মনে হয় আমেরিকার শ্রম আন্দোলনের শতকরা নব্বুইজন নেতা বেতন, দ্রব্যমূল্য ও লাভের সম্পর্কের মৌলিক ধারণা স্বীকার করে নিয়েছেন—যা ১৯৪৫ সালে প্রথম বলেছিলাম। কেন? কেন আমেরিকার শ্রম আন্দোলনের নেতাদের মধ্যে বেতন, মূল্য ও লাভে'র সম্পর্ক সম্বন্ধে এত যুগান্তকারী পরিবর্তন এসেছে? কারণ, তাঁরা বুঝেছেন আমেরিকার অর্থনৈতিক নমুনাতে এগুলি অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত।

অন্যান্য বিষয়েও ঠিক সেই ব্যাপার সত্য। এ. এফ এল যা আমার মনে হয় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের সহজ ট্রেড ইউনিয়নবাদ মূল ধারণাগুলি উপস্থাপিত করছে—এখন যাকে আমরা আমেরিকার ট্রেড ইউনিয়ন আদর্শ বলি সেদিকে অনেকটা এগিয়ে এসেছে। ১৯৩২ সালে এ. এফ. এল প্রথম বেকার ভাতা নিয়ে অন্দোলন করে। তার পূর্ব পর্যন্ত মজুরি-অর্জনকারীদের আর্থিক ব্যাপারে সরকারের কোন পরোক্ষ হস্তক্ষেপ তারা সহ্য করে নি। তারা একাধিপত্য রাখতে চেয়েছে। তারা চেয়েছে যে শুধুমাত্র ইউনিয়ন ঐ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবে। কাজেই, যখন সরকার ন্যূনতম বেতনের কথা, বেকার ভাতার কথা বললো তখনই সরকার সেই ক্ষেত্রে প্রবেশ করলো যা এতদিন সহজ ও খাঁটী ট্রেড ইউনিয়নের মতো শ্রম-আন্দোলনের একচেটিয়া অধিকার। কেন তারা ১৯৩২এ এরকম করেছে। অর্থাৎ বেকার সমস্যা এত বেশী হয়ে গেছে যে তারা বুঝতে পেরেছে যে সোজা সরল ট্রেড ইউনিয়ন দিয়ে সমস্যা মেটানো যাবে না তাই

তারা সরকারের হস্তক্ষেপ চেয়েছিল। আমি এই উদাহরণ দিচ্ছি শুধুমাত্র এইটুকু বোঝাবার জন্য যে ক্রমে ক্রমে আমরা সহজ, সরল ট্রেড ইউনিয়নবাদ থেকে সরে যাচ্ছি এবং আমরা নূতন ধারণা, নূতন ভাব গ্রহণ করছি এবং এটাই ট্রেড ইউনিয়ন আদর্শবাদের শুরু। কথা হচ্ছে যে এটা কোথা থেকে ধার করা হয়নি। এটা মার্কসবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এটা কোন পূর্ব পরিকল্পিত, চিন্তাধারা-বিশিষ্ট দর্শন নয়। এটা আমেরিকার সমস্যার উপরে প্রতিষ্ঠিত বিশেষ আমেরিকিয় ট্রেড ইউনিয়ন দর্শন।

ব্র্যাগুন—কিন্তু, এখনও এ শুধু শ্রমের প্রত্যক্ষ স্বার্থে জড়িত—এর রাজনৈতিক বক্তব্য নেই।

রিউটর—দেখুন, দ্রব্যমূল্যের প্রশ্ন এমন নয় যা শুধুমাত্র শ্রমের সঙ্গে জড়িত কারণ, আপনি যখন সেই সংঘর্ষ নিয়ে কাজ করছেন আপনি মজুরি মূল্য-লাভের সমতার সংযুক্ত দরের সংঘর্ষে ঢুকে পড়ছেন—তখন আপনি মোটামুটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা যা ট্রেড ইউনিয়নের সীমা ছাড়িয়ে যায় সেই সব নিয়ে-ই ভাবছেন। সত্যি কথা বলতে কি আমরা আমাদের সমবায় দর কষাকষির সমস্যা জটিলতর করে তুলছি কারণ, যখনই আমরা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিরোধে দৃঢ়তা অবলম্বন করি অথবা গাড়ীর মূল্য কমাবার পক্ষে রায় দিই, আমরা স্পষ্টতঃ দর কষাকষির ক্ষেত্রে যাদের প্রতিভূ তাদের বক্তৃতা পাঠ করি। প্রশ্ন হচ্ছে, কেন আমরা এসব করি? কারণ, আমরা বিশ্বাস করি যে শিল্প একটা নিয়ন্ত্রিত দ্রব্যমূল্যের নীতি অনুসরণ করছে। তারা নিজের খেয়াল মতো গাড়ীর দাম বাড়িয়ে দিচ্ছে যা পরোক্ষে আমাদের জনগণ, ক্রেতা সাধারণ ও অর্থনীতিতে শাস্তি আরোপ করছে। তারা যে শুধু স্বয়ংচালিত-যন্ত্রশিল্প আঘাত করছে তাই নয়—ইস্পাত, রবার এবং এরকম সম্পূর্ণ অর্থনীতিতে। কাজেই, আমরা সরকারী কাজ যা এই সমস্যা নিয়ে চেষ্টা করবে—তাদের পক্ষে ওকালতি করবো।

ব্র্যাগুন—'৪৬'৪৭ সালে তৃতীয় দলের প্রয়োজন কেন হয়েছিল বলে আপনার মনে হয়?

রিউটর—কেন আমি ত ভেবেছিলাম?

ব্র্যাগুন—হ্যাঁ।

রিউটর—এটা তার অনেক পূর্বের কথা। সে সময়ে আমরা-শ্রম-আন্দোলনের মধ্যে এতটা এগিয়ে যেতে পারি নি এবং আমি ভাবতে বাধ্য হয়েছিলাম যে যদি আমার নিজের দল থাকতো তাহলে তা শ্রম আন্দোলন অপেক্ষা বিস্তৃততর অংশ

গ্রহণের পক্ষে আরও কার্যকরী মাধ্যম হতো। আর একটা ব্যাপার যা আমাকে প্রভাবিত করেছিল তা হচ্ছে প্রথম দিকের ডিমোক্রেটিক দল প্রধানতঃ এমন একটি দল যেখানে প্রধান প্রধান শিল্পস্থানগুলি রাজনৈতিক যন্ত্র দ্বারা চালিত। ফলে এই যন্ত্রচালিত রাজ্য সংগঠনের কর্মসূচীর নীতিতে শ্রম-আন্দোলনের খুব-ই কম প্রভাব ছিল। আমরা এখন অনেকটা এগিয়ে এসেছি। পুরাতন যন্ত্র সরে যাচ্ছে—নূতন নেতৃত্ব আসছে—যাতে নূতন অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা সমাধানে আমরা যে প্রকার কর্মসূচী নিয়েছি ও নীতি গ্রহণ করেছি প্রায় তাই প্রতিফলিত হয়। এই সকল কারণ-ই আমাকে প্রভাবিত করেছে।

ব্র্যাণ্ডন—এতটা প্রভাবিত করেছে যে আপনার মতে তৃতীয় দলের প্রয়োজন নেই—

রিউটর— ঠিক তাই। এই কারণেই আমরা ভেবেছি যে নূতন রাজনৈতিক যন্ত্র অর্থাৎ একটা তৃতীয় দল কিংবা শ্রম দল সৃষ্টি না করে আমাদের যে পুনর্বেশিত ব্যাপার ঘটছে তাতে সাহায্য করা উচিত।

দশ-বারো বৎসর পূর্বে আমি বলীভল্যাণ্ডের সঙ্গে এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ওয়েন মোর্স-এর এই ব্যাপার নিয়ে তর্ক করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন যে আমার দর্শনতত্ত্ব যে পুনর্বাসন আনবার জন্য আমরা উদারনৈতিক শক্তিকে এক দলে নেব এবং রক্ষণশীলদের অন্য দলে-এর সঙ্গে তাঁর মতের মিল নেই। আমি বুঝিয়ে দিয়েছিলাম যে এ ভিন্ন কোন দলীয় নীতিই স্পষ্ট হতে পারে না—কারণ মৌলিক প্রশ্নেই দলের ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাবে—এবং পার্টি কখনও এতটা আত্ম-সংযত হতে পারবে না যাতে মতবাদ পরিচালনার মতো প্রভাবশালী হবে। এবং আমি ওয়াইন মোর্সকে বোঝাতে চাইছিলাম যে তাঁর ডিমোক্রেটিক দলে থাকা উচিত। তিনি তা মানলেন না। তিনি বললেন তাঁর রিপাবলিকান দলে থাকা-ই ঠিক কারণ, সেখানে প্রতিবাদের ঢেউ তুলে তিনি দলের মধ্যেই প্রতিরোধ স্থাপন করতে পারবেন। এখন তার সে মত পরিবর্তিত হয়েছে। কি শেষটায় তিনি নিজের মতের অসারত্ব বুঝেছেন এবং ডিমোক্রেটিক দলে যোগ দিয়েছেন। তিনি স্বীকার করেছেন সে এই পার্টির-সঙ্গেই তাঁর চিন্তাধারার মিল আছে।

ব্র্যাণ্ডন—শ্রম আন্দোলন ও ডিমোক্রেটিক পার্টির সম্পর্ক সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ দৃষ্টিতে কি দেখতে পান ?

রিউটর—দেখুন, শ্রম-আন্দোলনের ডিমোক্রেটিক পার্টি অধিকার করার আমি বিরুদ্ধে। আমার মনে হয়, যে মুহূর্তে শ্রম-আন্দোলন ডিমোক্রেটিক দলকে

অধিকার করবে তখনই আপনি সেই প্রশস্ত মূলদেশ হারাবেন যা রাজনৈতিক দলকে সরকারী দৃঢ় নীতি অনুবাদিত করবার কার্যকরী যন্ত্র হয়ে দাঁড়ায়। এটা করা কঠিন হতে পারে কিন্তু শ্রম আন্দোলনের প্রধান সমস্যা হচ্ছে কোন দলকে অধিকার না করে তার সঙ্গে কাজ করা।

ডিমোক্রেটিক দল চমৎকার নীতি গ্রহণ করেছে, প্রতি সম্মেলনে চমৎকার কর্মসূচী গ্রহণ করে, ব্রিটেনের শ্রমিক দলের মতই প্রগতিশীল। সত্যি কথা বলতে কি অনেকগুলি ব্যাপারে আমরা শ্রমিকদল থেকে এগিয়ে আছি কারণ, আমার মনে হয় আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার সঙ্গে প্রয়োজনীয় মিল রেখে চলাটাই বাস্তবসম্মত।

ব্র্যাণ্ডন—কিন্তু, ব্রিটেনে আপনার মতো ক্ষমতাসম্পন্ন এবং আপনার মতো বক্তার প্রধানমন্ত্রী হবার পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। ও দেশে সে সুযোগ নেই—কিংবা আপনি কি ভাবেন যে আপনার পক্ষে আছে?

রিউটর—আমার মনে হয় সেদিন আসতে পারে যখন শ্রমিক নেতা আমেরিকার এই সর্বোচ্চ পদ পাবার চেষ্টা করবে।—আমি ব্যক্তিগতভাবে তা পাবার আশা করি না। আমি বলতে চাই যে আমার সে-রকম কোন রাজনৈতিক উচ্চাশা নেই। আবার বলবো এটাই এমন একটা ব্যাপার যা আমার প্রতিপক্ষীয়রা বোঝেন নি অথবা গ্রহণ করেন নি। কথা হচ্ছে এই যে, অনেক দিন আগেই আমি স্থির করেছিলাম যেটুকু যা কাজ আমি করতে পারি তা আমেরিকার শ্রম-আন্দোলনের মধ্যে থেকেই করবো—আমেরিকার শ্রমিক আন্দোলনকে দর্শনতত্ত্বের দিক দিয়ে পূর্ণতায় উপনীত করতে চেষ্টা করবো এবং প্রধানতঃ এর মূল চরিত্র—খাঁটী; সহজ ট্রেড ইউনিয়ন যা শুধুমাত্র অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে মাথা ঘামায় তা শেষে সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করতে হবে। ঠিক এই জন্যই আমার মনে হয় আমাকে অনেক বেশী সমালোচনা শুনতে হয় যা আমেরিকার, শ্রম-আন্দোলনের সমস্ত নেতারা একত্রিত হয়েও শোনেন কিনা সন্দেহ। কারণ, আমি একটি দাবীদার দলের নেতা হয়ে সময় নষ্ট করতে স্বীকৃত নই।

ব্র্যাণ্ডন—আমেরিকার ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা যখন স্বাধীন ব্যবসারীতির পক্ষে ওকালতি করেন তখন সেই বক্তব্য ইয়োরোপীয়দের নিকটে ধনিকগোষ্ঠীয় মনে হয় কিন্তু, কার্যতঃ প্রায়ই তারা সমাজতন্ত্রবাদীর মতো কাজ করে।

রিউটর—আমার মনে হয় সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ব্যাপার প্রথমতঃ উদ্দেশ্য স্থির

করা। দ্বিতীয়তঃ, নীতিসমূহ যার দ্বারা আপনি মূলগত উদ্দেশ্যকে রূপান্তরিত করে বিশিষ্ট ও স্পর্শনীয় করে তোলেন। মূলগতভাবে আমেরিকার শ্রম-আন্দোলন ইয়োরোপের শ্রম-আন্দোলনের মতই নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সংস্কারের পক্ষপাতী, কিন্তু আমরা আমাদের ঘটনাকে সমাজতন্ত্রীয় চীৎকারের পোশাক পরাই না— কারণ, আমরা প্রধানতঃ সমাজতান্ত্রিক দর্শন স্বীকার করি নি।

আমরা প্রয়োগবাদী। যা কিছুতে কাজ হয় তাই আমরা নিই—তা 'রডিকাল', রক্ষণশীল যা হোক আমরা তা করবো। আমরা স্বাধীন ব্যবসার নিয়ম স্বীকার করে নিয়েছি কারণ দীর্ঘ পরিপ্রেক্ষিতে এতে কাজ হয়েছে। এখন এতে অনেক দোষ বেরিয়েছে—কিন্তু, এ নিয়ম উল্টে দিয়ে এর পরিবর্তে জাতীয়তাবাদী অর্থনৈতিক নিয়ম আরোপ না করে এবং সরকারের সঙ্গে দর-কষাকষি না করে আমরা ব্যক্তিগত মালিকদের সঙ্গে তা করতে চাই। কিন্তু, আমরা তাকে আরও দায়িত্বসম্পন্ন করে তুলতে চাই। আমরা এক সঙ্গে বসি এবং সব ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করি এবং চিন্তা করি যে স্বাধীন মূলধন ব্যবসায়ের মৌলিক ত্রুটিগুলি কি এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে একে ত্রুটিহীন করে সাধারণের মঙ্গলের জন্য কি কি আমরা করতে পারি। এই জন্যই আমরা নির্ধারিত বাৎসরিক বেতন স্থির করেছি। এটা সামাজিক শ্রম-আন্দোলনের ফল নয়। এই জন্যই আমরা সরকারের পরিচালনার পরিপূরক হিসেবে ব্যক্তিগত আয়োজিত পেনসন পরিকল্পনা নিয়েছি।

যখন এটা প্রথম আরম্ভ হয়েছিল তখন ইয়োরোপীয় শ্রম-আন্দোলনের কয়েকটি সমাজতান্ত্রিক বন্ধু ভেবেছিলেন আমরা সরকারী নিয়ম নষ্ট করে ফেলবো। আমরা বললাম, না, এটা সহজ উপায় যাতে সরকারী প্রচেষ্টা অধিকতর প্রগতি সম্পন্ন হয়ে ওঠে তাতে চাপ দেবার জন্য বিশেষ লেভার যন্ত্র ব্যবহার করতে পারি। ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট ও নিউ ডিলেরর অধীনে বার বৎসর যাবৎ আমরা পেনসন ও সামাজিক নিরাপত্তা পাবার অনুকূলে সরকারী আবহাওয়া পেয়েছি। কিন্তু একটুও এগিয়ে যেতে পারি নি। বার বৎসর ধরে সামাজিক নিরাপত্তার দেয় এক পেনীও বেশী হয় নি। তখন আমরা বললাম, ঠিক আছে, আইন সভার মধ্য দিয়ে আরও সুবিধা পেতে হলে আমাদের দর-কষাকষির ক্ষেত্রে বিশেষ চাপ দেবার যন্ত্র ব্যবহার করতে হবে। এবং ফোর্ড পেনসন নিয়ম গ্রহণ করবার আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে—যেখানে আমরা বলেছি যে ব্যক্তিগত পেনসনের সমগ্র ভার মালিককে বহন করতে হবে, বর্তমানের নিয়মে শ্রমিক অর্ধেক ও মালিক

অর্ধেক দেয়—তারপরেই কংগ্রেসকে দিয়ে কাজটা করিয়ে নিলাম—আটচল্লিশ ঘণ্টায় সেই কাজ হলো যা বার বৎসরেও করতে পারি নি।

সমাজতান্ত্রিকরা বলেন যে মুহূর্তে তুমি সামাজিক নিরাপত্তার মতো মৌলিক ব্যাপার সরকারী কাজের মধ্য দিয়ে না করে অর্থনীতির বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান দিয়ে দিচ্ছ তখনই সাধারণ নিয়ম নষ্ট করে ফেলছো। আমরা বললাম, "না, কেন আমরা সরকারী প্রগতি দ্রুততর করবার জন্য চুক্তিক্ষেত্রে বে-সরকারী চাপ দিতে পারবো না।" কাজেই, আমাদের বে-সরকারী যোগাযোগ সরকারের প্রগতিকে বাড়িয়ে দিয়েছে এবং জনগণের সামাজিক নিরাপত্তা দৃঢ়তর করেছে। এটা আমেরিকার আবহাওয়ার বিশেষত্ব এবং আমেরিকার ট্রেড ইউনিয়ন স্বাধীন মূলধনের নিয়মকে নষ্ট করবার জন্য নয় সার্থকতর করে তোলবার জন্য প্রয়োগবাদী ও বাস্তবসম্মত পথ গ্রহণ করেছে।

ব্র্যাগুন—আমার এরকম মনে হয়েছে যে যৌথ গঠনের মতো কোন একটা ব্যাপার এখানে ঘটেছে। আপনাদের শিল্প প্রতিষ্ঠান শ্রমের বিপরীতে দৃঢ় অবস্থার সৃষ্টি করেছে এবং শ্রমিকরাও শিল্পের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার একচেটিয়া অধিকার পায়। এর ফলে, পরাভব কালে সরকারী হস্তক্ষেপ কঠিনতর হয়ে ওঠে।

রিউটর—প্রথমতঃ, আপনাকে স্বীকার করতে হবে যে আমাদের যুগে বৃহৎ কর্পোরেশান, বৃহৎ শিল্প অপরিহার্য। অপেক্ষাকৃত ছোট জায়গায় সহজ শিল্প-সংক্রান্ত স্থানে ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান হতে পারে। কিন্তু, স্বয়ং-চালিত যন্ত্র, ইলেকট্রনিক এবং পরমাণুকে শান্তির কাজে ব্যবহৃত করবার জন্য ছোট প্রতিষ্ঠান হতে পারে না, যেমন আমাদের প্রায়োগিক বিদ্যা জটিলতর হয়ে উঠছে এবং ব্যক্তিপ্রতি কাজ দেবার জন্য মূলধন নিয়োগ বেড়েই চলছে—শিল্প আরও কেন্দ্রীভূত হবে এবং এটাই এর অপরিহার্য প্রগতি।

সেই পুরাতন ধারণা—যে বৃহৎ-ই শয়তান এবং ক্ষুদ্রের স্বাভাবিক গুণ আছে—খুব বড়ো কথা। অত্যাচারী ছোটও হতে পারে বড়ও হতে পারে। একই প্রায়োগিক বিদ্যার ফল বৃহৎ শিল্প তেমনি বৃহৎ শ্রমিক গোষ্ঠী। ছোট একটা ইউনিয়ন জেনারেল মোটরের কাজ করতে পারে না। এর জন্য প্রয়োজন বিরাট ইউনিয়ন, দৃঢ় ইউনিয়ন। এখন যে প্রশ্ন উঠছে তা এই নয় যে: আমরা কি বৃহৎ—বড় সমিতি, বড় ইউনিয়ন, বৃহৎ সরকার থেকে মুক্তি চাই? আমার মনে হয় সেগুলি যে পৃথিবীতে আমরা বাস করি তার অপরিহার্য সহ-প্রস্তুত ব্যাপার। প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কি করে বৃহতের সঙ্গে বাস করবো এবং এটিকে মানবের

মৌলিক প্রয়োজনেরর সঙ্গে মিলিয়ে দেখবো। কি করে আমরা ব্যক্তি মানবকে গোলমালে, বৃহতের বনানীতে হারিয়ে যেতে দেখবো ?

কথা হচ্ছে যে, এটা এমন একটা ঘটনা যাতে সযত্ন চিন্তার প্রয়োজন। এবং এই ক্ষেত্রে-ই আমাদের ইউনিয়ন কাজ করছে। আমাদের ইউনিয়নের মধ্যে, উদাহরণ স্বরূপ আমি বলতে পারি, আমরা এমন কিছু সৃষ্টি করেছি যা ইয়োরোপের ট্রেড ইউনিয়নবাদীদের পক্ষে বোঝা কঠিন। আমরা 'পাবলিক রিভুউ বোর্ড ( জনগণ পুনর্বিচার বোর্ড ) করেছি—যেখানে আমরা সাতজন বিশিষ্ট নাগরিককে নির্বাচিত করেছি এবং আমাদের ইউনিয়নের কোন উৎপীড়িত ব্যক্তি সম্পর্কে আমাদের সিদ্ধান্তকে তাঁদের পুনর্বিচার সংশোধন, স্বীকার অথবা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করবার আইনসম্মত অধিকার দিয়েছি।'

অন্য কথায়, আমরা অত্যন্ত উৎসুক যে বাইরের, বিশিষ্ট নাগরিকের দল আমাদের ইউনিয়নের অন্তর্নিহিত পরিচালনা পুনর্বিচার করে দেখবেন—কারণ, বাস্তবিক পক্ষে আমরা বিশ্বাস করি যে আমরা এমন দায়িত্ব ও ক্ষমতা নিয়েছি যা আমাদের সম-সাধারণ প্রতিষ্ঠান করে তুলেছে—এবং সেজন্যই আমাদের মূল সিদ্ধান্তগুলি জনগণ দ্বারা পুনর্বিচারিত হবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে—এবং একটি সরকারী কর্মচারী জনসাধারণের যে ব্যবহার সহ্য করেন আমাদেরও তা করতে হবে। আমাদের ইউনিয়নে আমরা এইটে স্বেচ্ছায় করছি—বৃহত্তর সমস্যা সমাধানের জন্য—যাতে আমাদের ইউনিয়ন—যার সভ্যসংখ্যা দেড় লক্ষ সেখানকার কোন একটি কর্মী-ও যেন বৃহত্তর অরণ্যে হারিয়ে না যায়।

ব্র্যাগুন—এখন, বড় বড় যৌথ সংস্থান সম্বন্ধে কিছু বলুন।

রিউটর—আমরা বউভার সমিতির আগেই প্রস্তাব করেছিলাম যে আমরা সরকারী সংস্থানগুলিকে এমনভাবে গড়ে তুলবো যাতে তা দ্রব্যমূল্যের ব্যাপারে জনসাধারণের পথ থেকে পাহারাদারের কুকুরের কাজ করে।

কোন শিল্প যৌথ সংস্থা—যা শিল্পের সম্পূর্ণ উৎপাদনের শতকরা কুড়ি ভাগ উৎপাদন করে—এতে খুব বেশী কোম্পানী থাকতে পারে না—সেই কোম্পানী দ্রব্যমূল্য স্থির করতে পারবে কিন্তু দাম বাড়াতে হলে সেই সরকারী সংস্থার কাছে জানাতে হবে এবং সরকারী সংস্থা তখন জনগণকে নিয়ে বৈঠক করবে। এই শিল্প এই কোম্পানীকে তখন প্রকাশ্যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণ জানাতে হবে। যদি এই রকম ব্যাপার হয় যে, উচ্চতর হারে মজুরি এর কারণ তাহলে ট্রেড-ইউনিয়নকে যে উচ্চতর মজুরি দাবী করছে তাকে প্রকাশ্যে নিজেদের দাবীর

স্বপক্ষে ওকালতি করতে হবে। ইউনিয়ন উচ্চতর মজুরি দাবী করতে পারে অথবা কোম্পানী দাম বাড়াতে পারে কিন্তু তাদের প্রকাশ্যে নিজেদের পক্ষ সমর্থন করে তা করতে হবে। আমার মনে হয় এই একমাত্র স্বেচ্ছাকৃত যান্ত্রিক উপায় যা জনগণের মতামত জানবার সুবিধে করে দেয় কিন্তু নিজে কোন সিদ্ধান্ত নেয় না। এই রকম ব্যাপার-ই বাড়িয়ে যেতে হবে যাতে আমরা বে-সরকারী সিদ্ধান্তকে প্রকাশ্যে দায়িত্বমুক্ত করতে পারি। আর একটা পথ—সরকারের ওপর ছেড়ে দেওয়া—সরকারের সিদ্ধান্ত-ই যে দায়িত্বপূর্ণ হবে তাও কোন ঠিক নেই। সরকার যখন যে কাজ করে তাকে কারো কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হয় না, এবং সেটাই হচ্ছে ভাববার বিষয়। আমরা যতটা পরিমাণে বে-সরকারী সিদ্ধান্ত দায়িত্বপূর্ণ করে তুলতে পারবো তত-ই সেই শূন্যতা কমে যাবে যখন বে-সরকারি প্রতিষ্ঠান দায়িত্ব নিতে না পারলে জনগণকে সিদ্ধান্ত করতে হয়।

ব্র্যাণ্ডন—কিন্তু, আপনি কি নিজের বক্তব্য—যে আপনি যতটা সম্ভব সরকারি হস্তক্ষেপ এড়িয়ে চলতে চান—তার প্রতিবাদ করছেন না?

রিউটর—সেজন্যই আমি সেই প্রকার সরকারী ব্যবস্থার পক্ষপাতী যা সিদ্ধান্ত করবে না কিন্তু জনগণের আলোচনার সুবিধে করে দেবে। এখন, এমন অনেক স্থান আছে যেখানে সরকারী হস্তক্ষেপ করতে হয়। প্রযুক্তি বিদ্যার সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই ধরুন না কেন? একথা কি কেউ বিশ্বাস করবে যে সরকার সমস্ত প্রযুক্তি-সক্রান্ত সমস্যা সমাধান করতে পারবেন? কারো এতটা জ্ঞান নেই।

আমার মতে প্রযুক্তি বিদ্যার ক্ষেত্রে প্রকৃত সমস্যা হচ্ছে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র, ইলেকট্রনিকস্ এবং পরমাণুকে শান্তির উপায়ে ব্যবহার করতে গিয়ে শিল্প অত্যন্ত বেশী বিভিন্ন অংশে বিভাগিত। জেনেরাল মোটর, ফোর্ড, ক্রাইসলার স্বয়ংক্রিয়তা সম্পর্কে সব জানে এবং স্বয়ংক্রিয় শিল্পে প্রযুক্তি বিদ্যার ভবিষ্যৎ প্রগতি। জেনেরাল ইলেকট্রিক, ওয়াশিংটন হাউস তাদের শিল্পের ব্যাপারে তেমনি সব জানে। ডু পোন্ট কেমিকাল—কেমিকাল শিল্প সম্বন্ধে সব জানে। সমস্যা হচ্ছে যে, সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যাপারটাকে এবং এই সকল বিভিন্ন সমাজকে এক নজরে দেখবার মতো লোক নেই।

পরমাণু শক্তির কথা আপনি তুলেছিলেন, আমেরিকার শিল্পপতি অনুসরণ করলে দেখতে পাবেন—এবং তা অন্যান্য দেশ সম্বন্ধেও কতকটা সত্য—যে প্রধানতঃ শিল্পের নমুনা শক্তির উৎস থেকেই জন্ম নেয় এবং তাই প্রতিভাসিত করে। যথা কয়লা ও বাষ্প শক্তির উৎস ছিল তখন সেই কয়লার মাধ্যাকর্ষণেই

সব শিল্প গড়ে উঠেছিল। এবং যখন ব্যয় সঙ্কোচের দিক দিয়ে হাইড্রো-ইলেকট্রিক শক্তি সে স্থান নিল তখন বড় বড় হাইড্রো-ইলেকট্রিক শক্তির চারিদিক দিয়ে জনপদ গড়ে ওঠে। এবং সেজন্যই, শিল্প-সংস্থাগুলি চিরচরিত শক্তি—কয়লা, হাইড্রো-ইলেকট্রিকএর চতুর্দিকে থাকে। এখন পারমাণবিক শক্তি, এসেছে কাজেই, যেখানে খুশী প্লাণ্ট করা যেতে পারে কারণ এক ট্রাক পরমাণু শক্তি একটি বড় প্লাণ্ট'কে বেশ কয়েক বৎসর চালাবে। কাজেই আপনি সেই স্বাভাবিক অর্থনৈতিক কারণ যা একটি জাতির শিল্প কেন্দ্রিক নমুনা স্থির করে তা উপেক্ষা করতে পারবেন। এবং তার অর্থ আমরা এখন পরিকল্পনা করতে পারি। এবং আমরা যে কোন স্থানে শিল্প গড়ে তুলতে পারি—কারণ শক্তির উৎস আর অর্থনৈতিক সমস্যা নয়। তুমি যেখানে হোক এটা গড়ে তুলতে পারো।

এখন, সরকারের কি ভূমিকা হওয়া উচিত? কথা হচ্ছে যে, আমরা চাই না যে ওয়াশিংটনে একটি বুর্জোয়াবাদ বসে মনে মনে ভাণ করছে যে সে অত্যন্ত বেশী বিজ্ঞ, ও এই সব জটিল প্রশ্নের উত্তর জানে। আমরা যা চাই তা হচ্ছে সরকারী ক্লিয়ারিং হাউস, এমন একটা স্থান যেখানে শীর্ষস্থানীয় কয়েকজন বসে মূল্য নির্ধারণ করেন এবং তাঁদের সুপারিশের ওপরে নির্ভর বে-সরকারী মতামত স্থির করা হবে এবং তারপরে তা মোটামুটি নীতিতে পরিণত হবে। এই দলটি হয়তো ভুল করতে পারে কিন্তু এই সকল বাস্তবসম্মত সূত্র দিলে আমার মনে হয় আমাদের অভিগমন বুদ্ধিবৃত্তিমূলক হবে। অনেকে বলবে, এটা কি একরকম অতিরিক্ত পরিকল্পনার বোর্ড নয়? বেশ, একে যে নামে খুশী ডাকুন, তফাৎ এই যে এরা সিদ্ধান্ত স্থির করে না—এরা সুপারিশ করে, এরা প্রাপ্ত খবরাখবর দেয়, —এটা ক্লিয়ারিং হাউস, যেখানে আপনি এইসব সমস্যার বুদ্ধিবৃত্তিমূলক উত্তর খুঁজতে আসেন।

ব্র্যাণ্ডন—আপনি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের কথা উল্লেখ করেছেন—আমার মনে হয়েছে ভবিষ্যৎ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সামনে দুটি সাংঘাতিক সমস্যা উপস্থিত হবে। একটি হচ্ছে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সমস্যা আর একটি হচ্ছে যে সাদা-কলারের কর্মীরা নীল-কলারের কর্মীদের হটিয়ে দিচ্ছে।

রিউটর—স্বয়ং-ক্রিয় যন্ত্রের সমস্যা প্রকৃতপক্ষে প্রাচুর্যে বাস করবার সমস্যা—এবং প্রাচুর্যে বাস করবার একমাত্র পথ হচ্ছে সেটাকে ঠিকমতো পরিচালনা করতে পারা এবং পরিচালনা করতে পারার একমাত্র উপায় এর অংশ গ্রহণ করা। প্রকৃতপক্ষে দুটি মৌলিক প্রশ্ন আছে—এক নম্বর যে প্রাচুর্য আমরা নিজেরা সৃষ্টি করতে

পারবো তা সুষ্ঠুভাবে বণ্টন করতেও জানতে হবে। দ্বিতীয় নম্বর: শেষ পর্যন্ত আমাদের বিনা উদ্দেশ্যে ছুটোছুটি ও অবসরের মধ্যে পথ খুঁজে নিতে হবে। আমি বলতে চাইছি, বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আমরা আমাদের জীবন-যাত্রার মান কতটা উঁচুতে তুলতে চাইছি।

একটা পরিবারে কতগুলি গাড়ী থাকবে? কতগুলো টেলিভিশান সেট? একটা সাধারণ বাড়ীতে কতগুলি স্নানের ঘর প্রয়োজন? শেষ পর্যন্ত যখন আমরা অর্থনৈতিক জীবন যাত্রার শীর্ষদেশে উঠে যাব, যেখানে দ্রুত পদক্ষেপে 'ল অব ডিমিনিসিং রিটার্ণ' আসে তখন লোকদের এমন শিক্ষা দিতে হয় যাতে তারা আর এক প্রকার ভোগে অভ্যস্ত হয়। তার অর্থই হলো সময়ের একটি বৃহৎ অংশ বিনা উদ্দেশ্যে ছুটোছুটি না করে গঠনমূলক ও সৃজনধর্মী অবসর যাপনের দক্ষতা, অভিলাষ ও ইচ্ছা গঠন।

স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের যুগে আমরা এই অত্যন্ত বাস্তব সমস্যা দ্বারা পীড়িত হব যে আমরা হয়তো বাইরের লোকটিকে খুব খাওয়াতে পারি কিন্তু অন্তরের ব্যক্তিটি উপবাসক্লিষ্ট।

যে ব্যাপারটা আমাকে উৎকণ্ঠিত করে তুলেছে তা হচ্ছে যে ক্যাডিল্যাক মোটর কেম্পানী একটি সর্বো ক্যাডিল্যাক মোটর তৈরী করতে গিয়ে ক্যাডিলাকের অংশ হয়ে যেতে পারে তবুও এর দিকে তাকিয়ে সে সৃষ্টির কোন আনন্দ মনে অনুভব করে না। এবং আমার মনে এটা একটা বড় সম্পদ। পূর্বের প্রযুক্তিবাদে একটি শিল্পী—সে যাই প্রস্তুত করুক না কেন—সে কিছু একটা তৈরী করতো তার সৃষ্টিতে কিছুটা তার ছাপ থাকতো। তখন সৃজনের অনুভূতি ছিল। এবং যখন ঈশ্বর আমাদের তাঁর রূপে সৃষ্টি করলেন তিনি আমাদের সকলকে কিছুটা সৃজনীক্ষমতা দিলেন। সেইটেই উপোসী আছে। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের কারখানা কোন শ্রমিকের মনে সৃজনের অনুভূতি আনে না। এবং আমাদের একটা পথ খুঁজে বের করতে হবে যাতে মানবের অবসর মুহূর্ত সৃজনের প্রকাশে পূর্ণ থাকে। এবং বাড়ীতে দুটি টেলিভিশন থাকা এবং সে দিকে তাকিয়ে থাকলেই এই প্রয়োজন পূর্ণ হয় না। এখন আমাদের শিক্ষায়, সাম্প্রদায়িক কর্মে, টেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত কাজে, আমাদের সম্মেলনে সকলকে এমন ভাবে অনুপ্রেরণা দিতে হবে যাতে অবসর সময়ে সৃজনশীল প্রকাশ ঘটে।

ব্র্যাগুন—কিন্তু, আমরা হয়তো তখন আপনাদের—ঐ যে কি বলে পঞ্চদশ শতাব্দীর জাপান অভিজাতদের মতো অবসর থাকবে মাছ ধরা, এবং ছবি আঁকতে

শেখা বাতাস করা এসব নিয়ে থাকবো। ওদিকে বৃত্তিমূলক শ্রমিকরা—বৈজ্ঞানিক, শিক্ষক, ডাক্তার, শিভিল সার্ভেন্টসরা দীর্ঘ সময় ব্যাপী কাজ করবে। আমি ভাবছিলাম যে, এতে আবার নূতন ধরনের শ্রেণী সংগ্রাম 'অবসর আছে', এবং 'অবসর নেই' আরম্ভ না হয়।

রিউটর—আমার মনে হয় আমরা এই পর্যায়ে আরও অনেক লোককে পাঠাচ্ছি। স্পষ্টতঃই আমাদের আরও ডাক্তার চাই। হাজার হাজার যুবক আছে যারা চমৎকার চিকিৎসক হতে পারে কিন্তু চিকিৎসা শাস্ত্র নাগাল পাওয়ার মতো অর্থনৈতিক সুবিধে নেই অতএব আমাদের সমাজের সামনে এক সম্পূর্ণ প্রশ্ন—অনর্থক সময় ক্ষেপণ ও অবসরের মধ্যে উপযুক্ত ব্যালেন্স রাখা এবং মানবিক সেবা—শিক্ষক, ঔষধ, সঙ্গীত ইত্যাদি ক্ষেত্রেও ভারসাম্য ঠিক রাখা।

আবার দেখুন এই ব্যাপারটা হচ্ছে প্রতিযোগিতা মূলক মূল্যের মধ্যে উপযুক্ত সম্পর্কের স্থাপন। জীবনের সব কিছুর জন্যেই আপনাকে মূল্য দিতে হচ্ছে এবং আপনি, আমি যদি চিকিৎসার আরও সুবিধে পাই তাহলে আমাদের দেখতে হবে চিকিৎসাবিদ্যা যেন যুবকদের মধ্যে আরও ছড়িয়ে পড়ে। স্কুল শিক্ষকতা সম্পর্কেও সে কথা সত্য। আমরা আরও শিক্ষক চাই—তাহলে আমাদের এমন ব্যবস্থা করতে হবে যেন স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের কারখানায়—ঝাড়ুদাররা যা পায় অন্ততঃ তা তারা পায় তাহলেই আমরা আরও শিক্ষক পাব।

প্রশ্ন হচ্ছে যে প্রথমে আমাদের স্থির করতে হবে আমরা কি চাই—এবং এই সব ব্যাপার তারই সঙ্গে সংযুক্ত, কি প্রকার সমাজ আমরা গড়ে তুলতে চাইছি? আমরা কি এমন একটা সমাজ চাইছি যেখানে প্রতি অষ্টাদশবর্ষীয়ের জন্য একটি মোটরগাড়ী এবং টেলিভিশান নিয়ে গড়ে ওঠে ও প্রয়োজনীয় আসবাবে ভরা ঘর, বাড়ীতে এত বেশী জল ও গ্যাস নিষ্কাশনের নল যে এগুলি চালু রাখবার জন্যে প্রতি ঝলকে তিনটি প্লামবার প্রয়োজন। এই কি আমরা চাইছি? আমাদের ভাবী প্রযুক্তি কি আমাদের এইটাই দিচ্ছে? অথবা আমরা কি সত্যসত্যই একটা পথ চাই যা মানবের মৌলিক অর্থনৈতিক ও বাস্তব প্রয়োজন মেটাবে এবং বাইরের লোকটির যত্ন নিয়ে আমরা অন্তরের ব্যক্তিটিকে বড় হতে সাহায্য করবো। জীবন কি এই। আমি এসব নিয়ে ভাবছি।

ব্র্যাগেন—আমার মনে হয় জনগণের দ্বারা অধিকতর ব্যবহার্য দ্রব্য প্রস্তুত করে জীবনযাত্রার মান উন্নত করা কঠিন যদি না প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত সেবা ও কদাচিৎ দয়াদাক্ষিণ্যকে আরও বাড়ানো না যায়।

রিউটর—পরবর্তী পঁচিশ বৎসরে একটা পরিবর্তন আসছে। ব্যক্তিগত শিল্পে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী বেড়ে যাবে। এবং এর ফলে অর্থনৈতিক দলের দিক দিয়ে সমগ্র সমাজ-কাঠামোই বদলে যাবে।

ব্র্যাগুন—ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের কি হবে?

রিউটর—এর চরিত্রও বদলে যাবে। এই নূতন সম্পর্ক প্রতিভাসিত করবার জন্যে ট্রেড ইউনিয়নকে বদলাতেই হবে এবং এটা যদি না বদলায় তবে এর মূল্যও দিন দিন কমে যাবে। যদি বদলায় তবে আরও মূল্যবান হয়ে উঠবে। এই জন্যই ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সঙ্কীর্ণ অর্থনৈতিক ধারণা নিয়ে জড়িয়ে থাকা উচিত নয়—একে দিন-দিনই বিস্তৃত অর্থে নিজেকে দেখতে হবে। সে যেরকম বিস্তৃত সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে নিজেকে দেখে ঠিক তেমনিভাবে যদি মৌলিক গঠন পরিরর্তন করতে পারে তাহা হলেই এর বিস্তৃত সামাজিক পরিকল্পনা পূর্ণ রূপ লাভ করবে।

ব্র্যাগুন—এর পরিবর্তন কিরূপভাবে প্রতিভাসিত হওয়া উচিত বলে আপনার মনে হয়?

রিউটর—আমার মনে হয় একে সেই অর্থনৈতিক নীতি—যাতে আমাদের সমাজের প্রয়োজন পূর্ণভাবে প্রকাশিত—তা নিয়ে সংগ্রাম করতে হবে। আমার মনে ইউ. এ. ডব্লু, তা সীমায়িতভাবে করছে। আমরা আরম্ভ করে দিয়েছি।

লাভ-গ্রহণের ধারণাটাই নিন না কেন? এতে অনেকে ভয় পেয়ে গেছে—কারণ তারা বুঝতে পারে নি কেন আমরা এরকম প্রস্তাব করেছি। লভ্যাংশ গ্রহণ পরিকল্পনা দাবী নয়—একটা যান্ত্রিক ব্যাপার। তাই লভ্যাংশ গ্রহণ পরিকল্পনায় আমরা বুদ্ধিগ্রাহ্য একটা উপায় খুঁজে বের করতে চাইছি যার দ্বারা স্বাধীন শ্রম এবং স্বাধীন পরিচালনা একই চুক্তি-টেবিলে বসে চেষ্টা করবে যাতে শ্রমিক, ষ্টকহোল্ডার এবং শ্রোতা একই সমরেখায় এসে মিলিত হতে পারে। কাজেই, আমরা বলেছি যে দুটো ধাপে এই সমতা আসবে—প্রথমে ন্যূনতম দাবী পেশ করা—যাকে আমরা বলছি মৌলিক দাবী—এবং তা যথেষ্ট কমের দিকেই করা হবে যাতে এর কোন হঠাৎ স্ফীত হবার সম্ভাবনা নেই।

ব্র্যাগুন—আপনি ভবিষ্যতের ছবি যেভাবে এঁকেছেন তাতেই ফিরে আসছি। আপনার কি মনে হয় না যে অধিকাংশ ব্যক্তির পেশাতে প্রত্যাবর্তন এবং স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের চলন ভবিষ্যতের ট্রেড ইউনিয়নকে অত্যন্ত বেশী বদলে দেবে।

রিউটর—হ্যাঁ, স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের প্রচলনে যখন স্বল্প লোক বেশী উৎপাদন করবে শিল্প-সংস্থীয় সভ্য সংখ্যা অনেকাংশে কমে যাবে কিন্তু ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে অনেক বেশী সভ্য পাবে।

ব্র্যাগুন—কিন্তু, হোয়াট কলার সভ্য সংগ্রহে আপনি খুব একটা কিছু কৃতকার্য হন নি?

রিউটর—তার কারণ শিল্প বিপ্লবের প্রথম সংঘর্ষ শিল্প-শ্রমিকদের সঙ্গে-ই হবে এবং এর দ্বিতীয় পর্যায়ে এর সর্বপেক্ষা বৃহৎ সংঘর্ষ অশ্রমকিম কর্মীদের সঙ্গে। এ বিষয়ে কোন প্রশ্নই নেই যে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র-কারখানা অপেক্ষা অফিসের কেরানীর পক্ষে বেশী ক্ষতিজনক—কারণ অফিসে ধরাবাঁধা রুটিন প্রত্যেক বৎসর একটি করে মডেল করতে হয় না। এবং স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সংঘর্ষ যত স্পষ্টতর হয়ে ওঠে ততই দেখা যাবে সেই কর্মীরা সংঘবদ্ধ হচ্ছে।

ব্র্যাগুন—স্পুটনিকের আবির্ভাবের পরে কয়েকটি অধিকতর চিন্তাশীল ব্যক্তি প্রশ্ন করছিলেন যে ক্রেতা সাধারণের জন্য মাল তৈরীতে আমেরিকার দক্ষতা, এর সাধারণ উৎপাদনের চমকপ্রদ ক্ষমতা এখনও সর্বপেক্ষা বড় শক্তির উৎস। কারণ এই থার্মো-আণবিক যুগে যুদ্ধ-হীন বলে খুব-ই সংক্ষিপ্ত হবে—এবং শিল্পকে যুদ্ধের কাজে ব্যবহৃত করবার সময় থাকবে না, সেইজন্য প্রশ্ন করা হয়; সাধারণ শিল্প উৎপাদন এবং আণবিক যুগের সমস্যার মধ্যে কি প্রকার ফাঁক আছে? এইসব দীর্ঘকার চকচকে গাড়ী ও চমৎকার সাজানো রেফ্রিজেরেটার কি দেশের সম্পদ নষ্ট করে নিরাপত্তা বিপন্ন করে তুলছে না?

রিউটর—দেখুন, আমার ব্যক্তিগত মত এই যে আমেরিকা শুধু তাই নয়—এক দিক থেকে সমগ্র পৃথিবী সম্পূর্ণভাবে আমাদের ভাবী প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বানের গুরুত্ব বুঝতে পারে নি। এই জন্যই 'স্বাভাবিক ভাবে কাজ চলা'র ভঙ্গী, 'স্বাভাবিক পরদেশীনীতি'র' ভাব। আমি বিশ্বাস করি না যে এটা সুন্দর গাড়ী ও অন্যান্য জিনিস থাকবার মধ্যে নির্বাচনের ব্যাপার। আমার মনে হয় আমরা যদি আমেরিকার অর্থনীতিকে ঠিক মত ব্যবহার করতে পারি তাহলে দু'রকম-ই পাব। আমার মনে হয়, আমাদের সমস্যা প্রধানতঃ এই যে আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে বেশী পরিশ্রম করি। এর উত্তরে এমন একটা পথ খুঁজে বের করতে হবে যাতে আমেরিকার অধিবাসীরা জাতীয় উৎপাদনের সম্পূর্ণ লাভ হিসেবে শিক্ষা ব্যবস্থা চালাতে পারে, এবং এটা মোটেই অন্যের কাছ থেকে কিছু কেড়ে নেওয়া নয়—প্রয়োজনীয় ব্যাপারকে উপলব্ধি করা।

১৯৫৪ থেকে ১৯৫৮ সালের মধ্যে আমরা জাতীয় উৎপাদনে প্রায় ৯৬ শতকোটি ডলার হারিয়েছি—এর কারণ মানবিক শক্তি ও শিল্প-ক্ষমতার কম ব্যবহার। এখন, যে ব্যাপার নিয়ে আপনি কথা বলছেন তা ৯৬ শতকোটি দ্বারা পরিশোধিত হতে পারে।

আমাদের মুশকিল এই নয় যে, আমরা রাশিয়া অপেক্ষা নিকৃষ্টতর, তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বানে সাড়া দিতে আমরা অক্ষম নই—আমাদের সমস্যা এই যে আমরা চেষ্টা করছি না। আমরা জাতীয় প্রয়োজন বলে একটা লিষ্ট করি নি—এবং সেখানে 'সবার আগে এইটে দরকার' বলে শিল্পদক্ষতা, আমাদের অর্থনৈতিক এবং মানবিক সম্পদ সেইটে পাবার জন্য খরচ করি নি। আমরা জানি না কি জন্য সংগ্রাম করছি।

দুঃখের ব্যাপার এই যে আমরা প্রধানতঃ নঞর্থক প্রতিবিম্বে কাজ করছি; এখনও আমরা কিছুর 'বিরুদ্ধে' যুদ্ধ করছি, এবং স্বাধীন জগৎ—আমার মতে সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার সামনে দাঁড়াতে পারে না অথবা তার সম্পূর্ণ বিস্তৃতি বুঝতে পারে না—যতদিন পর্যন্ত আমাদের নীতি ও কর্মসূচী আমাদের ভীতি ও ঘৃণার আকারে গড়ে উঠবে।

ভেবেছিলাম যে রাশিয়া আমাদের H বোমা সম্বন্ধে জেনে নিয়ে সিদ্ধান্ত করেছে। আমার মনে হয় না যে H বোমার যুদ্ধ হবে—যদি না কেউ ভুলক্রমে বন্দুকের ঘোড়া টিপে দেয়। সাম্যবাদীরা তাদের মতামতের পুনরায় মূল্য-নির্ধারণ করতে বাধ্য হয়েছে এবং এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে তারা অস্ত্র দিয়ে বুর্জোয়া রাজ্য ধ্বংস করতে পারে না—কারণ, বুর্জোয়া রাজ্যেও H বোমা আছে এবং তাদেরও আছে কাজেই পৃথিবীতে ভোগ করবার কেউ থাকবে না। অতএব আমার মনে হয় তারা অর্থনৈতিক পরিব্যাপ্তি ও রাজনৈতিক পরাভবে সমগ্র মনঃ সংযোগ করেছে।

এই ক্ষেত্রে আমরা হয় জিতবো নয় হারবো। আমার মনে হয় সামরিক সীমান্তে আমাদের দৃঢ় হওয়া উচিত যাতে আক্রমণ অথবা সম্ভবপর আক্রমণ সংযত করতে পারি—কিন্তু আমাদের বুঝে নিতে হবে যে আমাদের প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বিতা আহ্বান হচ্ছে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সীমান্তে।

ব্র্যাণ্ডন—এই সীমান্তে আমেরিকার কি করা উচিত?

রিউটর—যদি আমরা এগিয়ে না যাই তাহলে ভারতকে হারাব। সামরিক উদ্দেশ্যে আমরা যে বিপুল ব্যয় করছি সে অনুপাত এত সামান্য সাহায্যে

ভারতকে রক্ষা করা যাবে। আমি যখন শেষবার ভারতে গিয়েছিলাম তখন এই শোচনীয় ব্যাপারটা আমার নিকটে এত সহজে প্রতিভাত হলো। আমি উত্তর ভারতে ছিলাম যেখানে ওরা বিরাট একটা 'ড্যাম' গড়ে তুলছে—এবং ওরা আমাদের পিওরিয়া, ইলিনোস, ক্যাটারপিলার ট্রাকটর ওয়ার্কস-এর যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে পাহাড় সরাচ্ছিল। এরকম তিন, চারটে যন্ত্র ওদের ছিল এবং এই বিরাট পৃথিবী কাঁপানো যন্ত্রের পেছনে শত শত কর্মী মাথায় টুকরি। তারা কোদাল দিয়ে এই সব টুকরি ভরবে এবং নারী ও শিশু এসব মাথায় করে বয়ে নিয়ে যাবে।

আমি প্রধান ইঞ্জিনীয়ারকে জিজ্ঞেস করলাম যে তারা যদি আমেরিকা থেকে আরও বেশী যন্ত্রপাতি পায় তবে তারা কি এই ড্যাম আগে শেষ করতে পারবে—যাতে মৌসুমী বৃষ্টিকে এক ঋতু আগে কাজে লাগানো যেতে পারে। তিনি বললেন, হ্যাঁ, তারা তা করতে পারেন—কিন্তু ওসব যন্ত্র কেনবার সঙ্গতি তাদের নেই। পিওরিয়া প্ল্যাণ্টে আমাদের ১৯,০০০ কর্মী আছে—বিরতির কালে তাদের সংখ্যা হয়েছে ১২,০০০ এবং তারা সপ্তাহে তিন চারদিন কাজ করছে। যদি ভারত একটা সপ্তাহ পায়—উৎপাদন ক্ষেত্রে নয়—বেকার হয়ে থাকবার জন্যে যে এক সপ্তাহ আমরা হারাচ্ছি—তাহলে তাদের ঐ সব ড্যাম, রাস্তা ও জলনিকেশ পরিকল্পনার পক্ষে অনেক যন্ত্র দেওয়া যেতে পারে। আমাদের পক্ষ থেকে ভারতে স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে দেখাবার অনেক সুযোগ আছে। আমেরিকার শোচনীয়তার এই কারণ নয় যে রুশীয়রা আমাদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত ভালো অবস্থায় আছে—কথা হচ্ছে এই যে তারা চেষ্টা করছে আমরা করছি না।

## নোবার্ট ওয়েনার

### মানবিকযন্ত্র আমনবিক খেলা

অধ্যাপক নোবার্ট ওয়েনার'কে দেখে এবং তাঁর কথা শুনে সার টমাস' বিকাসের মতো মনে হয়—যদিও একটু ভিন্ন সুর। অত্যন্ত বাকপটুতায় অথচ ভদ্রভাবে তিনি তাঁর কেমব্রিজের 'ম্যাসচুয়েট ইনষ্টিটিউট অব টেকনলজি'র অফিসে আমাকে সহজ হতে পারবার জন্যে অনেক চেষ্টা করলেন—এবং আমি যখন টেপ রেকর্ডার ঠিক করলাম তিনি বিন্দুমাত্র চকিত হলেন না, চিন্তা করতে ও কথা বলতে তাঁর চেষ্টার প্রয়োজন হয় না, প্রফেসর ওয়েনার ছিলেন শিশু প্রতিভা। বর্তমানে তাঁর বয়স চৌষট্টি। তিনি হার্ভাডে এসেছিলেন (যেখানে ওঁর পিতা অধ্যাপনা করতেন) তের বৎসর বয়সে এবং আঠারো বৎসরে স্নাতক হন। তখন থেকেই তিনি প্রতিভাধর এবং তিনি-ই নূতন বিজ্ঞান গড়ে তুলেছেন যার নাম সিবারনেটিকস্—"সংবাদ এভাবে পরিচালিত করতে হবে যাতে যন্ত্র ও সমাজ চালনা করা যায় কমুন্নটিং যন্ত্র ও এই প্রকার স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের উন্নতিসাধন, মনস্তত্ত্ব ও স্নায়ুতন্ত্রীর ওপরে একপ্রকার প্রতিফলন এবং বৈজ্ঞানিক নিয়মের সুন্দর নূতন থিওরী।"

তিনি কয়েকটি বই লিখেছেন—সর্বাধিক পরিচিত হচ্ছে "দি হিউমান ইউজ অব হিউমান বিয়িংস" অবসরকালে তিনি উপন্যাস লেখেন। ওয়েনার ইংলণ্ডে (অবশ্য তিনি কেমব্রিজে পড়েছেন) জার্মানী, ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড, ইটালী, স্পেন চীন, জাপান, মেক্সিকো, ক্যানাডা, ইণ্ডিয়া, ইসারেল, নরওয়ে'তে বক্তৃতা দিয়েছেন ১৯১৯ খৃঃ অব্দ থেকে MIT. তাঁর প্রধান কর্মকেন্দ্র।

'সিবারনিটিকস'-এর জটিলতা সত্ত্বেও এঁকে বোঝা সহজ যদিও কখনও কখনও যন্ত্র সম্পর্কে তাঁর অন্তর্দৃষ্টিতে আমার বুদ্ধির অগোচর এক অনুভূতিতে গা শিউরে উঠছিল। মাঝে মাঝে তাঁকে বাইবেলোক্ত মহাপুরুষ মনে হচ্ছিল। এবং আমার তাঁকে স্পর্শ করে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছিল যে আমি তাঁর সামনে আছি এবং তিনি মানবিক। তাই এই ঘটনাটি আমার খুব-ই আশ্বাসপূর্ণ মনে হলো যখন অধিবেশন শেষে তাঁর একটি ছবি নিতে চাইলে তিনি উত্তর দিলেন, নিশ্চয়ই, কিন্তু তার অগে আমি চুল আঁচড়ে নিতে পারি?

ওয়েনার—আমি দেখেছি যা আমার নিকট স্বাভাবিক মনে হয়েছে তাই করতে আমাকে দারুণ সংগ্রাম করতে হয়েছে। আমি বলব না যে আমার নিকটতর ব্যক্তিদের সঙ্গে সংগ্রাম—না, কিন্তু সাধারণভাবে বলতে পারি সামঞ্জস্যবিধান সহজ নয়।

ব্র্যাণ্ডন—এই সংগ্রামের মূল কোথায়?

ওয়েনার—মিশ্র ধরণের। দীর্ঘদিনব্যাপী এই দেশে—একটা নূতন দেশের অর্থ নৈতিক ও সামাজিক প্রগতি বুদ্ধিবৃত্তিমূলক কর্মতৎপরতা অপেক্ষা অগ্রাধিকার পেয়েছে···অবশ্য এর ব্যতিক্রম আছে···নিউ ইংলণ্ডের নিজে সংস্কৃতি আছে—যা অনেক আগে উদ্ভব হয়েছিল কিন্তু সেখানে এমন একটা প্রবণতা ছিল যে এটা শুধু সংবংশের ও সৎ পরিবারের। একটা বিদেশী পরিবার—যেমন ইহুদী পরিবার থেকে এলে তাকে বর্তমানে যুগ অপেক্ষা অনেক বেশী ভুগতে হতো—অনেক, অনেক গুণ বেশী—আমি ভেতরের দলে ছিলাম না···অপর পক্ষে আমি কোন বিশেষ দলে মিশতাম না। আমি ছিলাম অপেক্ষাকৃত বিচ্ছিন্ন। যেসব সু-সংস্পর্শ আমি পেয়েছি তা হচ্ছে সেইসব ব্যক্তি যারা অভিজাত ও সংস্কৃতির ছাপহীন—কিন্তু সংস্কৃতি পরায়ণ।

এই সম্প্রদায়ে খুব মজার ব্যাপার ছিল। আমাদের 'আয়ার' ছিল—রেলপথস্থিত শহর। ওখানে উচ্চবিত্যালয়ে আমি পড়েছি। প্রথমে এর নাম ছিল, গ্রটন-জাংশন এবং শেষে অবস্থাপন্ন লোকদ্বারা গ্রটন নামে এক কৃষি শহর স্থাপিত হয়। এখানে মজুর শ্রেণীর লোকরা বাস করতো। আমার মনে হয় এর অধিবাসীদের সঙ্গে ইংলণ্ডের উত্তর ইংলণ্ড—যার দীর্ঘস্থায়ী ইতিহাস না থাকলেও নিজস্ব ভাবধারা আছে খুব মিল আছে। এখানে জীবনযাত্রা ছিল সহজতর—সংস্কৃতিমূলক ও স্বাভাবিক। সত্যসত্যই, আমার মনে হয় এখানকার কারখানা শহরগুলির সঙ্গে উত্তর ইংলণ্ডে'র অধিবাসীদের মৌলিক উপাদানে অনেক মিল আছে।

ব্র্যাণ্ডন—আপনার কি মনে হয় যে বর্তমানে পরিস্থিতি বদলে গেছে অথবা এখনও বুদ্ধিজীবি বিরোধী আছে।

ওয়েনার—হ্যাঁ, কিন্তু এটা ভিন্নরূপ নিয়েছে। সে সময়ে একটা হাওয়া বইছিল সে দেশের উন্নতির সঙ্গে পা মিলিয়ে ব্যবসা ইত্যাদি করা হচ্ছে প্রকৃত আমেরিকানসীর মতো কাজ···এবং সে সময়ে বৈজ্ঞানিক মহলে এই বুদ্ধিজীবি বিরোধিতা গভীরভাবে প্রবেশ করে নি। যেহেতু আমরা সংখ্যালঘু, যেহেতু

আমরা একটু আলাদা ধরণের কাজেই আমরা আমাদের নিজস্ব ভাব বজায় রাখতে পারতাম। কিন্তু এখন বিজ্ঞান সাফল্য ও ব্যবসার প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে হুড়াহুড়ি এবং শীর্ষে পৌছবার মনোভাব বিজ্ঞানেও ঢুকেছে এবং এখন পূর্বের মতো শুভ্র হস্তিদন্তের দুর্গচূড়ার শুভ্রতা বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে না। আমার মনে হয় অত্যন্ত বেশী লোক বিজ্ঞানের জগতে সম্পদ্ ও প্রতিষ্ঠালাভের জন্য ঢুকেছে। এর অর্থ, এখন সংগ্রাম আমাদের নিজেদের মধ্যে কাজেই, আমার শৈশবে যেমনি ছিল তার চেয়ে অনেক কঠিন সংগ্রাম।

ব্র্যাণ্ডন—বৈজ্ঞানিকদের নূতন ধনসম্পদ ··

ওয়েনার—বৈজ্ঞানিকদের নূতন ঐশ্বর্য···আমি বলছি পূর্বে ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। বৈজ্ঞানিককে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হতো কাজেই তখন বিজ্ঞানে-ই সমগ্র মনপ্রাণ কেন্দ্রীভূত করা সহজতর ছিল। কিন্তু, সম্পদ ও প্রতিষ্ঠলাভ-ই বৈজ্ঞানিক মহলে বুদ্ধিবৃত্তি বিরোধিতা ঢুকেয়েছে—যা পূর্বে তাদের মধ্যে ছিল না—যদিও তা সম্প্রদায়ে ছিল।

ব্র্যাণ্ডন—কিন্তু বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের বাইরেও যথেষ্ট পরিমাণে বুদ্ধিবৃত্তি বিরোধিতা আছে।

ওয়েনার—সে কথা ঠিক—কিন্তু ভেতরেরটাই বেশী আঘাত করে।

ব্র্যাণ্ডন—কি ভাবে?

ওয়েনার—সহকর্মীদের সঙ্গে ব্যবহারে—আমি আমার বর্তমান সহকর্মীর কথা বলছি না—তার সঙ্গে চমৎকার বন্ধুত্ব, কিন্তু, যে সব লোককে আমি এখানে ওখানে দেখতে পাই—তাদের টুপী, কোট খুঁজে দেখতে হয়। শোষণের একটা প্রবণতা রয়েছে। বুদ্ধিবৃত্তিমূলক প্রাপ্তি অপেক্ষা ব্যক্তিগত উন্নতিতে এগিয়ে দেবার প্রবণতা রয়েছে এবং এটা খুব-ই দুঃখের ব্যাপার।

ব্র্যাণ্ডন—এখন কি আপনার বৈজ্ঞানিক কাজের বিষয় নিয়ে কথা বলতে পারি।

ওয়েনার—বেশ তো।

ব্র্যাণ্ডন—আপনি কি দয়া করে 'সিবারনিটিকস' ব্যাখ্যা করবেন যাতে আমি তা লিখে নিতে পারি।

ওয়েনার—'সিবারনিটিকস্' আমি যেভাবে ব্যাখ্যা করেছি। সংযম ও সরবরাহের বিজ্ঞান—তা মানব বা যন্ত্র যার পক্ষ থেকেই হোক না কেন?

ব্র্যাণ্ডন—আপনি এই ধারণা থেকে কাজ করেছেন যে মস্তিষ্ক অনেকটা যন্ত্রের

মতই কাজ করে এবং আপনি সেই মতবাদ অনেক নূতন ও আশ্চর্য উপায়ে পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন। মস্তিষ্ক ও যন্ত্রে কি তফাৎ?

ওয়েনার—আমার মনে হয় না যে খুব বেশী প্রভেদ আছে। আমি বলতে চাই যে এমন কোন কাজ নেই যা যন্ত্র করতে পারে না—যদিও আমাদের অনেকগুলি ধাপ পার হতে হবে এবং এটা খুব সহজও নয়। আমার মনে হয় প্রধান প্রভেদ হচ্ছে উপাদে। যন্ত্র তৈরী করতে গিয়ে আমরা দ্রুতগতি ও নিখুঁত নির্ভুলতার দিকেই খেয়াল করি—কিন্তু মস্তিষ্কের সমগ্র কোষ ও মাত্রাগুলি দেখলে তা নিতান্তই স্বল্প মনে হয়। মস্তিষ্কে আত্ম সংগঠনমূলক ভাবে কাজ হয়। এর অর্থ এই যে মস্তিষ্কের প্রকৃত কাজ এর সংগঠনকে সৃষ্টি করা আমাদের দেহের অনেক অংশের কাজ প্রথম দিকে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া থাকে না কিন্তু এইসব অংশের ব্যবহার দ্বারা তারা একত্রে এমন একটা সংগঠন করে যা অনেকাংশে—যদিও সম্পূর্ণাংশে নয়—নিজের অভিজ্ঞতার বাহকরী হয়ে ওঠে। এই প্রশ্ন সত্যই বিস্ময়কর যে কি করে অনেকগুলি অনির্দিষ্ট অংশ তাদের সংগঠন বাড়িয়ে তুলতে পারে এবং এই প্রশ্নই স্নায়ুশরীরতত্ত্ববিদদের অত্যন্ত ভাবিয়ে তুলেছে। আমার মনে হয়, আত্ম সংগঠনমূলক যন্ত্র সংগঠনের দিক দিয়ে অপরাপর অপেক্ষা কম বা বেশী নয় কিন্তু অধিকতর নমনীয়।—এবং এটা পরবর্তী কয়েক বৎসর মধ্যে অনেক উন্নতি করবে

ব্র্যাগুন—প্রাথমিক প্রয়োগ কি হবে?

ওয়েনার—প্রাথমিক প্রয়োগ হবে এই যে যন্ত্রকে আরও নমনীয় করে তুলতে হবে—একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে একে ব্যবহার করলে শেষ অবস্থায় এ নিজেই কাজ করবে—স্মরণশক্তিকে এমন পর্যায়ে আনতে হবে যাতে শুধু সিদ্ধান্ত করবে না—কাজের রীতিও ঠিক করবে। এখন এসব ব্যাপারে যাকে আমরা বলি অত্যন্ত উঁচু পর্যায়ের কর্মসূচী নির্ধারণ—এ বিষয়ে মস্তিষ্ক যে কোন যন্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই দক্ষতা—এক কথায়, ব্যবহৃত হয়ে নিজেকে নূতন যন্ত্র সৃষ্টি করা আপনি যা চাইবেন সেভাবে পুরস্কার অথবা শাস্তি দেওয়া ভাবী স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের পক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যাপার।

ব্র্যাগুন—যন্ত্র মানবের নিকট থেকে কতটা নিতে পারে? এ বিষয়ে গবেষণা করে কি আপনার মনে ধারণা হয়েছে যে যন্ত্র মানবের ওপরে উঠতে পারে।

ওয়েনার—বর্তমানের প্রধান কথা হচ্ছে যেভাবে যন্ত্রের উন্নতি হচ্ছে। পরিচালনা করতে পারে এরকম প্রাথমিক যন্ত্রগুলিকে আমরা 'প্রথম অর্ডার' যন্ত্র

নাম দিয়েছিলাম। তার অর্থ কর্মসূচী নিয়ন্ত্রণ—সেই রেকর্ড যা দ্বারা যন্ত্রের কর্মসূচী নিয়ন্ত্রিত হয় · মানব দ্বারাই করা হতো। তারা কিভাবে কাজ করে তা আমরা ভালোভাবেই জানতাম। বর্তমানে যন্ত্রগুলি যেসব লোক তাদের নিয়ন্ত্রণ করে তাদের থেকেও অনেক সুদূর হয়ে গেছে। যন্ত্রের কর্মসূচীতে নিজেরাই স্থির করা হয়। এক কথায়, আমরা একটা বিশেষ প্রাপ্তির জন্য যন্ত্র স্থাপন করেছি কিন্তু সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সে যে কি উপায় গ্রহণ করেছে সে সম্বন্ধে আমরা অপেক্ষাকৃত অজ্ঞ। কোন ব্যক্তি একটি যন্ত্র তৈরী করলেই সে যে ঐ বিষয়ে সব জানে তার কোনো মানে নেই······এবং এই প্রকার যন্ত্রের ব্যাপারে ব্যক্তিই যন্ত্রকে মেনে চলে—যন্ত্র ব্যক্তিকে নয়, শেষের স্তরে হচ্ছে সামুয়েল বাটলার—যেখানে সামুয়েল বাটলার একটুও চিন্তা করে না। সামুয়েল বাটলার দেখেছিলেন যাতে মানব মেশিনকে মেনে চলে—এমন কি সে সময়ে তিনি যেসব যন্ত্র কল্পনা করেছিলেন। কিন্তু, যন্ত্রনীতি প্রবর্তন করছে এবং লোকরা সেসব আংশিক উপলব্ধি করে ব্যবহার করছে এই ধারণা বর্তমানে যেমন সত্য তেমনি আর কখনও ছিল না।

ব্র্যাগুন—একটা উদাহরণ দিন না?

ওয়েনার—হ্যাঁ। আমাদের একটা যাঁতা ঘোরাবার স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র ছিল। যে আকারে আমরা প্রথমে এটা তৈরী করেছিলাম তাতে এটা প্রধানতঃ বৃহত্তর আকরের জাকার্ড মাকু ধরণের জিনিস যাতে সুতো নিয়ে নয় ধাতু নিয়ে কাজ করতো—জাকার্ড মাকুর মতো টুকরো ফিতে নিয়ে ওর কারবার ছিল। তারপরে ফিতে ছিদ্র করাই ওর একমাত্র কাজ হলো। এখন আমরা পথ খুঁজে বের করছি—যার দ্বারা সাধারণতঃ কি করতে হবে তা জেনে নিয়ে—আমরা ফিতে ছিদ্র করবার কর্মসূচী করাতে পারি। অন্যভাবে বলতে গেলে, আমাদের 'দ্বিতীয় স্তরে'র স্বয়ংক্রিয়তা আরম্ভ হয়েছে। যখন তা করা যায় তখন আপনি নিজেই যন্ত্র যা সহজে করতে পারে তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবেন। এরকম সমস্যা ভাববার চেয়ে এরকম একটি যন্ত্রদ্বারা পরিচালিত হওয়া সহজ—যেখানে বিস্তৃত কর্মপদ্ধতি ঠিকমতো বোঝা যায় না। অথবা, দাবা খেলার ব্যাপারই ধরুন না কেন? একটা দাবাখেলার যন্ত্র নিন। এখন চেস-খেলার যন্ত্র হয়েছে। এর দ্বারা প্রথম শ্রেণীর দাবা খেলানো যায় না—কিন্তু মোটামুটি দাবা খেলায় এর আশ্চর্য তৎপরতা।

ব্র্যাগুন—পুরো খেলাটা?

ওয়েনার—কেউ কেউ পুরো খেলা খেলেছে কিন্তু অধিকাংশই তা পারে না। কিন্তু, এই রকম একটি যন্ত্রকে প্রতিপক্ষের দৃষ্টি থেকে বিচার করি আসুন—প্রতিপক্ষকে এমন একটা অবস্থায় রাখুন যে সে তার সামনে যন্ত্র দেখে অভিভূত না হয়, তুলনার সুবিধের জন্য বলছি ধরুন আদান-প্রদানকারী দাবী খেলা হচ্ছে। প্রতিপক্ষের সঙ্গে যদি আপনি চেস্ খেলেন—এবং এটা যন্ত্র কি মানব তাতে যদি কিছু না আসে যায়—আপনার খেলবার ধরণ-ই প্রতিপক্ষকে আপনার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে একটা ছাপ দেবে—খেলার ব্যক্তিত্ব। যদি যন্ত্রটার নিয়ম সম্পূর্ণরূপে একরকম হয় তাহলে আপনার মনে অনমনীয় ব্যক্তিত্বের আভাস আসবে। বর্তমান দাবা খেলার যন্ত্রের এই অবস্থা কিন্তু তারা দ্রুত আর এক অবস্থায় পরিবর্তিত হচ্ছে—যেখানে পূর্ববর্তী খেলার চালগুলি শুধু মনে না রেখে তাদের মনে পূর্ববর্তী খেলার রেকর্ড এবং পূর্ববর্তী খেলার সার্থকতা বা ব্যর্থতার ওপরে তার কর্মপদ্ধতির মূল্য নির্ধারণ হয়। তাদের স্মরণশক্তি দীর্ঘস্থায়ী—দ্বিতীয় প্রকার স্বয়ংক্রিয় স্মৃতি। এ রকম একটি যন্ত্রের সঙ্গে খেলতে গিয়ে দেখবেন যে যন্ত্র আপনার চালাকিও ধরে ফেলছে—কারণ, স্মৃতিকোঠায় শুধুমাত্র এ যা খেলেছে তাই নেই—আপনি যা দান দিয়েছেন তাও এবং এই দুইটি দানের মূল্য নির্ধারণে। এর বিরুদ্ধে খেলতে বসে এরকম একটি যন্ত্রকে যন্ত্র হিসেবে নেওয়া কঠিন। খেলতে খেলতে আপনি বুঝতে পারবেন আগে যে চালাকি করছিলেন তা আর চলবে না—যন্ত্র সব শিখে নিচ্ছে। এখন এই ব্যাপারটা শুধু দাবা খেলায় নয়—সব রকম ব্যাপারেই গড়ে উঠছে। এইপ্রকার যন্ত্রের সঙ্গে চলতে গিয়ে মনে হবে যেন মানুষের সঙ্গেই খেলছি এবং মানবের কাছে যেমন হার স্বীকার করতে হয় দীর্ঘ স্মৃতি-পূর্ণ যন্ত্রের কাছেও তেমনি হার স্বীকার করতে হবে। কথা হচ্ছে যে রাজনৈতিক কিংবা সামাজিক ব্যাপারে যদি এইটে ঘটে তাহলে যন্ত্র-ই রাজত্ব করবে।

ব্র্যাগুন—আচ্ছা, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে আপনি কিভাবে একে ব্যবহার করতে চান?

ওয়েনার—এ সমস্যাটা অনেকটা উপকথার যাদু সম্পর্কীয় কাহিনীর মতো—অর্থাৎ যখন কোন শক্তি এতটা সবলভাবে কাজ করে—তাকে আপনি যাদু বা যা-ই বলুন তা হচ্ছে শব্দতত্ত্বের ব্যাপার। সব যাদু গল্পেই এই সাবধান বাণী আছে। যেমন ধরুন, ডার জোবারলিং যাদুকরের সহকারীর কথা। কোন যাদুশক্তি যখন আপনার অধীন হয় তখন আপনি যা চান তাই তাকে করতে

বলবেন—যা আপনি মনে মনে ভাবছেন তা নয়। যখন যাদুকরের সহকারী ঝাঁটাটাকে জল বয়ে নিয়ে যেতে বললো তার আগে নিশ্চিত হওয়া উচিত ছিল যে সে জল বয়ে নিয়ে যাওয়াটাই চাইছে। 'বাঁদরের থাবা' গল্পটায় এর চমৎকার উদাহরণ আছে। এখানে প্রশ্ন হলো যে, আমাদের প্রথম যন্ত্রগুলি বাঁদরের থাবার পর্যায়ে উঠছে। এখন, কিছুর জন্য প্রার্থনা করলে—বিশেষতঃ তা যদি সামাজিক দিক দিয়ে হয়—তাহলে আপনাকে নিশ্চিত হতে হবে যে আপনি যা বলছেন ঠিক তাই চান আপনি যা ভাবছেন তা নয়।

ব্র্যাওন—আচ্ছা, কোথায় এর শেষ বলে আপনার মনে হয়—

ওয়েনার—যেমন ধরুন, আপনি বিরাট একটি কারখানা চালাচ্ছেন এবং আপনি শুধু সেই কারখানার কর্মদক্ষতা চাইছেন তাহলে ফলস্বরূপ বেকার সমস্যা পীড়িত হলে আশ্চর্য হবেন না—এটা খুবই সাংঘাতিক হতে পারে। যন্ত্র বেকার সমস্যার দিকে একটুও খেয়াল করবে না—যতক্ষণ না আপনি একে খেয়াল করতে বাধ্য করবেন—যদি না সেটা যন্ত্রের বিবেচনার মধ্যে গড়ে তোলা না হয়—অথবা সামাজিক কোন ফলাফল থেকে যন্ত্র তা নিজেই গ্রহণ করে। যতদিন পর্যন্ত যন্ত্র কলাকৌশলের দিক দক্ষ থাকবে কিন্তু সমাজের পূর্ণতায় মিলে যেতে পারবে না, আপনি আশা করতে পারেন না যে এ সমাজের মঙ্গলের জন্য স্বয়ংক্রিয় কাজ করবে। শুধু মাত্র যন্ত্র চালনা নয়—কখন এবং কিভাবে যন্ত্র চালাতে হবে তা স্থির করাই সবাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। প্রত্যক্ষ যান্ত্রিক ফল আর সব ব্যাপারগুলিও ভাবতে হবে—এবং যদি না করি তাহলে আমরা বিপদে পড়বো। বর্তমান যন্ত্রের শক্তিতে এবং একটা সম্পূর্ণ শিল্প উল্টে দেবার ক্ষমতায়……আপনি অত্যন্ত সাংঘাতিক ফলাফল পেতে পারেন। অন্য কথায়, আপনি যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন নি তার উত্তর যন্ত্র দিতে পারে না।

ব্র্যাওন—আপনি সত্যসত্যই বলতে চান যে মানবিক বুদ্ধিবৃত্তিকে যন্ত্রের ব্যবহার সীমিত করে দেবে।

ওয়েনার—কতগুলি প্রশ্ন করে দেওয়া উচিত—যেমন কখন যন্ত্র ব্যবহার করা হবে, এবং এই সময়ে যন্ত্রের প্রস্তুতের প্রত্যক্ষ ফলাফল ভিন্ন অন্য সব ফলাফলও বিবেচনা করা হবে। বর্তমানে 'যেমনি চলছে চলতে দাও' নীতি নিয়ে অত্যন্ত বেশীরকম খেলা চলছে। যখন একটা মাত্র কারখানা সমগ্র শিল্পকে শেষ করে দিতে পারে তখন 'যেমনি চলছে চলতে দাও' নীতি—যা সংযত করতে বা ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে না তেমনি নীতি চলতে পারে না।

ব্র্যাগুন—অল্পদিন আগে আমি ওয়াল্টার রিউটরের সঙ্গে স্বয়ংক্রিয় কারখানা সম্বন্ধে কথা বলছিলাম—তিনি বললেন, স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে যে প্রাচুর্য এসেছে তা ব্যবহার করবার একমাত্র বুদ্ধিজনোচিত উপায় হচ্ছে বিনা উদ্দেশ্যে সময় নষ্ট এবং অবসরের মধ্যে পছন্দ করে নেওয়া।

ওয়েনার—নিঃসন্দেহে আমারও তাই বক্তব্য···স্বয়ংক্রিয়তার সম্পূর্ণ নীতি এই মনোনয়নের ওপরে নির্ভর করবে এবং শুধুমাত্র স্বয়ংচল যন্ত্র—স্বয়ংচল কথাটা বর্বরোচিত—এতে শুধু সামাজিক, অর্থনৈতিক সংযোগ বোঝায়।

ব্র্যাগুন—আপনার কি মনে হয় আমেরিকার সমাজ যন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আর সংগ্রাম আরম্ভ করেছে?

ওয়েনার—এ এখনও অবসরের প্রয়োজন, অবসরের কর্ম নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্ন সৃষ্টি করতে আরম্ভ করে নি, আরম্ভ করেছে তা সত্যি কিন্তু তা নিয়ে বেশী দূরে এগিয়ে যায় নি।

ব্র্যাগুন—আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় এই আলোচনা এতটা দূরে গেছে যাতে যন্ত্রের প্রগতির সঙ্গে চলতে পারে।

ওয়েনার—না, কারণ যন্ত্রের প্রগতি এত দ্রুততালে আসবে যে যদি সমন্বয়ন একটু আগেই না করা যায়—সমন্বয় তাহলে আমরা শুকনো খোলায় পড়ে থাকবো। বর্তমানে প্রযুক্তিবিদ্যার সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে এই যে প্রত্যেক যন্ত্র, প্রত্যেক নিয়ম যখনই ব্যবহৃত হয় তখনই অপ্রচলিত হয়ে ওঠে। প্রযুক্তিবিদ্যা এত দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে যে আমরা পারি না—যদি আমাদের সামনে একটা বিরাট অন্ধকার-ছায়া না পাই—এই প্রযুক্তি ও তার সম্ভাবনার উন্নতির পেছনে লেগে থাকতে।

ব্র্যাগুন—ওয়াল্টার রিউটরও বলেছিলেন স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র মানব মনের সৃজনশীল ইচ্ছায় ক্ষয়িষ্ণুতা সৃষ্টি করে এবং তা অত্যন্ত সাংঘাতিক।

ওয়েনার—হ্যাঁ, খুবই সাংঘাতিক। আমি বলতে চাইছি। যখন যন্ত্রের নিকট দক্ষ শিল্পের পরাজয় ঘটে; তখন আপনি শুধুমাত্র দক্ষতায় পরিবর্তন আনছেন না—আপনি তাকে মানবতার দিক দিয়ে ধ্বংস করে দিচ্ছেন। ঠিক এই কথাই আমি বলছি। আমার মনে হয় না, রিউটর ও আমি বিপরীত উদ্দেশ্যে কথা বলছি। আমার মনে হয়, আমরা একই ব্যাপার ভিন্ন ভাষায় বলছি।

ব্র্যাগুন—আচ্ছা, আপনার কি উপদেশ—

ওয়েনার—আমি বলব যে বৃহত্তর সমাজ ও সরকার তাদের নিজেদের

সামাজিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমাণে অবহিত থাকবেন যাতে এই নূতন যন্ত্রগুলি শুধুমাত্র বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রযুক্তিবিদ্যা কৌশলরূপে চালানো হয় কিন্তু যেখানে প্রধান উদ্দেশ্য বিরাট উৎপাদন সেখানে এর ব্যবহার না হয়। আমার মনে হয় কারখানা আমরা যেমন ভাবে জানি বর্তমানে অত্যন্ত স্থিরীকৃত একটি ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে—যেন এটা সমাজের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ছিল—ইতিহাসের অত্যন্ত নিকটতম অধ্যায় নয়—এবং স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রকে প্রথম শিল্প বিপ্লবের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছি—কখনও ভেবে দেখিনি যে এমনিতে আমরা কিভাবে কাজ করতে পারি এবং সমাজকে এমন ব্যাখ্যা করিনি যাতে তা আমাদের কাজে লাগে। অন্যকথায়, উনবিংশ শতাব্দীর কারখানা নিয়মের সঙ্গে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের প্রবর্তন—অবাধ উনবিংশীয় কারখানার নিয়মের সঙ্গে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র—সর্বনাশ ডেকে আনছে। আমরা এই প্রকার সামাজিক প্রভাবের সঙ্গে খাঁটি অর্থনৈতিক প্রভাবের সম্পর্ক অস্বীকার করতে পারি না—এবং একটা গণ্ডগোল এড়াবার আশা করি না।

ব্র্যাওন—এর মধ্যে একটি যথার্থ সমস্যা হচ্ছে কি করে শিল্প বিস্তারের অবিরত প্রয়োজনের সঙ্গে একে সম্পর্কিত করা হবে—এদেশে এটাই প্রকৃত প্রধান সমস্যা।

ওয়েনার—হ্যাঁ, কিন্তু, আমি নিম্নলিখিত ব্যাপারে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে বলছি: যে কোন বিষয়েই অবিরত বিস্তার অস্থায়ী, যে অবিরত বিস্তার অসীম কালব্যাপী হতে পারে না; আমরা উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকটা স্বাভাবিক ব্যাপার বলে ধরে নিয়েছি কিন্তু এটা স্বাভাবিক ছিল না—এবং আমাদের করতে হবে—শুধু যদি টিকে থাকতে চাই—শুধুমাত্র টিঁকে থাকতে হলেই এমন একটা ভাব নিতে হবে যাতে মানবতা স্থিতিশীল হয়—নইলে আমাদের পারিপার্শ্বিক রাতারাতি এমন বদলে যাবে যে আমরা এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারব না—ভূপতিত হবো।

ব্র্যাওন—হ্যাঁ, এখানে বিস্তৃতির জন্য চাপ দেবার একটা কারণ এই যে রাশিয়া বিস্তৃতি লাভ করছে এবং তারা ক্রমে যুক্তরাজ্যের মতো সেই একই প্রভাবের নীচে আসছে। আমি বলছি……

ওয়েনার—এটা সম্পূর্ণ সত্য কথা—কিন্তু অসীমকালের জন্য এরকম চললে দুপক্ষেরই ক্ষতি। তার অর্থ, আজ কিংবা কাল যখনই হোক না কেন স্থিতিশীলতার প্রয়োজন অনুভূত হবে এবং আমরা যদি তা না পাই তাহলে সেটা খুবই খারাপ।

ব্র্যাগুন—রাশিয়ার মতো সমাজে কি এইপ্রকার বুদ্ধিজীবীধর্মী সংযম চাপানো সম্ভব!

ওয়েনার—আপনাকে রুশীয় রাজকর্মচারীর নীতি এবং রুশীয় জনগণের মধ্যে তীক্ষ্ণ প্রভেদরেখা টানতে হবে—ঠিক এখানকার মতই তীক্ষ্ণ। অনেক রুশীয় বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে আমি কথা বলেছি একক বৈজ্ঞানিকের সমস্যা ও দৃষ্টিভঙ্গী—আমরা রাজনীতি নিয়ে কথা বলিনি—না বলাটাই স্বাভাবিক—ঠিক এখানকার মতো। অতিরিক্ত শাসনতান্ত্রিক ভাব আমাদের মতো তাদেরও উৎপীড়িত করে তুলেছে। এখন রুশীয় রাজপুরুষদের ব্যবহার অত্যন্ত অনমনীয় কিন্তু আমার মনে হয় না শেষ পর্যন্ত এটা খৃষ্টধর্মের ধর্মান্ধতা অপেক্ষা চিরস্থায়ী বলতে চাইছি, পৃথিবীতে এরকম অবস্থা আহত হয়েছে। এখন আপনি যদি বলেন যে এটা এতটা অনমনীয় যাতে সমাজ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে অথবা 'অন্ধকার যুগে'র মতো সাময়িকভাবে ধ্বংস হতে পারে—আমি অস্বীকার করবো না। খুব সহজেই তা হতে পারে। কিন্তু, সমাজকে যদি টিঁকে থাকতে হয়, যদি আমরা চিরন্তন অন্ধকারে যুগীয় অবস্থা—রাশিয়ায় বর্তমানে যা আছে—এবং পশ্চিম সমাজেও তা ঘটতে পারে—ফিরে না যেতে চাই তাহলে আমাদের আদর্শে কিছুটা পরিবর্তন ও নমনীয়তা আনা প্রয়োজন—শুধুমাত্র উৎপাদন না বাড়িয়ে আরও অনেক কথা ভাবতে হবে। উৎপাদনের সর্পিল গতি শুধুমাত্র উৎপাদন বাড়িয়ে যেতে পারে না—কোন না কোন দিন স্ফীতির সর্পিলতার মতো অথবা তদপেক্ষা বিপদজনক হয়ে উঠবে।

ব্র্যাগুন—রুশীয়দের সঙ্গে অধিবেশনের পরে কি আপনার এই ধারণা হয়েছে যে সামাজিক শক্তি এতটা দৃঢ় হতে পারে যা এই মতবাদকে সংযত করতে পারবে?

ওয়েনার—কিছুটা পারবে: আমি বলবো তা কিয়ৎপরিমাণে শুরু হয়েছে। যেমন, এখানে আমি একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার বলছি যা খুব গভীর নয় কিন্তু কৌতুহলোদ্দীপক। 'সিবারনেটিকস' এর সম্পূর্ণ ধারণাটাই মার্কস-বাদ বিরোধী বলে নিন্দিত হয়েছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণভাবে নিন্দিত। প্রথমে বলা হয়েছিল এটা বেনামী-বিজ্ঞান, ওরা আমাকে ধনতান্ত্রিক যুদ্ধাভিলাষীদের ক্রীতদাস আখ্যা দিয়েছিল—শুধু তাই নয়—ধনতান্ত্রিক যুদ্ধাভিলাষীদের সিগার-পানরত ক্রীতদাস—যা রাশিয়ায় বিশেষ অপমানসূচক......পাঁচ, ছয় বৎসর আগে ভারতবর্ষে কয়েকজন রুশীয়'র সঙ্গে দেখা হয়েছিল এবং আমি ওদের বললাম:

আমার সঙ্গে কথা বলতে খুব সাবধান—আমি ভীষণ লোক প্রাভদা বলেছে, আমি শুধুমাত্র "ধনতান্ত্রিক যুদ্ধাভিলাষীদের ক্রীতদাস" নই—"সিজার পানকারী ক্রীতদাস," একটা সিজার নিন্? (উভয়ের হাস্য) এখন দু'বৎসর আগে রাশিয়ার মতি পরিবর্তিত হয়েছে। রাশিয়ান একাডেমী বলেছে যে, সিবার-নেটিকস্ প্রকৃত বিজ্ঞান—বেনামী-বিজ্ঞান নয় এবং তারা এ বিষয় নিয়ে অনেকটা অগ্রসর হয়েছে। দেখলাম, ভারতবর্ষে যাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল তারই একজন সোভিয়েট রিপাবলিকে একটি দায়িত্বপূর্ণ 'সিবার নেকটিক' প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার হয়েছে। সে সেদিন এখানে ছিল এবং আমাদের রাশিয়ায় এক বৎসর অথবা তেমনি সময়ের মধ্যে ওখানে ভ্রমণ-বক্তৃতা দেবার সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে। এটা প্রয়োজনীয় কথা নয়। দরকারী কথা হচ্ছে যে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি 'সিবার নেকটিকে'র এবং আমার বিরুদ্ধে পুরাতন মতবাদে অনেকাংশে ভেঙে গেছে এবং অন্ততঃ কয়েকজন বৈজ্ঞানিক আরো অনেকটা গ্রহণযোগ্য মনোভাব নিয়ে আছেন।

বেশ, যে ভাবেই হোক……এখন হয়তো আপনি বলুবেন তারা খাটি অর্থনৈতিক কারণে এটা গ্রহণ করেছে কিন্তু আমি শুনেছি অনেক বৈজ্ঞানিক আমার বই যা রাশিয়াতে প্রকাশিত হয়েছে এমন কি 'দি হিউমান ইউজ অব হিউমান বিয়িংস' ও পড়েছে—যদিও ভূমিকাতে নির্দেশিত আছে যে আদর্শগত ভাবে আমি নির্ভরযোগ্য নই—এবং কয়েকটি চমৎকার অংশ কেটে দেওয়া হয়েছে—কিন্তু সবগুলি নয়—কয়েকটি চমৎকার তীক্ষ্ণ অংশও আছে—ওখানকার উদারচেতা বৈজ্ঞানিক দলের মধ্যে এটা জিগির ধ্বনির মতো হয়ে উঠেছে। কয়েকটি জায়গা থেকে আমি এই কথাই শুনেছি। প্রকৃতপক্ষে একটি সোভিয়েট পত্রিকায় প্রবন্ধ বেরিয়েছে যেখানে গ্রন্থকার নূতন 'সিবারনেটিকস' প্রতিষ্ঠান নিয়ে বলেছেন 'সিবারনেটিকস' অবহেলা আইনতঃ দণ্ডনীয় অপরাধ এবং রাশিয়ার প্রগতির পক্ষে ক্ষতিকর। যে কথা আমি জোর দিয়ে বলতে চাইছি তা এই যে সাম্যবাদী কাঠামোর বাইরের বই-ও এখন রাশিয়াতে পড়তে দেওয়া হয়—যদিও তার ওপরে 'বিপজ্জনক' এই ছাপ মারা থাকে যেভাবে রক্ষণশীলরা সূচীপত্র গড়ে সেইভাবে এটা পড়া হয়—কিন্তু তবুও তো তারা পড়ে।

ব্র্যাণ্ডন—মনোভাব পরিবর্তনের কি কারণ ওরা দেখিয়েছে?

ওয়েনার—শুধুমাত্র এই যে, বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায় দিন দিন উন্নতি করছে—বৈজ্ঞানিকরা দিন দিন প্রয়োজনীয় হচ্ছে। যেমন অর্থনৈতিক ও সামাজিক

তেমনি বৈজ্ঞানিক ভাবেও—এবং তাদের মধ্যে মতামত গড়ে উঠেছে—হয়তো কর্মক্ষেত্রে তা রাজকর্মচারী দ্বারা পরিচালিত কিন্তু তাতে নিজস্ব মতামতের চিহ্ন ফুটে উঠছে। আমার মনে হয় লোকে কাঠামোতে অনমনীয়ভাবে বাঁধা উপায়ে ভাবে না যদিও সীজারের সামনে ধূপ পোড়াতে হয়।

ব্র্যাগুন—কথা বলতে বলতে একটু আগে আমার মনে হলো যখন আমরা দাবার যন্ত্র এবং আর সব নিয়ে কথা বলছিলাম, অদূর ভবিষ্যতে কি—কতগুলি ঘটনা দিয়ে দিলে যন্ত্র স্থির করতে পারবে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে কে জিতবে?

ওয়েনার—যদি কর্মসূচী নিয়ন্ত্রণের লোকে যথেষ্ট পরিমাণ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হয় যুদ্ধ জয় বলতে তারা কি বোঝে—তার অর্থ, যদি আপনি যন্ত্রে যুদ্ধে জয় অর্থ যা বোঝা যায়—সবই না ঢুকিয়ে দেন—তাহলে হয়তো আপনি দেখবেন যে জয় অর্থে ধ্বংস।

ব্র্যাগুন—এখন আমরা বলি যে দুদিকের যন্ত্র 'ভীতির ভারসাম্য' সৃষ্টি করেছে। আমি বলছি এটা কি কিছুটা পরিমাপ করা সম্ভব।

ওয়েনার—কোন রকমেই সহজ নয় এবং এটাই কারণ। সেদিন একটি ফরাসী সেনাপতির লেখা প্রবন্ধ পড়ছিলাম—তিনি লিখেছেন ভীতির ভারসাম্য হিসেবে আমরা আণবিক যুদ্ধে অনেকটা এগিয়ে গেছি। অর্থাৎ আমরা এমন একটা অবস্থায় প্রায় পৌঁছেছি, যেখানে এক পক্ষ অপরকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করতে পারে। এই অবস্থায় বোমা দ্বিগুণ করলেই ভয়ও দ্বিগুণিত হয় না। এক কথায় আমরা এমন অবস্থায় এসেছি যখন কোন ব্যাপার শুরু হলে দুপক্ষই শেষ হয়ে যাবে এবং এই অবস্থায় ভীতির ভারসাম্য—যদি আপনি একটা লাইনায় কতগুলি শহর ধ্বংস করেছে তাই হিসেব করে যান—অর্থহীন।

এ অর্থ এই যে ভীতির ভারসাম্য বোঝাতে হলে আমাদের কাছে যা মূল্যবান তারই ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে এবং বোমায় কতগুলি লোকের মৃত্যু হলো তার কোন দাম নেই। দামী কথা হচ্ছে এতে সভ্যতার ধারাবহিক প্রবাহ কতটা অসম্ভব হয়ে উঠবে। আমার মনে হয় আমরা সমস্ত সংঘর্ষ লৌকিক-আতিশয্যে কঠোর সংযম দ্বারা ভাবতে অভ্যস্ত যা আমাদের খেলামাত্র। এখানে আমি একটা খুব মজার ব্যাপার বলতে পারি। সে সম্পর্কে উদাহরণও দিতে পারি। আপনি জানেন যে কোরিয়ায় এবং অন্যান্য স্থানে যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করা হয়েছিল যাতে পৃথিবী চমকিত হয়ে উঠেছিল। যারা জাপানী খেলা বোঝে তাদের দ্বারা তা প্রত্যাশিত ছিল। জাপানী দাবার ঘুঁটিগুলি

আমাদের মতো নয়—তা কীলকাকার এবং তাতে চরিত্র খোদাই করা, আপনি যখন কোন লোককে নিলেন—সম্ভবপর দান হচ্ছে সেই লোকটিকে নিজের বলে মনে করা বোর্ডে সাজিয়ে দেওয়া। শুধুমাত্র যুদ্ধবন্দী নয় যে এ ধরনের খেলা খেলে তাকেই এভাবে বোঝা যেতে পারে, খেলা থেকে বের করে দেওয়া যেতে পারে। এই ব্যাপারটা আগেই ভেবে নেওয়া যেতে পারতো। অথবা, চীনা এবং জাপানী পো······সেখানে নিয়ম ঘুঁটি তুলে নেওয়া নয় ঘিরে ধরা। এটা চীনাদের চিরাচরিত সামরিক নিয়মের সঙ্গে নিকট সূত্রে জড়িত। যে কোন পুরাতন ইয়রোপীয় পুস্তক অপেক্ষা তাদের সামরিক শিক্ষা ও কৌশলের পুস্তক এবং কৌশল ও সমর-নীতি এই সব ব্যাপারের ওপর নির্ভরশীল—ঘুঁটি তুলে নেওয়া নয়—ঘিরে ধরে আত্মসর্পণ করতে বাধ্য করা। আমার মনে হয় এখন এদিকে খেয়াল করার সময় হয়েছে যখন যুদ্ধ এতটা সীমায়িত ছিল যে কেউ তা থেকে সুযোগ পেতে পারতো তখনই 'বিজয় লাভ' কথাটি ছিল। আমার মনে হয় গত যুদ্ধ ছিলো ফ্রাঙ্কো-এশিয়ান যুদ্ধ :—গত মহাযুদ্ধ। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সীমায়িত স্থানের জন্য তা রীতিমতো সম্ভব ছিল। সমগ্র জাতির যুদ্ধ সম্ভবপর ছিল না—যদিও নেপোলিয়নের সময়ে তাই মনে হয়েছিল। ফ্রাঙ্কো-এশিয়ান যুদ্ধই শেষত মযুদ্ধ যাতে এরকম সম্ভাবনা আর···প্রথম মহাযুদ্ধ দেখিয়ে দেয় যে জুয়ার আড্ডাধারীর সংখ্যা খুব বেশী এবং বর্তমানে শতকরা এটা খুব বেশী যার অর্থ বিশ্ব-ধ্বংস। এটা অনেকটা রিভলভার নিয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধ অথবা গ্যাসপূর্ণ সেলারের মতো। প্রতিপক্ষকে হত্যা করা খুবই সহজ—কিন্তু সেলারের ছাদটাও উড়ে যাবে।

# জন. এফ. কেনেডি

## বিতর্কের ঝড়ে জন্ম

ওয়াশিংটনের মধ্যস্থলে অবস্থিত সুরুচিসম্মত সুরক্ষিত বনেদীপাড়া জর্জটাউনে সিনেট সদস্য কেনেডির প্রাচীন চমৎকার অট্টালিকায় বসে কমলালেবুর রস ও ডিমের পোচের ফাঁকে ফাঁকে আমরা কথাবার্তা বলেছিলাম। সারাদিনে বোধ হয় এই সময়টাই ওঁর একমাত্র অবসর মুহূর্ত। কারণ, মনোনয়ন প্রতিনিধি সম্মেলনের দু সপ্তাহ আগে তাঁর শকটকে ভরবেগ দেবার প্রয়াসে তিনি তীব্র জ্বরাক্রান্তদের মতো ছট্‌ফট্‌ করছিলেন।

নির্দিষ্ট সময়ের অপেক্ষা পাঁচ মিনিট দেরীতে প্রবেশের জন্য সিনেটার ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। তাঁর ব্যক্তিগত উড়োজাহাজ ইঞ্জিন খারাপ হওয়ার দরুন ভোর তিনটেয় ওয়াশিংটনে পৌঁচেছে। কিন্তু, এখন এই সকাল ৮-৪৫-এ তিনি একদম প্রস্তুত—আর একটি উন্মত্ত দিনে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্‌গ্রীব।

ঢাকা বারান্দায় টেবিল পাতা হয়েছিল। সিনেটার যখন দেখলেন যে সেখানে আমার টেপ-রেকর্ডার চালাবার মত বৈদ্যুতিক সংযোগ নেই তখন তিনি নিগ্রো পরিচারককে ঘরের মধ্যে প্রাতরাশ দিতে বললেন। আমরা সময় নষ্ট না করে বোঁদের আঁকা উজ্জ্বল নির্মল নীল আকাশের নীচে নরম, আরামপ্রদ সাটিন কাপড়ের ঢাকা সমন্বিত চেয়ারে বসে পড়লাম। এক অপরূপ, শান্ত, স্বর্গীয় দীপ্তি বাড়িটাকে ঘিরে আছে। দেওয়ালে সাদা ও হলদে রং-ই বেশি, মাঝে মাঝে লালের ছাপ। বর্ণসমাবেশ অত্যন্ত সুষমামণ্ডিত। বইয়ের তাক ও বিভিন্ন আকারের ছোট টেবিলের উপরিস্থিত আর্টের বই মিসেস কেনেডির রুচির ছাপ বহন করছে।

পানীয়তে এক চুমুক দিয়েই সিনেটার আমাকে সময় নষ্ট না করে আরম্ভ করবার ইঙ্গিত দিলেন। প্রশ্নে কোন দ্বিধাবিহ্বলতা, চেপে রাখবার চেষ্টা, চীৎকার, চেঁচামেচি বা স্নায়ুপীড়া নেই। ইনি এমন একজন রাজনীতিবিদ্‌ যিনি নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন এবং আনন্দের সঙ্গেই তা সম্পাদন করেন। তাঁর বক্তব্যে ভাবাবেগ, উত্তেজনা অথবা ক্রোধের প্রকাশ নেই। কোন প্রশ্ন ওঁর

স্পর্শকতায় স্নায়ুতে আঘাত করলে মুখে কুঞ্চন রেখা বা দৃষ্টিতে আভাস দেখা দেয় না। তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত, সুশৃঙ্খল মন দৃষ্টিগোচর সমস্ত সমস্যা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করে দেখেছে এবং সেজন্যই তাঁর উত্তর অতো সংক্ষিপ্ত ও সতেজ, একঘেয়ে নিরুত্তাপ কণ্ঠস্বর সত্বেও বোঝা যাচ্ছিল যে, সমকালীন নানা সমস্যা নিয়ে তিনি গভীরভাবে চিন্তিত। যদিও ওঁর ভাবভঙ্গী অত্যন্ত অনাসক্ত ও অসংলগ্ন তবুও তা সুগম্ভীর, সুনিশ্চিত বিশ্বাস উদ্রেক করে কিন্তু বিচার করা কঠিন যে এই বক্তব্য তাঁর বিবেকের মূলদেশে কতটা গভীরভাবে প্রোথিত হয়ে আছে।

আমি 'জ্যাক' কেনেডিকে বেশ কয়েক বৎসর হলো জানি কিন্তু, তবুও যেন এখনও ওঁকে আমি চিনি না। আশ্চর্যের কথা এই যে, যাঁরা ওঁকে আজীবন জানেন, যাঁরা ওঁর স্কুলে সহপাঠী তাঁদের অনুভূতিও ঠিক এই, তিনি এতো আত্ম-সমাহিত, এতো নিরাসক্ত যে তাঁর মনে কি আছে কোন অন্তর্নিহিত শক্তি তাঁকে চালিত করছে তা বোঝা কঠিন।

আমার মতে জ্যাক কেনেডি চঞ্চলমতি বালক এবং ইতিহাস ও রাজনীতির একাগ্রচিত্ত ছাত্রের অদ্ভুত সংমিশ্রণ। ওঁর অভিজাত অবহেলার পেছনে লুক্কায়িত জলন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষার স্বরূপটি প্রথমে আমি ধরতে পারি নি। কিন্তু ১৯৫৬ সালে গণতান্ত্রিক সম্মেলনের একমাস মাত্র আগে তিনি যখন ভাইস প্রেসিডেণ্ট পদ-প্রার্থী হবার প্রয়াস সম্বন্ধে আমার অভিমত জিজ্ঞাসা করলেন তখনই উপলব্ধি করলাম তাঁর উচ্চাশা কতটা উর্ধ্বগামী। কিন্তু, আমি কখনও সন্দেহ করিনি যে, প্রেসিডেণ্ট পদের জন্য চেষ্টা করবার ক্ষমতা তাঁর আছে। তিনি যুগধর্মী। আধুনিক জনমন চালিত করবার সহজাত দক্ষতা তাঁর আছে। নিজের দুর্বলতা সম্বন্ধেও তিনি সচেতন এবং তিনি তা গোপন করবার চেষ্টা করেন না—মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মোকাবেলা করেন।

সরলতা ও বুদ্ধিদীপ্ত কৌতূহল বোধ হয় তাঁর চরিত্রের সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক গুণ। হয়তো এইজন্যই বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় তাঁর জন্য কাজ করতে এতটা উৎসুক। তাদের কাছে তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে এক নূতন সৃষ্ট ব্যক্তি, এক নূতন টাইপের উদারনীতিবাদী, ক্রমবর্ধমান সুপ্তশক্তি। প্রকৃতপক্ষে তিনি বাস্তববাদী—রুক্ষ ও দৃঢ়চিত্ত বাস্তববাদী এবং উপযোগধর্মী মানবতাবাদী। হয়তো তাঁর মনে উত্তাপের অভাব আছে, হয়তো তিনি অতন্ত নিস্পৃহ ও হিসেবী কিন্তু যারা তাঁর জন্য খাটতে উৎসুক তাদের ধারণা অন্ততঃ আশা এই যে, তাঁর কথায় ও কাজে মিল থাকবে। ওরা তাঁকে এমন একটি কর্মী ভাবে যিনি শুধুমাত্র নিজের

চারিদিকে বুদ্ধিজীবীদের সংগ্রহ ও জমায়েত করতে জানেন না—যিনি সেই প্রতিভা দিয়ে কার্যকরী রাজনৈতিক যন্ত্র সৃষ্টি করতে জানেন।

যেমনি অকস্মাৎ ও অসতর্কভাবে আমাদের সাক্ষাৎকার শুরু হয়েছিল ঠিক তেমনিভাবেই তা শেষ হলো। 'হিলে' একটা জরুরী সভা ছিল তিনি দ্রুত-পদক্ষেপে গাড়িতে উঠে চলে গেলেন। টেপ রেকর্ডার বন্ধ করে উঠতে উঠতে আমার চোখে পড়ে আমার প্রাতরাশের ট্রে প্রায় খালি কিন্তু উনি ডিম, বেকন, টোস্ট স্পর্শই করেন নি।

১৯৬০ সাল—জুন।

ব্র্যাগুন। প্রেসিডেন্টের পদের জন্য চেষ্টা করবার কথা সর্বপ্রথমে কখন আপনার মনে এলো?

কেনেডি—১৯৫৬ সালে গণতান্ত্রিক সম্মেলনে ভাইস প্রেসিডেন্টের পদের জন্য চেষ্টা করবার পরেই আমার এ কথা মনে হয়েছে। ১৯৫৬ সালের সংগঠনে ও ব্যাপক প্রচারকার্যে শুধুমাত্র ম্যাসচুয়েটসের নয় জাতীয় নায়করূপেই আমি কাজ করেছিলাম। তারপরে গভর্ণর ষ্টিভেনসন ১৯৫৬ সালে পরাজিত হবার পরে ১৯৫৭ সালের গোড়ার দিকে এই আশা মনে মনে পোষণ করতে থাকি।

ব্র্যাগুন—আপনার কি মনে হলো যে পথ পরিষ্কার অথবা কোন বাধ্য-বাধকতার জন্য।

কেনেডি—বোধ হয় দুটি কারণই ছিল। প্রথমত একদিক থেকে দেখতে গেলে মাঠ ফাঁকা—কাজেই সুযোগ রয়েছে—তাছাড়া এমন ইঙ্গিত পাচ্ছিলাম যে আমার নাম অপরাপর প্রার্থীদের সঙ্গে সমভাবে উচ্চারিত হচ্ছে। এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কথা অবশ্য এই যে প্রকৃতপক্ষে প্রেসিডেন্টের পদই কর্ম-কেন্দ্র। আজ প্রায় চৌদ্দ বৎসর আমি কংগ্রেসে আছি এবং যদিও আইনত আমরা সবাই সমান ও সরকারের বিভিন্ন শাখামাত্র কিন্তু ঘটনার চাপ ও পরিবর্তনশীল পারিপার্শ্বিক প্রেসিডেন্টকে প্রভাবশালী করে তুলেছে। এর প্রয়োজন আছে—বিশেষত বৈদেশিক রাজনীতিক্ষেত্রে। তাই আমি চৌদ্দ বৎসর আগে কংগ্রেসে কিংবা আট বৎসর পূর্বে সিনেটে ঢোকবার জন্য যেমন চেষ্টা করেছিলাম এখন এই প্রেসিডেন্ট পদের জন্যেও তাই করেছি। আমেরিকা কোন পথে যাচ্ছে, কোন অংশ অভিনয় করছে, কি কি দায়িত্ব নিয়েছে—এ সম্বন্ধে আমি উৎসুক ছিলাম—এবং প্রেসিডেন্টের পদই হচ্ছে কর্মের কেন্দ্রস্থল।

ব্র্যাওন—আপনার মতে প্রেসিডেণ্ট হতে হলে কি কি মৌলিক গুণ থাকা প্রয়োজন—এবং নিজের কি কি গুণ আছে বলে মনে করেন।

কেনেডি—আমার মতে তাঁর চরিত্র, বিচারশক্তি, বুদ্ধিপ্রধান কৌতূহল, ইতিহাসের জ্ঞান ও দূরদৃষ্টি থাকা অত্যাবশ্যক। আর, অন্যান্য গুণ থাকলে সুবিধে হয় কিন্তু আমি বলবো যে কোন সার্থক প্রেসিডেণ্টের এই গুণগুলি থাকতেই হবে।

ব্র্যাওন—লোকের মতে আপনার বিপক্ষে দুটি কথা—আপনার বয়স কম ও আপনি ক্যাথলিকধর্মী।

কেনেডি—হ্যাঁ। এই দুটো ব্যাপারকেই খরচের খাতায় লেখা হয়ে থাকে। কিন্তু এটি খুব বেশিমাত্রায় ক্ষতিজনক নয়। অল্প বয়স—আমি এমন এক সময়ে রাজনীতিক্ষেত্রে এসেছি যখন নেতৃত্ব ছিল বৃদ্ধের। প্রেসিডেণ্ট বৃদ্ধ—ভগ্নস্বাস্থ্য। নেতৃত্ব অসার্থক। এবং সেইজন্যই ইতিহাসের একটি নূতন পাতা ওল্টাবার—নূতনতর নেতৃত্বে শুরু করবার ইচ্ছা জেগেছিল—যা সজীব ও বলিষ্ঠ, আমার মনে হয়, এ হিসেবে 'যৌবন' প্রকৃতপক্ষে মূল্যবান—যদিও তার খারাপ দিকটাও আছে।

আমার ধর্মমতও প্রবল রাজনৈতিক উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল এবং আমাকে বিতর্কমূলক নায়কে—সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে প্রকৃতপক্ষে বিতর্কেই আমার জন্ম। কিন্তু ৫৭, ৫৮, ৫৯ সালের পরিপ্রেক্ষিত দিকে তাকিয়ে বলতে পারি যে এতে—অর্থাৎ যেভাবেই হোক বিতর্কমূলক চরিত্র হওয়াতে লাভই হয়েছে।

ব্র্যাওন—এর জন্যই সারা দেশে আপনার নাম প্রচারিত হয়ে যায়—

কেনেডি—ঠিকই। যেভাবে ঘটনাটা দাঁড়িয়েছে তাতে তাই মনে হয় বটে। আমার মতে মনোনয়নের আশা যথেষ্ট ছিল—ধর্মমত ও যৌবন সত্ত্বেও তাই আমি বলতে পারি না যে রাজনীতি-ক্ষেত্রে এরা অনতিক্রমণীয় বাধা।

ব্র্যাওন—পশ্চিম ভার্জিনিয়া—যেখানে মাত্র শতকরা পাঁচভাগ ক্যাথলিক—সেখান থেকে আপনার জয়লাভের পরও কি আপনার মনে হয় যে আমেরিকার রাজনীতিতে ধর্ম একটি প্রধান বিচার্য বিষয়।

কেনেডি—হ্যাঁ, তাই বটে। কিন্তু আগের চেয়ে প্রাধান্য অনেক কমে গেছে। কিছুদিন মনে হয়েছিল এটাই যেন একমাত্র বিচার্য বিষয় এবং তা খুবই খারাপ। এখন এটা অনেকগুলি বিষয়ের মধ্যে একটি—তবুও বিচার্য বিষয় তো বটে। ধর্ম-স্বাধীনতার জন্য সমুদয় যুদ্ধ, ধর্মবিপ্লবের জন্য ত্রুটিহীন একাগ্র চেষ্টা,

যুক্তপ্রদেশের অবিকৃত চরিত্র—এসব কিছুই ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী প্রেসিডেণ্টের সম্ভাবনাতে অনেক আমেরিকাবাসীকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। তবে অধিকাংশই কতগুলি প্রশ্নের উত্তর চেয়েছিলেন এবং যুক্তিসম্মত উত্তর পেয়ে যাবার পরে তাঁরা যুক্তপ্রদেশের অন্যান্য প্রয়োজনীয় সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে থাকেন। কয়েকজন কখনই কোন কথা শুনবেন না…

ব্র্যাগুন—প্রোটেষ্টাণ্ট ভোটদাতাদের বিরুদ্ধতার কথাই প্রায় শুনে থাকি, কিন্তু আপনার কি মনে হয় ক্যাথলিক পুরোহিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও বিরুদ্ধবাদী আছে?

কেনেডি—কয়েকজন। কিন্তু আমার এই বিশ্বাস যে রিপাবলিকানরাই তাদের রিপাবলিকান প্রার্থীকে সমর্থন করবে। ধর্মের ভিত্তিতে বিরোধিতা না পাবার সিদ্ধান্তের পাশাশাশি আর একটি কথা মনে রাখা উচিত যে, তাহলে আমার বিপরীতধর্মীরাও আমাকে ভোট দেবে না। কাজেই ক্যাথলিক পুরোহিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি বিরুদ্ধতা থেকে থাকে তাহলে আমার আশা যে তা রিপাবলিকান সভ্যদের মধ্যে সীমায়িত।

ব্র্যাগুন—অনেক ইঙ্গিত…যেমন…জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে বক্তব্যে অথবা 'রোমিও অবজার্ভেটরি'র কতকগুলি সম্পাদকীয় মন্তব্যে—যা, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আপনার নির্বাচন প্রর্থীদের কূট সমালোচনা।

কেনেডি—আমার বিশ্বাস যে তা ঠিক নয়। নির্বাচনে আমার দাঁড়ানোর কথা ওদের মনেই ছিল না। তা ভালোমন্দ দুই-ই হতে পারে—কিন্তু আমার মনে হয় ১৯৬০ সালের মনোনয়নের সময় অপেক্ষা তাদের দৃষ্টি ছিল অনেক সুদূরপ্রসারী। কাজেই তারা হয়তো তাদের মন্তব্যে আমার নির্বাচনে কি ইঙ্গিত করে আসছিল সে সম্বন্ধে কোন চিন্তাই করে নি—এবং আমার মতে তাতে ভালোই হয়েছে। যদি পুরোহিত সম্প্রদায় আমার নির্বাচন সম্পর্কে বক্তৃতা করতে থাকে তাহলে ক্যাথলিক রাজনৈতিক এবং ক্যাথলিক চার্চের মধ্যে অন্যায়, অবিবেচনাসূচক সম্পর্ক আছে বলে যে অভিযোগ আছে তা প্রমাণিত হবে। আমার বক্তব্য হচ্ছে যে তা নেই এবং এই সকল মন্তব্য থেকে তাই প্রমাণিত হয়—যা আমার নির্বাচনের পক্ষে খুব বেশী মাত্রায় ক্ষতিজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে—এবং এতে এই বোঝাত যে, এটা গোপনীয় চক্রান্ত নয়।

ব্র্যাগুন—শুনেছি যে, ক্যাথলিক চার্চের ক্যাথলিক প্রেসিডেণ্ট অপছন্দ করবার একটি কারণ হচ্ছে যে, যুক্তরাজ্য সেই স্বল্পতম দেশের অন্যতম, হয়তো শেষ

দেশ—যেখানে গীর্জা এখনও নূতন সভ্য সংগ্রহ করতে পারে—যেখানে এখনও মিশনারীদের প্রশস্ত কর্মক্ষেত্র আছে। হিসেব করে দেখা যায় গত কয়েক বৎসরের মধ্যে ক্যাথলিকরা যথেষ্ট লাভবান হয়েছে এবং বৃহত্তর লাভের আশা আছে—কিন্তু ক্যাথলিক প্রেসিডেণ্ট থাকলে হয়তো তা অতটা সহজ হবে না।

কেনেডি—জানি না, কাদের এই রকম অভিমত—কিন্তু আমার তা মত নয়—এবং আমি ভাবি না যে যুক্তরাজ্যের চার্চের নীতি পরিচালনায় অসুবিধে হতে পারে ভেবে ক্যাথলিকদের রাজনীতিক্ষেত্র থেকে সরে থাকা বিজ্ঞোচিত, যুক্তরাজ্যের পুরোহিত সম্প্রদায়ের অনেকে এই কথা সত্য সত্যই ভাবে বলে আমার মনে হয় না—এবং যদি তা হয়েও থাকে তাতে আমি সায় দিতে পারব না। আমি বিশ্বাসই করতে পারি না যে, প্রেসিডেণ্টের ধর্মমতানুসারে আমেরিকাবাসীরা নিজেদের গীর্জা ঠিক করবে এবং যদি তা তারা করে তবে ধর্মান্তরের ভিত্তি সুদৃঢ় নয়। জানি না প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের ধর্মমত কি—তিনি কি—প্রেসবিটারিয়ান?

ব্র্যাণ্ডন—হ্যাঁ।

কেনেডি—আমি নিশ্চিত জানি না, তিনি কতজনকে ধর্মান্তরিত করেছেন। অথবা, প্রেসবিটারিয়ান চার্চে প্রবেশের পক্ষে বাধা সৃষ্টি করেছেন।

ব্র্যাণ্ডন—মানে, তারা সবাই ঠিক একই রকম ধর্মান্তর 'ব্যবসায়' লিপ্ত নয়? তাই নয় কি? (হাস্য)

কেনেডি—এরা সকলেই নিজেদের বার্তা প্রচার করতে চায়। তারা তাই করুক।

ব্রাণ্ডন—আচ্ছা, প্রেসিডেণ্ট হিসেবে আপনার যদি সেই ধর্মমতের বিরোধিতা করতে হয় তাহলে কি চার্চের পক্ষে অসুবিধে সৃষ্টি করবেন না?

কেনেডি—কি নীতি?

ব্র্যাণ্ডন—যেমন ধরুন না কেন পোপের মুখপাত্র। রোমিও অবজার্ভেটরি। যা বলেছে, যদিও গীর্জার সভ্যরা 'যথেষ্ট স্বাধীনতা' পেয়ে থাকেন কিন্তু তাঁরা যেন এ কথা না ভুলে যান যে বিশ্বাসী ও নাগরিকের মধ্যে কোন ফাটল থাকতে দেওয়া উচিত নয়।

কেনেডি—আমার মনে হয় যুক্তরাজ্যের ক্যাথলিক চার্চের অবস্থা শাসননীতির কাঠামো অনুযায়ী ঠিক-ই আছে—কারণ, গীর্জা ও শাসনতন্ত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমি প্রবল ভাবে এই মতবাদ সমর্থন করি। আপনার প্রশ্নের ইঙ্গিত যদি

ধরতে যাই তবে যুক্তরাজ্যের সিনেটার হওয়াই আমার উচিত নয় কারণ প্রেসিডেণ্ট হিসেবে আমি সেই শপথই গ্রহণ করেছি।

ব্র্যাগুন—যেমন, জন্ম-নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে……

কেনেডি। তাই কি?

ব্র্যাগুন—আমি বলতে চাই যদি চার্চ বলে, এই আমাদের অবস্থা এবং আপনি প্রতিবাদ করেন আপনার কি মনে হয় না তাতে তাদের অসুবিধে সৃষ্টি হবে।

কেনেডি—আনুগত্যের শপথানুযায়ী রাজকর্মচারী শাসনতন্ত্র রক্ষা করতে বাধ্য —আইনানুসারে যে শপথ বা স্বীকৃতি সে নিয়েছে, ঈশ্বরের কাছে শপথ করেছে। সেই শপথ ভাঙা অত্যন্ত গর্হিত অপরাধ। গীর্জা ও রাজ্যের পৃথকীকরণ প্রেসিডেণ্টের পক্ষে শাসনতন্ত্র রক্ষার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের এবং যে ভাবে যুক্তরাজ্য রক্ষা পেতে পারে তার পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে—

আমার মতে এখানে কোন বিরোধ নেই। যদি থাকতো তাহলে আপনারা নিশ্চয়ই বলতে পারতেন যে, আমার ধর্মাবলম্বীরা শপথ নিতে পারে না। ক্যাথলিক বিচারকরা প্রত্যহ বিবাহবিচ্ছেদের পক্ষে রায় দিচ্ছেন যদিও তাঁরা নিজেরা বিবাহবিচ্ছেদে বিশ্বাসী নন। আপনাকে আপনার ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও জনগণের কর্মচারী হিসেবে সাধারণ দায়িত্বের মধ্যে তফাৎ করতে হবে। আমি এভাবে তফাৎ করে নিতে একটুও অসুবিধে বোধ করি না।

আমার মনে হয় এই কথাটা নিয়ে বেশি মাথা ঘামানো হয়েছে। যদি আপনি এই মত গ্রহণ করেন যে, প্রেসিডেণ্ট তাঁর ধর্মের বাধার জন্য শাসনতান্ত্রিক শপথ গ্রহণ করতে পারেন না তাহলে আপনাকে বলতে হবে যে, সিনেট সদস্য অথবা প্রতিনিধিরাও তাঁদের কর্তব্য সমাপনে অক্ষম। মূলনীতি একই, এখানে আমরা পূর্ণ সার্থকতায় এই নীতি অনুযায়ী কাজ করেছি। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি সুপ্রীম কোর্টের দুজন প্রধান বিচারক ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী। মোটের উপর যা সীজারের প্রাপ্য তার মধ্যে তফাৎ করতে আমাদের কোন অসুবিধে হয় নি।

ব্র্যাগুন—দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন রাজনৈতিকরা রাজনীতির সুষ্ঠু প্রকাশ এবং দলগত রাজনীতির উগ্র চালনার উভয় সঙ্কটে পড়ে মুশকিলে পড়ে যান, আপনি রাজনীতি ক্ষেত্রে কি নীতি দ্বারা পরিচালিত হন।

কেনেডি—আমি বলবো সুষ্ঠু নীতির অভাবে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। আমার মনে হয় জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো রাজনীতি ক্ষেত্রেও অনেক

আত্ম-পরিচালক ব্যক্তি আছেন। সার্থক রাজনৈতিকরা খুব কমই বিধি লঙ্ঘন করেন।

ব্র্যাগুন—পিতা পুত্রের সম্পর্ক সম্বন্ধে প্রায়ই বলা হয় যে, হয় পুত্র হবে পিতার প্রতিদ্বন্দ্বী নয় তো সেই প্রতিমূর্তিরই একটুকরো কেটে খোদাই করা। পিতার সঙ্গে আপনার কি রকম সম্পর্ক ?

কেনেডি—আমি বলতে বাধ্য যে পিতা-পুত্রের সম্পর্ক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আপনার বর্ণিত পর্যায়ে পড়ে না। অনেক অমিল আছে। আমার ব্যাপারে বলতে পারি যে, বহু বৎসর থেকেই নীতির দিক দিয়ে মিল নেই। যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা সম্পর্কে প্রতিনিধি সভার সভ্য হিসেবে চৌদ্দ বৎসর যাবৎ আমার যা মত, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, সাংসারিক অনেক ব্যাপারেও তাঁর মত প্রায় সম্পূর্ণ পৃথক। কিন্তু, এখুনি ঠিক আলোচনার বিষয়বস্তু নয়। আমাদের মতের অমিল আছে আমি তাকে মতান্তরে নিতে চেষ্টা করি না এবং তিনিও তা করেন না— কাজেই এটা ব্যক্তিগত গণ্ডীর বাইরেই থাকে এবং আমাদের পরস্পরের সম্পর্ক সত্যই প্রীতিজনক।

ব্র্যাগুন—হয়তো তাঁর নিজের মতের সঙ্গে মিল হওয়ার চেয়ে পুত্রকে সম্ভবপর ভাবী প্রেসিডেন্টরূপে দেখার গর্বই তার নিকট বড়—কেমন তাই নয় কি ?

কেনেডি—না, তা মোটেই নয়। ব্যাপারটা এই যে, তিনি অনুভব করেন যে তাঁর পরিবার বিরাট—এবং তাদের উচিত নিজেদের জীবনযাত্রা নিজেরা নিয়ন্ত্রণ করা ও নিজেরাই সিদ্ধান্ত স্থির করা। তার নিজের রাজনৈতিক মতবাদ জোর করে সন্তানের ওপরে না চাপাবার গুরুদায়িত্ব তাঁর ওপরে ন্যস্ত। আমার মতে যখন পিতা-মাতারা তা চাপান না তখনই সার্থক ও দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে।

ব্র্যাগুন—যদি পিতার পথে না চলে থাকেন তবে কি অথবা কোন ঘটনা আপনাকে রাজনৈতিক চিন্তাধারায় প্রেরণা দেয়।

কেনেডি—অভিজ্ঞতা এবং আমার নিজের পর্যবেক্ষণ ও প্রত্যক্ষ বিষয়ের বাস্তব মূল্য-সম্পর্কিত বিচার। তা ছাড়া আমার মনে হয়, বহির্জগৎও আমাকে ও আমার বিচারশক্তিকে প্রভাবিত করেছে। কথা হচ্ছে যে, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী হয়তো সম্পূর্ণ পৃথক। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না যে সকলেই হয় পিতার মতের প্রতিধ্বনি অথবা বিপ্লবী। আমি আশা করি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের সম্পর্ক আমাদের মতো। ভিন্ন জগতে বাস করে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম সমস্যাপীড়িত

হয়ে এরা নিজেদের সিদ্ধান্ত নেয়—কিন্তু এদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক মধুরই থাকে।

ব্র্যাণ্ডন—সেদিন আর্থার মিলার আমাকে বলছিলেন যে, যদি কোন কঠিন আন্তর্জাতিক সঙ্কটজনক পরিস্থিতি যুক্তরাজ্যে উপস্থিত হয় তাহলে ম্যাকারথিজমের আবির্ভাব হবে। কারণ তাঁকে রক্ষণশীলরাই পরাজিত করেছেন—উদারনৈতিক বা বামপন্থী যাঁরা তাঁর মতবাদ সম্বন্ধে কিছু জানেন তাঁরা নন, আপনার কি এই মত।

কেনেডি—কথা হচ্ছে যে, কোন ঐতিহাহিক ঘটনা ঠিক সেই ভাবেই পুনরাবৃত্ত হয় না। আমার মনে হয়, ইউ-২ সঙ্কটকালের পরে গত কয়েক মাস 'তোষণ,' 'সাম্যবাদ সহনশীল' এই কথাগুলি খুব জোরের সঙ্গে বলা হচ্ছে। পেনিসিলভিনিয়ার সিনেট সদস্য স্কট জানিয়েছেন যে, আমাকে ও গভর্ণর ষ্টিভেনসনকে নিজেরা উপস্থিত হয়ে 'তোষণবাদী' অপবাদ মুক্ত হতে হবে—যেহেতু আমরা ইউ-২-এর বর্ষ শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনায় সম্মত হতে পারি নি। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, যুক্তরাজ্যে এমন অনেক লোক আছে, যারা রাজনৈতিক চাপে বিরক্ত হয়ে দেওয়াল থেকে খড়্গ টেনে নিয়ে পুরাতন রীতিতে ফিরে যেতে প্রস্তুত।

ব্র্যাণ্ডন—আপনি ম্যাকারথিজমের সময়ে যেমনি নিয়েছিলেন, ভবিষ্যতে কি তদপেক্ষা বলিষ্ঠতর স্থান অধিকার করবেন।

কেনেডি—ঐ রীতি আমার পছন্দ নয়—যদি এটাই আপনার প্রশ্নের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে—এবং কখনও করি নি।

ব্র্যাণ্ডন—চার্চিলের সূত্রানুযায়ী বৃটেনের বৈদেশিক নীতি তিনটি বৃত্তের ওপরে স্থাপিত—বৃটেনকে মাঝখানে রেখে এক, এ্যাংলো-আমেরিকান মৈত্রী, দ্বিতীয় ইয়োরোপ, তৃতীয় কমনওয়েলথ। আমার মনে হয়, এই মূলভিত্তি কিছুমাত্রায় অপ্রচলিত হয়ে গেছে। আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম, আপনার মতানুসারে জগতে বৃটেনের কি ভূমিকা।

কেনেডি—আমার মতে বৃত্ত তিনটি এখনও আছে। প্রকৃতপক্ষে এ্যাংলো-আমেরিকা মৈত্রী সত্য সত্যই দুই দেশের বৈদেশিক নীতির মূল ভিত্তি। কমনওয়েলথের বন্ধনও অত্যন্ত প্রকট। বর্তমানে মাথা ঘামানোর ব্যাপার অবশ্য তৃতীয় বৃত্ত—গ্রেটবৃটেন ও ইয়োরোপের সম্পর্কে। যুক্তরাজ্য, কমনওয়েলথ ও ইয়োরোপের শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য গ্রেটবৃটেনের গুরুত্ব কমে গেছে, কিন্তু তবুও সে এখনও এ তিনটি বৃত্তের মধ্যে সম্পর্কসূত্র।

ব্র্যাণ্ডন—আপনার কি মনে হয় বৃটেন কমন-মার্কেটে যোগ দেবে?

কেনেডি—বৃটেনের এই সিদ্ধান্তে আসা উচিত। গ্রেটবৃটেনের মতো জটিল সমস্যাসঙ্কুল দেশের বহির্বাণিজ্য সম্পর্কে কোন মন্তব্য করা বাইরের কারো শোভা পায় না। সে কি করবে, না করবে, সে বিষয়ে তার দেশের লোকরাই বিচার করতে সক্ষম। বোধ হয় বৃটিশরা এই সমগ্র উন্নতিমূলক ব্যাপারটার জন্য আরও বুদ্ধিজনোচিত ও বিজ্ঞতর নীতি নিতে পারতো—কিন্তু আমার পক্ষে এ সম্বন্ধে কোন উপদেশ দিতে যাওয়া ঠিক নয়।

ব্র্যাণ্ডন—আপনি কি ইয়োরোপে জাতি উর্ধ্বে অবস্থিত কোন কর্তৃত্ব দেখতে চান? অন্তত সেদিকে প্রবণতা?

কেনেডি—হ্যাঁ, চাই। আমরা ব্যবসায়ে উন্নতি করতে পারি—অন্যান্য ব্যাপারে উন্নতি করতে পারি। কিন্তু একটা সীমা আছে, যার বাইরে বিশেষত অদূর ভবিষ্যতে আমরা অগ্রসর হতে পারব না।

ব্র্যাণ্ডন—আজ, কাল যেদিনই হোক যুক্তরাজ্যের প্রচুর আণুবিক বোমা হবে, যাতে তার ইয়োরোপের ঘাঁটির ওপর নির্ভর করতে হবে না। আপনার কি মনে হয় তখন সে স্বাধীন নীতি গ্রহণ করবে।

কেনেডি—না। আমার মতে যুক্তরাজ্য ও ইয়োরোপের বন্ধন মৌলিক এবং সহযোগিতার প্রয়োজন থাকবেই—হয়তো দৃঢ়তররূপে। এমন অনেক স্থান আছে, যেখানে আমরা একই ভিত্তিতে যেতে পারি। ঘাঁটির প্রয়োজনেই আমরা গত পনের বৎসর যাবৎ ইয়োরোপের উন্নতির পুনরুজ্জীবনের জন্য সাহায্য করতে চেষ্টা করি নি। আমার মনে হয়, এক কর্ম উৎসাহপূর্ণ স্বাধীন ইয়োরোপ অর্থনীতিতে বিস্তৃত, অনুন্নত দেশগুলিকে যথোচিত সাহায্যদানকারী, পশ্চিমকে রক্ষায় যথার্থ ভূমিকা গ্রহণ—এই সব সাধারণ উদ্দেশ্যসাধন ঘাঁটির চেয়ে শ্রেষ্ঠতর।

ব্র্যাণ্ডন—আপনি কি বলতে চান অবস্থার এই উন্নতির পরেও 'নাটো' টিঁকে থাকবে?

কেনেডি—পশ্চিম ইয়োরোপকে আক্রমণের বিরুদ্ধে সামরিক প্রতিভূ হিসেবে, সামরিক সাহায্য একীভূত করা অর্থে 'নাটো' নিশ্চয়ই টিঁকে থাকবে এবং আমার আশা এই যে, আরও শক্তিশালীরূপে থাকবে যাতে পশ্চিম ইয়োরোপ ও যুক্তরাজ্যের উত্তম নূতনতর দায়িত্বের ক্ষেত্রে অধিকতর কার্যকরীরূপে মিলিত হতে

পারে। সাময়িকরূপে বদলাতে পারে কিন্তু মূলগত ঐক্য থাকবে—যা 'নাটো'র দ্বারা প্রকাশিত হবে।

ব্র্যাণ্ডন—মিলিটারী বলতে কি আপনি ইয়োরোপে অবস্থিত আমেরিকান সৈন্য বোঝাচ্ছেন?

কেনেডি—না, আমি ঘাঁটির কথা বোঝাতে চাইছি। ওখানে আমেরিকান সৈন্য রাখাই বিজ্ঞোচিত হবে—এমন কি যখন আমাদের বিমানঘাঁটির প্রয়োজন হবে না তখনও। এই সৈন্যদল ওখানে কেবলমাত্র বিমানঘাঁটি রক্ষা করবার জন্য নেই—পরন্তু 'নাটো'তে এবং পশ্চিম জার্মানী ও বার্লিনে যে কথা দিয়েছি, তা রক্ষার জামিনস্বরূপ রয়েছে। যতদিন পর্যন্ত বার্লিন এইরূপ প্রদাহের প্রকোপে আছে ঘাঁটির প্রয়োজন থাক না থাক সৈন্যদল ওখানে থাকবে।

ব্র্যাণ্ডন—দেখা যাচ্ছে যে, জার্মানী দশ বৎসর বিভক্ত থাকবে হয়তো আরও বেশি—তাহলে কি বার্লিনে ঐরকম অবস্থা রাখা সম্ভব হবে।

কেনেডি—আমার মনে হয় কেউ বলতে পারে না পরবর্তী দশ বৎসরের মধ্যে কি ঘটবে! আমি শুধু বলবো যুক্তরাষ্ট্র কিংবা ইয়োরোপ, কিংবা পশ্চিম জার্মানী বা বার্লিন পশ্চিম বার্লিনের স্বাধীনতায় বিন্দুমাত্র হস্তক্ষেপ দেখতে প্রস্তুত নয়। আমার মনে হয় সেটাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। জানি না, জার্মানী অথবা বার্লিনের কি অবস্থা হবে—জানি না, পরবর্তী দশ বৎসরে সোভিয়েট ইউনিয়ন কি নীতি অনুসারে চলবে—অন্তত মূলগত প্রতিজ্ঞাগুলি আমাদের স্মরণে থাকবে।

ব্র্যাণ্ডন—আপনার কি মনে হয় 'ইউনাইটেড নেশন'-এর সাহায্যে আমরা বার্লিনকে স্বাধীন রাখতে পারি।

কেনেডি—যদিও পশ্চিম জার্মানীর স্বাধীনতার প্রধান দায়িত্ব যুক্তরাজ্য, ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং জার্মানদের নিজের ওপরেই থাকবে তথাপি প্রতিভূ প্রতিজ্ঞায় ইউনাইটেড নেশনের অংশগ্রহণ সুবিধেজনক।

ব্র্যাণ্ডন—আপনি যদি এক নজরে রাশিয়া-আমেরিকার সম্পর্ক—ধরুন এই আগামী দশ বৎসরের জন্যে দেখেন—তাহলে ভবিষ্যতে কি দেখতে পান?

কেনেডি—যে ছবিটা আমার চোখের সামনে জাগে তা হচ্ছে সাময়িক হৃদয়-উষ্ণতা ও সাময়িক ঠাণ্ডা তিক্ততার লড়াই। আমার মনে হয় না আগামী দশ বৎসরে মধ্যে সোভিয়েট ইউনিয়ন অথবা চীনে এমন কোন পরিবর্তন আসবে যাতে তাদের নীতির আমূল পরিবর্তন হবে। লয়ের পরিবর্তন হতে পারে—উদ্দেশ্যের হবে না। আমি এই মত প্রকাশ করতে বেশ ইতস্তত করছি, কারণ

জগৎ গত দশ বৎসর—অন্তত পনের বৎসরে এত বদলে গেছে। কিন্তু আমি বিচার করছি বিশেষত বর্তমানে যেসব খবর আমার কাছে এসেছে তা থেকে এটুকু বোঝা যায় যে, প্রতিযোগিতা যুদ্ধ চলবেই এবং আমরা যে কর্মসূচী নেব তার দ্বারা উদ্যম পরিবর্তিত হবে।

ব্র্যাগুন—দু গলের মত এই শীঘ্র অথবা বিলম্বে রাশিয়া চীনের বিরুদ্ধে 'পশ্চিমে'র পক্ষে যোগ দেবে। আপনার কি মনে হয় এটা অসম্ভব যে··

কেনেডি—সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চীনের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গী ও দর্শনে যে তফাৎ আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার মনে হয় সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চীনের চেয়ে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও ভারতের মধ্যে ভাবের ঐক্য দেখতে আরও অনেক বৎসর দেরি আছে।

ব্র্যাগুন—আপনার কি মনে হয় চীনকে জগৎ সম্প্রদায় থেকে ইউনাইটেড নেশন থেকে ভবিষ্যতে বর্তমানের মতো সরিয়ে রাখা সম্ভব হবে?

কেনেডি—যদি তাদের নীতি পরিবর্তিত হয়, যদি এরকম কোন ইঙ্গিত দেখা যায় যে তারা আমাদের ও দক্ষিণের দেশগুলির সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে থাকতে উৎসুক এবং যেখানে আমাদের মতদ্বৈধ আছে সেখানে তারা হাত মিলিয়ে কাজ করতে চায় তাহলে আমি বলবো সে সম্পর্ক আরও সুসমঞ্জস হবে কিন্তু এখন কোন মূর্খও বিশ্বাস করবে না যে, চীন সাম্যবাদীদের ইউনাইটেড নেশানে আনলে তারা তাদের উচ্ছৃঙ্খলতা—তাদের বাইরের অথবা ভেতরের বিশেষ প্রচেষ্টা কমাবে।

ব্র্যাগুন—আপনার কি মনে হয় যুক্তরাজ্য 'ফরমোসা' ছেড়ে দিতে পারে?

কেনেডি—কিসের বিনিময়ে? অথবা কি কারণে বা কি সর্তানুসারে? বরঞ্চ এটা সম্ভব যে 'ফরমোসা' একটি স্বাধীন রাজ্য বলে পরিগণিত হবে—এবং সেভাবেই থাকবে—কিন্তু সেটা যুক্তরাজ্য ও সাম্যবাদী চীনের সম্পর্কের ওপরে অনেকটা নির্ভর করছে তারা তাদের বর্তমান স্টালিনপন্থী নীতি কতটা জোরের সঙ্গে চালাচ্ছে এবং ভারত ও ব্রহ্মদেশকে জোরদখল করতে চাইছে। আমার মনে হয় যুক্তরাজ্যের উচিত জেনেভায় অনুষ্ঠিত নিরস্ত্রীকরণ এবং পরমাণবিক পরীক্ষায় সাম্যবাদী চীনকে ভাবধারা ও মতবাদ বিনিময়ের জন্য উৎসাহিত করা। যদি তারা এতে কৃতকার্য হয়, তাহলে আমরা অন্যান্য ব্যাপারে যেসব সমস্যা তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করতে পারি—যেমন সংবাদপত্রের লোকদের যেতে দেওয়া, ভ্রমণ এবং এভাবে একটি সন্তোষজনক

সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় আমি এতটা আশাবাদী নই যে ভাবতে পারি সাম্যবাদী চীন উচিত মূল্য দিতে প্রস্তুত—অন্তত তাদের আক্রমণাত্মক মনোভাব একটুও শিথিল করবে—আমাদের সঙ্গে একতালে গলা মেলাবে—অথবা 'ইউনাইটেড নেশনে' প্রবেশের জন্য যেসব সর্ত আছে তা পূরণ করবে। আমার মনে হয় তারা আরও স্থিরসংকল্পীকৃত, আরও নিষ্ঠুর এবং এক ভাবে তারা তাদের এই বর্তমান অবস্থা পছন্দ করে—যাতে তারা বাধাবন্ধহীনভাবে নিজেদের খেয়াল খুশীমতো চলতে পারে।

ব্র্যাণ্ডন—দূরবর্তী দ্বীপগুলি সম্বন্ধে আপনি কি ভাবেন?

কেনেডি—আমার মতে কোয়ামি ও মাৎসুতে সীমারেখা টানা বোকামী। ফরমোসা রক্ষার জন্য তারা প্রয়োজনীয় নয় এবং তাদের রক্ষা করাও কঠিন। পাঁচ বৎসর আগে ফরমোসা নেবার সময়েই আমি তাদের ঢোকাতে অমত করেছিলাম এবং আমি বারবার বলেছি যে, এখানে সীমারেখা টানা উচিত নয়। ফরমোসা অবশ্য আমরা রক্ষা করবো।

ব্র্যাণ্ডন—শীর্ষ সম্মেলনের ব্যর্থতা থেকে আপনি কি শিক্ষা পেলেন?

কেনেডি—হাঁা, আমরা বুঝতে পারলাম যুক্তরাজ্য ও সোভিয়েট ইউনিয়নের সম্পর্কের উন্নতির আভাস কতটা প্রলোভনজনক, এই সম্পর্ক যে কোন সময়ে ঠাণ্ডা হয়ে যেতে পারে এবং আমার মনে হয় জাতীয় জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই আমরা শক্তি বজায় রেখে চলবো—যাতে ভাবের আদান-প্রদান সার্থক হলে আমরা লাভবান হই এবং তা বিফল হলে আমাদের নিরাপত্তা ও প্রতিশ্রুতি রক্ষার ক্ষমতা থাকে। এই হচ্ছে প্রথম কথা।

দ্বিতীয়তঃ আমি ভেবেছিলাম ইউ-২ উড্ডয়ন শীর্ষ সম্মেলনের এতো কাছাকাছি করা বোকামী। আমার মনে হয় পরিচালনা সমন্বয় ও প্রস্তুতির অভাব যেজন্য এই ইঞ্জিন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে এবং তারই ফলে শীর্ষ সম্মেলন নষ্ট হয়ে গেল।

ব্র্যাণ্ডন—আপনি কি আবার ইউ-২ উড্ডয়ন করতে চান?

কেনেডি—না, ওটা মানসিক শক্তি বৃদ্ধির উপায় হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল—কিন্তু, চালিয়ে গেলে তা বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াবে ও উত্তেজনা সৃষ্টি করবে।

ব্র্যাণ্ডন—আর একটি শীর্ষ সম্মেলনে সম্মিলিত হওয়ার সম্বন্ধে আপনার কি অভিমত?

কেনেডি—যতদিন না দ্বিতীয় স্তরে যুক্তিগ্রাহ্য সার্থক কর্মপন্থা নেওয়া হয়—তা বিদেশী মন্ত্রণালয়, রাজদূতাবাসীয় অথবা ইউনাইটেড নেশনে যারই হোক-যাতে আমরা বিশ্বাস করতে পারি যে শীর্ষ সম্মেলন সার্থক হবে—এবং এতে রাশিয়া প্রকৃতই উৎসুক।

ব্র্যাগুন—আপনি ভারতকে সাহায্য করবার জন্য এতো কিছু করেছেন—কিন্তু আফ্রিকার সমস্যা নিয়ে কিছু ভেবেছেন কি?

কেনেডি—মানে, এতে একটু প্রভেদ আছে—প্রথমত অনেকগুলি দেশ এতো অনুন্নত যে তাদের কোন কার্যকরী উন্নতিমূলক সাহায্য যা ভারতবর্ষকে দেওয়া যায়, তা দেওয়া যায় না। স্বাধীন আফ্রিকায় যুক্তরাজ্যের সাহায্য ভারতবর্ষ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী হতে হবে। শিক্ষকতা, অর্থনৈতিক সাহায্য দান, শিক্ষামূলক ফাণ্ড, চিকিৎসক আদান-প্রদান আমরা সহজভাবে করতে পারি। এবং আমার মনে হয় তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার দিকে আমাদের আরও সহানুভূতির প্রয়োজন।

ব্র্যাগুন—১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে আপনার আলজেরিয়ান বক্তৃতায় একটা কথা ছিল, 'পশ্চিমীদের তাদের বিলম্বিত সাম্রাজ্যবাদের আবহাওয়া থেকে মুক্ত হওয়া উচিত।'

কেনেডি—হ্যাঁ, এর ওপরে চমকপ্রদ কাজ হয়েছে অবশ্য এখনও অনেক স্থান আছে যেখানে পশ্চিমীরা কলঙ্কমুক্ত নয় এবং অনেক দেশ আছে যারা অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাধ্য হয়ে পশ্চিমের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করছে। কিন্তু আমি বলবো যে গত পনের বৎসর এ বিষয়ে অনেকটা এগিয়ে গেছে যাতে আফ্রিকা পশ্চিম সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস আওতা থেকে মুক্ত হয়েছে।

আগামী দশ বৎসরে আফ্রিকার স্বাধীনতা হবেই সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। এখন প্রধান সমস্যা এই যে এই সব স্বাধীন দেশের কি হবে—তারা কি স্বাধীন সমাজ রক্ষা করতে পারবে! যেসব ইতস্তত সমস্যার মুখোমুখী হবে তা কি তারা সমাধান করতে পারবে? সবাই যেমন আশা করছে যে জীবন তাদের নিকট সমৃদ্ধতর হয়ে উঠবে—তেমনি সেই জীবনকে উদারভাবে ভোগ করাও একটি বড় সমস্যা। আফ্রিকার নেতা এবং যারা স্বাধীন আফ্রিকার ওপরে বাজী ধরে বসে আছে তাদের সকলের নিকটই এটা কঠিন সমস্যা।

ব্র্যাগুন—আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে বৃটিশরা আফ্রিকার সমস্যা ও আফ্রিকার

লোকদের সঙ্গে মাঝামাঝি পথে মিলিত হতে চাইছে এবং আমার মনে হয় তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে অর্ধপথে কোন কাজ হয় না।

কেনেডি—দেখুন গণতন্ত্র খুব স্পর্শকাতর বৃক্ষ। রাজনৈতিক স্বাধীনতার স্পৃহা, বলতে গেলে জোয়ারের মতো আফ্রিকাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এর ওপারে কিছু গড়ে তোলা বিশেষত গণতন্ত্র আমার মনে হয় অত্যন্ত কঠিন।

আফ্রিকানদের স্থিরসঙ্কল্প যে তারা স্বাধীন হবে এবং তাই হওয়াই উচিত। আফ্রিকার কঠিন সংগ্রামের দিন এখনও বাকী আছে। এবং একটা সমস্যা হলো যে এখানে আফ্রিকা সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও কৌতূহলের অভাব অত্যন্ত বেশি। আফ্রিকার নীতি নিয়ে বৃটিশ দলে তর্ক-বিতর্ক হয় এবং গ্রেট বৃটেনের রাজনৈতিক পত্রিকাগুলিতে এ নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। এখানে, এই যুক্তরাজ্যে সে তুলনায় খবর অত্যন্ত অল্প। এখানে এটা কোন রাজনৈতিক ব্যাপার নয়। কোন বলিষ্ঠ ভাবাবেগ নেই। সংবাদের দিক দিয়ে এখনও এটা আমাদের কাছে অন্ধকার দেশ।

ব্র্যাগুন—অপ্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি করে আমেরিকার টাকা নষ্ট করবার সম্বন্ধে অনেক কিছু লেখা হয়েছে। কি করে যুক্তরাজ্য বুদ্ধিমানের মতো এই প্রাচুর্য নিয়োগ করতে পারে যাতে সে প্রতিশ্রুতি সমূহ রক্ষা করতে এবং পশ্চিম সমাজকে বলিষ্ঠ করতে পারে।

কেনেডি—আমার মনে হয়, যদি স্বাধীনতার মহান রক্ষক হিসেবে আমরা আমাদের অংশ অভিনয় করি— সমগ্র প্রতিশ্রুতি পালন করা, এমন এক লোক-সংখ্যার জন্য প্রস্তুত হওয়া যা আজ যা আছে কাল তা দ্বিগুণ হবে, তা হলে আমার প্রধান কাঠামো বজায় রাখতে হবে। প্রাকৃতিক সম্পদের উন্নতি, স্কুল ও হাসপাতাল তৈরি, গৃহ ও আমোদ-প্রমোদের সুবিধে এবং সেজন্য জনসাধারণের চেষ্টা প্রয়োজন—শুধুমাত্র ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় দেশের প্রয়োজন মিটলে হবে না। এই দায়িত্ব মোটাবার ভার স্থানীয় রাজ্য ও জাতীয় সরকারের নেওয়া উচিত। এবং এটা নিয়ে সর্বদা বাগ-বিতণ্ডা চলবে—কারণ, এর অর্থই হলো জনসাধারণের ব্যবহার্য থেকে কিছু সরিয়ে নেওয়া ( যা অবিলম্বে ঘটবে ) এবং জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য মূলধন সৃষ্টি যা সহজে চোখে পড়বে না।

ব্র্যাগুন—কিন্তু আপনি কি করে লোককে বুঝিয়ে নিবৃত্ত করতে পারবেন? এই ধরুন না কেন আরও কম টেলিভিশান সৃষ্টি করতে?

কেনেডি—কিন্তু আমি তো তাদের অপেক্ষাকৃত কম টেলিভিশন যন্ত্র তৈরি করতে বলছি না।

ব্র্যাণ্ডন—ধরুন, কাপড় কাচার কল···

কেনেডি—কাপড় কাচার কল। আমার মনে হয় না তো প্রচুর আছে। আমার মতে কাপড় কাচার কল ও টেলিভিশন আমাদের জীবনের অঙ্গাঙ্গী। কাপড় কাচার কল জীবনের ভার সরিয়ে নিয়েছে এবং অনেকের মনের জানালা খুলে দিয়েছে। জনগণের হাতে অবশ্য কতকগুলি খরচ আছে যা করতেই হবে—এবং এ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করাই উচিত। বাকী যা রইলো—যা সরকার যথাযুক্ত ভাবে ট্যাক্স তুলে করতে পারে না—তা জনসাধারণ নিজেরাই ব্যয় করুক। তারা তা নিয়ে আমাদের অপেক্ষা ভালোভাবে কাজ করতে পারবে। কিন্তু আমি মনে করি যে, জনসাধারণের প্রয়োজন মেটাতেই হবে।

ব্র্যাণ্ডন—আপনি যেন বুদ্ধি দিয়ে না চালিয়ে ট্যাক্সের ওপরে চালাতে চাইছেন?

কেনেডি—চালানোটাই উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রচুর ট্যাক্স যোগাড় করা যাতে আমরা সাধারণ প্রতিশ্রুতি যা মেটানো প্রয়োজন তা মেটাতে পারি—যাতে জনগণের জীবনে এক অপরূপ সুসামঞ্জস্য ভাব আসে। আমরা লোকের রুচি নিয়ন্ত্রিত করতে চাই না। আমার মনে হয় না এখনও সে সীমায় পৌছুতে পেরেছি—এবং সরকার কখনও এ করতে সক্ষম।

# ওয়াল্ট কেলী

## নিজের প্রতি পরিহাস

যখন কয়েক বৎসর আগে পত্রিকা সত্যাগ্রহ নিউ ইয়র্কবাসীকে দৈনিক খোরাক থেকে বঞ্চিত করেছিল তখন মেয়র লা গার্ডিয়ার কমিক অংশ বেতারের মারফৎ 'মজাদার' নামে পড়ে শোনাতো যাতে নগরবাসীরা সুখী বোধ করে এবং ডিক ট্রাসি, লিল আবনার, টেরী, পাইরেটস এবং আর যে-সব নায়কদের সঙ্গে আমেরিকাবাসীরা বড় হয়েছে এবং জীবনভোর সঙ্গলাভ করেছে তাদের শেষতম অভিমানে সঙ্গে পা ফেলে চলতে পারে। সেই সময়ে এই মানবিক অবদান স্বস্তি-ও বাধার কৃতজ্ঞতায় গ্রহণ করা হয়েছিল।

এতেই বোধহয় উচ্ছ্বসিত প্রমাণ হয় যে কমিক অংশ আমেরিকার সমাজ-জীবনের অংশ। তাদের অনুসরণ করার অর্থ আমেরিকার সমাজ-জীবনের চলন্ত সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করা। এতে কি যৌবনের প্রতি উন্নাসিকতা দেখানো হয় কারণ, এদের অধিকাংশ পাঠকই বয়স্ক অথবা এটা কি প্রথম পাতার খবর থেকে পলায়ন মনোবৃত্তি। বোধ হয়, এটা শুধুমাত্র সিগারেট খাবার মতো একটা নেশামাত্র। আমেরিকার সংবাদপত্র সম্পাদকরা এসে পাঠকসংখ্যা বৃদ্ধির যন্ত্র মনে করেন—কারণ একটি ভালো কমিক লেজুড় প্রাপ্তি অনেক প্রভেদ আনতে পারে—এবং নিজেদের প্রচার কমে গিয়ে প্রতিপক্ষের বেড়ে যেতে পারে। পাঠকমহলে সরজমিন দর্শন সত্যসত্যই প্রমাণ করেছে—যদি অবশ্য জরিপ করে দেখা যায় যে পত্রিকা-পাঠকবর্গের শতকরা ষাট থেকে সত্তর ভাগই ছোট্ট অনাথা এ্যানি অথবা 'ব্লণ্ডি'র কাহিনী পড়েন। আবার সেই জরিপ অনুসারেই বলছি 'ওয়াল্টার লিপম্যান' যদি অর্ধেক লোকও পড়ে থাকে তাহলে পারিপার্শ্বিক সে ভালোই করছে বলতে হবে। ইয়োরোপের পত্রিকাগুলি কমিক অংশ ছাড়াই বেঁচেছে ও টিঁকে আছে কিন্তু যুক্তরাজ্যের জীবন ও সমাজে বিশেষ স্থান আছে।

কিছুদিন পূর্বে, কৌতুহলবশতঃ আমি প্রায় এককুড়ি কমিক অংশের কার্টুন-আঁকিয়ে'র সম্মানে অনুষ্ঠিত মধ্যাহ্নভোজনে ভোগ দিয়েছিলাম সেই সকল শিল্পীদের সঙ্গে আমার দেখা করবার ইচ্ছে ছিল যারা আমেরিকার জনসাধারণ দ্বারা একটা সমাদৃত। আমি অবাক হয়ে দেখলাম তারা অত্যন্ত বেশী স্বাভাবিক। তাদের দেখে শিল্পী বলে সন্দেহই হয় না তাদের পরণে গোটা'স

বা কাটুয়ারী পাজামা নেই এমন কি তাদের টাইও রক্ষণশীল যুগের। তাদের সবাইকে দেখেই দিল-দরিয়া, সুখাদ্যপুষ্ট, হাসিখুশী সাধারণ ভদ্রলোক মনে হচ্ছিল উৎকেন্দ্রীক নয়।

ওয়াল্টকেলী—পাগোর স্রষ্টা তাদের মধ্যে একজন। তাঁর ষ্টুডিয়ো মাডিসন্ এভেনিউ'র বিরাট অফিস-বাড়ীগুলির একটাতে অবস্থিত এবং এটা সেই অট্টালিকার অপরাপর অফিসের মতই নৈর্ব্যক্তিক। এখানে দুটি ঘর—তাতে বেশী সূর্যের আলো নেই। মিঃ কেলী একটা ব্যবহার করেন তার ম্যানেজার অপরটি। দুটিই গদ্যময় এবং প্রচলিত প্রথানুযায়ী সজ্জিত এবং প্রথম দৃষ্টিতে কিছুতেই মনে হয় না যে এটা কোন শিল্পীর ষ্টুডিও। একটা লম্বা ধরনের পুরাতন রীতির ডেস্কের পেছনে মিঃ কেলী গুটিয়ে রাখা যায় এমন ঢাকনাযুক্ত টেবিলে বসে আছেন এবং ঠিক তাঁর পরেই কিছুটা লুকোন অবস্থায় একটা সাধারণ আঁকবার কার্ড—তার ওপরে জোরালো কৃত্রিম আলোটা লাগানো। শিল্পীর ষ্টুডিও না বলে একক ব্যক্তির কারখানা বলাই ভালো।

মিঃ কেলী অত্যন্ত আমুদে, পছন্দসই ও বন্ধুভাবাপন্ন। তাঁর•ঐকান্তিক দৃষ্টি এবং সহজ সৌন্দর্য অনস্বীকার্যভাবে আইরিশ। এবং অনেক খাঁটি আইরিশ ব্যক্তির মতো তিনি টিম কষ্টালো'র ভাঁটিখানার অনুপ্রেরণার জন্য যান—যার নাম দিয়েছিল 'শিল্পকলার জন্য প্রতিষ্ঠান।'

মিঃ কেলী'র মতামত অত্যন্ত দৃঢ় কিন্তু তিনি তা নরম সুরে প্রকাশ করতে ভালোবাসেন। তিনি নীতিবাদী বা আদর্শবাদী নন। তিনি অপরের ওপরে নিজের মতামত চাপাতে চান না; তিনি শুধু সবাইকে একটু বিবেক দংশন অনুভব করতে চান। তিনি বলেন, আমেরিকাবাসীদের নিরাপদে রাখবার এই আমার পথ। তাঁর বিদ্রূপাত্মক রচনা অসহ্য কিংবা তিক্ত নয়। এতে একটু শয়তানী একটু দুষ্টবুদ্ধি এবং সর্বদাই সেই ডিসনিল্যাণ্ডের ওপরে বিস্মিত সরলতা ঢেকে থাকে যাকে তিনি 'পাগোফেনোকীল্যাণ্ড' বলেন—একটি কল্পনার জলাভূমি যেখানে আগে কিংবা পরে যখনই হোক গোড়ালী ডোবালে—এমন কি হাঁটু পর্যন্ত—কিন্তু ততটা ডুবে যাবে না যাতে সাংঘাতিকভাবে কষ্ট পেতে পারে কিংবা রসবোধ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়।

তাঁর অংশ যাকে তিনি 'পাগো বলেন—ধারাবাহিক গল্প নয়—এটা সমসাময়িক ঘটনার চলিত টীকাটিপ্পনী অভাবনীয় গতিতে অভাবনীয় ঘটনায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাঁর চরিত্রগুলি 'ছোট্ট পাহাড়ী ফুলের সম্মেলন' যুক্তরাজ্যে মিঃ

ক্রুশ্চেভের আগমন, প্রেসিডেন্টের নির্বাচন, টেলিভিশন কেলেঙ্কারী ইত্যাদি সব ব্যাপারেই জড়িত হয়ে পড়ে। প্রায় পাঁচশত কাগজে 'পাগো' বের হয় এবং ভাল করে দেবার সুবিধের জন্য মিঃ কেলী 'পাগো'কে ছ' সপ্তাহ এগিয়ে রেখে দেন। এটা অপেক্ষাকৃত কম মার্জিন। অপরাপর কমিক অংশ রচয়িতারা আমাকে বলেছেন যে তাঁরা প্রায় ছ'মাসের কাজ অগ্রিম করে রাখেন যাতে তাঁরা দীর্ঘ ছুটি উপভোগ করতে পারেন। এই প্রকার কর্মপন্থা ও তাদের রোজগার থেকে আমার স্থির বিশ্বাস হয়েছে যে এই সব 'মজাদার', ব্যাপার রীতিমতো প্রতিদান মূলক অন্ততঃ তাদের স্রষ্টার পথে তো নিশ্চিতই। কিন্তু, আমি সে সব নিয়ে করতে পারি না; এগুলি আমেরিকার রূপকথার অংশ এবং একদিন হয়তো সমাজ ঐতিহাসিকের নিকট তা প্রয়োজনীয় উৎস হয়ে দাঁড়াবে—প্রত্নতত্ত্ববিদের নিকট মিশরীয় চিত্রলিপি যেমন প্রয়োজনীয়।

ব্র্যাগুন—আমার মনে আমেরিকার কমিক অংশের পাঠক পায় চল্লিশ লক্ষ কিংবা তারও বেশী।

কেলী—আমাদের দেশে পত্রিকার প্রচার পঞ্চান্ন লক্ষ এবং আমরা এটা ধরেই নিয়েছি যে পত্রিকা পড়ে সেই কমিক অংশ পড়ে। কিন্তু, একথা সম্পূর্ণ সত্য নয়।

ব্র্যাগুন—শুনেছি, একবার নাকি ভোটে প্রমাণ হয়েছিল যে আমেরিকার অধিকাংশ পত্রিকা-পাঠক প্রথম পাতা থেকে আরম্ভ না করে মজার পাতা থেকে শুরু করে।

কেলী—আমিও সেকথা শুনেছি—কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বিচার করে সে-বিষয়ে আমি সন্দিহান। নিজেকে আমি অন্যের অপেক্ষা কোন ভাবে বিশিষ্ট ভাবি না। আমি সাধারণতঃ প্রথম পাতা আগে পড়ি—সেটা পড়ে—তারপরে খেলার পাতা ওল্টাই—এবং খেলার পাতা থেকে হয়তো কমিকে যেতে পারি। আমার মনে হয় সেটাই সাধারণ প্রবণতা।

ব্র্যাগুন—এখানে কমিক এত জনপ্রিয় কেন? আপনার কি মনে হয়?

কেলী—বোধহয় এটা সেই একই প্রকার যা পৃথিবীর সর্বত্র আছে একঘেঁয়েমি তাড়াবার ইচ্ছা অথবা পলায়নি মনোবৃত্তি প্রসূত—এবং আমি একঘেঁয়েমি নিরসন শব্দটি করি। অনেক লোক চিবোয়—কি নাম ওর—পান, সুপুরি এবং অনেকে আফিম খায়। এখানে আমরা কমিক কাগজ পড়ি।

ব্র্যাগুন—অনেক লোক বইও পড়ে।

কেলী—অনেকে বই পড়ে, অনেকে টেলিভিশন দেখে এবং আমি দুঃখিত যে তারা টেলিভিশন দেখে—কিন্তু আর কোন দিক দিয়ে আমাদের বিসাদৃশ্য নেই। আমার মনে হয় চিত্রপাশে মনোভাব প্রকাশের একটা একচেটিয়া অধিকার আছে এতে সকলের মনোযোগই আকৃষ্ট হয়।

ব্র্যাণ্ডন—কিন্তু, ধরুন এই ইয়োরোপে দেখবেন খুব কম পত্রিকারই কমিক-অংশ আছে, এটা প্রধানতঃ আমেরিকার ব্যাপার।

কেলী—হ্যাঁ, কিন্তু কেন যে তখন ব্যাপার তা আমি বুঝতে পারি না। অবশ্য, আপনি যদি কমিক-অংশের গোড়ার দিকে চলে যান তাহলে দেখতে পাবেন যে নব্বুই দশকের প্রথম দিকে পত্রিকা-মালিকদের পত্রিকার প্রচার বাড়াবার বিচিত্র চেষ্টার সময়ে এর জন্ম হয়েছিল। বস্তুতঃ কমিক-অংশ এদেশে হঠাৎ ঘটে গেছে রবিবাসরীয় পত্রিকা রঙীন করে তোলবার ইচ্ছে থেকে। কিন্তু, আমার মনে হয় ১৯০৫ সালের আগে দৈনন্দিন অংশ সংযুক্ত হয়নি। তখন দৈনন্দিন অংশ কতগুলি কারণে রবিবাসরীয় অপেক্ষাও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল—লোকেরা সেই ভাব অনুসরণ করতে থাকে। কিন্তু সেই সময়ে কমিক-অংশ জাতীয় মূলে সংগঠিত ছিল না। তারা ছিল স্থানীয়। কিন্তু কিছুদিন পরে সিণ্ডিকেটের কর্তৃপক্ষ—যারা আলোচনা বিক্রী করে এবং প্রকৃতপক্ষে একদল প্রকাশক একত্রে মিলে সিণ্ডিকেট সৃষ্টি করে—এবং পরস্পরের নিকটে আলোচনার বিষয়বস্তু সস্তায় বিক্রয় করে। যেমন, কোন শিল্পীকে যদি সপ্তাতে একশত পাউণ্ড পেতে হয় সে প্রত্যেক কাগজ থেকে এক পাউণ্ড করে নেবে—একটা পত্রিকা থেকে একশত পাউণ্ড পাবে না। এই কারণেই সিণ্ডিকেট সৃষ্টি হয়েছিল।

কিন্তু, কমিক কেন পছন্দ করি তা আমি জানি না। পূর্বে আমাদের রুচি ছিল সস্তা উপন্যাস, লোমহর্ষক পেনীমূল্যের সিরিজ এবং এইরকম সব। এবং গত শতাব্দীর শেষের দিকে ও এই শতাব্দীর প্রথম দিকে আমরা এ নিয়ে বিরাট ব্যবসা করেছি। আপনার নিশ্চয়ই নিজের দেশেও এই ধরণের অভিজ্ঞতা আছে।

কিন্তু আমি নিশ্চিত জানি না, কেন কমিক পছন্দ করি। আমার মনে হয় অংশতঃ এর কারণ পরিবেশন ও বিক্রয় ব্যবস্থা। এটা সম্ভব যে জনপ্রিয়তার প্রথা সম্পূর্ণ করানো। আমার মনে হয় না কেউ তা পরীক্ষা করে দেখেছে।

ব্র্যাণ্ডন—প্রথমে কি এটা শিশুদের জন্য হয় নি?

কেলী—প্রথমে তাই হয়েছিল বটে।

ব্র্যাগুন—তাহলে আপনি কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে এই সিদ্ধান্তে আসতে পারেন যে আমেরিকাবাসীরা শিশুসুলভ।

কেলী—আমি চট্‌ করে ওকথা বলবো না—কিন্তু, আমার মনে হয় এই বক্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। আমার মনে হয় এর কারণ, এই দেশটা গড়ে উঠছে। সেদিন শুনছিলাম যে একটি লোক মেক্সিকো'র একটি গ্রামের মনোবিশ্লেষণ করতে যাচ্ছে—সে অধিবাসীদের মনোবিশ্লেষণ করবে না—গ্রামের করবে। আমার মনে হয় যুক্তরাজ্যের মনোবিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে সে এখনও বয়ঃসন্ধির ক্রমবৃদ্ধির যন্ত্রণায় ভুগছে। গত মহাযুদ্ধের পরে অনেক কিছু ঘটেছে যা প্রমাণ করে যে আমরা কতটা যৌবন-উৎফুল্ল—শুধু যৌবনোচিত নয় যুবকই—অনেক গুণ, অনেক অনেক গুণ ঘৃণার্হভাবে যুবক। এইজন্যই ম্যাকার্থিক নিয়ে আমাদের বিপদ—আমাদের গোয়েন্দার প্রতি ভীতি।

আমরা যুবক—এবং এজন্যেই আমরা কমিক চাই। আমার মনে হয় আপনি হয়তো ঠিকই বলেছেন। শিশুসুলভ ব্যাপারে আমরা আনন্দ পাই। আমরা পথের পাশের পোষ্টারে গোঁফ আঁকতে ভালবাসি এবং এইরকম আরও ব্যাপার। এবং শুধুমাত্র ছোট ছেলেদের নয় দেখবেন অনেক বয়স্কা মহিলারাও এসব করছেন।

চলচ্চিত্র সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ মনোভাব—ভালো গাড়ী নয় কিন্তু নূতন গাড়ী পাবার আকাঙ্ক্ষা—এ সবই আমাদের ধারাবাহিক ক্রমবৃদ্ধির রীতি'র ফল। এবং, অবশ্যই আমরা যদি আরও একটু দ্রুত তালে না বেড়ে উঠি তাহলে রুশবাসীর আমাদের আগে বড় হয়ে যাবে। তারাই চাঁদের মালিক হবে এবং আমাদের বুড়ো আঙ্গুল চুষতে হবে।

অনুমান করছি যে কমিক-অংশ থেকে এই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে এখানে এদেশে আমরা এখনও চিত্র গল্পে পুলকিত ও দুর্বলচিত্ত হই। আমার কমিক-অংশে আমি একটু আলাদাভাবে বলতে চেষ্টা করেছি এবং কথার অপেক্ষা ছবি কম দিয়েছি। চেষ্টা করেছি যেন এতে চিন্তাশীলতার চাপ থাকে। এদেশে এ হয়তো তিনটি কি চারটি ব্যক্তি আছে যারা নিজেদের সৃষ্টি নিয়ে এতটা মাথা ঘামায়! আমি বলবো না যে আমরা খুব বেশী যত্ন নিই। আমার মনে হয় যে আমরা অন্যান্যপরদের অপেক্ষা কিছুটা আত্ম-সচেতন এবং টাকা নিয়ে কাজ করে কি করছি না করছি সে বিষয়ে অতটা নির্বিকার থাকতে পারি না। আমরা হয়তো এতগুলি টাকা নিয়ে এত কম জিনিস দেবার ব্যাপারে নিজেকে একটু

দোষী ও ভাবী……আমাদের মধ্যে অনেকে আমরা যা বলতে চাই তা নিয়ে সময় নষ্ট করে…

ব্র্যাগুন—আপনার কমিক-অংশ-ই কি প্রথম রাশভারী কমিক-অংশ।

কেলী—আমার মনে হয় না এটা সম্পূর্ণভাবে প্রথম। আমার মনে হয় এল কাপ্পো সর্বদায় একটু বিদ্রূপাত্মক সুর যদিও দার্শনিক নয়—তার রাজনৈতিক প্যারোডির মধ্যে প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছেন। পঁচিশ বৎসর আগে তিনি তা করেছেন। ক্রেজি ক্যাট নামে একটি কমিক-অংশ বহু বৎসর আগে প্রচলিত ছিল। আঁকিয়ে'র নাম, জর্জ হেরিমান—তিনি ১৯৪৪ সালে মারা গেছেন—এবং ১৯১৫ কি ১৯২০ সাল থেকে এটা করে এসেছেন। তাঁর দর্শন ছিল যে যা ভদ্র তাই টিঁকে থাকবে। তিনি ততটা পর্যন্ত রাশভারী ছিলেন। অপর পক্ষে, ক্যাপ অতি গর্বিত ও অতি সজ্জিত ব্যক্তিদের নিয়ে বিদ্রূপ ও ছিদ্র অন্বেষণ পর্যন্ত এগিয়েছেন। আমার কমিক-অংশ ঠিক তাই করে। এটা ধারাবাহিক রূপক প্রকাশ—যাতে বিশেষ সুন্দর কমিক-অংশ হয় না কিন্তু এটা আমি যা করতে চাইছি তা করেছে।

ব্যাগুন—আপনার মৌলিক দর্শন কি?

কেলী—আমরা যাই করি না কেন জীবন ঠিক চলে যায়…আমরা এর গতি রোধ করতে পারি না। সব কিছু সত্ত্বেও আমরা টিঁকে আছি। আমরা আমাদের অবস্থা উন্নত অথবা অবনত করবার জন্য যাই করি না কেন—আমরা ঠিক সেই জায়গায় থাকবো যেখানে ঈশ্বর আমাদের থাকবার নির্দেশ দিয়েছেন।

ব্র্যাগুন—আপনি কি সেই ধারণাকে উৎসাহিত করছেন না যে প্রকৃত-পক্ষে আমাদের কিছুই করবার নেই…

কেলী—জোর দিয়ে 'না' বলতে পারছি না…মনে হয়, আপনি ঠিকই বলেছেন। আমার মনে হয় এই আমার দর্শননীতি। এবং এটা 'ব্লাঙ্কি'র দর্শন নয় যতটা জানার যে আমরা যা তাই এবং আমরা সর্বদাই আরও ভালো হবার চেষ্টা করবো। কিন্তু, আমাদের কাজের ফলে নিজেদের মধ্যে সামান্য পরিবর্তন আসবে। যে কোন সময়ে 'বুব'-আমেরিকার নির্বোধকে আমরা এই নামে ডাকি, এসে উপস্থিত হতে পারে। কতগুলি ছোট ছেলে সেদিন স্কুল-বাসের জন্য দাঁড়িয়েছিল কোন একটি পাজি জেল-ফেরত ব্যক্তি যে একটা গাড়ী চুরি করে পালাচ্ছিল সে তাদের ত্রিশজনের মধ্য দিয়ে গাড়ী চালিয়ে যায় ও তিন-চারজনকে মেরে ফেলে। এই প্রকার

দুর্ঘটনা সব সময়েই ঘটছে—নির্বোধ অথবা 'বুক' মূষিক ও মানবের শুভ-পরিকল্পনা উল্টে দিচ্ছে একটি নিরুৎসাহক ব্যাপার। এর কারণ এই নয় যে আমি ব্রাগু কিংবা অপরাপরদের ভাবি—কিন্তু, আমার মনে হয় কোন কিছু যদি এসে আমাদের আপেল গাড়ী উল্টে দেয় অথবা শিশুকে ধাক্কা দেয় তবে আমরা খুব বেশী বিরক্ত হবো না। ধরে নিতে হবে যে এরকম অনেক কিছুই সইবে।

ব্র্যাগুন—কিন্তু, একটু আগে আপনি বলেছিলেন যে আমেরিকার অধিবাসীরা অত্যন্ত যৌবন-উৎফুল্ল এবং ধীরে ধীরে, বড় হয়ে উঠছে।

কেলী—আমি আশা করবো যে তারা পরিপক্কতার পথে। যতই এগিয়ে যাচ্ছি ততই আমাদের সাধারণ জ্ঞান বাড়ছে আমাদের মধ্যে উন্নতি চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। হয়তো আর আমাদের ম্যাকার্থির কালে যেতে হবে না এবং আর কখনও আণবিক বোমা ফেলবো কিনা এ বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। এই সব ব্যাপারের বিরুদ্ধে কিছুটা ভাবালুতা গড়ে উঠেছে বলে আমার বিশ্বাস।

ব্র্যাগুন—কিন্তু, আমি বলতে চাইছি যে এই ব্যাপারটা লোকের মনে জাগিয়ে তোলা এবং সেইটে গড়ে তোলা আপনার উদ্দেশ্যের অংশ কিনা?

কেলী—আমার মনে হয় তাই। এটা শুধু আমার উদ্দেশ্য নয় জাতিকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া আমার কর্তব্য যে আমরা কতটা ছেলেমানুষ এবং কতটা বুদ্ধিহীন কিন্তু সেই কাঠামোর মধ্যে ভবিষ্যত আশাত সঞ্চিত করে রাখতে হবে, আমি বলতে চাইছি না যে কোন আশার আলোক নেই। আমি শুধু বারবার এই কথা বলতে চাইছি যে নিজেদের সম্পর্কে খুব বেশী আশা করবো না—কারণ আমরা ভঙ্গুর খুব সহজেই ভেঙ্গে যেতে পারি। এবং আমার মনে হয় আমার দর্শনের সঙ্গে রেভারেণ্ড ডজসনে'র অমিল নেই। আমার মতে তাঁর বিচার-দৃশ্য বিদ্রূপাতনক রচনার একটি সর্বোত্তম অংশ। এটা নিশ্চিতভাবে আমাদের ম্যার্কার্থী সময়ের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। সাদা খরগোষ সে কবিতাটি খুঁজে পেয়েছিল এবং পড়েছিল তা একটি মহৎ সৃষ্টি—সম্পূর্ণ অর্থহীন—তবুও কোর্ট দ্বারে গৃহীত। এবং ঠিক এইটাই আমরা করছি। গত দশ অথবা পনের বৎসর আমরা এই করছিলাম……কেবলমাত্র বছর চারেক হলো তা বন্ধ করেছি। এবং এর প্রধান কারণ এই যে আমাদের দেশে ম্যার্কার্থী শেষটায় নিজের প্রাইভেট কোর্ট—সিনেটের সঙ্গে গোলমাল

আরম্ভ করেন। এরকম হয় নি যে তিনি অপরাপর সুবুদ্ধি নাগরিকদের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করেছিলেন। ব্যাপারটা এই যে ম্যাকার্থী সিনেটের বিশেষ নিয়ম লঙ্ঘন করেছিলেন সতীর্থ বর্ষীদের সঙ্গে বেশ্যাদের মত ব্যবহার করেছেন। এবং, এতে সিনেট বিরক্ত হয়ে গিয়েছিল। আমেরিকার জনগণের বিরুদ্ধে অপরাধ নয়—সমিতির বিরুদ্ধে এবং এইজন্যই তাঁর পতন হয়েছিল। আর কোন কারণে তাঁর পতন হয় নি।

আমাদের মতে এইটে মজাদার বিষয়বস্তু। তাই, আমি আমার নিজস্ব ধরণে তা নিয়ে ব্যঙ্গ রচনা করেছি। আমার মনে হয়েছে এখানে মিঃ ক্রুশ্চেভে'র আগমন হাস্যকর এবং আমি সেইভাবেই লিখেছি। এবং আমাদের দেশের যে সব ব্যক্তিরা ক্রুশ্চেভকে লেখবার জন্য ও দেশে ছুটে যাচ্ছেন যা আপনার ওখানেও বড় বড় রাজনীতিবিদরা করছেন—ব্যস্তভাবে ভালুকের সঙ্গে কিস্তি দিচ্ছেন। তাঁরা দৌড় শুরুকরবার আগে নিশ্চয়ই একবার ওখানে গিয়ে ক্রুশ্চেভ দ্বারা চিহ্নিত হয়ে আসবে। নিক্সন গিয়েছিলেন, হিউবার্ট হাম্পক্রে'ও তাই করেছেন এবং আরও কয়েকজন, এবং আপনাদের ওখান থেকেও মিঃ ম্যাকমিলন ও লেবার দলের কয়েকজন গিয়েচেন—ব্যাপারটা খুব-ই মজার। নিজের দেশের কাজ চালাবার জন্য রাশিয়াকে দিয়ে পরীক্ষা করতে হবে। আমি এর মধ্যে কিছুই দেখতে পাই না—কিন্তু, এই সব লোকরা ভাবে যে এতে তাদের প্রতি পত্রিকার প্রথম পাতার আকর্ষণ পড়বে। এটাই প্রধান কারণ যে কেন তারা এরকম করে। আমি নিশ্চিত ভাবে জানি যে মিঃ আইসেনওয়ারের মনে এটা নেই কিন্তু এটুকুও জানি যে মিঃ নিবসন এটা স্বাগতঃ করেছেন মিঃ ডিভেনসন-তো সেখানে উপস্থিত-ই আছেন।

এ্যাণ্ডন—আমি অনুভব করি যে আপনি এ দেশের দুর্বলতা ও শক্তি অধিকাংশের অপেক্ষা ভালোভাবে অনুভব করেন। আমরা এতক্ষণ প্রধাণতঃ দুর্বলতা নিয়ে কথা বলেছি। এর শক্তি সম্বন্ধে বলুন?

কেলী—আমার মনে হয় তা স্পষ্ট বোঝা গিয়েছিল—যখন মিঃ ক্রুশ্চেভ এখানে এসেছিলেন তখন দেশবাশীরা কারো নিকট থেকে কোন বিশেষ উপদেশ না পাওয়া সত্ত্বেও মুখ ফিরিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়েছিল—যেন তিনি একটা কৌতুহলের সামগ্রী এবং তারা সরে দাঁড়িয়ে ছিল এবং সত্যি কথা বলতে কি তাদের মনে অভদ্রতা ছিল না—ছিল শুধু ঔদাস্য। ওকে দেখে তারা অভিভূত হয় নি, কিন্তু তারা কৌতুহলী হয়েছিল। আমার মনে হয়

ওখানেই আমাদের দুইটি শক্তির উৎস।

প্রথমতঃ, আমরা কৌতূহলী এবং আমরা যে সব জিনিষ প্রয়োজন বলে মনে করবো তার জন্য চেষ্টা করবো। দ্বিতীয়ত আমরা এই মুহূর্ত অন্যান্য লোকের শক্তিদ্বারা খুব বেশী অভিভূত নই। আমরা নিশ্চিতভাবে—এবং একটু শঙ্কিত চিত্তে দেখছি যে আমরা একটা শক্তিশালী অবস্থায় এসে পৌঁছেছি—প্রকৃত শক্তি—পৃথিবীর নেতৃত্ব। এবং আমার মনে হয় ব্যাপারটা আমরা ভালোভাবেই নিয়েছি—এ বিষয়ে খুব গর্বিত নাই। আমাদের শক্তিমত্তা সম্বন্ধে শান্ত স্থির বিশ্বাস রয়েছে কিন্তু তা নিয়ে আমরা ভয় দেখাচ্ছি না বা তাড়না করছি না। আমার মনে হয় আমরা একটা অবস্থায় এসে অবাক হয়ে গেছি কারন, এতদিন আপনাদের-ই এই অবস্থা ছিল এবং আমার জীবনে এই পঁয়তাল্লিশ বৎসরের মধ্যেই অবস্থা বদলে গেছে। এবং আমি বলবো—সেজন্যে আমরা দুঃখিত। আমরা বরঞ্চ আপনাদের সামনে রেখে যেখানে ছিলাম সেখানেই থাকতাম।

কিন্তু, এখন আমরা জেনেছি আমরা সেখানে আছি, আমরা একটু অবাক হয়ে গেছি কিন্তু, তবুও এ সম্পর্কে আমরা একটু অবাক হয়ে গেছি কিন্তু, তবুও এ সম্পর্কে শান্তি অনুভব করছি। সত্য সত ই আমরা কোন গোলমালের পক্ষপাতী নই। সেই সঙ্গে আমরা এটা-ও চাই না, ক্রুশ্চেভের আগমনকালে আমরা তা দেখিয়েছি- -আমরা সত্যই চাই না—কেউ আমাদের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেবে তা তাদের যে কোন অস্ত্র থাকুক না কেন॥

কিন্তু, অন্য লোকরা অপরকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে তা আমরা দেখতে চাই কিনা বলতে পারি না। সে বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত নই।

ব্র্যাণ্ডন—আপনার কি আমেরিকার অধিবাসীরা মূলতঃ রসিক।

কেলী—আমার মনে হয় সাধারণতঃ তারা তাই। যে কোন দল যারা ওপরের দিকে উঠছে তাদের মধ্যেই প্রচুর হাস্যরসের খোরাক আছে। বহুদিন ধরে আমরা অপরকে উপহাস করেছি এখন আমরা নিজেদের মধ্যে-ই কৌতুক খুঁজে পাচ্ছি। আমার মত ব্রিটেনরাই ব্যঙ্গ কৌতুকের এইরূপ রচনাশৈলী, এই আমি আত্মপ্রকাশ উন্নত করেছিল এবং এটা এখনও উন্নতির পথে। আমার মনে হয় আমরা সবেমাত্র তা পেতে আরম্ভ করেছি। আমরা, এখন আগের চেয়ে অনেক উচ্চতর সৌন্দর্যে শ্লেষ ইঙ্গিত নিয়ে কাজ করছি। এখন মানুষকে মাথায় আঘাত করে হাসতে হয় না।

আমি মনে করি নিজেদের নিয়ে হাস্যরস সৃষ্টির প্রচুর সুযোগ এখন আমাদের আছে এবং আপনাদের দেশেও তা আছে। এবং আমি অনুমান করছি—যদিও তার কোন চিহ্ন এখানে ওখানে দেখা যাচ্ছে না—তবুও, আমার অনুমান যে রুশীয়দেরও নিজেদের নিয়ে হাস্যরসের প্রচুর সুযোগ আছে। অবশ্য তারা নিজেদের খুব গম্ভীরভাবে নিতেই ভালবাসে। চীনাদের সম্পর্কে যা আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে তা হচ্ছে তারা সর্বদাই নিজেদের নিয়ে হাসতে পারে—এমন কি চরম মন্দ অবস্থাতেও। অপরপক্ষে ভারতীয়দের খুব বেশী কৌতুকজ্ঞান আছে বলে আমার মনে হয় না। এবং আমার মনে হয় যে, এসব ব্যাপার জাতিগত।

আমি কোনও ব্যাপার জাতি হিসেবে বলতে ভালবাসি না। কিন্তু, আমাদের মধ্যে অনেকে সব কিছু গম্ভীরভাবে নিতে ভালোবাসে এবং অনেকেই হাসির সুযোগ খোঁজে। আমার মনে হয় না যে আমাদের মধ্যে তিক্ত হাসি আছে কারণ, আমাদের বেশী কিছু হারাতে হয় নি—পক্ষান্তরে ভূমধ্যসাগরীয় অধিবাসীদের হাসি তিক্ত হাসি। তারা এতবার এত কিছু হারিয়েছে।

ব্র্যাগুন—তাহলে, আপনার মতে এখানে কিপ্রকার কৌতুকরস সর্বাপেক্ষা আবেদনপূর্ণ। গালেডে-মেরে-হাসানো কৌতুক অথবা—

কেলী—মানে, আতিশায্যপূর্ণ, অদ্ভুত ধরণের কৌতুক……এর একটা রূপ এখানে আছে যাকে আমরা বলি 'নোংরা কুকুরের' গল্প—যা অত্যন্ত বেশী আতিশয্যপূর্ণ এবং সাধারণতঃ এতে জন্তু, জানোয়ার থাকে। গল্পটা হচ্ছে যে একটা লোক ইঁদুর ও ব্যাং নিয়ে ভাঁটিখানায় এসেছিল—ইঁদুরটা উঠে দাঁড়িয়ে গান করলো ও ব্যাং, পিয়নো বাজালো—মদ-পরিবেশক বললো, কি করে ইঁদুর এরকম গান করতে পারলো? লোকটি উত্তর দিল, 'কারণ, বেঙটা অন্যের গল্প নকল করে কথা বলতে পারে।' বুঝতেই পারছেন, কিরকম ব্যাপার। প্রকৃতপক্ষে এতে কিছু বোঝায় না। গল্পে এর কোন অর্থ নেই —কিন্তু এটা এক আতিশয্য থেকে অপর আতিশায্যে চলে যায় এবং দ্বিতীয় অতিশয়োক্তি প্রায়ই প্রথমের ব্যাখ্যা। আমার মনে হয় আমরা এই প্রকার মজা ভালোবাসি কিন্তু এটাই আমাদের একমাত্র খাদ্য নয়।

ব্র্যাগুন—এই জন্যই কি আপনি আপনার কমিক অংশের জন্যে জন্তু-চরিত্র নির্বাচিত করেছেন?

কেলী—না, আমি বিশেষভাবে জানোয়ার চরিত্র নির্বাচিত করেছি কারণ, জানোয়ার নিয়ে অনেক কিছু করা যায়। তারা এত সহজে আঘাত পায় না, এবং তাদের মনুষ্য মূর্তি অপেক্ষা অতিশয়োক্তি ভরা মূর্তিতেই বিশ্বাস করানো সহজ।

ব্র্যাগুন—আপনি কি নিজেকে 'পাগো' ভাবেন?

কেলী—কমিক অংশের সমস্ত চরিত্রগুলি দুর্ভাগ্যক্রমে আমারই প্রতিচ্ছবি। আমার অনুমান—যে তারা সবাই। আমি অনুমান করছি যে এখানে কার্টুনিষ্ট হিসেবে, শিল্পী হিসেবে, টীকা টিপ্পনী কারক হিসেবে—আপনি আমাকে পাগো বলতে পারেন, নিশ্চয়ই। কিন্তু অপরাপর চরিত্রগুলি-ও আমি-ই এবং দুর্ভাগ্যক্রমে আমার বন্ধুরা অনেক সময়ে এটা অত্যন্ত সত্য বলে মনে করেন। কিন্তু, যা বলছিলাম আমাদের কমিক—অংশে কোন নায়ক নেই—কারণ, আমি নায়কে বিশ্বাস করি না। আমাদের পাপ নেই, পুণ্য নেই—কারণ, কোনটাতেই আমি বিশ্বাস করি না। আমার দুষ্ট চরিত্রগুলি শেষটায় অপরাপর লোকদের মত-ই হয়ে যায় এবং অনেক চেষ্টা করেই তবে তাদের মধ্য থেকে একঘেঁয়ামি দূর করতে পারি।

# ডাঃ ওয়ের্ণারভন ব্রণ

## উড্ডীয়মান ঠাকুরমার যুগ।

ডেভেলপমেণ্ট অপারেশনস্ অব দি আর্মি ব্যালিষ্টিক মিসিলি এজেন্সীর পরিচালক ডাঃ ওয়ের্ণার ভন ব্রণের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর আমাকে যে মার্গোরাল বিমান ঘাঁটিতে পৌছে দিল তার নিকট জানতে চাইলাম শিবিরের লোকদের ওঁর সম্পর্কে কি মতামত। সে উত্তর দিল, 'দেখুন, উনি এ স্থানের জন্য কত করেছেন। ১৯৫০ সালে এখানে ১৬০৯০ অধিবাসী ছিল—বর্তমানে ৫০,০০০ এবং দেয় ট্যাক্স মাসে একশত ডলারে উঠেছে। আমরা ওঁর জন্য গর্বিত।

ডাঃ ভন ব্রণ তাঁর কাঠের ফ্রেমে প্রস্তুত প্রশস্ত অফিসে বসেছিলেন—সামনে ঢেউ-খেলানো নিম্নভূমি। তিনি একটি বিরাট বিশৃঙ্খল টেবিলে বসেছিলেন পাশে দুটি সেক্রেটারী। তাঁকে দেখে একটি বড় বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্তা বলে মনে হচ্ছিল—যিনি কর্মদক্ষতা বা অফিস—কর্তার মেয়েকে বিয়ে করবার সুযোগ নিয়ে দ্রুত উন্নতি করেছেন। তাঁর আত্মবিশ্বাস, কর্তৃত্ব ক্ষমতা, আত্ম-সন্তোষ দেখে প্রথম অনুমানই ঠিক বলে মনে হয়—আবার তার অপূর্ব টিউটেনিক সৌন্দর্য দেখে মনে হয় যে দ্বিতীয়টাও হতে পারে, দীর্ঘকায়, বৃষস্কন্ধ, সোনালী চুলে নীলচোখে তিনি যেন শক্তি বিকিরণ করছেন। স্পষ্টতঃই তিনি কর্মকুশল, দৃঢ়চেতা এবং এমন একজন যিনি নিজের যত্ন নিতে জানেন। তিনি জার্মান বচনভঙ্গীতে আমেরেকীয় ইংরাজী বলেন কিন্তু আশ্চ যদ্রুত কথা বলতে পারেন এবং তা আমেরিকার চলিত কথার ধ্বনি শব্দ সম্ভারে পূর্ণ। তাঁর কিছুটা স্থূল কিন্তু অতীত যুগীয় নাগরিক মনোহারিত্ব, তাঁর সহজভাব ও বান-বৈদগ্ধ্য আবহাওয়া লঘু করে তোলে। টেপ বোর্ড নিয়ে তিনি মাথা ঘামান নি শুধু দু-একবার বন্ধ করতে বলেছিলেন—যখন তিনি নিশ্চিত বুঝতে পারেন নি তিনি নিরাপত্তা নিয়মের বাইরে যাচ্ছেন কিনা।

ডা. ভন ব্রণের জীবনেতিহাস চমকপ্রদ। জার্মানীতে তাঁর জন্ম—এবং আঠারো বৎসর বয়সেই তাঁর "আকাশরকেট ভ্রমণ" পর্যায় শুরু হয়েছিল—যখন

তিনি একদল আবিষ্কারের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন—যারা "মহাকাশযাত্রীর জার্মান সমাজ" গঠন করেছিল। দু-বৎসর পরে জার্মান সামরিক সংস্থার হয়ে তিনি রকেট উন্নতির কাজে আত্মনিয়োগ করেন। পাঁচ বৎসর পরে, ২৫ বৎসর বয়সে তিনি গিমুড রকেট কেন্দ্রের প্রযুক্তিবাদের পরিচালক হন—এখানেই V—2 প্রস্তুত হয়েছিল যা ব্রিটিশ দ্বীপে অনেকগুলি সংঘাতিক ক্ষতি করেছে। সৌভাগ্যকালে, এটা একটু দেরীতে কাজ করবার দরুন খুব সাংঘাতিক কোন ক্ষতি হয় নি কিন্তু যুদ্ধ সমাপ্তিকালে ডাঃ ভন ব্রণ এবং আরও শতাধিক বৈজ্ঞানিক জেনেরাল পাটোনের তৃতীয় সেনাদলের নিকট আত্মসমর্পণ করেন এবং তাঁকে রকেট ও ক্ষেপণাস্ত্র এর উন্নতির জন্য যুক্তরাজ্যে স্থানান্তরিত করা হয়।

নাজি জার্মানী V—2 উড্ডয়ন বোমার প্রস্তুতকারকের সঙ্গে আমি বিচিত্র মনোভাব নিয়ে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তিনি কি সুবিধাবাদী, প্রযুক্তী-শিল্প-সাহায্যকারী অথবা অর্থলোভী। আমাদের টেপ-রেকর্ড যন্ত্র বন্ধ হবার পরে আমরা নাজি শাসনের অধীনে তাঁর অতীত নিয়ে আলোচনা করলাম। আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে এই বিষয় তাঁকে কিছুটা অসুবিধেয় ফেলেছিল—যদিও স্পষ্টই বোঝা যায় যে এই প্রথম তাঁকে এ বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করা হয় নি। অতীতকে তিনি দুর্ভাগ্য ও সেই বিশেষ কালে জার্মানীতে জন্মাবার নিয়তির প্রভাব বললেন—হিটলারের রাজত্বে বেঁচে থাকা, এবং বৈজ্ঞানিক হয়েও সামরিক বন্দী হওয়া—''দের আদেশ তাকে পালন করতে হতো।

সন্দেহাতীত গর্ব ও সন্তোষের সঙ্গে তিনি ব্রিটেনের তদানীন্তন মন্ত্রী, ডানকান সাণ্ডের অভিনন্দনপূর্ণ 'কেবল' দেখালেন—যা এক্সপ্লোরার-ও, আমেরিকার প্রথম সকল উপগ্রহ নামবার পরে পাঠানো হয়েছিল এর কিছুট অংশ……যুদ্ধকালে আপনার ও আমার মধ্যে মতভেদ হয়েছিল। আমি সুখী বোধ করছি যে এখন আমরা একই উদ্দেশে কাজ করছি……

বর্তমানে ডাঃ ভন ব্রণের প্রধান উচ্চাশা মহাজাগতিক অন্বেষণ, কিন্তু যুক্তরাজ্য সরকারের হয়ে কাজের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি জানেন যে অসামরিক অপেক্ষা সামরিক উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় মূলধন পাওয়া সহজ। তাই তিনি কংগ্রেসের সমিতির সামনে কয়েকবার রকেট ও ক্ষেপণাস্ত্রের জন্য উপস্থিত হয়েছেন। তাঁর সাবধানসূচক ভবিষ্যৎবাণী যে যদি যুক্তরাজ্য অধিকতর খরচ করতে স্বীকৃত না হয় তাহলে এরা বিপজ্জনকভাবে সোভিয়েট

রাশিয়ার পেছনে পড়ে যাবে—এর জন্য তিনি বিখ্যাত হয়েছেন কারণ তাঁর কথা সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

ব্র্যাগুন—আপনি কি আমাকে একটা ধারণা দিতে পারেন যে কত লক্ষ পাউণ্ড প্রাথমিক খরচে একটি লোক চাঁদে যেতে পারে অথবা উপগ্রহে গিয়ে কয়েকদিন থাকতে পারে?

ভন ব্রণ—আমার মনে হয় সেটা সম্পূর্ণভাবে বৈষয়িক উদ্দেশ্যের ওপরে নির্ভর করে। যদি উদ্দেশ্য এই হয় যে কোন ব্যক্তিকে উপগ্রহ কক্ষে পাঠানো শুধুমাত্র একটি ব্যক্তি সেখানে কয়েকবার ঘুরে আবার নিরাপদে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন—এটাই হচ্ছে সর্বনিম্ন পোষণীয় মহাকাশে উড্ডীয়ন। একে পোষণীয় বলেছি অভিক্ষেপ ক্ষেপণাস্ত্রের তুলনায় যার সম্বন্ধে জানা আছে যে সেটা ক্ষেপণের পনের-কুড়ি মিনিট পরেই তা শূন্যে ফিরে আসবে। সেই লোকটিকে কক্ষ পথে নিতে পারলে যতক্ষণ ইচ্ছে রাখা যায়। কিন্তু, আপনি হয়তো পরীক্ষা অন্যভাবে পরিকল্পনা করলেন। আপনি বললেন, আমি তাকে খাদ্যও দেব না, এবং আমি তাকে শুধু দু-দিনের অক্সিজেন দেব—কারণ, আমি চাই যে সে এই দশ-পনের বার প্রদক্ষিণের পর নেমে আসবে—এই হচ্ছে নিম্নতম পোষণীয় মহাকাশ ভ্রমণ।

আমাদের ICBM দিয়েই এসব হতে পারে যেমন এ্যাটলাস ক্ষেপণাস্ত্র এবং একটু বেশী মাত্রায় চেষ্টা করলে ICBM দিয়েও তা হতে পারে। সব চেয়ে কম আপনার যা লাগবে তা হচ্ছে ১৫০,০০০ থেকে ২০০,০০০—তবে দ্বিগুণ অর্থ হাতে থাকলেই ভালো হয়। তবে, লাখ পাউণ্ডের প্রয়োজন নেই। লক্ষ পাউণ্ড খরচ করলে আপনি দুটি লোককে কক্ষপথে পাঠাতে পারেন, সেখানে বেশ কিছুদিনের জন্য রেখে পরিদর্শনের জন্য সবরকম যন্ত্রপাতি সঙ্গে নিয়ে দৈহিক মাপ নিতে পারবে এমন কি নিজেদের দেহের সুস্থতা অসুস্থতা দেখবার জন্য ব্যয়সাধ্য প্রয়োজন যন্ত্র নিয়ে যেতে পারবে। আর লক্ষ পাউণ্ডে আপনি একটি অথবা দুটি লোককে চাঁদের চারিদিকে ঘুরিয়ে এনে পৃথিবীতে নামাতে পারবেন কিন্তু চাঁদে নামাতে পারবেন না।

যে মুহূর্তে আপনি চাঁদে নামাবেন স্থির করলেন, তখনই আপনাকে অতিরিক্ত জ্বালানীর ব্যবস্থা করতে হবে—বিলম্বের জন্য, অবতরণের জন্য এবং চাঁদ থেকে আবার বেরিয়ে আসবার জন্য। এবং প্রথম দিকে এই সব জ্বালানী সং করে নিয়ে যেতে হবে—কাজেই, প্রথম রকেটটি যথেষ্ট পরিমাণ

বৃহদাকার হওয়া প্রয়োজন। এ ছাড়াও চাঁদে নেমে লোকেরা নিশ্চয়ই তাদের রকেটের চারিদিকে গম্ভীর মুখে প্রদক্ষিণ করে চলে আসবে না কাজেই তাদের সঙ্গে সরবরাহ, গার্হস্থ্য এবং অভিযানমূলক যন্ত্রপাতিও জিনিসপত্র দিতে হবে যাতে তারা কিছু কাজ করে আসতে পারে। তার মানেই ওজন বেড়ে যাবে।

ব্র্যাগুন—লক্ষ পাউণ্ড নিক্ষেপণে প্রকৃত সমস্যা কি?

ভন ব্রণ—আমি বলব প্রধান সমস্যা ডলার—অর্থ লক্ষ পাউণ্ড নিক্ষেপণ খুব সহজেই করা যায়—এরোপ্লেনে যা করা হয় সেভাবে বর্তমানের ইঞ্জিনগুলির এক পুচ্ছ নিয়ে চারটে ইঞ্জিন নিয়ে তা থেকে চার ইঞ্জিন নিয়ে তা থেকে ইঞ্জিনের উড়োজাহাজ করা হলো এবং প্রপেলারও চতুর্গুণ জোরে টানছে। আরও যখন বড় ব্যাপার করতে হবে, যেখানে আপনাকে অনেক ইঞ্জিন এক সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে—প্রথমদিকে একটি বড় একক নিয়ে আরম্ভ করলেই ভালো। এইজন্যই, ছুটোই করা উচিত। আমার মনে হয় লক্ষ পাউণ্ড পর্যন্ত আমরা কেন বর্তমানের ইঞ্জিনগুলি ব্যবহার করতে পারবো না। কিন্তু লক্ষ-কোটি ক্ষেপণের ব্যাপারে এক একটি একক লক্ষ পাউণ্ডের নিয়ে আরম্ভ করাই ভালো যাতে ৪, ৬ অথবা ৮ একত্রে চার, ছয় অথবা আট লক্ষ পাউণ্ডের নিক্ষেপণ হয়।

ব্র্যাগুন—এটা যন্ত্র-সংক্রান্ত সমস্যা ভিন্ন আর কিছুই নয়।

ভন ব্রণ—ঠিক তাই। তার চেয়ে বেশী কিছু নয়। এবং খুবই সোজাসুজি যন্ত্র-সংক্রান্ত ব্যাপার। এতে একটু বেশী খরচ হয় কারণ এখানে পরীক্ষা পর্বই অনেক—এবং পরীক্ষা করতে গিয়ে অনেক নষ্ট হয়।

ব্র্যাগুন—স্পুটনিক III এর জন্য রাশিয়ার সম্মুখ চালনা ইউনিটের কত খরচ হয়েছিল বলে মনে হয়?

ভন ব্রণ—অগ্রগতির খরচটা কারো দ্বারা দেওয়া হলে শুধুমাত্র কি ইউনিটের খরচ?

ব্র্যাগুন—হ্যাঁ।

ভন ব্রণ—সম্প্রসারণের খরচ দেওয়া হয়ে গেলে আমেরিকার ডলারে দুই বা তিন লক্ষ।

ব্র্যাগুন—কিন্তু, যখন আপনি বলছিলেন যে লক্ষ্য-নিক্ষেপণ ইঞ্জিনে ডলারের প্রশ্ন তখন নিশ্চয়ই পরীক্ষা নিরীক্ষণ সমেত-ই বলেছিলেন।

ভন ব্রণ—হ্যাঁ, সে কথাই বলেছিলেন। বর্তমানে এই প্রকার ইঞ্জিনের সম্প্রসারণ করা—যতক্ষণ না এ ওড়বার অনুমতি পাচ্ছে তার অর্থে এই যে আপনি এই ইঞ্জিনে একটি লোককে রকেটে পাঠাতে প্রস্তুত—খরচের দিক দিয়ে কি বলবো, মোটামুটি একশত লক্ষ ডলার।

ব্র্যাণ্ডন—আপনি বলতে চাইছেন ইঞ্জিনগুলি একসঙ্গে মেলাইলেই হবে না। তারা কি রকম কাজ করে তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

ভন ব্রণ—হ্যাঁ, এবং তা করবার জন্য আপনাকে পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়োগ করতে হবে এবং বিস্তৃত সময়-ব্যাপী সেই পরীক্ষা পদ্ধতি চালিয়ে যেতে হবে এবং সেখানে মাপের জন্য ফিতে নিয়ে চালক এবং তথ্য সংগ্রহ করবার জন্যে লোক এবং আরও অনেক কিছু উপস্থিত থাকা প্রয়োজন। যেমন আপনাকে অতি অবশ্য প্রতিকম্পন স্তর লক্ষ্য রাখতে হবে……এরকম হতে পারে যে লেজের দিকে এত বেশী কম্পন হলো যে জ্বালানীর লাইনে পড়ে গেল বা এরকম কিছু হলো। আমি বলতে চাইছি—এসব যন্ত্র চালনার সমস্যা। এসব অপেক্ষাকৃত সহজ সমস্যা এবং একবার অসুবিধে ঘটলে প্রতীকারে কিছু না-কিছু করা যায় কিন্তু খুব কষ্টসাধ্য অভিগমন না হলে হয়তো আপনি অকস্মাৎ, অপ্রত্যাশিত বিপদে পড়ে যেতে পারেন। এবং এই ব্যাপারটা যে কত বিপদজনক হতে পারে তা ইংলণ্ডের বিখ্যাত কমেট ঘটনা থেকেই জানা যায়—যেখানে একটা মাত্র দিক—যা সে সময়ে কেউ প্রয়োজনীয় ভাবেনি—কারণ, ব্রিটেন এ বিষয়ে ছিল পথ-প্রদর্শক এবং সেই সর্বপ্রথম উচ্চচাপের জেট-বিমান ব্যবসা চালু করে—কেউ সেই লুকোন বিপদের কথা জানতো না—হঠাৎ বিপদ ঘটলো। শেষে জানা গেল যে একটি জানালার ফ্রেম সব বিপদের মূল। কিন্তু, এর প্রতিক্রিয়া দেখুন। এর জন্যই BOAC নষ্ট হয়ে গেল—তাই না? এবং এজন্যই, অবিরত সাবধান হতে হয়।

ব্র্যাণ্ডন—আপনি কি একটি ইঞ্জিন তৈরী করছেন, না এই ধরুন এক লক্ষ পাউণ্ড নিক্ষেপণ অথবা রুশীয়রা যে মোটর ব্যবহার করছে তার কাছাকাছি কিছু।

ভন ব্রণ—আমি বলতে পারি যে মাত্র কয়েক দিন পূর্বে 'এ্যাডভান্স রিসার্চ প্রজেক্ট এজেন্সী' আমাদের 'আর্মি বালিষ্টিক মিসিলি এজেন্সী'কে একটি তরল চালক সম্মুখে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ইঞ্জিন নিক্ষেপণ খরচ ১'৫ লক্ষ পাউণ্ড প্রস্তুত করবার স্বত্ব দলিল দিয়েছে এবং অত্যন্ত বেশী অগ্রাধিকারও দিয়েছে, আমরা

I R B M অথবা I C B M এর মোটর ব্যবহার করবো এগুলি আমাদের নিকটেই আছে এবং তার একক ইউনিট করে তুলবো, এই প্রকার বৃহৎ ইঞ্জিন গড়ে তোলবার এটাই দ্রুততম এবং সবচেয়ে কম খরচের ব্যাপার।

ব্র্যাগুন—অনেক চিন্তাশীল বৈজ্ঞানিক বলেন যে মহাকাশে মানব পাঠানো সময় ও অর্থের অপব্যয় মহাকাশ থেকে যথেষ্ট নূতন খবরাখবর শুধুমাত্র যন্ত্র পাঠিয়েও পাওয়া যেতে পারে এবং এতেই খরচ কম।

ভন ব্রণ—অনেক অনেক ব্যাপার আছে যা যন্ত্র দিয়ে মাপা যায় ও স্থির করা যায় না আমাদের এক্সপ্লোরার দিয়ে আমরা তাই করছি অতএব আমি নিশ্চয়ই এই অভিগমনের বিরোধী নই, এবং দিন দিন-ই উপগ্রহে যখন অধিকতর ওজন পাঠানো যাচ্ছে কাজেই যন্ত্রপাতি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি যা আমরা সেখানে পাঠাব তা আরও আধুনিক ও উন্নত হতে পারে। এক দিক দিয়ে বলতে গেলে আমরা এক্সপ্লোরার নিয়ে তাই করেছি। এক্সপ্লোরার III-তে একটা টেপ রেকর্ড যন্ত্র ছিল যাতে পৃথিবীর কক্ষপথে কশমিক আলোর ব্যাপারটা লিপিবদ্ধ করতে পারে এবং পৃথিবী থেকে আদেশ পেলে একটি গ্রহণীয় যন্ত্রে তা বাজিয়ে শোনায় কিন্তু এক্সপ্লোরার I ও শুধুমাত্র জিজ্ঞাসার কেন্দ্রে কশমিক রশ্মির পতন রেকর্ড করবার যন্ত্র ছিল এবং পৃথিবী কেন্দ্রের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। এক্সপ্লোরার IV এ আমরা চারটে বিভিন্ন কেন্দ্র স্থাপন করেছি দুটি স্ফুলিঙ্গায়ন কেন্দ্র, দুটি গিগার কেন্দ্র। কতগুলি ঢাকা কতগুলি খোলা যাতে এই স্ফুলিঙ্গের শক্তি স্তর বোঝা যায়। কাজেই চলার পক্ষেই আমরা যন্ত্রের উন্নতি করে চলছি। এবং সত্য সত্যই, যত বেশী স্থান পাব ততই আরো ভালো করতে পারবো। রাশিয়ার বিরাট স্পুটনিক III একটি উড়ন্ত ল্যাবরেটারি। ওতে অনেক যন্ত্র স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে আমরা এখনও অতটা এগিয়ে যেতে পারি নি।

মানব প্রেরণের প্রশ্নে এই কথা বলতে পারি যে, আমাদের বোঝা উচিত যে এমন অনেক স্থান আছে যেখানে যন্ত্র উপযোগী নয়—বিশেষতঃ সেই সব স্থানে যেখানে বিচার বুদ্ধি প্রয়োজন। কশমিক রশ্মি পরীক্ষার জন্য যন্ত্র প্রস্তুত করেছি। আপনি প্রকৃত পক্ষে এমন একটি ব্যাপার নিয়ে পরীক্ষা করতে চান যা মানব দেহে করা সম্ভব নয়। একটি মানুষকে বহির্বিশ্বে পাঠিয়ে আপনি কিছুতেই বুঝতে পারবেন না এই সব স্ফুলিঙ্গের বিশেষ কি উত্তাপ সমতা। আপনাকে যন্ত্র পাঠাতে হবে কিন্তু, কল্পনায় মঙ্গলগ্রহে যাবার একটা ঘটনা নিন। আমি

ভেবে পাচ্ছি না। যে মঙ্গলে কি প্রকার যন্ত্র পাঠালে ওখানে জীবনের স্পন্দন আছে কি না এবং তা কি প্রকার জীবন তার খবর এখানে পাঠাতে পারবে। অবশ্য টেলিভিশন ক্যামেরা পাঠানো যায় কিন্তু সে খবর অত্যন্ত সীমায়িত হবে। এই সকল সমস্যা সমাধানে, কি বলবো অসম্ভবকে বিশ্লেষণ করতে মানব মস্তিষ্কের মতো কিছু নেই।

জীবনের পরিচয় মাটির কীটাণু থেকে আরম্ভ হয়, যা উদ্ভিদ কুলের যে কোন গ্রহে থাকতে পারে এর গতিপথে লিচেন থেকে মস্ এবং বৃক্ষ ও ঘাস হয়তো যে যেমন প্রকার উদ্ভিদ জীবন পৃথিবীতে নেই। আর জন্তুর প্রশ্ন যদি আসে তবে মাছি, পোকা থেকে বৃহদাকার জানোয়ারে সবই থাকা সম্ভব। সত্য সত্যই, অপ্রত্যাশিত এবং অভাবনীয়, সম্পর্কহীন ব্যাপারের মূল্যায়নে মানব মস্তিষ্কের মতো কিছু নেই, আপনি যদি পরীক্ষা করতে চান উদাহরণ স্বরূপ বলছি উত্তর মেরুতে উষ্ণ অঞ্চলের একটি জীবকে রাখলে তার মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া হবে জানবার জন্য মেরু প্রদেশে·· ···তাহলে মেরু প্রদেশে একটা যন্ত্র পাঠানো কঠিন নয়—কিন্তু আমি এখনও ভাবঁতে পারি না যে কোন প্রকার যন্ত্র সেই ব্যাপারের আভাস দিতে পারে। আপনাকে সেখানে নিয়ে পরীক্ষা করবার জন্য অভিযাত্রী দল পাঠাতে হবে।

ব্র্যাগুন—তরল ও কঠিন চালক ক্ষেপণাস্ত্রের সুবিধে অসুবিধে সম্বন্ধে অনেক কিছু বলা হয়েছে। এ সম্বন্ধে আপনার কি মত ?

ভন ব্রণ—এটি একটি কৌতুহলোদ্দীপক প্রশ্ন—এবং উত্তর দেওয়া যায় না। একটি ওজন ছুঁড়ে দেবার ব্যাপার। ধরুন—একটানে যোদ্ধা একটি নির্দিষ্ট স্থানের বাইরে কোন ভার ফেলবে—যাতে সম্পূর্ণ ঝোঁক দেওয়া প্রয়োজন নিক্ষেপণ ও জলে ওঠার ফলে এই তাড়না সম্ভব, বর্তমানে জুপিটার অথবা থরে'র মতো নীরেট রকেট নেই যা দিয়ে এই কৌশল করা যায়। এবং যদি একটি প্রস্তুত করা হয় তা এত অদ্ভুত দানবাকার হবে যে তাকে বিমানযোগে কিংবা জাহাজে এক স্থান থেকে অন্যস্থানে নেওয়া যাবে না। কাজেই, এই রকম নিটোল রকেট নেই (a) এবং যদি প্রস্তুত করাও হয় তবে তা নাড়াচাড়া করা অসুবিধেজনক। (b)

পোলরিতে যে খনি হয়েছে তেমনি 'পেলোড' ভার কমিয়ে দিয়ে ক্ষেপণাস্ত্রর ওজন ক[মি]য়ে দেওয়া যায়—যাই হোক না কেন এটা শুধু এক স্থান থেকে আর স্থানে বয়ে নিয়ে যাবার জন্য—এর অর্থ যোদ্ধাকেই টেনে নিয়ে যাওয়া এবং সেই

ওজন বহাবার মতো ছোট ছোট ক্ষেপণাস্ত্রের বেলায়ও তাই করা যায়। পোলারী সম্বন্ধে এই কথা যে এটাই প্রথম IRBM যা নিটোল রকেট হয়েছিল। উৎক্ষেপণ কেন্দ্র ডুবো জাহাজ সেটাকে আনা নেওয়ার কাজ করতো এবং ডুবো জাহাজটিকে জাহাজ ঘাঁটায় ক্রেন দিয়ে টেনে এনে পোলারি ও তার মাল-মশলা ঢোকানো হলো অথবা উন্মুক্ত সমুদ্রে নৌবহর দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হতো-যাদের কাছে নূতন ক্ষেপণাস্ত্র ঢোকাবার ভারী বুম (boom) ছিল। কাজেই এই রকম ভাবে অত্যন্ত ভারী মাল ও সহজতর উপায়ে টেনে নিয়ে যাওয়া যায় এবং ডুবোজাহাজই হচ্ছে চলন্ত পাটাতন।

আপনি হয়তো জানেন বর্তমানে আমরা একটা নীরেট-রকেট-ক্ষেপণাস্ত্র সম্প্রসারণের চেষ্টা করছি—যার নাম পেরশিং যা দুরপাল্লার আর্মি বালির্কিক নির্মিত ক্ষেপণাস্ত্র, নীরেট-চালর্ক-নিয়ম। কিন্তু এই ক্ষেপণাস্ত্রটি এত টুকরো টুকরো ভাগে বিভাজিত হয়েছে যে এটা বিমানে বহন করা যেতে পারে।

তরল-চালক রকেট সুবিধে এই যে, একে খালি অবস্থায় সরানো যায় আবার পাঁচ গ্যালন পদার্থ দিয়ে এটা পূর্ণ করা যায়। নীরেট-চালক-রকেট একটা বিরাট ব্যাপার কিন্তু এর সুবিধে হচ্ছে যে এতে জ্বালানী দিতে হয় না। কিন্তু অসুবিধে আছে সম্পূর্ণ 'ইউনিট' এক সঙ্গে বয়ে নিয়ে যেতে হয়। অনেক বড় 'ইউনিট' হলে তা অনেকটা 'পিসার হেলোনো স্তম্ভ'কে গ্রামাঞ্চলে ঘুরিয়ে বেড়াবার মতো দেখায় এবং সেটাই এর অসুবিধে।

ব্রাওন—মিঃ ভূব্রিজ, ক্যালিফোর্ণিয়া ইনষ্টিউট অব টেকনোলজি'র প্রেসিডেণ্ট একবার বলেছিলেন 'মহাশূন্যে পাটাতন'-এর সামরিক দিক দিয়ে কোন গুরুত্ব নেই। আপনি কি মহাশূন্যের পাটাতন শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য চাইছেন? তিনি বলেছেন, একটি মানবকে পৃথিবীকে ফেরত পাঠানো যত কঠিন একটি বোমা তেমনি ঠিক জায়গায় নামানো শক্ত।

ভন ব্রণ—'বোমা' কথাটি আমি পছন্দ করি না। এটা সবাই জানে যে কক্ষপথ থেকে বোমা ছোঁড়া যায় না। আমি বলতে চাইছি যে আপনি যদি রকেট বিমান অথবা মহাশূন্য থেকে এটা ছাড়তে চান—এটা পড়বে না—কারণ এটার ঠিক তেমনি গতি এবং এ-ও কক্ষপথে ঘুরবে। আমরা যা নিয়ে কথা বলছি তা হচ্ছে নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র ক্ষেপণ—এবং তাতেই নিয়মে উৎক্ষিপ্ত হবে—মহাশূন্য পাটাতন থেকে একটা অপেক্ষাকৃত ছোট নীরেট হলেই ভালো—রকেট

কক্ষপথ কেন্দ্রের উল্টো দিকে ছুঁড়তে হবে। এই ভাবে মহাকেন্দ্রিয় আকর্ষণ একটু ঢিলে হলে মাধ্যাকর্ষণে জোর পড়ে এবং সেই পদার্থকে সমকোণে টেনে আবহাওয়ার স্তরে নিয়ে আসে, এবং একবার আবহাওয়াতে এসে পৌছলে একে আবার চালানো সম্ভব একটি দ্রুত চালক ক্ষেপণাস্ত্রের মতো।

ব্র্যাগুন—কিন্তু, এটাকে পাটাতন থেকে-ই পরিচালনা প্রয়োজন—

ভন ব্রণ—এটা পাটাতন থেকেই পরিচালিত হয় কিন্তু, প্রয়োজনীয় ব্যাপার হচ্ছে পৃথিবী-কেন্দ্রে'র চতুর্দিকে ক্ষেপণাস্ত্রে'র কৌণিক দ্রুতগতি ষ্টেশনের প্রায় সমান—কাজেই, ষ্টেশনটি পৃথিবীর চারিদিক দিয়ে ঘুরছে—বোমাটাও ঘুরছে—কাজেই ষ্টেশনটি বোমাটাকে দেখছে—উৎক্ষিপ্ত মহাশূন্য-ষ্টেশন অথবা মহাশূন্য শকট—এই বোমা অথবা ক্ষেপণাস্ত্রকে সদাসর্বদা দেখছে—এবং মনে হচ্ছে যে নীচে পৃথিবী চক্রাকারে ঘুরছে। শেষে লক্ষ্যস্থল দৃষ্টিগোচর হলো দিগন্তরেখার ওপরে তখনও ক্ষেপণাস্ত্রটি নীচের দিকে নামছে। কাজেই এই ব্যক্তিরা প্রকৃতপক্ষে একটি দৃষ্টিরেখা সমতা কক্ষস্তর, ক্ষেপণাস্ত্র ও ষ্টেশনের মধ্যে সৃষ্টি করেছে এবং সমস্যা প্রায় একই যদিও প্রকৃতপক্ষে অনেক সহজতর—যেখানে যেখানে আপনাকে প্রতি-বিমান চালক ক্ষেপণাস্ত্র-অস্ত্র ও শত্রু-বিমানের মধ্যে হঠাৎ গিয়ে পড়তে হয়। এটা যেন তারই উল্টো দিক।

ব্র্যাগুন—অনুমান করছি যে মহাশূন্য প্লাটফর্ম মানব দ্বারা চালিত হবে—

ভন ব্রণ—হ্যাঁ, এই ব্যাপারে এটা মানব চালিত-ই হবে। কিন্তু মহাশূন্য প্লাটফর্ম অর্থ এই নয় 'ডগনাট' আকারে বিরাট ব্যাপার—যেখানে একশত দুইশত লোক অবস্থিত। প্রকৃত পথে এটি হাইপারসনিক বিমানটি--যাতে কুড়িটির মতো নিয়মিত ক্ষেপণাস্ত্র থাকবে কিন্তু এই হাইপারসনিক বিমান অন্ততঃ সাময়িকভাবে কক্ষকেন্দ্রে থাকবে। এটা কক্ষপথে পৃথিবীকে তিনবার প্রদক্ষিণ করবে ক্ষেপণাস্ত্রগুলি ছুঁড়বে—তারপরে পৃথিবীতে নেমে আসবে। এর কক্ষপথে সে একটু আধটু পথ পরিবর্তন করতে পারে যাতে শত্রুর নিক্ষিপ্ত কোন উপগ্রহ-ধ্বংসকারী ক্ষেপণাস্ত্র দ্বারা আক্রান্ত না হয়।

ব্র্যাগুন—এরকম কোন বিমানের কি অস্তিত্ব আছে?

ভন ব্রণ—বর্তমানে নেই। এখনও এর সামরিক গুরুত্ব নিয়ে মতবিভেদ আছে এবং তাছাড়া আরম্ভ করে এগিয়ে গেলেই তবে এর উন্নতি হয়। আমার ব্যক্তিগত অনুভূতি হচ্ছে এই যে, রিসার্চের জন্য নির্দিষ্ট স্বল্প অর্থের অপেক্ষা অনেক টাকা পাবার আশায়—এরা এই সব বিবৃতি দেন যে কি ভাবে

এসব সামরিক উদ্দেশ্য ব্যাহত হতে পারে—যখন তারা নিজেরাও ঠিকমতো সব জানেন না।

একটি লোককে মহাশূন্যে পাঠিয়ে আবার ফিরিয়ে আনার সব ব্যাপারটাই আমার নিকট গবেষণা ও সম্প্রসারণের ব্যাপার। কিন্তু, এর মধ্যে একটা অদ্ভুত ধরনের যান্ত্রিকতা আছে। অনিক অর্থের আনুকুল্যের জন্য এগুলিকে অন্য করে তুলতে হয়। এবং এই জন্যই কয়েকটি লোক দৃঢ় কণ্ঠে বিবৃতি দেন যে কি করে এত যুদ্ধে সাহায্য হতে পারে—কারণ, আথিক সাহায্যের জন্য তাদের এসব নিয়ে অনেক বলতে হয়। কিন্তু, আমি বিশ্বাস করি যে কক্ষকেন্দ্র থেকে উৎকেন্দ্রিক ক্ষেপণাস্ত্র. নিয়মিত ক্ষেপণাস্ত্রের প্রচুর সামরিক সুযোগ আছে এবং কেউ যদি বলেন যে কেন তাঁরা কক্ষপথে গিয়ে তবে শুরু করবেন তাহলে আমি বলবো যে বোমা ৪০,০০০ ফিট ওপরে তুলে নিয়ে ফেলবার কোন মানে হয় না—কারণ, তাকেও মাটিতেই ফেলা হচ্ছে।

ব্রাগুন—DE BMকে যদি ৫০০ মাইল ওপরেই তোলা যায়—তাহলে।

ভন ব্রণ—কিন্তু, ICBM এর অনেক ত্রুটি আছে। লক্ষ্যস্থল জানা থাকলে ICBM খুব-ই চমৎকার ও ভালো। কিন্তু, রাশিয়া আমাদের মতো আনবিক প্ল্যান্টের ভৌগলিক সংস্থা প্রকাশ করে না। এখানে আপনি যে কোন স্থান থেকে রাস্তার মানচিত্র নিয়ে ম্যাপের মধ্যে সমস্ত গোপনীয় প্ল্যান্টের চিহ্ন দেখতে পাবেন। রাশিয়াতে বড়বড় কারখানা এবং হয়তো বড় বড় শহরের অবস্থান আমরা জানি না। কক্ষপথ থেকে দেখে এই সব লক্ষ্যস্থল আবিষ্কার করা যায়—এরকম সম্ভবনা আছে যে আপনি না জেনেই সেটা আঘাত করলেন। এরোপ্লেন থেকে যেমনি হয় অনেকটা তেমনি। আপনি যখন নীচে একটা লক্ষ্যস্থল দেখতে পেলেন—আপনি হয়তো তার অবস্থান জানেন না কিন্তু আপনি বললেন, আমি এখানে—ঐ তো লক্ষ্যস্থল। ওখানে বোমা ফেলবো। যে মুহূর্তে আপনি কামান ব্যবহার করলেন, আপনাকে স্থানের অবস্থান জানতে হবে—এবং সেটা অত সহজ নয়। ফোটো থেকে প্রয়োজনীয় সূক্ষ্মতা নিয়ে বিচার করাও অত সহজ নয়—এই হচ্ছে প্রথম পয়েন্ট। দ্বিতীয় পয়েন্ট অবশ্য, অস্থির লক্ষ্যস্থল—কারণ, ICBM নৌবহরের প্রতিকূল সম্পূর্ণ অসহায়। এবং ধরুন আপনি প্রশান্ত মহাসাগরে একটি চলন্ত নৌবহর দেখলেন- না, ICBM অথবা IRBM আপনার কোন কাজে আসবে না। আপনাকে সেখানে হয় বিমান, ডুবোজাহাজ, অথবা ক্রুজার, বা ব্যোমযানে

গিয়ে আক্রমণ করতে হবে। পক্ষান্তরে, মহাশূন্য ষ্টেশন থেকে ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে আপনি দেখেই নিশানা করতে পারেন, খেয়াল করবারও দরকার হয় না যে তারা প্রকৃত কি শুধু দৃষ্টি সমতা-নিক্ষেপ নিয়মানুসারে তাদের আক্রমণ করবেন।

ব্র্যাওন—কিন্তু আপনার যদি পরিদর্শন-পরিক্রমা উপগ্রহ থাকে আমি প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি—তাহলে আপনি আপনার লক্ষ্য স্থির করতে পারবেন তাই না?

ভন ব্রণ—হ্যাঁ। কিন্তু নৌবহর ঘুরে বেড়ায়।

ব্র্যাওন—হ্যাঁ, এটি আপনার দ্বিতীয় নম্বর। আপনার প্রথম নম্বর ছিল যে অনেক লক্ষ্যস্থল অদৃশ্য—অথবা সেগুলির অস্তিত্ব আমরা জানি না।

ভন ব্রণ—হ্যাঁ।

ব্র্যাওন—আপনি কি পরিদর্শন-পরিক্রমণ-উপগ্রহ দ্বারা এগুলি নির্দেশিত করতে পারেন না?

ভন ব্রণ—তারপরে ICBM পাঠাব।

ব্র্যাওন—হ্যাঁ। আমার মনে হয় আকাশে এইরকম কয়েকটি পরিদর্শন পরিক্রমণ উপগ্রহ থাকলে প্রকৃতপক্ষে সবগুলি লক্ষ্যস্থলই দৃষ্টিগোচর হবে।

ভন ব্রণ—হ্যাঁ, স্থিতিশীল লক্ষ্যের সম্পর্কে একথা কতকটা সত্য কিন্তু চলন্ত লক্ষ্য সম্পর্কে একথা খাটে না কারণ যদি পরিদর্শন উপগ্রহ প্রশান্ত মহাসাগরে কোন নৌবহর ঘুরে বেড়াতে দেখে তাতে কোন লাভ হবে না। ICBM ফেলতে ফেলতে সেটা বিশ-পঞ্চাশ মাইল দূরে চলে যাবে।

আরও একটা কথা আমি উল্লেখ করবো। এটা হয়তো অদ্ভুত শোনাতে পারে—কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে এরও ভবিষ্যৎ আছে। আমি বলছি এই সব চলন্ত ক্ষেপণাস্ত্রে উপগ্রহ থেকে এরোপ্লেনের ওপরেও নিক্ষেপ করা যায়। এইসব বোমারু-বিমান ৪০,০০০ থেকে ৫০,০০০ ফিট ওপরে মহাশূন্য-ষ্টেশন এদের মেঘের ওপরে ছারপোকার মতো মনে হয়। এবং এই সব ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে তাদের ধ্বংস করা সম্ভব। ঘরোয়াব্যাপারে বলছি এই এ্যারোপ্লেন মেরুতে নামিয়েও দেওয়া যায়। এবং আমি বিশ্বাস করি যে এতোই উত্তর মেরুতে চিরস্থায়ী নিয়মিত ক্ষেপণাস্ত্র রাখা অপেক্ষা অনেক কম খরচ পড়বে—শীতও কম।

ব্র্যাওন—আপনি কি চাঁদে যাবার জন্য মহাশূন্য-প্লাটফর্ম চান?

ভন ব্রণ—এখন সাময়িকভাবে সামরিক উদ্দেশ্যে চাঁদে যাবার চেষ্টা সুদূর পরাহত। আমি বিশ্বাস করি যে, মহাশূন্যকে সামরিক দৃষ্টিতে পরিদর্শন-পরিক্রমণ এবং শেষ পর্যন্ত কক্ষপথটি বোমা-বহনকারী শকট হয়ে দাঁড়াবে—কিন্তু চাঁদ এ্যানটারটিকার মতো অভিযানের বিষয়। এখন থেকে একশত বৎসর পরে চাঁদের কোন সামরিক গুরুত্ব হবে কি না তা কেউ বলতে পারে না—হতেও পারে।

ব্র্যাগুন—আপনি নিজেকে কি ভাবেন—বৈজ্ঞানিক না ইঞ্জিনিয়ার?

ভন ব্রণ—আমি নিজেকে নিয়ে অনেক সময়ে নিজেই বিস্মিত হই। আমাদের কর্মক্ষেত্রে প্রভেদের ঠিক মতো বলা কঠিন—কারণ শুধুমাত্র ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষালয় আপনি বেশী অগ্রসর হতে পারবেন না এবং শুধুমাত্র বিজ্ঞানেও আপনি অগ্রসর হতে সমর্থ নন। সেদিন শুনতে পেলাম কে বলছিল, বিজ্ঞানবিদ হচ্ছেন ইঞ্জিনীয়ার যিনি কবিতা ভালোবাসেন। হয়তো সেটুকু-ই প্রভেদ।

ব্র্যাগুন—প্রকৃতপক্ষে আপনার কাজের চলমান শক্তি কি?

ভন ব্রণ—কৈশোরেই আমি জ্যোতির্বিদ্যার ভক্ত ছিলাম। চৌদ্দ বৎসর বয়সে আমার বাবা, মা আমাকে একটি জ্যোতিবিজ্ঞানের দূরবীক্ষণ দিয়েছিলেন—কাজেই, ছেলেবেলায় আমি রাত্রির অনেক ঘণ্টা আকাশে চাঁদ ও গ্রহ, নক্ষত্র দেখে কাটিয়েছি। তারপরে আমি জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে একটা চটি বই পেলাম এবং বইতে একটা ঘোষণা ছিল যে অধ্যাপক ওবার্থ রবোট দ্বারা গ্রহে পৌঁছবার কথা বলেছেন। আমি সেই চটি বইটি পড়ে এবং এর গণিতিক হিসেব দেখে অবাক হয়ে গেলাম—সেটার মধ্য দিয়ে—আমি কাজ করে যেতে থাকি এবং কি বলবো তখন থেকেই রকেট আমার জীবন।

ব্র্যাগুন—আপনি কি নিজে মহাশূন্যে যেতে চান?

ভন ব্রণ—হ্যাঁ। নিশ্চয়ই।

ব্র্যাগুন—আপনি চান? তাহলে অভিযান প্রবৃত্তি আপনাকে চালিত করেছে?

ভন ব্রণ—হ্যাঁ। আমি ভাবি—বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এটা দেখা যাক। আমি ভাবি যে সময়ে আমরা মানবকে মহাশূন্যে পাঠাতে সক্ষম হবো তখন হয়তো তারা অপেক্ষাকৃত কম বয়স্ক কাউকে নির্বাচন করবে। টেষ্ট পাইলট বা এই রকম কিছু—প্রথম অভিযানমূলক যাত্রার জন্যে নির্বাচিত

হবে। কিন্তু বিমান যাত্রার দিকে খেয়াল করলে দেখা যায় যে অধিকাংশ ঠাকুমা ও শিশুরা আটলান্টিক পারাপারে'র লাইনে ওড়ে। এ যুগ ঠাকুরমাদের ওড়বার যুগ। এমন হতে পারে যে আমি যখন দাদু হবো তখন চাঁদে কিংবা মহাকাশ-ষ্টেশনে দাদু, দিদিমাদের বসতি অত্যন্ত স্বাভাবিক দৃশ্য।

ব্র্যাগুন—এটা কি শুধু প্রযুক্তিবিদ্যার পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষা নয়?

ভন ব্রণ—না। আমার মনে হয় এটা শুধু কৌতূহল—চাঁদে কি আছে আমি জানতে চাই—এবং আমার মনে হয় কৌতূহল-ই সর্বদা আমার প্রধান উদ্দেশ্য হয়েছে। কৌতূহল-ই বৈজ্ঞানিককে গড়ে তোলে আমি একজন বৈজ্ঞানিক—কিন্তু লক্ষ্য পৌঁছবার জন্য যদি কলকব্জার বিদ্যা প্রয়োজন হয় তাহলে আমি ইঞ্জিনীয়ার।

ব্র্যাগুন—আপনি ইয়োরোপে শিক্ষিত। কেন আপনার মনে হয়েছে যে ইয়োরোপবাসীরা বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনীয়ারীতে আমেরিকাবাসী অপেক্ষা অধিকতর দক্ষ।

ভন ব্রণ—ঠিক এই প্রকার কোন কথা বলা হতে পারে বলে আবার মনে হয় না। আমার নিজের পর্যবেক্ষণ থেকে এটুকু বুঝতে পেরেছি যে অন্তত ইঞ্জিনীয়ারিং ক্ষেত্রে আমেরিকার শিক্ষার প্রবণতা বিশেষজ্ঞতার দিকে। ইয়োরোপে বাইরের দিক থেকে মনে হয় তারা বিশেষজ্ঞ হবার আগে একটি বিস্তৃত পটভূমিকায় শিক্ষা পেতে চায়, আমরা এদেশে খুব সহজেই চমৎকার উড়তে ভ্রমণরত ইঞ্জিনীয়ার, আবর্তন-গতি-বিশেষজ্ঞর, অথবা বিমান চালক ইঞ্জিনীয়ারের দেখা পাই। কিন্তু নানা ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় জ্ঞানসম্পন্ন যাতে কাজের সমন্বয় ঘটানো যায় লোক পাওয়া অপেক্ষাকৃত কঠিন। উদাহরণ স্বরূপ বলতে পারি বিমান চালনা ক্ষেত্রে প্রায়ই এরকম দেখা যায়। যখন ইলেকট্রনিক সিমুলেটার মধ্য দিয়ে নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্রের গতি নকল করতে হয় তখন সেই ব্যক্তির কিছুটা এরো-ডিনামিকস, একটু মকানিক, একটু অস ও ইলেকট্রনিকের জ্ঞান প্রয়োজন। প্রতি ক্ষেত্রেই—বিশেষজ্ঞের দেখা পাওয়া যাবে কিন্তু কোন ব্যক্তি—যিনি শতকরা শত না জেনে শতকরা সত্তর ভাগ জানেন এমন কোন লোক খুঁজে পাওয়া কঠিন।

ব্র্যাগুন—কিন্তু, আপনার কাজ 'বিশেষজ্ঞের কাজ।'

ভন ব্রণ—হ্যাঁ, কিন্তু সব ক্ষেত্রেই এরকম ব্যাপার। এমন কি আমেরিকার

হাসপাতালেও এই। শরীর সুস্থ হতে হতে দেখতে পাবেন—প্রায় কুড়িটি ডাক্তার আপনাকে পরীক্ষা করেছে—একজন দৃষ্টি-বিশেষজ্ঞ, মস্তিষ্ক-বিশেষজ্ঞ, একজন শুধুমাত্র মেরুদণ্ডের জন্যে, একজন হার্ট অথবা কিডনী'র জন্য......এবং আপনি নিজের সম্বন্ধে চমৎকার রিপোর্ট পাবেন—কিন্তু সেই পুরনো যুগের ডাক্তার যিনি আপনাকে দেখে কি হয়েছে বলে দিতে পারেন সে-রকম কাউকে পাওয়া যাবে না। হয়তো, এ বিষয়ে আমার মতামতে পুরাতন রীতির কিন্তু আমি সেই পুরনো ডাক্তারদেরই পছন্দ করি—এবং আমার মনে হয় যে ইঞ্জিনীয়ারিং ও বৈজ্ঞানিক দিকেও সুবিধে, এই রকমই ভালো।

ব্র্যাগুন—কোন দিক দিয়ে রাশিয়া আমাদের ছাড়িয়ে যাচ্ছে বলে আপনার মনে হয়? আমি বলছি তাদের যে অসীম প্রাচুর্য আছে তা ছাড়া।

ভন ব্রণ—তারা কোন বিষয়ে এগিয়ে আছে বলে আমার মনে হয় না। ইঞ্জিনীয়ারিং ও বিজ্ঞানে রাশিয়ার প্রচেষ্টা যে কোন দেশের মতই আভ্যন্তরীণ সম্পদ দ্বারা সীমায়িত—কিন্তু এখানে প্রশ্ন হচ্ছে ঝোঁক দেবার ও অগ্রাধিকারের। এবং যে কোন কারণেই হোক রাশিয়াবাসীরা এই রকেট ব্যবসায়ে আমাদের সিদ্ধান্ত স্থির করবার কিছু আগেই যাওয়া ঠিক করেছে—এবং ফলে তারা বর্তমানে আমাদের চেয়ে কিছুটা এগিয়ে আছে। হয়তো এ জন্য অন্য কিছুর ক্ষতি হয়েছে। হয়তো আমাদের দেশের মতো এদের সামরিক বিমান পরিচালক নেই—কারণ, এরাই বলেছে যে এ ক্ষেত্রে আমরা বাজী জিতবো—কাজেই, সব ব্যাপার পাড়ে ফেলে রকেট তৈরী করা হোক। জানি না—কিন্তু এ কথাই মনে হয় যে আপনি যা চান তা পেতে হলে এবং দেশের সীমায়িত ঐশ্বর্যের মধ্যেই যদি তা করতে হয় তাহলে কোন বিষয়ে অগ্রাধিকার দেবেন তাই বিবেচ্য।

অবশ্য রাশিয়ার সেই জারের আমল থেকে জনগণের খাদ্য ও ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধের প্রতি চিরাচরিত অশ্রদ্ধা। কাজেই ওরা দেশের সম্পদ অস্ত্রশস্ত্র ও ভারী শিল্পে খরচ করতে পারে যাতে দেশ অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক দিয়ে সবল হয়ে ওঠে। আমাদের দেশে একশত মাইল পাল্লার উৎকেন্দ্রিক তরল—চালক রকেট নির্মাণে'র সিদ্ধান্ত ১৯৫১ সালে গৃহীত হয়েছিল—যখন আমরা লাল পাথর সম্প্রসারণের চুক্তি নিয়েছিলাম। যুদ্ধ শেষ হবার ছয় বৎসর পরে জুপিটার ও থর ক্ষেপণাস্ত্র—এক কথায় I R B M শুধুমাত্র ১৯৫৫ সালে অনুমোদিত হলো—অর্থাৎ যুদ্ধের দশ বৎসর পরে। যুদ্ধের পর, প্রযুক্তিবিদ্যার

যা উন্নতি হয়েছিল বিশেষতঃ জার্মানীর V—2 এর পর এসব অনেক কাজ-ই আগে করা যেত।

স্পষ্টতঃই রাশিয়া আগেভাগে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং অর্থের কোন পরিমাণ-ই সেই হারানো সময় ফিরিয়ে আনবে না।

ব্র্যাগুন—রাশিয়া কতটা এগিয়েছে?

ভন ব্রণ—আমার ব্যক্তিগত বিশ্লেষণ এই যে তাদের শুধু I C B M প্রকারের রকেট আছে—এবং Atlas শ্রেণীয়—যা নিয়ে এখন এখানে পরীক্ষা চলছে। কিন্তু দুটি দেশের শক্তি তুলনা করবার ফলে সম্পূর্ণ ব্যাপারটা বিবেচনা করতে হবে। ধরুন, রাশিয়ার I C B M আছে যার ওপরে যথেষ্ট নির্ভর করা যায় এবং নিউইয়র্ক অথবা ওয়াশিংটনে তারা বোমা ফেলতে পারে —কিন্তু তারা জানে যে চেষ্টা করলে ওদের প্রধান প্রধান শহরগুলি আমাদের সামরিক-বিমান-বাহিনী দ্বারা ধ্বংস হয়ে যাবে—কাজেই তারা সে চেষ্টা করবে না। কাজেই আমি বলব এটা ভাবা অবাস্তবসুলভ যখন দু-এক বৎসরের মধ্যে সত্য সত্যই অস্ত্রের তীক্ষ্ণদিকটা আমাদের ওপরে পড়বে কারণ ওরা প্রস্তুত। আমাদের Atlas প্রস্তুত হবে না কিন্তু তখনও আক্রমণ করবে না—যতক্ষণ পর্যন্ত সামরিক বিমান-বহর উপস্থিত আছে। অবশ্য, রাশিয়া যদি একই সময়ে প্রতি-বিমান ক্ষেপণাস্ত্র থেকে থাকে যা সামরিক বিমান-বহর অসম্ভব করে তুলবে—আমার মনে হয় এরা অস্ত্রসমূহ এত উন্নত করে তুলছে যে রাশিয়ার উপর দিয়ে জেট বিমান নিয়ে ওড়া বিপদজনক।

ব্র্যাগুন—আপনার কি মনে হয় না যে ওরা এতদিনে প্রতিরক্ষা বিমান গড়ে তুলেছে।

ভন ব্রণ—হ্যাঁ, কিন্তু একক প্রতিরক্ষা বিমান—আমার মতে—একটা অসম্ভব ব্যাপার, একটি বৃহৎ দেশকে বিমান-চালিত ক্ষেপণাস্ত্র দ্বারা রক্ষা করাও অসম্ভব। প্রধান প্রধান স্থানগুলি যেমন মস্কো প্রতিরক্ষা-স্থান-নিউইয়র্ক-প্রতিরক্ষা-স্থান-চিহ্নিত করে নিতে পারবেন এবং সে স্থানগুলি নিশ্ছিদ্র ভাবে রক্ষা করতে এবং অনাক্রমণীয় করে তুলতে পারেন। রাশিয়া, তার শক্তিশালী প্রধান লক্ষ্য ছিল—গুলি'র জন্য এই ব্যবস্থা করেছে কিনা তা জানি না—কিন্তু বিমান-বহরের দক্ষ ব্যক্তিদের মত এই যে সামরিক বিমান-বহর নিয়ে তারা যেখানে খুশী যেতে পারে এবং রাশিয়া তা জানে।

ব্র্যাণ্ডন—প্রতিরক্ষা-ক্ষেপণাস্ত্রের সম্প্রসারণে আমরা কতটা এগিয়ে গিয়েছি বলে আপনার মনে হয় ?

ভন ব্রণ—আমি বলবো প্রতিরক্ষা যেমন এখন কার্যকরী বলে স্বীকৃত হয়েছে—শুধু কয়েকটি বিশেষ স্থান ছাড়া, অবশ্য এমন কিছু নয় যে ইংলণ্ড অথবা যুক্তরাজ্যে যেখানে প্রতিরক্ষা-ক্ষেপণাস্ত্র আছে সেখানে রাশিয়া মোটে-ই আক্রমণ করতে পারবে না। কিন্তু লণ্ডন বা নিউইয়র্কের মতো সম্পূর্ণ কার্যকর। এখনও এটা পাওয়া যায় না। অবশ্য এরকম প্রস্তুত করা সম্ভব এবং বিরাট চেষ্টার ফলে এটি এই ক্ষেত্রে হতে পারে কিন্তু তাও বেশ কয়েক বৎসরের ব্যাপার।

ব্র্যাণ্ডন—আণবিক পরীক্ষা বন্ধ প্রতিরক্ষা ক্ষেপণাস্ত্র কাজ বিলম্বিত করে দেবে ?

ভন ব্রণ—এটা একটা কঠিন ও অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ প্রশ্ন। অবশ্য, বৈজ্ঞানিক হিসাবে আমি বলবো যে পরীক্ষা চালিয়ে যেতে পারলেই প্রগতি দ্রুত হবে। কিন্তু যে প্রশ্ন আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন তা আরও অনেক বড়। কাজেই এটি আরও বিস্তৃত মূলে এবং যেসব ব্যক্তিরা সম্পূর্ণ সমস্যা বুঝতে পারে তাদের দ্বারা বিবেচিত হওয়া ভালো।

# ডাঃ ইসিডোর রাবি রাশিয়া কতটা এগিয়ে গেছে

হেনরী ব্র্যাণ্ডন

ইতিহাসের এক কঠোর পরীক্ষামূলকক্ষণে আমি ডাঃ রাবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলাম। সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রথম স্পুটনিক মহাশূন্যে প্রেরণ করেছেন এবং এতে আমেরিকার বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবাদী নেতৃত্বে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান রয়েছে তা যেন হঠাৎ আমেরিকাবাসীদের প্রতিশোধে উদ্দীপ্ত করে তুলেছে। তারা বিস্মিত, ক্রুদ্ধ, প্রজ্জ্বলিত। দেশের সর্বকোণে ক্রোধের আভাস—কি করে রাশিয়া আমাদের আগে যেতে পারলো! সকলের মুখে এই এক প্রশ্ন। এবং সবাই এর জন্য কৈফিয়ৎ, নির্দিষ্ট অপরাধির বিচার ও প্রতিকার চাইছিল।

ডাঃ রাবি তখনও প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা সমিতির চেয়ারম্যান এবং আমার মনে হয়েছিল যে, তিনি-ই আমার প্রশ্নের উত্তর দেবার উপযুক্ত ব্যক্তি। বিরাট বৈজ্ঞানিক ১৯৪৪ সালের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত, অভিজ্ঞ শিক্ষক এবং সরকারের কঠোর সমস্যামূলক সিদ্ধান্তের সর্বাপেক্ষা নিকটতম ব্যক্তি। প্রশ্ন শুধু এই নয় যে, মহাশূন্যে রাশিয়ার এই বিজয়ে আমেরিকার বৈজ্ঞানিকদের পক্ষে কি বিপদ—প্রশ্ন এই যে, আমেরিকার শিক্ষার নিয়মে এ থেকে কি দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তন হতে পারে, এই পিছিয়ে পড়ে থাকবার জন্য যা অনেক পরিমাণে দায়ী হয়েছে।

২৪ ঘণ্টার নোটিশে ডাঃ রাবি তাঁর কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির অফিসে আমার সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি শান্তভাবে আমাকে এক স্বাগত জানালেন। ঠিক সেই ব্যক্তির মতো যিনি কিছু বলতে চান তা জানেন—খর্ব কৃশ দেহ, ছোট পা এবং দৃঢ় স্কন্ধ তিনি বলতে গেলে পৃথিবীটা কাঁধে বহন করতে সক্ষম। তাঁর সলজ্জ সংযমের পেছনে তীব্রতা ছিল—কখনও তীব্র উচ্ছ্বাস—মানবতার জন্য তীব্র উচ্ছ্বাস। বৈজ্ঞানিক প্রগতির রাজনৈতিক ও সামাজিক সংশ্লেষে ও ভবিষ্যৎ সভ্যতার দৃষ্টিভঙ্গীতে তাদের প্রভাব তাঁকে সর্বাপেক্ষা কৌতূহলী করে তোলে।

তিন বৎসর বয়সে ডাঃ রাবি অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা থেকে এখানে এসেছিলেন। নিউইয়র্কে তাঁর পিতার মুদির দোকান ছিল এবং তরুণ রাবি'র ছাত্রজীবন সুখের ছিল না। কিন্তু এদেশে আসবার তেতাল্লিশ বৎসর পরে মোলকুলার রশ্মি আবিষ্কারের জন্য তিনি রসায়নে নোবেল প্রাইজ পান। তিনি ১৯৫০ সাল থেকে কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির রসায়নের হিগিন্স অধ্যাপক এবং যুদ্ধের পর থেকে তিনি আমেরিকার নিউক্লিয়ার প্রতিরক্ষা কর্মসূচীতে ঘনিষ্টভাবে জড়িত। তিনি ৩০ 'এটমিক এনার্জী কমিশনের সাধারণ উপদেষ্টা সমিতি'র সভ্য প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন —যতদিন না ডাঃ কিলনে প্রেসিডেণ্টের প্রধান বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা হন।

হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের কালে ডাঃ রাবি ঐতিহাসিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন—যাঁদের উদ্দেশ্য ছিল হাইড্রোজেন বোমার সম্প্রসারণ বন্ধ করা উচিত কি না সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া। ট্রুম্যানের শাসনতন্ত্রে তখন পরস্পরবিরোধী মতে পূর্ণ এবং বৈজ্ঞানিকরা কোন মিলিত মত নিয়ে যেতে পারেন নি।

মিঃ ট্রুম্যান সেই সম্মেলনে প্রধান উপদেষ্টাকে প্রশ্ন করেন, যদি আমরা না করি, তা হলেও কি রাশিয়া এটা প্রস্তুত করতে পারবে ?

সোজা উত্তর তিনি পেলেন, হ্যাঁ পারবে।

মিঃ ট্রুম্যানের সরল সিদ্ধান্ত, বেশ তা হলে, আমরা চালিয়ে যাব। এবং তাই স্থির হলো।

ব্র্যাওন—রাশিয়ার দুটি উপগ্রহ পশ্চিম জগতকে চমকে দিয়েছে। রাশিয়ার এই অগ্রগতির জন্যে আমেরিকার বৈজ্ঞানিক অথবা জাতীয় সরকারকে দায়ী বলে আপনার মনে হয়।

রাবি—স্পুটনিক এমন কিছু সাংঘাতিক বৈজ্ঞানিক অবদান নয়। এ প্রধানত কলকব্জার ব্যাপার। আমাদের খুব দ্রুত নূতন জ্বালানী খুঁজে বের করতে হবে এবং ইলেকট্রনিক চালক নিয়ম ও ইঞ্জিনের নমুনা পরিবর্তিত করতে হবে। এসব কিছুই মৌলিক বিজ্ঞান নয়। এর অর্থ এই নয় যে, রাশিয়া মৌলিক বিজ্ঞানে এগিয়ে গেছে—তারা হয়তো রকেটের ব্যাপারে কিছুটা আগে আছে। আমাদের প্রগতি বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের ওপরে নয়—আরও অর্থ ও লোক নিয়োগ করা হবে কি না তার ওপরে নির্ভর করে। এটা সরকারের সিদ্ধান্তের বিষয়। আরও অর্থ ও অধিকতর চেষ্টায় আমরা অনেক

দ্রুত অগ্রসর হতে পারি। অবশ্য, এর জন্য অন্য দিকে—শিক্ষা ও গবেষণা বাধাপ্রাপ্ত হবে—কিন্তু আমরা তা করতে পারি।

ব্র্যাগুন। আমি এরকম শুনেছি যে যুক্তরাজ্যে মহাশূন্য পরিকল্পনার প্রতিচিত্র অনেক আছে কিন্তু প্রধান সমস্যা মহাকাশ ইঞ্জিনীয়ারের।

রাবি—এ কথা এখনও প্রমাণ হয় নি কিন্তু আমার মনে হয় যে, আমরা একই সঙ্গে অনেক দিকে যাবার কর্মসূচী নিয়েছি। আমার মনে হয় যদি আমরা আমাদের প্রচেষ্টা একই স্থানে প্রতিফলিত করি তা হলে আমাদের অনেক লোক আছে।

ব্র্যাগুন—যুক্তরাজ্যে ইউনিভার্সিটিতে কি মহাশূন্য শিক্ষাবিভাগ আছে? রাশিয়ায় আছে কি?

রাবি—এখানে সে-রকম কিছু আছে বলে জানা নেই কিন্তু রাশিয়ায় এই রকম সব আছে। কয়েকজন রুশীয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল—তারা টেলিভিশনের অধ্যাপক। আমেরিকা অথবা ইংলণ্ড অপেক্ষা রাশিয়ার বৈজ্ঞানিকরা আরও বেশি শিক্ষাপ্রাপ্ত।

ব্র্যাগুন—রাশিয়ার সঙ্গে বিজ্ঞানের দৌড়ে পশ্চিমকে কি করতে হবে।

রাবি—দলগতভাবে জনসাধারণকে প্রথমত বিজ্ঞানকে সংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে নিতে হবে। যদি তা ঘটে তা হলে সেকেণ্ডারী স্কুলে এবং আপনার দেশের পাবলিক ও প্রাইমারি স্কুলের পাঠ্যক্রম বদলাতে হবে। গণিত ও বিজ্ঞানে আরও অনেক সময় দিতে হবে। যখন বিজ্ঞানকেও আমাদের সাধারণ শিক্ষায় মাতৃভাষার মতো মূল্যবান মনে করা হবে, তখনই সব বিপদ কেটে যাবে। আমরা অবশ্যই বিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলি শুধু না শিখিয়ে—ঐতিহাসিক পটভূমিকায় মানব-প্রচেষ্টা—প্রত্যেক চিন্তাধারাতেই বিজ্ঞানের প্রভাব হিসেবে দেখাবো। এই বিষয়কে কতকগুলি চাতুর্যের সমষ্টি হিসেবে না দেখিয়ে বুদ্ধিবৃত্তিমূলক কাজ দেখাতে হবে।

রাশিয়াতে বিজ্ঞান সাধারণ শিক্ষাতেই অবশ্য প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হয়। যতটা দেখতে পাচ্ছি, তাতে রাশিয়া বিংশ শতাব্দীর শিক্ষা পাচ্ছে—আর যুক্তরাজ্যেও ইংলণ্ড মধ্য-ঊনবিংশীয় শিক্ষা পাচ্ছে।

ব্র্যাগুন—রাশিয়ায় বৈজ্ঞানিকরা শিল্প-ম্যানেজার, পরিচালক সাধারণ কাজের লোকের মধ্য থেকেই আসে।

রাবি—হ্যাঁ, রাশিয়া তাদের বিপ্লবকে বিজ্ঞানের দিকে ঠেলে দিয়েছে—

যদিও অনেক সময়ে তা শুধু বিজ্ঞান-নামধেয়। যাই হোক না কেন তা তরুণমনের পক্ষে আন্দোলনকারী মূর্তি। পশ্চিমে বৈজ্ঞানিকরা বিলম্বিত আগত এবং সমাজ দ্বারাও ওভাবে গৃহীত হয় নি। দিন দিন-ই অবশ্য গ্রহণ বাড়ছে। বর্তমানে কোন ব্যক্তির যদি কলাশিল্পে রুচি না থাকে তাকে সঙ্কীর্ণমনা বলা হয়। কিন্তু যদি তার বিজ্ঞানে রুচি না থাকে তবুও সে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। আমাদের সভ্যতার এই মূলগত দুর্বলতা। বর্তমানে এতেই ধ্বংস আসতে পারে।

ব্র্যাগুন—অনেক সময় শুনেছি যে, বৈজ্ঞানিকরা এই দেশের চিরাচরিত বুদ্ধিবাদহীনতা তাঁদের স্বীকৃতির পথে বাধা ভাবেন।

রাবি—হ্যাঁ, আমরা অত্যন্ত ধনী এবং ধনবানরা প্রায়ই বুদ্ধিবাদী হয় না। যা হোক, বর্তমানে যুক্তরাজ্যে অধ্যাপকদের অত্যন্ত উচ্চস্থান। তারা সম্প্রদায়ে ও সরকারে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যক্তি—অন্যান্য দেশ অপেক্ষা অনেক শক্তিশালী ও প্রয়োজনীয়। কিন্তু জনসাধারণের সেই মনোভাব থেকেই গেছে —এবং বৈজ্ঞানিক হবার পক্ষে এই জন-মনোভাব-ই এখনও তরুণদের মনে দ্বিধা জাগাচ্ছে।

ব্র্যাগুন—এই জন-মনোভাব কি ম্যাকার্থিবাদের ও অধ্যাপক ওপেনহাইমারের বহিষ্কার দ্বারা প্রভাবিত?

রাবি—এত শীঘ্র ম্যাকার্থির দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা যায় না। কিন্তু অধ্যাপক ওপেনহাইমারের বহিষ্কার যিনি দেশের জন্য কত করেছেন দেশ ও কর্তৃপক্ষের এই প্রকার দানে বুদ্ধিগত ও বস্তুগত মূল্যায়নের ব্যর্থতার ইঙ্গিত বহন করে যখন তিনি জাতীয় সরকারের কর্মে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হবেন— তখনই শুধু প্রমাণ হবে যে হৃদয়ের পরিবর্তন হয়েছে। সমগ্র বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ে সে ঘটনা উৎসাহের উৎস হয়ে উঠবে। যা হোক না কেন, আমেরিকার বিজ্ঞানে সৎসাহস অত্যন্ত বেশিরকম বেড়ে গিয়েছে—আমার আগ্রহের অভাবে রাশিয়ার উন্নতির নিকট হেরে যাই নি। আমার মনে হয়, প্রধান সমালোচনা এই নয় যে, আমরা বিরাট মূলধন নিয়োগ করছি না—কথা হচ্ছে যতটা পারি এবং যতটা পারা উচিত, তা করছি না।

ব্র্যাগুন—স্বাধীন-ব্যবসা-রীতির দ্বারা কি পশ্চিম বাধাগ্রস্ত হচ্ছে? আমাদের বৈজ্ঞানিকরা—ফল, সার্থকতা দেখাবার জন্য অত্যন্ত বেশি চাপগ্রস্ত হয়—যা খাঁটি বৈজ্ঞানিকের পক্ষে করা কঠিন।

রাবি—আমার মনে হয়, একথা ইংলণ্ড ও কণ্টিনেণ্ট সম্পর্কে সত্য। কিন্তু যুক্তরাজ্যে জাতীয় সরকার, বে-সরকারী শিল্প এবং দান থেকে অত্যন্ত বেশি সাহায্য পাওয়া যায়। অবশ্য, তার অর্থ এই নয় যে, আমরা আর মূলধন নিয়োগ বা পেশা হিসেবে বিজ্ঞান চিত্তাকর্ষক করতে পারব না। আর একটা বড় ভুল এই যে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অধ্যাপকদের খরচে বিস্তৃতি লাভ করছে, কিন্তু, তাঁদের জমানো টাকা অধ্যাপকদের বেতনে না গিয়ে ছাত্রসংখ্যা বাড়ানোর জন্য অট্টালিকা সম্প্রসারণে ব্যয়িত হয়েছে।

ব্র্যাগুন—দুটি উপগ্রহ থেকে রাশিয়া কি রকম সুবিধে পেয়েছে?

রাবি—বৈজ্ঞানিক হিসেবে, অন্তত আমার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমি বলব, বিজ্ঞান নিজেই নিজের পুরস্কার—আমাদের এই পৃথিবী, বিরাট বিশ্ব, বিশ্বের প্রাকৃতিক নিয়ম ইত্যাদির অভিযানে মনে অপূর্ব জ্ঞান ও আনন্দ হয়। কাজেই তারা যে সুবিধে পাচ্ছে তা হচ্ছে যে, তারা মনুষ্যোচিত ব্যবহার করছে এবং বিশ্ব সম্বন্ধে জানছে এবং আমি নিশ্চিত জানি যে, অধিকাংশ রুশ-বৈজ্ঞানিক এইভাবে ব্যাপারটা নিচ্ছে। এর যদি আর কোন সুবিধে—যেমন সামরিক গুরুত্ব থাকতে পারে এবং তা ছাড়া সাধারণভাবে মর্যাদাবৃদ্ধি তো আছেই; কিন্তু, প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, যে মহাশূন্য আছে এবং আমরা নিশ্চয়ই এ সম্বন্ধে জানবো।

ব্র্যাগুন—এতে কি রাশিয়া আমাদের আগে চাঁদে পৌছতে পারবে?

রাবি—নিশ্চয়ই। যখন ছোট ছিলাম, তখন যেমন দক্ষিণ ও উত্তরমেরুতে পৌছবার চেষ্টা হয়েছিল, তেমনি চাঁদে পৌছবারও বাস্তবসম্মত চেষ্টা হচ্ছে।

ব্র্যাগুন—আপনার মনে কি চাঁদে যাবার কোন আকাঙ্ক্ষা আছে?

রাবি—এখনও কিছু নেই। কিন্তু, আমি জানি, অনেক লোক আছে যারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে চাঁদে যাবে, এমন কি জীবন বিপন্ন করেও।

ব্র্যাগুন—চাঁদে রকেট অথবা ব্যক্তি পাঠানোর কি সুবিধে? একটি চমকপ্রদ সিদ্ধিপ্রাপ্তি?

রাবি—হ্যাঁ, এতে মনে আনন্দ হয়।

ব্র্যাগুন—এতে বৈজ্ঞানিকদের মনে আনন্দ হয়?

রাবি—সমগ্র জগতের। আমার মনে হয়, রাশিয়ার সিদ্ধিলাভে সমগ্র জগৎ উদ্দীপিত হয়ে উঠেছিল। এটা খুবই সার্থক ব্যাপার।

ব্র্যাগুন—আমি এ ছাড়াও চলতে পারতাম। এই রকম ব্যাপারে আমি উত্তেজিত হয়ে উঠি না।

রাবি—কথা হচ্ছে এই যে, আমরা সভ্যতা ছাড়াও বাঁচতে পারি; দশ হাজার বৎসর পূর্বে আমাদের পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষরা অনেক কিছু ছাড়াই চালিয়েছেন—তাঁরা জীবন কাটিয়েছেন ও মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। টি. এস. ইলিয়টের কবিতা ছাড়াও আপনার চলতে পারে…

ব্র্যাগুন—আমার মনে হয়, উৎসাহিত না হয়ে বরং এই দেশ রাশিয়ার সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্য নিজেদের চেষ্টা দ্বিগুণ করতে প্রস্তুত। আমার মনে হয়, এখনই আত্মোৎসর্গের ডাকে ডাকবার সময়।

রাবি—স্বীকার করছি। বিলম্বের চেয়ে এখনই হওয়া ভালো। কিন্তু. এ কথাও মনে হচ্ছে যে, এতে আত্মোৎসর্গের ওপরেও কিছু প্রয়োজন। এতে কিছুটা বুদ্ধি চাতুর্যের প্রয়োজন।

ব্র্যাগুন—আপনি কি বলতে চাইছেন?

রাবি। আমি বলছি যে, একটা নীতিগত দশ বৎসর থেকে অনুসরণ করা হচ্ছে যা সমগ্র দেশের নীতি নয়—সাময়িক নীতি এটি প্রায় স্বতঃসিদ্ধ সত্য হয়ে উঠেছে যে, আমরা ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছি। কিন্তু, পূর্ব-পশ্চিমের জ্ঞানী রাজনীতিবিদ্‌গণ সেদিকে এগিয়েই চলেছেন।

ব্র্যাগুন—আপনি কি এই অস্ত্রসমূহের প্রতিরোধের কথা বিশ্বাস করেন না?

রাবি—ওঃ, ভাবি বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিদের নিকট এক প্রতিরোধমূলক কিন্তু বুদ্ধিজীবীরা কি যুদ্ধ সংঘটন করেন? সর্বাপেক্ষা অসুবিধা এই যে, যতই প্রতিরোধ বেড়ে ওঠে—ততই একটা সামান্য ভুলের ফল সাংঘাতিক হয়ে ওঠে—প্রতিরোধ মনস্তত্ত্বমূলক ভিন্ন কিছুই না এবং আমি জানি না যে, কেউ মানব-মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট বিশ্বাস রাখবার মতো জ্ঞান আছে কি না? এই প্রকার মৌলিক প্রতিরোধ গড়ে উঠতে বিশ্ব ধ্বংস হয়ে যাবে—কিন্তু এটি আমার মত।

ব্র্যাগুন—আপনার সমিতি কি আইসেনহাওয়ারের নিকট আমেরিকা ও বৃটিশ বৈজ্ঞানিকদের গভীরতর সংযোগের প্রয়োজন জানিয়েছেন এবং আপনার কি মনে হয় আণবিক আইন?

রাবি—নিশ্চয়ই এবং প্রেসিডেন্ট এই সংযোগের অত্যন্ত পক্ষপাতী;

এতে আমাদের প্রচেষ্টা দৃঢ়তর হবে। আণবিক শক্তি নিয়ম অনুসারে আমার মনে হয় এটা পরিবর্তন করতে হবে। এখনও রক্ষণমূলক আইন আমাদের পক্ষে প্রযোজন—যেমন মাদকদ্রব্যের বিরুদ্ধে আইন আছে। এতে যে সংবাদ সংরক্ষণ হয়, তার ওপরে সমগ্র দেশের ভাগ্য নির্ভর করবে।

ব্রাওন—যেমন এটম বোমার সংখ্যা।

রাবি—সেটাই সবশেষ ব্যাপার যা আমি গোপন রাখতে চাইব। আমার কাছে যদি নিবারক থাকে তাহলে আমি লোককে সেটার সম্পূর্ণ ক্ষমতা জানাতে চাইব। কিন্তু সে ধরনের খবরের কথা আমি বলছি না। আমি বলতে চাইছি অস্ত্র, যুদ্ধ কলা-কৌশল এবং এই ক্ষেত্রে কারো নূতন আবিষ্কার। অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে সরবরাহ আদান প্রদান আরও উন্নত করা প্রযোজন। আরও নিকটতর হয়ে আমরা রাশিয়াকে পরাস্ত করতে পারব।

ব্র্যাওন—কিন্তু ওদের ধরতে আমাদের দীর্ঘপ্রসারী ভবিষ্যৎকে নিরাপদ করতে কতদিন লাগবে বলে আপনার মনে হয়?

রাবি—আরও এক আমল। সংস্কৃতির নিয়ম পরিবর্তন করতে কত দেরী লাগে তা তো জানেন? এই দিকে ক্রমবর্ধমান সাধারণ সচেতনতা আমাদের অনেকটা এগিয়ে দেবে—কিন্তু তবুও পরবর্তী একটিমাত্র আমলে সার্থক হতে হলে কঠিন পরিশ্রম করতে হবে।

-

# জেমস থারবার

## 'রোম ও চোলীর খাত'

জেমস থারবারের গল্প 'সাক্ষাৎকারের' শোচনায পরিণতির কথা মনে করে এই সাক্ষাৎকার সম্পর্কে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হচ্ছিল। আমার সাক্ষাৎকারেও কি পেনসিল ও নোটবই জানালার বাইরে ছুঁড়ে ফেলা হবে। অথবা আমার এই বিশেষ ব্যাপারে হয়তো টেপ রেকর্ডটাই রাস্তায় গড়াগড়ি যাবে।

উৎসুক আগ্রহের মধ্যে যা আমাকে আরও ভয়চকিত করে তুলেছিল তা হচ্ছে নাটকীয় অবরোহণের ভয়। প্রত্যেকেই ভেবেছিলেন আমার সাক্ষাৎকার ব্যাপারে থারবার খুবই স্বাভাবিক ব্যক্তি। কিন্তু, নিজের মনে আমি স্মরণ করছিলাম যে কতবার আমি পেশাদার রসস্রষ্টিকারদের কথাবার্তায় অত্যন্ত বেশী নীরসতা বোধ করেছি। তাছাড়া, তার লেখা থেকে জানতে পেরেছি তিনি অলসভাবে সময় কাটানো কত অপছন্দ করেন তাই আমি অবাক হচ্ছিলাম যে টেপ রেকর্ড তার মনে কোন প্রতিক্রিয়া হবে কি না।

এই সকল সোৎকণ্ঠ চিন্তা নিয়ে আমি নামা হোটেল এ. গোনকুইনে যে সাহিত্যিকের পুরাতন স্থান পাবরের সুটের দরজায় আঘাত করেছিলাম, যি নিউইয়র্ক ম্যাগাজিনে যা নিজের স্তম্ভের জন্য থারবারের মানবতা নিয়ে মজাদার, শান্ত হতাশাময় রচনার নিকট অনেক খানি ঠিক এই হোটেলের উল্টোদিকে। যখনই তিনি কনেকটিকাট থেকে আসেন তিনি এলগোনকুইনে ওঠেন।

থারবার ও তাঁর পতিপ্রাণা স্ত্রী হেলেনের ব্যবহারে আমার উৎকণ্ঠা দ্রুত প্রশমিত হয় একটুক্ষণের মধ্যে তাঁরা আমাকে সহজ করে তুললেন যদিও থারবারের বিরাট চেহারা ও সুরহীন আদেশপূর্ণ কণ্ঠ শুনে প্রথমে ভয় হচ্ছিল। ইনি জীবনের 'কঠিনচক্রে' পিষ্ট 'কিছু না জানা ছোট্ট মানুষটি' নন ইনি এমন লোক যিনি জানেন যে তিনি কি চান যিনি জীবনের বহু দুর্বিপাকের সহিত পরিচিত এবং তা পরাজিত করতে শিখেছেন। তিনি লিওনার্ড বার্ণষ্টিনের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকারের বিবরণ পড়েছিলেন এবং অবাক হয়ে ভাবছিলেন যে তিনি

নিজে অতটা ভালো করতে পারবেন কিনা? তাঁকে নিশ্চিত ও সহজ করে তোলার পালা এবারে আমার। থারবার রচনারীতিতে একটি চমৎকার মানবিক আস্থার সৃষ্টি হলো।

একটু পরে হেলেন নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে চলে গেলে থারবার নিজের সম্বন্ধে, তাঁর ধারণা সম্বন্ধে বলতে আরম্ভ করলেন। কোন প্রশ্ন করে সাক্ষাৎকার আরম্ভ হয় নি। এটা যেন ঘটলো, আমরা কথা বলছিলাম আর আমি টেপ-রেকর্ড দিলাম ......আমার আবার ভয় সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। জিম যে শুধু রসপূর্ণ সদালাপী নন যা পালকের আঘাতে হত্যা করে পরন্তু তাকে টেপ রেকর্ড সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনাসক্ত মনে হলো। অন্ততঃ সেই সন্ধ্যায় আমার তাই মনে হয়েছিল।

যাহোক বারো ঘণ্টা পরে, জিমে'র প্রতি সুবিচার করবার জন্যই বলছি। তিনি আমার ঘরে তিন পৃষ্ঠাব্যাপী লাইন ফাঁকা চিঠি পাঠিয়ে দিলেন, যা এভাবে আরম্ভ হয়েছিল, "রাত্রি প্রহরের সঙ্গে আমার মনে পড়ে যেসব আজ বাজে কথা আমি বলেছি—কারণ, সাক্ষাৎকারের আকাঙ্ক্ষা আমার মেজাজ খারাপ করে তোলে। আমার বিরুদ্ধতার কারণ এই যে এই রকম অকস্মাৎ উত্তরের কোন মূল্য অথবা প্রকাশ-সুষমা নেই এবং এই রকম দেওয়া নেওয়াতে আপনার, আমার দেশের ইংরেজী সাহিত্যের অবনতি হচ্ছে...... ভোরের দিকে শুয়ে শুয়ে আমি যা বলেছিলাম সেগুলি পালিশ করলাম। যেহেতু আমি প্রতি লেখা পাঁচ থেকে কুড়িবার পরিমার্জিত করি—কাজেই আমার পথে বিশ্বাস করা শক্ত যে আমার আলাপের বক্তব্য-ই বিবেচিত মতামত ও বক্তব্য বলে বিবেচিত হবে। হয়তো ওগুলি ঠিক-ই হয়েছে কিন্তু এখানে কিছু লিখিত চিন্তাধারা......"

আমি তৎক্ষণাৎ টেপটা শুনলাম এবং তারপরে ওঁর চিঠির সঙ্গে তুলনা করলাম। নিঃসন্দেহে চিঠির বক্তব্যের অপেক্ষা টেপ অধিকতর মনোজ্ঞ। শেষটায় উনি স্বীকৃত হলেন।

থারবার "দি নিউ ইয়র্কার"-এর একজন প্রাচীনতম কর্মী এবং তাঁর গল্প ও উপকথা বোধ হয় তাঁকে 'গম্ভীর মিলনান্তক' দিনের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় লেখক করে তুলেছে। তাঁর রসরচনার বিশ্বজনীন আবেদন আছে, কারণ, দুঃখ, অপরিহার্য ঘটনা, মানব-জীবনের অপ্রাচুর্য, এবং শোচনীয় ভাগ্য নিয়ে তিনি লিখেছেন। সত্য বর্ণনা করে হাসানো পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা কঠিন। কিন্তু সেটাই থারবারের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা। তিনি চিন্তার খোরাকও দেন।

প্রত্যেক লাইনের ফাঁকে ফাঁকে কিছুটা গম্ভীর, কিছুটা চলিষ্ণুভাব লুকিয়ে আছে। রস বিষাদকে সম্পূর্ণ করেছে—কখনও সিক্ত হয়েছে। খুব শান্তভাবেই এ ধ্বংস আসছে। বিহ্বল মানবজাতি নিয়ে, তাঁর ছবিগুলিতে তাই সেইরূপ ইঙ্গিত ফুটেছে ই. বি. হোয়টে-এর সহযোগিতায় প্রথম পুস্তক। 'যৌন জীবন কি প্রয়োজনীয়' লিখবার পরে তিনি প্রায় দুজন অন্যান্য বই লিখেছেন। শেষতম 'দি নিউ ইয়র্কার' এর প্রতিষ্ঠাতা অদ্ভুত চরিত্র হ্যারল্ড রসের স্মৃতিচারণ।

যে সম্পূর্ণ অন্ধতা এখন থারবারকে গ্রাস করেছে তাতে তাঁর পক্ষে বর্তমানে খেয়ালখুশী মতো কার্টুন আঁকা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। বর্তমানে যান্ত্রিক ভাবে তিনি যা আঁকতে পারেন তা হচ্ছে তাঁর কুকুরের ছবি। তিনি আমাকে দেখলেন কি করে তা করেন। তিনি স্পষ্টতঃ অভ্যাসগত ভঙ্গীতে বাঁ-হাতের আঙুলগুলি কাগজে চেপে ধরলেন—তারপরে পেন্সিল দিয়ে একটা আঙুল থেকে অপর আঙুলে রেখা টানতে থাকেন। এই আঙুলের সংযোগ রেখায় চমৎকার একটি কুকুরের মাথা আঁকা হলো। কিন্তু ঠিক জায়গায় চোখের ফোঁটা দিতে স্ত্রীর সাহায্য নিতে হয়। তিনি এখন আলোর-আড়ালে বাস করেন; কিন্তু তার 'অন্তর-আঁখি অধিকাংশ দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি অপেক্ষা তীক্ষ্ণতর। থারবারের প্রকৃত ঐশ্বর্য অবশ্য উষ্ণ হৃদয় ও ক্রুদ্ধ মন।

থারবার আপনাদের বিখ্যাত চিত্রকর ও সমালোচক-পলন্যাস আমার একজন প্রিয় ইংরেজ বন্ধু ছিলেন। ১৯৩১ সালে পল এখানে বার্ষিক কার্নেগী মিউজিয়ম কলাচিত্র প্রদর্শনীতে তিনটি বিদেশী সমালোচকে'র অন্যতম হয়ে আসে এবং সেঞ্চুরী ক্লাবে তার সঙ্গে আমার মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল—আমি বুঝতে পারি নি যে আমেরিকার শিল্পের পুরোভাগ আমেরিকার শ্রেষ্ঠ চিত্রকরগণ ওখানে থাকবে। ন্যাস তাদের কারো নাম শোনে নি। আমি মাত্র দু বৎসর হলো আঁকছি কিন্তু সে আমার কাছে এগিয়ে এসে বলে, আপনি থারবার। এবং ও জোর করে আমাকে পাশে বসালো যাতে আমি এত্ত নার্ভাস হয়ে গেলাম যে আমি পাশের তাক থেকে একটা স্কচ হুইস্কী নিয়ে আমার বাঁদিকে দুজনের মধ্যে রাখলাম। তারপরে সে টেবিলের ওপাশে একজন দাড়িওয়ালা-শিল্প-রসিককে প্রশ্ন করে, আপনি কি মিণ্ট গ্রসকে চেনেন? লোকটি উত্তর দিল কখনও নাম শুনি নি।

অবশ্য পল—যা আমি একটি জায়গায় লিখেছি আমেরিকার হাস্যাত্মক

চিত্রের অনুরাগী প্রধান। এখানে আমি লণ্ডনে কুড়ি বৎসর আগে যে ঘটনা ঘটেছিল তা উল্লেখ করেছি····· আমার একটি একক প্রদর্শনী হওয়াতে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। ন্যাস অবশ্য এসেছিল। একটা আশ্চর্য ব্যাপার এই যে দুটো ছবি চুরি হয়ে গিয়েছিল গ্যালারীর ছেলেরা এ নিয়ে উত্তেজিত হয়ে ওঠে কিন্তু আমি খুব খুশী হয়েছিলাম যে কেউ আমার দুটি ছবি চুরি করবার ঝুঁকি ঘাড়ে নিয়ে শাস্তি কিংবা শাসনের সম্মুখীন হতে স্বীকৃত। যাই হোক না, আপনার আঁকা ছবি যদি চুরি যায় তাহলেই আপনার ভাগ্য খুললো।

যা হোক, 'দি নিউ ইয়র্কার' আমার একটা ধারাবাহিক 'রোগী'—হাসপাতালের এক ব্যক্তি সম্বন্ধে দশটি ছবি নেয় নি। এর পরে সেগুলি লণ্ডনের একটা পত্রিকা। নাইট এ্যাণ্ড ডে'তে (যেটা এখন উঠে গেছে। প্রকাশিত হয়। নাইট এ্যাণ্ড ডে'র কথা কি আপনার মনে আছে? আমি 'দি নিউ ইয়র্কারের তদানীন্তন সম্পাদক 'রস'-এর নিকট ছাপাটা পাঠিয়ে দিলাম। তিনি তখন স্থির করলেন যে, সত্যসত্যই আমি শুধুমাত্র চলন্ত ফেণা—ইংরেজদের কল্পনা কিন্তু তিনি খুব গর্ব অনুভব করলেন যে ইংরেজরা 'দি নিউ ইয়র্কার'-এর নাম জানে।

ন্যাস একবার 'নিউ স্টেটসম্যানে' কমিক আর্ট সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছিলেন যে, থারবার যেন কিছু না ভেবে আঁকতে শুরু করে—কতকটা হেনরী মিৎসের প্রথম দিনের রীতির মতো। মুখে মুখে এ কথাটা ছড়িয়ে পড়লো—বানানো কথা—যে মিৎসে আমার আঁকা পছন্দ করেন।

৩৭, '৩৮ সালে সেই বুদ্ধ লণ্ডনে ছিলেন—আমিও ছিলাম—কাজেই তারা ওঁকে ডাকলো যাতে একটা সাক্ষাৎকার হতে পারে। কিন্তু সাক্ষাৎকারী লোকটি যে ওর সেক্রেটারীর নিকট গিয়েছিল—ফিরে এসে ফ্যাকাসে মুখে, তোতলাতে তোতলাতে বলে, মিঃ মিৎসের সেক্রেটারী বললেন যে তিনি মিঃ থারবার অথবা দি নিউইয়র্কারের নাম শোনেন নি। এতে আমার অসীম আনন্দ হলো এবং আমি নিরীহভাবে একটা টেলিগ্রাম পাঠালাম যে মিৎস কখনও থারবার অথবা 'দি নিউ ইয়র্কার' নাম শোনে নি। রস-ও কখনও মিৎসের নাম শোনে নি—ব্যস, গোলমাল মিটে গেল।

ব্রাগুন—প্রকৃতপক্ষে কি আপনাকে ছবি আঁকতে অনুপ্রেরণা দেয়?

থারবা—প্রকৃতপক্ষে, এটা সিগারেট ধরানোর মতো ব্যাপার। আমার মনে হয়—এটা লেখার বিরতিতে—যখন কোন লেখা লিখতে ক্লান্ত হয়ে যাই—একটু

আরামে উপভোগ করবার মতো। অনেক ছবি আমি এঁকেছি যে সম্বন্ধে আমি সচেতন ছিলাম না। ১৯২৯ সালে যখন আমি ই. বি. হোয়াটের সঙ্গে অফিসে বসছিলাম তখনও আমার ছবি সংগ্রহ শুরু করে—হলদে কাগজের ওপর পেন্সিলে আঁকা—তারপর বোধ হয় ১৯২৯ সালের এপ্রিল মাসে দি নিউ ইয়র্কার-এর আর্ট-মীটিংএ পাঠিয়ে দেয়। ওটা তের সেকেণ্ডে এঁকে ছিলাম—পাহাড়ের ওপরে একটা সীল বসে দূরবর্তী দুটি ফোঁটার দিকে তাকিয়ে বলছে : হুম—অভিযানকারী।

রস এটা বাজে ভাবলেন বি আরডিন—আমাদের শিল্প-সম্পাদক আমার ছবির এক কোণে সীল মাছের একটা মাথা আঁকলো—বি পেশাদার আঁকিয়ে এবং দক্ষ নমুনাচিত্রকর—সে এর নীচে লিখলো। এইভাবে সীলের জুলপি আঁকতে হয়। এণ্ডি হোয়াট পরবর্তী মঙ্গলবার—আমাদের প্রতি মঙ্গলবার শিল্প······আর্ট মীটিং হতো—'এতে একটু লিখে পাঠালো—এই ভাবে থারবারের সীলের জুলপি আঁকা হয়। তারা তবুও সেটা গ্রহণ করে নি।

তারপর আমিও হোয়াট লিখলাম, 'ইজ সেক্স নেসেসারী ?' সেই সময়ের গাদা গাদা যৌন সম্পর্কিত পুস্তক সম্পর্কে একটি ব্যঙ্গ কাব্য, আমরা ছবিগুলো নিয়ে প্রকাশকের মেজেতে রাখলাম, থারবারের তিনটি লোক অবাক হয়ে সেদিকে তাকিয়ে থেকে বললো, "মনে হচ্ছে, এগুলি থেকে পেশাদার আঁকিয়েরা আঁকবে ভাই না !" হোয়াট বললো, না, এই ছবিগুলি-ই বইতে যাবে। এতে ওরা এত হতচকিত হয়ে যায় যে বইটা নিঃশব্দে প্রকাশিত করে ফেলে। কিন্তু তারপরে সবাই এমনকি রস-ও অবাক হয়ে দেখলেন যে, বই বিক্রী হতে থাকে—তিনি ছবিগুলোর কথা শোনেন এবং আমার অফিসে এসে বললেন, সেই সীলটা কোথায়—যা কয়েকমাস আগে আপনি এঁকেছিলেন এবং হোয়াট পাঠিয়েছিল। এবং আমি বললাম, সেটা কোথায় ? আপনি নেন নি কাজেই আমি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি। তখন তিনি বললেন, কথাটা আমি পছন্দ না করলে কিংবা আপনি ভাবলেন যে আমি পছন্দ করি নি তাতেই তা ফেলে দেবেন না। ওটা আবার করুণ।

কিন্তু দু বৎসরের মধ্যে আমি ওটা করি নি। এবং তারপরে আমি যখন ওটা করলাম তখন অকস্মাৎ-ই সেটা আমার ছবির সর্বশ্রেষ্ঠ হয়ে গেল। কলম ও কালি দিয়ে পাহাড়ের ওপরে সীলটা আঁকতে গিয়ে—সীলটা ঠিকই থারবারের সীলের জুলপি সমেত সীল হয়েছিল—পাহাড়টা বিছানার ওপরের অংশের

মতো মনে হচ্ছিল। কাজেই, আমি কিছুটা শেষ করে এতে এক জোড়া স্বামী, স্ত্রী এঁকে দিলাম—স্ত্রী স্বামীকে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলছে, ঠিক আছে ; যা খুশী তাই কর শুনতে পাচ্ছনা সীল ডাকছে। এবং সীলটা ঠিক ওদের মাথার ওপরে। এবং যখন ১৯৩২ সালের জানুয়ারীতে সেটা আঁকা হলো আমি বব বেঞ্চলীর কাছ থেকে একটা টেলিগ্রাম পেলাম আমেরিকার কার্টুনক্ষেত্রে যাঁর অপেক্ষা কোন শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তির কথা আঁকিযেরা ভাবতে পারে না--এবং তিনি লিখেছিলেন, আজ পর্যন্ত পত্রিকায় প্রকাশিত ক টুনের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম অঙ্কনের জন্য ধন্যবাদ। এবং যখন রস তা দেখলো আমি একজন গণ্যমান্য নিউ ইয়কার শিল্পী হলাম।

সব চেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার যে রস যিনি বাজে এনে আমার ছবি সরিযে রেখেছিলেন এবং শেষটা ইংরেজদের চাকিত খেয়াল—এ কথাটা তিনি আনন্দ ও ভাণ করা রুক্ষতায় বলতেন—কারণ, তিনিও আমার মতো ইংরেজদের ভালবাসতেন—সেই রস-ও যথেষ্ট ছবি পেতেন না। তিনি আমার ছবি ছাপাবার জন্য যে কোন কিছু করতে প্রস্তুত ছিলেন। অবশ্য তিনি যখন প্রথম এই ছবি আঁকা সরিযে রাখেন এবং সেগুলি পইতে বের হয় তিনি সংযম হারিয়ে ফেলেছিলেন। তাঁর নিজের অফিসেই সৃজনধর্মী কিছু আছে—যা তিনি দূরে সরিয়ে দিয়েছেন—এবং সে-সব প্রকাশকের হাতে চলে গেল—এবং রস প্রকাশককে এক প্রকার তিনি ভাবেন নি যে তাদের কোন বুদ্ধি অথবা জ্ঞান আছে .....তারপরে অবশ্য তিনি ছবি পাঠাবার জন্য তাগাদা দিতে থাকেন এবং শেষটায় আমি করলাম। কিন্তু তাঁকে আমি এক বৎসর অপেক্ষা করতেবাধ্য করেছিলাম। তারপরে তিনি দেখলেন যে আমার ৩০৭ ছবি টিপ্পনী সহকারে —'দি নিউ ইয়র্কারে'র জন্য করেছি—তার মধ্যে ১৭৫ বইতে বেরিয়েছে।

যখন আমি ধীরে ধীরে অন্ধ হয়ে যেতে থাকি, শেষটায় এমন হলো যে আমি কালো ক্রেয়ন দিযে ৫ × ৪ হলদে কাগজে ছবি আঁকতে পারতাম না তাদের সেগুলি কম্বলের মতো ব্যবহার করলে হতো—এবং শেষটায় এমন হলো যে আমি মোটেই আঁকতে পারতাম না—তবে রস যতরকম হতে পারে ততটা চিন্তা করেছেন ও কষ্ট পেয়েছেন এবং বলেছেন, দেখবেন, সব ব্যবস্থা করে দেব। তিনি স্থির করলেন যে আমরা ছবিগুলি কেটে কেটে এবং বিনিময় করে সাজাব। তিনি পুরুষ, স্ত্রীলোক, কুকুর, আসবাব, সেতু, আলো এবং আর সব-ই পুনর্বিন্যাস করলেন এবং নিজেই ক্যাপশন লিখে পাঠাতেন। কিছুদিন আমরা এসব চালিয়েছিলাম—কিন্তু, আমার

কাছে ব্যাপারটা ভাণ বলে মনে হতো। প্রথম প্রকাশে লক্ষ্য করবার বিষয় এই ছিল যে এরা এর বিরুদ্ধে ছিল না—তারা শুধু বললে যে আমার পুরোন ছবিগুলি-ই নূতন ক্যাপশন দিয়ে ছাড়া হয়েছে—ইংলণ্ডের লণ্ডনের নিউজ ক্রনিকাল।

শেষটায় আমি বললাম, দেখুন, যেসব ছবি আমি পুনর্বিন্যাস করিনি তাতে আমরা যদি ক্যাপশন ব্যবহার করি তবে আমার কোন সৃজনী অংশ থাকবে না। এবং, তারপরে আবার বললাম, আপনি ভাববেন না যে ছবি আঁকতে না পেরে আমি দুঃখিত। আঁকতে না পারলে, আমি বাঁচতে পারি না কিন্তু আঁকা আমার কাছে টুপীতে তাস ছোড়ার মতো ব্যাপার নয়। মনে হয়েছিল আমার দৃষ্টিহীনতার জন্য তাঁকেই উৎসাহিত করা প্রয়োজন। রস ছিলেন এই রকম। এইজন্যই তাঁর সম্পর্কে লিখতে এতো ভালো লাগে—কারণ তিনি পরস্পরবিরোধী ব্যক্তিত্বপূর্ণ কল্পনায় দেখছি রস এখন স্বর্গে চালসিজেনিয়ান হলে পায়চারী করতে করতে অন্তৎস্তক কোন দেবদূতের কাছে বকবক করতেন, "ইংরেজদের কি ব্যাপার? থারবারের ছবি মোটেই চাকত চিত্ততা অথবা বাজে নয়—সেগুলি টিঁকে থাকবে। তারা কি তা বুঝতে পারছে না?" সহকর্মী হিসাবে আশ্চর্য লোক……

ব্র্যাগুন—আপনি কি চরিত্রগুলি হঠাৎ সম্প্রসারণ করেছেন—যাকে বলে অনুপ্রেরণা?

থারবার—হ্যাঁ। এদের বলা হয় অচেতন অঙ্কন—এদের মধ্যে অনেকগুলির সচেতনতা নেই—ছবি আঁকতে শুরু করে হঠাৎ যেন সেটা পাওয়া যায়। শ্রেষ্ঠ চিত্রগুলি প্রায় সব-ই সেভাবে—মনে কোন ভাব না নিয়েই আরম্ভ হয়েছে। ছবি এঁকে তারপর ক্যাপশন দিই। যদি আগে ক্যাপশন ঠিক করি এবং তারপরে এর সঙ্গে মিলিয়ে ছবি আঁকি তাহলে সেই অঙ্কন রেখায় কাঠিন্য এসে যেতে পারে। এবং তখন আমি যে অঙ্কন শিখি নাই একটি পাঠ-ও নিইনি—আঁকতেই পারি না—সে কথা প্রকাশিত হয়ে যাবে। কিন্তু, ছবি আঁকার যদি কোন গুণ থেকে থাকে তাতে তবে তা হচ্ছে এই যে কতকগুলি খুব মজার এবং আঁকবার উদ্দেশ্যও তাই। তাদের এমন কোন বিশেষ প্রকার শিল্প করে তোলা হয় নি যে আমাকে কষ্ট করতে হয়েছে। কারণ, কোন ছবি-ই তিন মিনিটের বেশী সময় নিয়েছে বলে মনে হয় না।

আমার মনে আছে 'লাইফ' পত্রিকা থেকে যখন ওরা একটা লোককে পাঠিয়েছিল—ওরা একটা ঘড়ির ডায়াল পাঠায় তাতে একটি ছবি মিনিটগুলি চিহ্নিত করছে—দশ মিনিট চিহ্নিত ছিল এবং ওরা দশ মিনিটে ছবি কতটা অগ্রসর হয় তার ছবি তুলবে ঠিক করেছিল—আমি বললাম, বেশ, দশ সেকেণ্ড-ই ভালো। এবং তাদের জন্য যে ছবি করে দিয়েছিলাম তাতে এক মিনিট দশ সেকেণ্ড লেগেছিল।

ব্র্যাগুন—এগুলি, ছবি ও 'হিজিবিজি'র মধ্যে কিছু একটি—প্রকৃতপক্ষে।

থারবার—হ্যাঁ, তাই। আমি 'হিজিবিজি আঁকা' কথাটা উল্লেখ করি না—ঐ শব্দটা শুনেই আমার মনে হয় যেন কোন চিঠি টেলিফোনে মুদীর দোকান পাবার চেষ্টা করছে কিন্তু পাচ্ছে না—কিন্তু নিশ্চয়ই মিল আছে কারণ শ্রেষ্ঠ শিল্প-ও বলতে সচেতনতাহীন।

'দি নিউ ইয়র্কার'এ যা সর্বাপেক্ষা অসুবিধের সৃষ্টি করেছিল সেটা আমি নূতন বই 'দি ইয়ার্ক উইথ রস'এ বিবৃত করেছি—তার নাম 'দি লেডি অন দি বুককেক।' একটি নগ্ন নারী বইয়ের তাকের ওপরে হামাগুড়ি দিয়ে বসে আছে এবং নীচে জনৈক ভদ্রলোক মহিলা আগন্তুককে বলছেন, ওপরে আমার প্রথমা স্ত্রী। এই হচ্ছে বর্তমান মিসেস হ্যারিস। এবং সে আর একটি মহিলাকে নির্দেশিত করছে। এতে রস ক্ষেপে গেলেন। আমাকে দেশের বাড়ীতে ফোনে ডেকে বললেন, বইয়ের তাকের ওপরের মহিলাটি মৃত, খড়ের তৈরী, জীবিত না কি? আমি বললাম আচ্ছা আমি পরে জানাব—টেলিফোন ছেড়ে দিলাম। আমি ডেকে বললাম, আমার ডাক্তার বললেন যে মৃত স্ত্রীলোক চারপায়ে অবস্থান করতে পারে না এবং যারা মৃত পশুর চামড়ায় খড় ভরে কৌশলে জীবন্তের মত দেখাতে পারে তারা বললো, স্ত্রীলোককে কেউ খড় ভরে রাখতে পারে না—কাজেই ও নিশ্চয়ই জীবিত। রস ফোনে গর্জন করে ওঠেন, তাহলে ও তার পুর্বের স্বামীর গৃহে কি করেছে এই নগ্ন অবস্থায়? আমি বললাম, রস, তা আমি কি করবো? আমার চরিত্রগুলির ব্যবহারের জন্য তো আমি দায়ী হতে পারি না। যা হোক রস ছেপেছিলেন।

পরে, আমি ওঁকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম যে আমি সিঁড়ির মাথায় স্ত্রীর ছবি আঁকতে চেয়েছিলাম—অনেকগুলি সিঁড়ির মাথায় স্বামীর জন্য অপেক্ষা করছে। অঙ্কনশিল্পে কোন দক্ষতা না থাকায় আমি সমতা নষ্ট করে ফেলি—এবং সিঁড়িগুলি বইয়ের তাক হয়ে দাঁড়ায়—অথবা অনেকটা বইয়ের তাকের মতো—

যদি বাঁকানো দাগ দেওয়া হয়—কাজেই আমি এই বইয়ের তাক আঁকলাম—এবং নগ্ন নারী ঐ তাকের উপরে। অনেক ছবির-ই এমনি অকস্মাৎ জন্ম—অনেক ছবির। এবং শেষ পর্যন্ত কি আছে না জানতে পারা খুবই মজার ব্যাপার।

তারপরে, ১৯৩২ সালে কার্ল রোজে'র অঙ্কনের বিখ্যাত ঘটনা—একটি অসিক্রীড়ক প্রতিপক্ষের গলা কেটে ফেলে বললো, টাচি। তার মুণ্ডটা উড়ে চলে গেল। রসে'র মতে রোজে'র ছবি—অবশ্য রোজ দক্ষ অঙ্কনশিল্পী ও বাস্তববাদী—অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও ভয়ঙ্কর। 'থারবারকে করতে বলো, "তিনি বলেন, থারবারের চরিত্রে রক্ত থাকে না—তাদের মাথা আবার জোড়া দিয়ে দেওয়া সম্ভব তারা নূতনের মতোই টাটকা থাকে। কাজেই আমি আঁকলাম এবং এটি এমনভাবে করা হলো যে কেউ ভয় পায় নি—কিন্তু পল ন্যাস বলে, রসে'র সঙ্গে আমার সম্পূর্ণ মতের মিল আছে—এই লোকটি মৃত নয় এর মাথাটা তুলে নেওয়া হয়েছে—সাময়িক ভাবে এ তার মাথা হারিয়েছে।

ন্যাস রসে'র সঙ্গে দেখা করবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হয়ে উঠেছিল। রসের সঙ্গে দেখা করবার জন্য আমি তাকে নিয়ে গেলাম। প্রথমে আমি রসকে একটু তালিম দিলাম, তোমার সঙ্গে যে লোকটির দেখা হবে তার নাম পল ন্যাস। তুমি ছবি সম্বন্ধে কিছুই জান না—ন্যাস একজন বিখ্যাত ইংরেজ চিত্রকর ও চিত্র সমালোচক। 'রস বললেন, ওকে নিয়ে এস।' নিয়ে এলাম। রস বললেন "হি, ন্যাস।" এইভাবে কথা আরম্ভ হলো। ওরা করমর্দন করে এবং তিনি আবার বলেন, হি, ন্যাস। মাত্র দু রকম কথা-শিল্প আছে—চিত্র ও সঙ্গীত। ন্যাস অত্যন্ত খুশী। পরে সে বলেছিল, দেখ, উনি তোমাদের আকাশ-চুম্বীর মতো। তারা অবিশ্বাস্য—কিন্তু তবুও তারা আছে। "তার সময়টা খুব চমৎকার ভাবে কেটে গিয়েছিল।

ব্র্যাগুন—যৌবন নিয়ে আপনি এত ছবি এঁকেছেন সেজন্যই বলছি আপনার রমণীদের বিশেষ যৌবন বা যৌন আবেদন নেই।

থারবার—মার্ক কনেলী বলেছিল, 'যা আছে তা থারবারের পুরুষের পক্ষে যথেষ্ট'—যখন প্রশ্নটা প্রথম উঠেছিল। কিন্তু আমি বলছি, এমন এক সময় ছিল যখন সত্য সত্যই আমি সুন্দরীর ছবি আঁকতে চেয়েছিলাম—এবং ভেবেছিলাম অন্য কোনও শিল্পীকে দিয়ে তা করিয়ে নেব। তারপরে, অবশিষ্ট ছবি আমি আঁকব—কিন্তু রস কিছুতেই রাজী হলো না। আমি

বলছি, যেমন এট চমৎকার আরনো মেয়ে… ·আমার অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে।

বহুদিন হলো 'দি নিউ ইয়র্কারে' কোন ক্যাপশন পাঠাই নি। শেষ যেটা পাঠিয়েছিলাম তা গুইটান ভারো দ্বারা অঙ্কিত। এতে দেখনো হয়েছে যে একটি অতিশয় উৎসাহী যুবতী ও একটি ভাবীমুখ বুদ্ধিজীবী যুবকের সঙ্গে কথা বলছে এবং প্রশ্ন করছে, যখন তুমি বলছ যে নিজের জাতকে ঘৃণা কর তার অর্থ কি সবাই। আমার মনে হয় এটাই আমার সর্বশেষ ক্যাপশন।

একবার আমার "ডাম্ব ব্লণ্ডি" আমেরিকায় ওকে ঐ নামে ডাকা হয়, একটা ডাটিখানায় বসেছিল এবং একজন ভদ্রলোক তাকে বলছে, তোমার মধ্যে কিছু যান্ত্রিক জটিলতা আছে। আমার মনে হয়েছিল এটি সহজেই করা সম্ভব ছিল কিন্তু, আবার এতে বস ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ দৈহিক অথবা যৌন যান্ত্রিকতা ভেবে নিলেন। তার মন—পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সাদা মনের অধিকারী ছিলেন তিনি।

জীবনে কখনও নিজের স্বজাতির মধ্যেও কোনো বাক্য বলেননি— এবং পত্রিকাও পরিষ্কার রাখতে চাইতেন। জীবনে একবারও শিহরণকারী কোন ব্যাপার বা যৌন আবেগ নিয়ে কাজ করেন নি। একবার আরনোর কতগুলি ছবি একটি ছেলে ও মেয়ে খোলানা বারান্দায় একটি বিশ্রী অবস্থায় ছিল আর সেখানে ক্যাপশন ছিল "ইদানীং কি কোন ভাল বই পড়েছ?" এতেও বস চমকে উঠেছেন কারণ আরনোকে দিয়ে পূর্ণ অঙ্কিত করালাম। শেষটায় আমরা বললাম যে যেভাবে আমরা ছবি আঁকি তা যেন স্বামী ও গার্লিকের খৃষ্টান পার্টিতে উপস্থিত হওয়া। কিন্তু, বুঝতেই পারছেন এটা রসের ব্যাপার— তিনি সব কিছুই ভালভাবে করতে চাইতেন।

ক্রিয়ামূলক এবং নিজের দেওয়া নাম ব্যাপারটা সে খুব ভয় পেতো। আমি ওকে বলতাম পুরাতন-প্রধান—ক্রিয়ামূলক শীত ব্যক্তি। একদিন বস আমার কাছে একটা ভাবনো ছবি নিয়ে এলো। এখানে দেখিয়েছে যে একজন বিশিষ্ট পুরাতন রীতির দক্ষিণ ভদ্রলোক যার বয়স অন্ততঃ পঞ্চাশ একটি উৎসুক যুবতীর সঙ্গে নাচতে নাচতে বলছে, হায় ভগবান, নারী, সামাজিক স্তরের কথা ভেবো, এতেই রসের হয়ে গেল—সামাজিক স্তরের কথায় ভয় পেয়ে যায়। কেন, বলতো? আমি জিজ্ঞাসা করলাম উনি উত্তর দিলেন, কথা কি জানো সামাজিক ব্যাধি অর্থ-ই যৌন ব্যাধি। তখন আমি বললাম, "তোমার মন

থেকে একথা তাড়িয়ে দাও।" সব কিছুতেই ও প্রশ্ন করতেম। এ ভয়ও যে "দি নিউ ইয়র্কার"এ হয়তো এমন কোন কোন জিনিস ছাপা হয়ে যাবে যা বর্তমানে অনুপযোগী নয়।

ব্র্যাগুন—পুরুষ ও রমণীর মধ্যে যুদ্ধের ধারণায় কি আপনি আপনার মায়ের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন? তাঁর সম্বন্ধে যে বিবরণ আমি শুনেছি....

থারবার—না, আমার মা ছিলেন মহিয়সী মহিলা। প্রকৃতপক্ষে আমি সব কিছুর জন্যই তাঁর নিকট ঋণী—কারণ, আমার পরিচিতের মধ্যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ হাস্যরসাত্মক প্রতিভা—তিনি প্রকৃতপক্ষেই অপূর্ব—দুবৎসর পুর্বে নব্বুই পূর্তির তিন সপ্তাহ আগে তিনি মারা যান। এবং আশীর কোঠার শেষের দিকেও তাঁর মনে হাস্যরস ছিল এবং বন্ধুদের সঙ্গে টেলিফোনে মজা করতেন।

না, প্রকৃতপক্ষে এটা আমার মনে হয়েছিল—১৯১৮ এবং '২০এর কিছুটা সময় যখন আমি ফ্রান্সে ছিলাম এবং ফরাসী, ইংরেজী এবং অপরাপর বিদেশী'র জীবন আমেরিকার পারিবারিক জীবনের সঙ্গে তুলনা করতাম। স্পষ্ট দেখতে পেতাম অন্যান্য দেশের তুলনায় গৃহকর্তার ওপরে আমেরিকার স্ত্রীলোকদের প্রভাব বেশী। আমেরিকা মাতৃতান্ত্রিক দেশ। তাই চিরকাল ছিল—তাই চিরদিন থাকবে। অল্প বয়স থেকেই একথা আমার মনে প্রতিভাত হয়েছে যে আমেরিকার রমণীরা-ই কর্ত্রী। প্রকৃতপক্ষে ঐ সংগ্রামের কোন পরিকল্পনা আমার মাথায় ছিল না—আমার মনে হয় আমি অচেতন মন এবং পা।নদর্শনের ওপরে নির্ভর করছি। আমার মনে হয়, আমেরিকার একটি দুর্বলতা স্ত্রীলোকের অতি-প্রাধান্য। এরকম হবার কারণ—একটি বিশিষ্ট চীনা মেয়ে আমাকে বলেছিল—এই যে তারা জাতীয় এবং আন্তর্জাতীয় ব্যাপারে একটুও কৌতূহলী নয় সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

ব্র্যাগুন—কিন্তু, বর্তমানে নারীর ভোটাদান ও তার প্রভাব নিয়ে অনেক আলোচনা হচ্ছে ··

থারবার—হ্যা, অবশ্যই, পুরুষের অযোগ্য নারীর সংখ্যা এত বেশী। দিলীপ অব উইমেন ভোটার্স; এর সম্বন্ধে যা শুনেছি তাতে তাদের ৮৮ লক্ষ নারীর মধ্যে ১২৭,০০০ সভ্য ভোটার আছে এবং তাদের পক্ষে সভা পাওয়ায় কঠিন—মহিলারা অন্য কিছু নিয়ে মাথা ঘামায়।

ব্র্যাগুন—কিন্তু, আমেরিকার স্ত্রীলোকের মধ্যে কি প্রভেদ আছে—যা বলা।

থারবার—মনে হচ্ছে ফিলিপ ওয়ালি 'মমিজম' কথাটা আবিষ্কার করেছে।

কথাটা খুব-ই প্রয়োজনীয়—মা ছেলেদের পরিচালনা করে—এবং সব সময়েই যখন ছেলেরা গ্রীষ্ম অথবা শীতকালে বাড়ী আসে—মায়ের ঘরের দরজার পর্দা ধরে প্রশ্ন করবে, মা, আমি কি এটা করবো—আমি কি ওটা করবো। মায়ের অনুমতি পাওয়া একটি বড় ব্যাপার।

ব্র্যাগুন—আমার মনে হয় যে আপনি বলতে চাইছেন যে এই মাতৃতন্ত্রে'র বিরুদ্ধে কোন বিপ্লব হবে না—

থারবার—আমার মনে হয় না যে হবে, অবশ্য, আমি যে ধারাবাহিক রচনা করেছি—পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে সংগ্রাম যেখানে স্ত্রী পুরুষের নিকট আত্মসমর্পণ করেছে কিন্তু, ছবির দিকে লক্ষ করলে দেখবেন প্রত্যেক মেয়ের হাতেই একটা বিরাট পাথর কিংবা ক্লাব, পেছন দিকে লুকানো আছে। অর্থাৎ যুদ্ধ শেষ হয় নি—অন্ততঃ মহিলাদের দিক থেকে হয় নি।

ব্র্যাগুন—কিন্তু, ওয়াশিংটনের ব্যাপার বলেন না কেন? আমি এমন কোন মহিলার কথা জানি না যিনি ম্যাডাম পম্পেডরের মতো পর্দার অন্তরালে থেকে এর চেয়ে প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক ভূমিকা গ্রহণ করেছেন অথবা

থারবার—না। না—তারা রাজনীতি, অর্থনীতি, জাতীয় সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে না। আমি শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম যে, সাধারণতঃ আমেরিকার মেয়েরা কলেজে ইতিহাস অপছন্দ করে। ইতিহাস তাদের ভালো লাগে না, এ সম্বন্ধে কিছু জানতেও না। সেইজন্যই আমি বলেছি যে যুদ্ধ আরম্ভ হবার পরে সাধারণ মেয়েরা পার্ল হারবারকে চিত্র শিল্পী মনে করেছে। রেডিওতে কর্মরত একটি যুবক সেদিন আমার ও অপরাপরদের সঙ্গে সাধারণ স্ত্রীলোক নিয়ে আলোচনা করছিল। তখন একজন প্রশ্ন করে, সাধারণ স্ত্রীলোক অর্থে কি বোঝাতে চাইছেন? যেমন, সাধারণ আমেরিকার মেয়ে বলতে কি বলছেন—সে কে? তখন ও উত্তর দিল, এ তো সোজা কথা। সাধারণ আমেরিকার মেয়েরা চায় যে স্বামী যদি মরে যেত এবং সে সিনেমায় নামতে পারতো। অবশ্য এটা একটু বাড়াবাড়ি।

ব্র্যাগুন—আমি একবার একটি মহিলা—মস্কো'র বিবাহিতা একটি নারী যেখানে তথাকথিত সমানাধিকার পূর্ণ মাত্রায় আছে—তাকে প্রশ্ন করেছিলাম তিনি এব্যবস্থাটা কি রকম পছন্দ করেন। উত্তরে উনি বললেন, উনি বরঞ্চ সমানাধিকার ছেড়ে দিতে রাজী .....

থারবার—আপনি বলতে চাইছেন যে উনি দ্বিতীয় হতে প্রস্তুত—যেমন

ফ্রান্সের একটি মেয়ে লিখেছে "দি সেকেণ্ড সেক্স।" আমারও সময় সময় মনে হয় তাদের তাই করা উচিত।

এই প্রসঙ্গে বলছি। ম্যাকার্থীর অন্ধকার যুগের পরে দীর্ঘদিনের মধ্যে আমেরিকায় যা সর্বাপেক্ষা হৃদয়বিদারক ঘটনা তা হচ্ছে—রাশিয়া'র স্পুটনিক আমাদের অপেক্ষা এগিয়ে যাওয়া কারণ এই প্রথম আমেরিকা উপলব্ধি করলো যে ঈশ্বর অন্যান্য দেশকে আমেরিকার মত-ই ভালোবাসেন। আমেরিকার উৎকর্ষতা অতিক্রম করা সম্ভব কিন্তু আমাদের যদি উদ্যোগী হতে হয় তবে আমরা উদ্যোগী হব। আমার মনে হয় এটা খুব ভালো ব্যাপার।

যে ছয় আট বৎসর কেটে গেছে এই সাংঘাতিক দিনগুলি—যখন আমেরিকার কংগ্রেসের কাজ ছিল লেখক, শিল্পী ও চিত্রকর সম্পর্কে অনুসন্ধান তা আমার নিকট অত্যন্ত ভীতিজনক মনে হয়েছে। এই সময়েই রাশিয়া আমাদের পেছনে ফেলে এগিয়ে চলে গেছে। এই সময়ে আমরা নূতন ঠাণ্ডা যুদ্ধ করছিলাম—প্রতি বন্দীকে সন্দেহ, প্রতি লোকের রীতিতে, শিক্ষণমূলক নিরুৎসাহিত যে কোন কিছু, যা আমাদের ইতিহাসের অত্যন্ত দুঃসময়—সাধারণ অন্ধকারতম সময়, কিন্তু আমার মনে হয় আমরা তা কাটিয়ে উঠেছি।

আমাদের মনে সর্বদাই একটা বোধ কাজ চলছে উৎকর্ষবোধ এবং ভালোবাসা পাবার চেষ্টা—প্রত্যেকেই নিশ্চয় আমাদের ভালোবাসবে। কেন বাসবে না? আমরা যে আমেরিকাবাসী ম্যাকার্থীদের অন্ধকারতম শাসনকালে অনেক লোক নিতে ভয় পেতো কারণ কলেজে-অধ্যয়নকালে তারা হয়তো কোন দলে ছিল—আমি চার-পাঁচটা স্পষ্টবাদী প্রবন্ধ লিখেছিলাম। কারণ আমি ভাবতাম যে আমাদের সংস্কৃতি অত্যন্ত নীচে নেমে গেছে। আর্থার মিলারের কাছ থেকে যখন পাসপোর্ট কেড়ে নেওয়া হলো— [illegible] হাস্যকর কাজ এবং তাতে বন্ধুরাষ্ট্র সমূহে আমাদের [illegible]—আমি ও আরও কয়েকজন নিউ ইয়র্কের টাইমস' এ প্রতিবাদ করেছিলাম একজন কংগ্রেসী প্রশ্ন করলেন আপনি কি সত্যই বিশ্বাস করেন যে শিল্পীরা বিশেষ ব্যক্তি? "তখন আমি 'টাইমস'এ লিখলাম, যে জাতির মধ্যে একজন কংগ্রেসী এমন প্রশ্ন করতে পারে, আপনি সত্যই বিশ্বাস করেন যে শিল্পী বিশেষ—সে জাতি সাংস্কৃতিক বিপদে বাস করছে।" কিন্তু, বর্তমানে আমরা সাংস্কৃতিক বিপদের ই কালো ছায়া থেকে দিন দিন-ই দূরে সরে যাচ্ছি—এবং এটা শুভ লক্ষণ।

আমেরিকাবাসীরা এই ভেবে গর্বিত যে তারা হাস্যরসিক জাতি। কিন্তু হাস্যরসে ও মজার নাটকে আমাদের অনুভূতি খুব গভীর নয়। এখানে কাতুকুতু দিয়ে, পরে গরম জল ঢেলে দিলেও যা পেটে খোঁচা মেরে হাসানো হয়। কিন্তু কোন মৌলিক কল্পনাপ্রবণ হাস্যরসিক দেশ আমরা যেভাবে আমেরিকাবাদে'এর ওপর ঝোঁক দিই সেভাবে দিতে পারে না।

'আন আমেরিকান' অর্থে স্বদেশপ্রেম ব্যবহার করা হয় যেন 'স্বদেশপ্রেম আমেরিকার একচেটিয়া—এই নিয়ে আমি একটি ছোট প্রবন্ধ লিখেছি আমারা খুব বিরক্ত হবো এবং ভয়ও পেয়ে যাব যদি বিদেশী কাগজ খুলে দেখি "ইংলিসিজম"—"ভেনেজুয়েলিজম" 'ব্রাজিলিজম"—"আন-ফ্রেঞ্চ"—'আন বেলজিয়ান'

মদের দোকানের একটি ছোট দৃশ্য লিখেছিলাম—কোন এক দম্পতি [illegible] এক স্বরাঘাতবিশিষ্ট লোকের সঙ্গে তর্ক বেধেছে—স্বামী বলছে তুমি নিশ্চয় আন আমেরিকান। সে উত্তর দিল, আমি [illegible] নাগরিক। 'তাহলে সে আন সুইস-স্ত্রী উত্তর দেয়, না আমার মনে হয় সে আন ডেনিস' [illegible], শেষে উত্তর দেয়, না, আমি নরওয়েজিয়ান।' ১৯৫০ সালে আমি [illegible] কিন্তু কেউ ছাপতে চায় নি কারণ এতে নিজেদের প্রতি [illegible] রয়েছে।

তবু আমি যে সব লিখেছি তা সত্ত্বেও [illegible] আমার [illegible] ধাক্কা [illegible] একবার কেউ একজন কংগ্রেসীকে একটা সভায় প্রশ্ন করেছিল [illegible] কখনও অনুসন্ধান করা হয়নি (তাতে সে উত্তর দিল [illegible] গর্বের বিষয়) কারণ আমাদের স্ত্রী [illegible] "[illegible]। চমৎকার কথা—তাই না?

ব্রাউন—এর অর্থ বোধ হয় এই যে আমেরিকা নিজেদের নিয়ে হাসতে অক্ষম।

থারবার—হ্যাঁ, তারা ভাবে তারা পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা পারে না। আমাদের কলেজের একজন পুরোন অধ্যাপক, অধ্যাপক [illegible] টেলার বলছে, যে ব্যাপারে হাস্যরস সহ্য করতে পারে না তা খাঁটি জিনিস না। "একটা সময় ছিল —আমি আমার প্রবন্ধে এ নিয়ে লিখেছি—যখন আমরা নিজেদের নিয়ে হাসবার ক্ষমতায় বিখ্যাত ছিলাম—মেকনন, উইল রোজার্স, উইলিয়ম এলেন হোয়াইট এবং আরও অনেকে প্রশস্ত—তরবারি অথবা লাঠি নিয়ে কংগ্রেসীদের নিয়ে মজা করে বেড়াতেন। কিন্তু, তারপরে আমরা ওদের ভয় পেতে থাকি

এবং কংগ্রেসীদের ভয় পাওয়া অত্যন্ত খারাপ কথা—কারণ তাদের মধ্যে অধিকাংশ-ই ভাঁড়।

জানালার বাইরে মাথা বাড়িয়ে চীৎকার করো: এটা আসছে। এবং প্রত্যেকে রাজপথে ছুটে যাবে। প্রকৃতপক্ষে কয়েক বৎসর আগে ম্যাকার্থার অন্ধকার যুগে মার্থার আঙ্গুরক্ষেত্রে ভীষণ শিলাবৃষ্টি হয়েছিল—গলফে'র বলে'র অর্ধে'ক আকারের এবং সেই শিলা পুরাতন এডগার টাউনে যা রাজা প্রথম জর্জের সময়ে—তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের নামে স্থাপিত হয়েছিল—সেখানে পড়েছিল, লোকেরা ভাবলো—বোমা পড়ছে। গলফ বলের আকারাকৃতি, কিছু একটা নূতন ব্যাপার, এবং প্রত্যেকেই রাস্তায় দৌড়ে গিয়ে সে সব দ্বারা আহত হলো—যদিও গৃহ—নিরপত্তা বিভাগ পদের ঘরের মধ্যে থাকতে বলেছিল। আমাদের উপযুক্ত স্থানে যাবার আকাঙ্খা রীতিমতো উৎকণ্ঠামূলক প্রচেষ্টা। আমরা অতল গহ্বরের প্রান্তে বাস করছি। কেউ কেউ বলেছে অতল গহ্বরের কল্পনার প্রান্তে। কিন্তু আমি দৃঢ় আশা পোষণ করছি যে আমেরিকা শেষ পর্যন্ত মিলিত হয়ে কাজ শুরু করবে।

আমাদের শক্তি-ই আমাদের দুর্বলতার উৎস এবং এটা এমন হতে পারে যে আমরা দায়িত্বহীন কথাকে বক্তব্যের স্বাধীনতা এবং আরামপ্রিয়তাকে স্বাধীনতার মুক্তি হিসেবে নিতে পারি—দেখতেই পাচ্ছেন যে, আমাদের কোন কতব্য নেই। সব-ই ভালোভাবে চলবে—কারণ এটা ভগবানের দেশ। আমি কয়েক বৎসর আগে 'দি নিউ ইয়র্কেবে' জন্য একটা ক্যাপ্‌শন করেছিলাম ইউনাইটেড নেশনের দ্বার উদ্ঘাটনে পৃথিবীর সব জাতির প্রতিনিধিরা উপস্থিত একজন আমেরিকাবাসী বলছে, ঠিক ওখানে, এই ভগবানের দেশে সব মিত্র ও শত্রু দেশের সঙ্গে সহোযোগিতা করা অপুব।

আমরা মন থেকে কিছুতেই এই ধারণা দূর করতে পারি না যে এখানে ঈশ্বর বাস করেন—অন্য কোন দেশ পরিদর্শন করতেও তিনি যান না। যদি, আমি যেমন বলেছি, আমরা হাস্যরসিক জাত—তাহলে এই ব্যাপারগুলি আমাদের তারিফ করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে সর্বাপেক্ষা টিটকারি ১৯৪০ সালে আমি ইলিয়ট লুজোণ্টকে নিয়ে 'দি মেন এ্যানিমাল' নামে একটি নাটক লিখেছিলাম—এটা আট মাস চলেছিল এবং ১৯৫২ সালে আবার দশ মাস চলেছিল। এটা ক্যালিফোর্নিয়ার লেগুনা বীচের একটা ছোট সহরে একটা কোম্পানী দ্বারা অভিনীত হয়েছিল। সমালোচনার প্রথম লাইন ছিল "নাট্যশালায় আমেরিকা-

বাসী আক্রমিত।" তাতে আমি খুব মজা করেছিলাম। উপহাস করে কার আমি পর অস্তিত্ব মুছে দিয়েছিলাম, আমি বল্লাম, আচ্ছা, আপনি কি বুঝতে পারছেন না যে আমি তিন অঙ্কে আমেরিকাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চাইছি। আমেরিকার স্ত্রীজাতি, পত্নী ফুটবল খেলোয়াড় এবং আর সব কিছুই আমি ক্ষতিগ্রস্ত করতে চাইছি এবং তাদের উচিত, এসে আমাকে এ বিষয়ে শাস্তি দেওয়া।" এবং আমি বল্লাম, যাই হোক না কেন, যখন কেউ এ নাটক দেখতে যায় তারা প্রথমেই এই দলভুক্ত হয়—ডিমোক্রাট, রিপাবলিকান অথবা নাটকের পরে যে টুয়েণ্টি ওয়ান হচ্ছে।

তারপরে আমি বল্লাম, সব এখন আমি স্বীকার করে নিচ্ছি তারাই আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে—দি নিউ ইয়র্কার এমন নাম রেখেছে যার y আমরা রাতারাতি w তে পরিবর্তিত করে 'দি নিউ ওয়ার্কার' হতে পারি। গ্রামগুলি একে ভীতিপ্রদর্শন ও অত্যাচার এর সম্বন্ধে বিদ্রূপাত্মক রচনা বলে ধরে নিল—এবং তাদের মত ছিল যে এটা করা উচিত। কোন মন্দ প্রতিক্রিয়া আমি পাই নি—এবং দেশের অভ্যন্তর থেকে নাটকটির প্রশংসাসূচক অনেক চিঠি আমি পেয়েছিলাম। ল্যাপুনা বীচ কাগজ অত্যন্ত এরকম সম্পাদকীয় ছেপেছিল যেন 'দি মেন এনিম্যাল' আমেরিকা যুক্তরাজ্যের ওপরে আক্রমণ সূচক......এ এক নিঃশ্বাসে এব্রাহাম লিঙ্কন, সাকো ও বনজেটি'র নাম উল্লেখ করেছিল। আমিও হার্বার্ট হুভারের নাম উল্লেখ করেছিলাম......... আজ পর্যন্ত যারা জন্মেছেন তার মধ্যে আব্রাহাম লিঙ্কনেরই এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা বেশী সমর্থন ছিল। "তোমার যদি দম থাকে, তিনি একদা বলেছিলেন, তাহলে তুমি যে কারো নাম আমার নামের সঙ্গে উল্লেখ করতে পারো।"

ব্র্যাগুন—বর্তমানে হাস্যরসরচনাকারী নেই—থাকলেও খুবই কম।

থারবার—এটা অদ্ভুত ব্যাপার......আমি এ নিয়ে কিছু গবেষণা করেছি। ১৯২০ সালে রস বলেছিলেন এক পয়সায় ডজনখানেক রসিক লেখক পাওয়া যায়। তখন সত্যই তাই ছিল, ১৯২৯ গ্যালি বেনসন এবং তারপরে ১৯৩০ এ ওগডেন ন্যাস, এস. জে. প্রিলম্যান কিন্তু তারপরে-ই সংখ্যা কমে যায়, গত ধারে, চৌদ্দ বৎসরে আমরা পিটার ডি ভ্রাইস ও জন ম্যাকনালটি পেয়েছি। কিন্তু অল্পবয়সীরা মজাদার লেখক নয়......

কলেজে জার্নলিজামে'র ক্লাশ নিতে গিয়ে আমি অনুভব করেছি ১৯২০ এর পরে দিকে মানব-মন গাম্ভীর্যের দিকে ঝুঁকেছে। আগে এরা আমাকে প্রশ্ন

করতো, পিঠার আরণো'র কত বয়স? ডরোথি পার্কার কি রকম দেখতে? এখন ওরা আমেরিকার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রশ্ন করে আমার সাহিত্যিক জীবনী জানতে চায়। প্রত্যেকেই অত্যন্ত চিন্তাশীল হয়ে উঠছে। পরিবর্তন ঠিক অনুভব করা যায়—একটা ঠাণ্ডা হাওয়ার শুরু।

এই যুগে মানব জাতি এমন একটি পিল বা আশ্চর্য ঔষধ আবিষ্কার করতে চেষ্টা করছে যা আমাদের সব সরিয়ে দেবে। অন্যদিকে মুহূর্ত মধ্যে সম্পূর্ণ বিলোপ সাধনের জন্য যন্ত্র উদ্বোধিত হচ্ছে—আলোটা জেলে দাও—ব্যস। সব স্বাস্থ্যবান লোকগুলি এক সঙ্গে শেষ হয়ে গেল। অবশ্য, এটা আমাদের প্রজাতি'র স্বভাব—যা একে এত মজাদার ও প্রীতিজনক করে রেখেছে।

অন্যান্য গ্রহে যদি প্রাণী থেকে থাকে তাহলে তারা নিশ্চয়ই এখানে কিছু পাঠাতে ভয় পাচ্ছে—পাছে এখানকার কোন লোক সেই সঙ্গে ওখানে চলে যায়। শুক্রগ্রহে বাস করতে হলে আমিও ভয় পাব—কিন্তু সেখানে জীবন খুব-ই মনোরম অন্ততঃ এর নামে'র মত যদি গ্রহ হয়ে থাকে।

ব্র্যাগুন—দুঃখের বিষয় যে শুক্র আমাদের রকেট লক্ষ্যের মধ্যে নেই। নইলে এ চন্দ্রের অপেক্ষা অনেক বেশী লোভনীয়। অল্প সময় নষ্ট করবার কথা যদি মনে আসে এবং তা নিতান্তই পার্থনীয় আমার একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল যা সম্পূর্ণ থার্বরীয়। সেদিন ওয়াশিংটনে এক দূতাবাসে ঘটনাটি ঘটে। রাজদূত মন্ত্রী অথবা যেই হোক না কেন তাদের ডেস্কে যেমনি থাকে তেমনি দুটো টেলিফোন ছিল—কিন্তু হঠাৎ দুটোই খারাপ হয়ে যায়। টেলিফোন বাজলে সে রিসিভার তুলে কিছু শুনতে পেল না এবং যখন দ্বিতীয় ফোন তুলে কথা বলতে চাইলো—সেটাতেও কোন সাড়া শব্দ নেই। মেকানিক এসে ফোনে কোন দোষ দেখতে পেল না—খুব ই অদ্ভুত রহস্য কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে রিসিভার ভুলে উল্টে রাখা হয়েছে। (হাস্য)

থারবার— অপূর্ব।

ব্র্যাগুন—থার্বারিবাদে'র মতই সার্বজনীন। সার্বজনীন রসের কথায় মনে হোল—আপনি কি পাঞ্চে'র রসিকতা বোঝেন?

থারবার—সত্যি কথা বলতে কি, পাঞ্চ দেখবার আমি সময় পাই নি—'দি নিউ ইয়র্কারে' লেখা নিয়ে এতো ব্যস্ত থাকতাম—এবং প্রকৃতপক্ষে, 'দি নিউ ইয়র্কার' পড়তে ও যথেষ্ট সময় যেতো। জনি মিলার—জন জনকান মিলার—ওয়াশিংটনে'র অবস্থিত 'টাইমস' এর প্রতিনিধি বলেছিল, "ওয়াশিংটন থেকে

নিউ ইয়র্কে যেতে যেতে আমি 'দি নিউ ইয়র্কার' পড়তে পারি। কিন্তু আগাগোড়া শেষ করতে হলে ম্যানডিগো পর্যন্ত যেতে হবে।" প্রায় তিন হাজার মাইল......রস চিরদিন যা ভয় পেয়েছিলেন তাই ঘটেছিল—পত্রিকাটি গম্ভীর ও বিরাট হয়ে যাচ্ছিল। প্রথম দিকে দু'হাজার শব্দের নীচে গল্প হলে একটা বিশেষ টাকা দিতেন—এবং ১০০০ এর নীচে হলে বেশী হারে টাকা। পাঁচ হাজার পেরিয়ে গেলে প্রতি শব্দ মাত্র তিন সেণ্টে'র মতো পডতো—কিন্তু এ সব প্রবল অথচ নিষ্ফল চেষ্টা।

ব্র্যাগুন—আপনার প্রথম জীবনে 'দি নিউ ইয়র্কাঙ্ক' লেখকগণ নূতন ধারণা প্রকাশের অনেক বেশী সুযোগ পেত। এখন দি নিউ ইয়র্কার' এর রচনাশৈলী —ঐতিহ্য আকার--সব-ই সুনির্দিষ্ট এবং প্রত্যেকে এর সঙ্গে মত মিলিয়ে চলতে চায়।

থারবার—হাঁ্যা...হাঁ্যা...যে পত্রিকা ফরমুলা অনুযায়ী পড়ে তাদের সম্বন্ধে এই অসুবিধে হয়। এটা কঠিন...এখন সেখানে বিরাট ব্যবসা—লেখা ও সম্পাদনা রীতিমতো ভীতিপ্রদ। আমরা সবাই এর আকার, ঐশ্বর্য এবং যাকে আমি বলি 'মেট্রেনে'র কোমরবন্ধনী' নিয়ে মাথা ঘামিয়েছি। কিন্তু এখানে হাস্যরসে'র অভাব। 'দি নিউ ইয়র্কার' এর কোন পরিবর্তন করা কঠিন। তারা হাস্যরস চাইছে না, তারা যাবার আশা করে না কাজেই হাস্যরসকে উৎসাহিত করে না। কোথাও আমি লিখেছি যে 'রস্' বলতেন, আমরা ভেলভেট খাতে আছি। যা দ্বারা উনি হয়তো বোঝাতে চাইতেন যে জিনিসটা মোটামুটি কিন্তু আমরা তা থেকে টাকা উপার্জন করছি।

কিন্তু এখন আমরা সূক্ষ্ম জালি রেশম কাপড় ও চেলি'র কাপড়ের খাতে আছি—কারণ, প্রত্যেকেই লিখছে আমার মনে হয় এ একটা অদ্ভুত পলায়নী-বৃত্তি—বালিকাজীবন, তরুনী-মাতা, প্রথম সন্তান, বিয়ের প্রথম বৎসর এবং এই সব। তারপরে, 'দি নিউ ইয়র্কার' একই দ্বীপে এত মহিলাকে জমায়েৎ করে—আমার মনে হয় তাও এক প্রকার পলায়নীবৃত্তি। তাছাড়া, পশ্চিমের প্রতি বিরাট প্রেম—প্রেসিডেণ্ট পশ্চিমে ভাষা পড়ছেন টেলিভিসনে পশ্চিম-ই দখল করে আছে, কিন্তু, আপনি যদি এই পশ্চিমীদের দেখেন তাহলে দেখবেন তারা ভয়াবহ ও নিষ্টুর। প্রথম মহাযুদ্ধের অর্থাৎ শ'য়েব আগে-ই আসরে 'মাই ফেয়ার লেডি' লেখা হয়েছিল। পলায়নী মনোবৃত্তি থেকেই লোকরা অতীতে ফিরে যায়। এটা হঠাৎ বিশ্লেষণ করা অসম্ভব—কিন্তু আমার মনে হয় যে

মানুষ রাজনৈতিক ও ঠাণ্ডা লড়াইর চাপ থেকে পালাতে চাইছে। এই চাপ সত্যাই ভয়ঙ্কর।

ব্র্যাগুন—তাছাড়া সে রকম অশ্রদ্ধা ও নেই—এমন কোন পত্রিকা বা দৈনিক কাগজ নেই—যেখানে অশ্রদ্ধামূলক রচনা ছাপা হয়।

থারবার—ঠিক কথা। আপনি বলতে চাইছেন যেমন হেনরী মেনকনে'র 'আমেরিকানে মার্কারী; হ্যাঁ, সত্যি কথা যে আমাদের সে রকম কিছু নেই আবার বলছি, ১৯২০ এর পাগলামী ছিল প্রকাশের স্বাধীনতা দ্বারা সমভারীকৃত—জন ডস্ পাসো'র 'থ্রি সোলর্জাসের কথা ধরুন, আপনি যে কোন বিষয়ে লিখতে পারেন কেউ কারো সম্বন্ধে ভীত নয়। আমেরিকাবাসীরা আমেরিকাবাসীদের ভয় পাচ্ছে না; এটাই আমাকে উৎকণ্ঠিত করে তুলছে যে গৃহযুদ্ধের প্রবণতা অনেক দূর গড়াবে।

আমাদের এই আমেরিকায়—এই অদ্ভুত প্রতিযোগিতামূলক ভাব বরাবরই আছে। গতকাল, পেশাদার ফুটবল খেলিয়াড়দের খেলায় খুশী না হয়ে আমরা একটা "বাউল" গেম করলাম—যাতে পূর্ব ও পশ্চিমের লোকদের' দুটি পৃথক দলে স্থাপনা করা হলো। তার পুর্বে উত্তর ও দক্ষিণ—ঘরোয়া ফুটবল খেলায় পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে, কোন কোন দিক দিয়ে এটা স্বাস্থ্যকর কিন্তু অনেক দিক দিয়ে নয়।

ব্র্যাগুন—আমেরিকার লেখা সম্বন্ধে আপনি কি বলেন?

থারবার—আমার মনে হয় এডমণ্ড উইলসন বলেছিল—ও আমার চেয়ে এক বৎসরের ছোট—"সমসাময়িক লেখক নিয়ে সময় কাটাবার সময় তুমি পাবে না—কারণ তোমার কিছু-ই করা হয় নি।

ষাট বৎসর বয়সে মানুষের কলসিক বই এবং সেই সব বড় বড় বই যা "আমি এসব বারমুডা'য় নিয়ে যাব—"বলে সরিয়ে রাখা হয়েছে এবং তাদের স্তূপ জমে গেছে সেই সব পড়তে ইচ্ছে হয়, কাজেই, আমি বিচারের উপযুক্ত নই।

আমার একটা নির্দিষ্ট ঘটনা জানা আছে যাকে মনে হয় হাস্যরস ও মিলনান্তক নাটকের অবনতি হচ্ছে। নিউ ইয়র্ক থিয়েটারে এটা দেখানো হচ্ছিল। উচ্চ মিলনান্তক নাটক অপেক্ষা প্রহসনের দিকেই প্রবণতা বেশী। 'দি চক গার্ডেন দেখে' আমি খুব অভিভুত হয়ে গিয়েছিলাল—কারণ ওটা ইংলণ্ড থেকে নূতন হাওয়ার মতো এসেছিল। মনে হচ্ছিল যে মেয়েটি এই

নাটকটি লিখেছে তার পারিপার্শ্বিক সত্যই স্বাধীন। সে সমালোচনা, ভীতি প্রদর্শন বা অন্য কিছুর দ্বারা ভীত নয়। এবং লেখাতেও তা ফুটে উঠেছে। প্রায়ই ইংরেজী অথবা বিদেশী নাটকে'র এমন একটা প্রভাব থাকে যা আমাদের নেই। এদেশে মিলনান্তক নাটকের প্রতি শ্রদ্ধা নষ্ট হয়ে গেছে। টেলিফোনে-ও খুব আশ্চর্য ও নিরুৎসাহ ডিগ্রীতে কমেডি কমে গেছে। লোকের ধারণা যে কমেডি কমেডি সহজ—কিন্তু, যথার্থ কমেডি খুব-ই কঠিন। এটা খুব-ই প্রয়োজনীয় এবং একে ধরে থাকবার অনেক লোক নেই। যেমন, সিড পার্লম্যান এখনও অনেক কিছু লেখেন—এবং আমিও প্রচুর লিখি—কিন্তু আণ্ডে হোয়াট ও ফ্রাঙ্ক মুলিজন তার বেশী কিছু করেন না। কিন্তু কমেডি'র বোধহয় পুর্ণজন্ম হতে পারে—আমার 'মাই ফেয়ার লেডি' এদের কল্পনাতীত আনন্দ দিয়েছে। এটার মত আর কোনটা নেই। শেষ পর্যন্ত আমরা উচ্চাঙ্গের কমিডিতে ফিরে গেছি—এবং প্রত্যেকেই তা পছন্দ করছে।

ব্র্যাগুন—আপনি মানব ভালোবাসেন না জন্তু?

থার্বার—আমার এক এক সময়ে এক একটি ভালো লাগে। অনেক সময়ে আমি ভাবি যে একটি ফরাসী বাচ্চা কুকুরকে সমগ্র পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করাতে পারলে ঠিক হোত—কারণ, তারা নিশ্চয়ই এই গত কয়েক বৎসরে আরও অনেক বুদ্ধিমান হয়েছে এবং তাদের মধ্যে সৌন্দর্য, রসবোধ ও বুদ্ধি আছে। আমার পুরোণ কুকুরটি—যে সতের বৎসর বয়সে মারা যায়—তার রীতিমতো রসবোধ ছিল···কিন্তু, আমি যা বলেছি যখন আমি কুকুরটিকে তার স্বজাতিকে নেবার কথা বললাম—সে বললো, গোল্লায় যাক। তারা মিলে যেতে চায় না।

কিন্তু বর্তমানে আমাদের শিশুদের নিয়ে সর্বাপেক্ষা বিচলিত হচ্ছি। প্রেসিডেণ্টের বর্তমানে (ষ্টেট অব দি ইউনিয়ন) বক্তৃতায় দুটি ব্যাপার আমাকে আমোদিত ও হতাশ করেছে। একটা হচ্ছে "স্কুলের ছাত্রদের তাদের বইয়ের ব্যাগ ও বাড়ীর কাজ" নিয়ে রোমাণ্টিক আবেদন। আমাদের ছাত্রদের মধ্যে মানসিক অনুশাসনের অভাব আছে। নিয়মানুগভাবে চলাকে আমরা ভীত অক্ষমতায় দূরে সরিয়ে রেখেছি। আমরা তৎক্ষণাৎ সেটাকে এমন কি নিতান্ত প্রয়োজনীয় মানসিক নিয়মানুবর্তিতাকেও আমরা সৈনিক-জীবন স্বরূপে এবং সাম্যবাদীয় বলে বাতিল করি। আমরা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে এটা মিশিয়ে ফেলি। আমাদের শিশুরা কঠিন পরিশ্রম ছেড়ে দিয়েছে।

যেমন বলছি, প্রতি বৎসর আমি যুক্তরাজ্যের সব অংশের ইংরেজী সাহিত্যের ছাত্রদেব কাছ থেকে জীবনী রচনার মালমসলা প্রার্থনামূলক চিঠি পাই।

কয়েক বৎসর আগে আমরা যাকে মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় বলি সেখানকার কয়েকটি শিক্ষক ইংরেজী ক্লাশে প্রিয় লেখক সম্বন্ধে রচনা লিখতে দেন এবং বলেন যে, তোমরা—তাঁদের চিঠি লিখে কয়েকটি বুদ্ধি চাতুর্যপূর্ণ প্রশ্ন কর না কেন? কাজেই, দেশের সর্বকোণ থেকেই চিঠি আসতে শুরু হয়…ষ্টিনবাক্ চিঠির চাপে এত বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন যে তিনি স্যাটারডে বিভিউ অব লিটেরাটার'এ প্রতিবাদ করেন যে সেগুলি অত্যন্ত বাজে—আর যেন না পাঠানো হয়। আমাদের সকলেরই বাঁধাধরা চিঠি লেখা আছে—কিন্তু তাতে ওরা খুশী নয়।

সেদিন আমি নিজে রবার্ট নামে একটি ছেলেকে লিখলাম—( আর ওদের চিঠিতে—ভাষা ও বানান এতো অশুদ্ধ—আমার ইংরেজী বলার…এইভাবেও টাইপ করেছে ) যে, কি করে তুমি এরকম ভুল করতে পারলে কারণ S তো A কি বোর্ডে আছে R ওপরের লাইনে? তারপরে আমি লিখলাম, তুমি নিউ ইয়র্ক শহরে বাস কর। আমি অনেক সময়ে সেই সব ছেলেদের সাহায্য করি যারা ছোট শহরে বাস করে ও লাইব্রেরীর সুবিধে পায় না। তুমি একটা বিকেল খাটলেই 'জীবনী লেখার উপাদান, পেয়ে যাবে। "উত্তরও লিখলো, যদি আপনি আমাকে জীবনী লেখার কোন উপাদান না পাঠান তাহলে আমি অন্য লেখকের নিকটে চিঠি দেব।" তারা জীবনী উপাদান চায় না—ওরা চায় যে ওদের কতগুলি আমরা করে দিই। আর একটি ব্যাপারে আমি লিখে পাঠিয়েছিলাম যে লচ নেস দানবের সম্পর্কে কিছু লিখবার আগে আমি দু' বৎসর পড়াশুনো করেছি---কিন্তু আমি সে সম্বন্ধে লিখি নি।

প্রেসিডেন্টের বক্তব্য দ্বিতীয় যা আমাকে হতাশ করে তুলেছে তা হচ্ছে 'ফাইনালাইজ' কথাটার ব্যবহার। আমার এখন একমাত্র আন্তরিক আকাঙ্খা হচ্ছে ইংরেজী সাহিত্যকে এই শতাব্দীর, বিশেষতঃ গত যুদ্ধের শেষের দিক থেকে যে অবনতির দিকে সে যাচ্ছে তা থেকে রক্ষা করা।

আমার দেশ কোন দিনই ভাষার শুদ্ধতা নিয়ে মাথা ঘামায় নি এবং ভালো ইংরেজীকে 'বইয়ের ভাষা' বলে নাক সিটকিয়েছে। আমাদের মধ্যে যারা ভাবের আদান-প্রদান ও বুঝবার জন্য সুষ্ঠ ভাষা ব্যবহার করেছে তাদের শিক্ষকের পেটোয়া থেকে মোটা মাথা সব-ই বলা হয়েছে এবং এজন্য কংগ্রেস

যতটা দায়ী আর কেউ তত নয়। তাদের নিয়মিত ভাবে ফাইল ও তৃতীয় শ্রেণীর গ্রামার স্কুলে একদিন আটকে রেখে শাস্তি দেওয়া উচিত।

আমার ( এলার্মস এ্যাণ্ড ডাইভারসনন ) নামক বইতে এক জায়গায় আছে 'মিঃ থার্বার, সাইকোম্যানটিসষ্ট এখন তোমাকে দেখবে—সেখানে কংগ্রেসীয় হয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ ছিল। এর শেষে একটা গল্প ছিল যে ওয়াশিংটনের ব্যুরো অন্য সব ব্যুরোকে চিঠি লিখে। 'ফাইনালাইজ'এর মতো মিথ্যা শব্দের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। কাজেই প্রেসিডেণ্ট 'ষ্টেট অব দি ইউনিয়ান' 'ফাইনালাইজ' শব্দটি ব্যবহার না করে আর কি করবেন? বিশ্রী, মিথ্যা; সমন্বয়ী শব্দ···কিন্তু এখন উনি 'ফাইনালাইজ' সম্পর্কে শেষ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কাজেই কেউ আর এর হাত থেকে নিস্তার পাবে না। ওঁর উচ্চারণও-বাজে। তিনি 'ইনডিভিজুয়াল' ( ব্যক্তি ) কথাটা এমন ভাবে উচ্চারণ করেন যেন এটা "ইনডিভিজেল"। ওয়েণ্ডাল উইলকি-ই বলেন, 'দি নাইন ষ্টেটস অব আমুরিকা' এবং 'দি ভেরি গ্রেট রিসারভার অফ্ ফরেন ফ্রেণ্ডসিপ ফর আস' মানব মনের পরস্পরের ভাব আদান-প্রদান ও উপলব্ধির মূল হচ্ছে ভাষা। রেডিও খুলে যখন ইউনাইটেড নেশনের আলোচনা শুনি—ইংরেজ প্রতিনিধি চমৎকার ইংরেজী বলে এবং অন্যান্য বিদেশী, প্রাচ্যদেশীয় সকলেই তাই। চমৎকার ইংরেজী। আমেরিকা'র ভাষা বিশ্রী আর বাজে শব্দে পূর্ণ।

ইংরেজী পত্রিকা পড়ে আমার এতো ভালো লাগে। ওরা কি চমৎকার ভাবে থিয়েটার ও বইয়ের সমালোচনা লেখেন। সযত্নে ও দরদ নিয়ে এগুলি লেখা হয় আর আমরা যেন ইংরেজী ভাষা নেকড়ের মুখে ছেড়ে দিই। আমরা খেয়াল করি না যে কি বলছি বা কিভাবে বলছি। এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে আমি হেরে যাচ্ছি। সেই ইংরেজ ভদ্রলোকের নাম আমার মনে নেই কিন্তু তাঁর কথাগুলি ছাপতে আবার খুব ভালো লেগেছিল—যিনি বলেছিলেন উইনষ্টন চার্চিলে'র বিখ্যাত লাইন—। আমাদের যন্ত্র দাও তাহলেই কাজ শেষ করতে পারবো' আমেরিকায় খাটী কংগ্রেসীয় ভাষায় তা হবে সাপ্লাই আস উইথ দি ইনষ্টুমেণ্ট এ্যাণ্ড উই উইল ফাইনালাইজ দি আণ্ডারটেকিং' এই হচ্ছে খাঁটী আমেরিকা খাঁটি কংগ্রেসীয়।

যে ভাবে কথা বলি সে সকল পোশাক পরে যদি আমরা রাস্তায় বের হ'তাম তাহলে নোংরামীর জন্য আমাদের ধরে নিয়ে যাওয়া হোত।

আমার প্রধান চিন্তার বিষয় পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের

প্রয়োজনীয়তা নিয়ে। যেমন, লণ্ডনে আমার একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল যে নিউইয়র্কে নয় বৎসর কাজ করেছিল। আমরা ইংরেজী ভাষা নিয়ে আলোচনা করছিলাম—সে সময়ে এ্যানি সম্পর্কে অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখেছি। যখন আমি ওকে প্রশ্ন করলাম আমেরিকার উচ্চারণে কোন শব্দটা ওর খারাপ লাগে সে বললো, যে ভাবে আপনারা fuitile কে fewtle উচ্চারণ করেন।" আমি বল্লাম, তুমি ঠিক-ই বলেছ। Futile চমৎকার শব্দ শেষের "ile" যেন বীণার তারের মতো ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে কিন্তু, তোমরাও একটি চমৎকার স্বর হারিয়েছো যখন figureএর মতো সুন্দর শব্দকে 'figger' বলো কাজেই আমরা একই দলীয় হলাম।

জন্মাবার শব্দ ও বাক্যে সম্পর্কে আমার প্রচুর ঔৎসুক্য পরে আমি আর একটি মজার ব্যাপার লক্ষ্য করেছি কুড়ি বৎসর আগে যখন ইংলণ্ডে ছিলাম দেখতাম সকলে 'actually' কথাটা অর্থ না বুঝে ব্যবহার করে কখনও কখনও 'বাস্তবিকপক্ষে' অর্থে-ও ব্যবহার করে। কিন্তু, শেষের দিকে আমি ওদের একটা কথার ভঙ্গী যার একটা অদ্ভুত ধ্বনি আছে তার দ্বারা অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম—এবং আমি এ সম্পর্কে 'পাঞ্চে'এর জন্য (তখন মিঃ ম্যাগার-ডিজ সম্পাদক ছিলেন) একটি প্রবন্ধ 'দি ভেরি বেষ্ট বাটার' লিখতে আরম্ভ করেছিলাম—এমন কি BBCতেও আমি এরকম শুনেছি "ওঃ হ্যাঁ, আমি সেখানে ছিলাম 'বাট-টা' তা অনেক বৎসর আগের কথা……"তখন বেশ ত্রিমাত্রিক ধ্বনি পাওয়া যায় "হ্যাঁ, সত্যই আমি ভারতবর্ষে ছিলাম কিন্তু টাম-আ"…দেখতেই পাচ্ছেন এখানে ত্রয়ী ধ্বনি…এবং প্রায় প্রত্যেকের মধ্যেই এটা দেখেছি। আপনার মধ্যে নেই কিন্তু প্রায় সকলেরই আছে।

এটা ক্ষুদ্র অঙ্গ-ভঙ্গী—সিগারেট ধরানো অথবা গ্লাসে চুমুক দেবার মতো— যে সময়টায় তারা পরবর্তী অংশ ভেবে নেয়। আমাদের-ও অবশ্য আছে…। and-da--and that's আমেরিকা-মহিলার 'and-da' তখনই আসে যখন সে কথার খেই হারিয়ে ফেলে। সে বলবে "কাজেই আমরা সেই পার্টিতে গেলাম এ্যাণ্ড-ড্যা—এ্যাণ্ড ড্যা…। 'কিন্তু, ইংরেজরা কথার খেই হারায় না—তারা যেন রেলপথের দুটো বগীর মধ্যে এই চমৎকার সংযোগ যুক্ত করে—Bat-tmn আমার চমৎকার লাগে। আগে ইংরাজরা 'রাজার ভাষা' বলতো এখন "রাণীর ভাষা বলে"। সত্যসত্যই এটা তাদের নিকট অর্থপূর্ণ। আমরা যখন সেখানে কাজ করেছিলাম তখন হ্যারোল্ড রস আমাদের সবাইকে

এক কপি ফাউলারের মডার্ণ ইংলিশ ইউসেজ দিয়েছিল। সে মনে মনে জানতো যে চমৎকার বই। আমি 'আওয়ার ওউন মডার্ণ ইংলিশ ইউসেজ' নামে একটি ব্যাঙ্গাতন রচনা করেছিলাম—এবং ফাউলারের সেক্রেটারীর নিকট থেকে চমৎকার একটা চিঠি পেয়েছিলাম। ওটা ত্রিশ বৎসর আগের কথা বলছি আমি ফাউলারের কৃত 'দি কিংস ইংলিশ' এক কপি রসকে দিয়েছিলাম। 'দি কিংস ইংলিশ' কথাটা গভীর শ্রদ্ধাসূচক ; ঈশ্বর আমাদের প্রেসিডেণ্টের ইংরেজী থেকে রক্ষা করুণ।

ব্র্যাগুন—অনুভব করছি যেন আপনার সঙ্গে আমার সম্পূর্ণ যোগ স্থাপন হয়েছে। আপনি কি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন?

থার্বার—না, আমি দেখতে পাই না—

ব্র্যাগুন—কিন্তু, আমি সত্যই অনুভব করছি যে আপনি দেখতে পান—

থার্বার—জানি। আমি লোককে বোকা বানিয়ে দিই। সারা সন্ধ্যা কারো সঙ্গে বসে গল্প করলেও সে বুঝতে পারবে না যে আমি তাদের দেখতে পাই নি—কিন্তু ডাক্তাররা একে বলেছেন 'সমন্বয় সাধন।' •

১৯৪০ সালে যখন আমি ধীরে ধীরে অন্ধ হয়ে যেতে থাকি—বাঁ চোখটা ছয় বৎসর বয়সেই দুর্ঘটনায় নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। চশমা পরে পয়তাল্লিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত ভালোভাবেই দেখতে পেতাম—তারপরে ছানি পড়তে থাকে ও নানাপ্রকার উপসর্গ অলুকোমা থেকে গ্রেড A পর্যন্ত সব রকম পরিচিত ব্যাধি-ই আমার আছে—এবং সিমপ্যাথিটিক অপথ্যালমা। কিন্তু, কি যা ঘটলো তা হচ্ছে ধীরে ধীরে আমার চোখে একটা ভারী পর্দা পড়ে গেছে—তা থেকে-ই ছানি কাটা হয়েছে। এখন আমি মৃদু, নরম আলোর রাজ্যে বাস করি—এবং এটি খুব-ই মনোরম, খুবই নরম—এবং এই আলোতে পৃথিবীর দৃশ্য অথবা মানবের কোন ছায়া পড়ে না।

কিন্তু, কণ্ঠস্বর শুনে আমি তাকাই—কারণ, যে সব অন্ধেরা কারো দিকে তাকায় না তাদের দেখে আমার চিরদিনই খুব খারাপ লাগতো—কিন্তু, এটা সম্পূর্ণভাবে সমন্বয় সাধনের ব্যাপার। ১৯৪০ সাল থেকে এই ব্যাপারটা চলছে—ধীরে ধীরে কাজেই আমি আমার অজান্তেই এ ভাবে চলতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি।

১৯৫১ সালে একজন প্রায় অন্ধ—ম্যাঞ্চেষ্টারের অধিবাসী একজন ইংরেজ, আমাকে একটি চকচকে সাদা ক্রেয়ন ও মিশমিশে কালো কাগজ বিমানডাকে

পাঠিয়েছিল। এবং সেগুলি দিয়ে আমি শেষের ছবিগুলি আঁকতে পারতাম কারণ, কালো কাগজে সাদা রেখা চকচক করতো।

আর একটি মর্মস্পর্শী ব্যাপার যা আমি বলছি—জানি না এতে হেলেন অশ্বস্তি বোধ করবে কি না। যখন আমাদের দুজনের চোখের অসুখ হলো—ও রেটিনার অসুখে হাসপাতালে ছিল—আমি দশজন অপরিচিত ব্যক্তির চিঠি পাই। তাদের মধ্যে দুজন ইংলণ্ডের—তারা একটি করে চক্ষু দিতে চেয়েছিল। তাদের দৃষ্টিশক্তি চমৎকার—এবং তারা আমাকে বা হেলেনকে একটা চক্ষু দিতে চেয়েছিল। একজন সায়েন্সের ইংরেজ মালী, সে বলেছে, আমার বয়স চৌত্রিশ, বিবাহিত, দুটি মেয়ে আছে ২ ও ৪ বয়স। আমার চোখ খুব ভালো—আমি একটা দিতে ইচ্ছুক—কারণ, আপনার বই পড়ে আমি অসীম আনন্দ পেয়েছি।

এই দশটি লোককে-ই আমি এই লিখেছিলাম "মানব চোখ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, একমাত্র কমনীকা-ই উৎপাটন করে এনে বসানো যায়। কণিনীকা হচ্ছে সম্পূর্ণ চক্ষু-গোলকে'র ওপরে স্বচ্ছ ঢাকা—সেটা আপনি পেতে পারেন। কিন্তু অন্য কিছু রোপণ করা যায় না। তাছাড়া, পৃথিবীর কোন ডাক্তার, চক্ষুবিদ অথবা অক্ষি সার্জন একটি ভালো চোখ তুলে নেবার জন্য অস্ত্রোপচার করবে না কারণ, তাতে অপর চোখের ওপরে কি প্রভাব পড়বে তা কেউ জানে না। কিন্তু দশটি অপরিচিত লোক আমাকে চোখ দিতে চাইছে এটি কি চমৎকার নয়? মনুষ্যচরিত্রের এই সব দিকগুলি খবরের কাগজে প্রকাশিত হয় না? যে চোখ তুলে নিয়েছে এমন লোকের সংবাদ আমরা শুনি কিন্তু যে চোখ দিতে চায় তার কথা কেউ ছাপে না।

ব্র্যাগুন—এক্সেল মুঁথে'র সঙ্গে সাক্ষাৎকার করতে গিয়ে আমার অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছিল—তিনি তখন অন্ধ। আমার মুখে দু'হাত দিয়ে স্পর্শ করে বললেন, তোমার মুখ খুব সুন্দর—ভেতরে এস।

থারবার—আমি কখনও স্পর্শের প্রভাব সূক্ষতা অনুভব করতে চেষ্টা করি নি কিন্তু কাণে'র ওপরে নির্ভর করা আশ্চর্যজনক। যেমন, আমাদের বাড়ীতে কয়েক বৎসর আগে একটা পার্টিতে—একটা বড় পার্টিতে আমি একটি দম্পতি সম্পর্কে বলেছিলাম, এদের ছাড়াছাড়ি হবে। সবাই ভাবলো আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তারা বললো কেন? এরকম সহৃদয় ও প্রফুল্ল দম্পতি আমরা আর কখনও দেখি নি। আমি বল্লাম, "হ্যাঁ,

তোমরা দেখেছ—আমি শুনেছি।" তারপর, ছয়মাস মাত্র তারা একসঙ্গে ছিল।

মুখের ভাবপ্রকাশের দিকে যদি কেউ তাকিয়ে থাকে তাহলে গলার ভাবটা নষ্ট হয়ে যায়। এটা আপনাকে ভুল পথে চালনা করবে। প্রত্যেকে চোখ ও মুভাবে'র দিকে লক্ষ্য করে কিন্তু আমি কথার বক্রবাণ, স্বরাঘাত এবং কণ্ঠস্বরের•ওঠা নামার ওপরে নির্ভর করি—এবং অনেক সময়ে লোককে প্রশ্ন করে বিস্মিত করি—"কি হয়েছে?" "কি করে আপনি এ সব ব্যাপার বুঝতে পারেন?" 'হ্যাঁ—আমি বলতে পারি……'যদিও তারা যা বলছে তা দুঃখ-জনক, গভীর অথবা শোচনীয় নয় তবুও তা বলা যায়।

একজন আমাকে প্রশ্ন করেছিল—একদিনের জন্য চোখ ফিরে গেলে আমি কি দেখতে চাইবো? মেরিলিস মনরো? আমি বল্লাম, না, আমি আমার পুরাতন বন্ধুদের কাউকে দেখতে চাইবো। মেরিলিন মিলার যে কি রকম সে ধারণা আমার আছে।

ব্র্যাওন—'এগহেড' বলতে কি বোঝায়? কেউ কেরিলিন মনরো মিসেস আর্থার মিলারকে তাই বলেছে।

থার্বার—ঠিকই বলেছে। ফিলিস্পা হালসম্যান, আলোকশিল্পি আমাকে বলেছে যে ওর মুখের বিভিন্ন ভাবপ্রকাশ ছবিতে তোলা কি কঠিন—তবুও ও উঁচুদরের হাস্যরসিক। ওর মুখে একটা নূতন ভাব দেখবার জন্যে সে ওকে বলেছিল, প্রথম পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক হবার সময়ে আপনার বয়স কত ছিল?" এবং ও উত্তর দিল, "সাতা" ও ঠিক জানতো সে কি বলতে চাইছে—কিন্তু একটুও বিচলিত হয় নি। সেই আলোকশিল্পী-ই আমার সঙ্গে কথা বলবার সময়ে আমাকে একটি রান্নাঘরের সাধারণ কাঠের চেয়ারে নিয়ে বসিয়ে দিল এবং বললো, "এতে হেলান দিন।" "কিসের ওপরে হেলান দেব?" সে বললো, "পুরোন দিনের ইটের তৈরী অনুসারে চুল্লীর ওপরে—উনবিংশ শতাব্দীর আমেরিকা" আমি বল্লাম, "কেন?" "কারণ, আমি অনুভব করছি যে আপনি শক্তসমর্থ ও রূঢ়।" আমি বল্লাম, বৎস, তুমি লক্ষ্য করেছ যে এই কথাটা প্রায় সব অমেরিকাবাসীকে মনে সাড়া জাগায়—কিন্তু, আমি পরিশ্রমী বা রূঢ় নই। প্রত্যেক আমেরিকাবাসী চুল্লীতে ঠেস দিয়ে নিজেকে এবে লিঙ্কলন ভাবতে ভালোবাসে। তিনি-ই হচ্ছেন পুরাতন, 'আত্ম-নির্ভর টাইপ……অন্য প্রকার হচ্ছে বহির্বিশ্বে পশ্চিমী,

অথবা 'নীরবজিম'। হেলেন বলেছে, আমাকে কেউ কখনো 'নীরব জিম' বলবে না।

ব্র্যাগুন—আপনার লেখা থেকে আমার অনেক সময়ে মনে হয়েছে যে আপনি ভিন্ন শতাব্দীতে বাস করতে চান।

খারবার—আমার নয় হেনরী জেমসে'র প্রবল আকাঙ্খা ছিল—আমার যে তিনি 'ব্যারণীয় যুগে' বাস করবেন—১৮২০' এর ইংরেজী জীবনের পারিপার্শ্বিকে —অবশ্য, আমাকে অনেকে হেনরী জেমসীয় মনে করে—এবং কুশলী রচনাকার হিসেবে আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি। কিন্ত হেনরী জেমসকে বারবার পড়ে আমি এটুকু বুঝতে পারলাম যে রচনারীতি ও ইন্দ্রিয়ের সম্পর্কে ভিন্ন আর বিশেষ কিছুর সংঘাত তাঁর বলবার নেই।

লণ্ডন ও ইংলণ্ডের প্রতি ভালোবাসা আমি উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি —যদিও আমি পরিবারগত ভাবে দু'দিক থেকেই অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে এখানে আছি। কিন্তু, এখনও লণ্ডনে গেলে মনে হয় যেন 'বাড়ীতে ফিরেছে।' এই দেশে এখনও ঘণ্টার শব্দ শোনা যায়। এই প্রসঙ্গে বলছি যখন আমি ১৯৫৫ সালে লণ্ডনে ছিলাম—সাধারণতঃ আমি জন হেওয়ার্ডের ওখানে থাকি সেব্যরেও তাই ছিলাম—তখন সে টি. এস. ইলিয়টে'র সঙ্গে 'চেনি ওয়াকে' একটি ঘর নিয়ে ছিল। এবং ইলিয়ট ছাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা ভেবো না যে আমি সেজন্য এসেছি কিন্তু আমি সেদিন জানতে পারলাম যে, হেনরি জেমস এই ওপরের ঘরে মারা যান."

তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন যে তাঁর শেষ কথা কি ছিল আমি জানি কি না? আমি বল্লাম, না, আমি শুনি নি তখন তিনি বললেন, তিনি নাকি বলেছিলেন "সেই অপরিহার্য পরিণতি সেই—বিশিষ্ট ব্যাপার," তখন, দু'বৎসর আমি সে কথা নিয়ে ভেবেছি এবং যদিও 'সেই অপরিহাস পরিণতি' যে কেউ বলতে পারে "সেই বিশিষ্ট ব্যাপার" ঠিক হেনরী জেমস এর ছোট গল্পের নাম বলেই মনে হয়—যেমন 'সেই মহানমহৎ স্থান' "সেই বিশিষ্ট ব্যাপার" "দিষ্ট্রংগার সেন্স" অথবা এই রকম আর কিছু…কিন্তু, আমার মনে হয় যে তাঁর স্বর নীচু হয়ে গিয়েছিল প্রকৃতপক্ষে তিনি হয়তো বলেছিলেন, সেই নির্বাপিতশিক্ষা।

আমি বিশ্বাস করি না যে জীবনের অপরিহার্য পরিণতিকে তিনি বিশিষ্ট ব্যাপার বলে ব্যাখ্যা দেবেন। কথাটা শুনে তাঁর মনে কি প্রতিক্রিয়া হয় দেখতে ইচ্ছে করছে।

কিন্তু, আমি এই শতাব্দীতে বাস করেই সুখী, অন্য কোন শতাব্দীতে বাস করলে আমি হয়তো বৃহত্তম ও চমকপ্রদ ব্যাপারগুলি দেখতে পেতাম না...... আমাদের কালেরসর্বশ্রেষ্ঠ বাকবৈশিষ্টপূর্ণ ব্যক্তি 'স্যার উইনস্টন চার্চিলে'র কথায়। সেই অপুর্ব ও মহনীয়'। তিনি 'A' বোমার সম্পর্কে বলেছিলেন যে সেটা অপুর্ব ও মহনীয়। এই শতাব্দীও জীবন যাপনের পথে অপূর্ব ও মহনীয় এবং আমি এ থেকে বঞ্চিত হতে চাই না।